

৩ নম্বর ভগবত বাসুদেবায় ।

ধর্ম প্রচারক ।

“কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুনাবতী চ তেন ।

অপারি সসিং সুখমাগরোম্মিন্, লীনং পরে ব্রহ্মণি যদা চেতঃ ॥”

১৪শ ভাগ

১ম সংখ্যা

“এক এব শুদ্ধকর্মো নিধনেহ্যামুযাতি যঃ ।

শরীরেণ সমস্রাশং সর্কসনাতু গচ্ছতি ॥”

শকাব্দা ১৮১৩

পৈশাখ মাস

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা ।

(পুণ্যগুরুত)

বৃদ্ধ ভারি নৃপস্নাত জ্ঞারোগিবর চক্রিণাম্ ।

পদ্মা বেয়ো নৃপশ্রেষ্ঠাঃ স্নাতাঃ স্নাতঃ স্নাতঃ ।

বৃদ্ধ, ভারবাহী, রাজা ব্রহ্মচারী বা যজ্ঞদীক্ষিত ব্যক্তি, জ্বর, রোগী, নিবাহের জন্য সজ্জিত রত ও চক্রী ইহাদের গমন কালে রাস্তা ছাড়িয়া দিবে । ইহাদের মধ্যে রাজা অধিক মাননীয় । রাজা অপেক্ষা ব্রহ্মচারী অধিক সম্মান্য, অর্থাৎ গর্বাস্থে ইহাদিগকে যাইবার জন্য রাস্তা দিবে ।

ইজ্যাময়ন দানানি বৈশাখ কত্রিয়স্য চ ।

প্রাতঃপ্রহোদিকো বিশ্রে যাজ্ঞান্যাপনে তথা ॥

যাগ, অধ্যয়ন, দান এই ত্রিবিধ কর্মের অনুষ্ঠান বৈশাখ ও কত্রিয়ার পক্ষে দৈন্য, প্রাতঃপ্রহ, যাজ্ঞ ও অধ্যাপন এতদ্বিতীয় বিশ্রে পক্ষে অধিক দৈন্য ।

প্রদানং কত্রিয়ে কস্য প্রজানাং পরিপালনম্ ।

কুমীদ কুমি বাণিজ্য পাশুপাল্যং বিশঃ স্মৃতম্ ।

প্রজার পরিপালন কত্রিয়ার পক্ষে প্রদান কস্য ।

কুমি কুমী সহজনী কারবার বাণিজ্যাদি বৈশ্যের পক্ষে প্রদান কর্ম বলিয়া পরিগণিত ।

পুণ্য বিজ্ঞশ্রুত্যা তয়াহজীবনং বৃণিগ্ভবেৎ ।

শিষ্টৈর্বাণিবিদৈর্জীবোদ্ধজাতিহিতমাচরন ॥

বিজ্ঞশ্রুত্যা ই শূদ্রের পক্ষে প্রদান কর্ম । যদি তাহাতে জীবিকা নির্বাহ না হয় তবে বণিগ্ভবিত্ত অবলম্বন করিবে । অথবা বিজ্ঞতার হিতাচরণ করিত্ত বিবিধ শিল্পকার্য্য দ্বারা জীবন ধারণ করিবে ।

ভার্য্যারতিঃ শুচিভূতাত্তা প্রাক্কক্রিয়ানতঃ ।

নমস্কারেণ মন্ত্রেণ পঞ্চমজ্ঞান্যে হাপয়েৎ ।

পূর্বোক্ত চতুর্বিধ নিজ ভাষাতে রত, পণ্ডিত, ভক্ত্যবর্গের ভরণকর্তা ও পিতৃগণের প্রাক্কক্রিয়ায় নিরত হইবে । নমস্কারাত্মক মন্ত্র দ্বারা পঞ্চমজ্ঞানের অনুষ্ঠান করিবে ।

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিঞ্জিয়নিগ্রহঃ ।

দানং দয়া দমঃ ক্রান্তিঃ সর্বকামং সম্যগাদনম্ ।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, শৌচ, জিতেন্দ্রিয়তা, দান, দয়া, দম, ক্রমা এই গুণি ধর্মের কারণ বহিরা উক্ত হয় ।

বয়ো বুদ্ধার্থবাণেশে প্রতাপজিন কস্যমাম্ ।

আচরেৎ সদৃশীং বৃদ্ধিমজ্ঞান্যমশাঃ তথা ।

বয়, বুদ্ধি, বাণী, বেশ, বিদ্যা, কুল ও নিজের কর্মের অনুগারে কোটিলী ও শঠতা বিবাক্ত জীবিকা অবলম্বন করিবে ।

ত্রৈবার্ষিকানিকায়োগঃ স তু সোমঃ পিতৃদক্ষিণঃ ।

একমৌমিকীঃ ক্রিয়াঃ কুয্যাদগম্যামঃ নার্ষিকঃ ভবেন্ ।

যাঁহার গৃহে তিন, বৎসরেরও অধিক উদরামের সংস্থান থাকে, তিনি সোমযাগ করিতে পারেন । যাঁহার গৃহে এক বৎসরের অল্প সংস্থান থাকে তিনি একমৌমিকী ক্রিয়া (সোমযাগের পূর্বের কর্তব্য দর্শ পৌর্নামাসিক ক্রিয়া) অগুষ্ঠান করিতে পারেন ।

নবমের আশাদের কথা ।

১৮৯২ শকাব্দা চলিয়া গেল । ঘটনারাশি বুকে করিয়া খণ্ডকাল মংহাকালে মিশিয়া গেল । মহামায়ার নাট্যশালায় কত নূতন অভিনয় দেখাইয়া বিগত বর্ষ অতীতের গভীর গর্ভে ডুবিয়া গেল । খণ্ডকাল সত্য-কালের চরণে উপহার দিবার জন্য জগতের কত হাঁসি কামা কুড়াইয়া পুষ্পমালা গাঁথিয়া লইয়া গেল । ত খী জীব হুঃখের কমাণাতে পীড়িত হইয়া বিগত বর্ষকে কনমণ্ডো বিদায় দিবার জন্য কত মাধ্য সাধনা করিয়াছে, সুখী জীব আনন্দের হিলোলে ভাসমান হইয়া বিগত বর্ষকে মরিয়া রাখিবার জন্য কত আব্দার করিয়াছে, কিন্তু উভয়েরই চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া বিগত বর্ষ আপনাত কার্য্য আপনি করিয়া ধীরে ২ অনন্ত লীলাময়ীর লীলপটে মিলাইয়া গেল । প্রকৃতির অনন্ত-ভাব স্রোতে ভগবতিকার তায় বিগতবর্ষ কোণায় ভাসিয়া গেল, তাহার সংবাদ কেহ বলিতে পারেন । বিশ্বপানী প্রলয় বন্যার ভীষণ আবেগে পর্কিত হইয়া যেমন ভাসিয়া যায় সেই রূপ অনন্ত কালস্রোতে জীব জীবন ভাসিয়া যাউতেছে, কাহার মাধ্য সে তীব্র-তবঙ্গের প্রতিকূলে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় । ছড় ২ ছড় ২ করিয়া কাল প্রবাহ অবিরত অনন্ত মাগর সমুদ্র-ধাবিত হইতেছে । প্রতি পালে প্রতি বিপলে তাত যুহুর্ভে মহাকাল—অজাগর মর্পের বিরট গর্ভে জগৎ প্রবিষ্ট হইতেছে । অনন্ত ইন্দ্রজালময়ী প্রকৃতির একটি

পট প্রক্ষেপানন্তর আবার অ একটি পট উত্তোলিত হইতেছে, ইহারই নাম নবম ।

এ স্বেচ্ছাচারপ্রাপিত দেশে ইংরাজি সভ্যতার জ্বল উপমর্ষ্য সঙ্কটের পুনিকক্ষে মর্ষ্যপ্রচারকট প্রথম মাথা তুলিয়াছিলেন । ঘোর স্বেচ্ছাচারিনী কৃষ্ণ কল্পনারাশির নিকক্ষে শাস্ত্রীয় মনাতন মর্ষের সাহসী কীতন করিবার জন্য মর্ষ্যপ্রচারকট প্রথম নীরবেশে দগ্ধায়মান হইয়াছিলেন । মর্ষ্যপ্রচারকের সেই জন্মদিনের মহিমা বর্তমান দিনের তুলনা করিলে আকাশ পাতাল প্রভেদ বলিয়া বোধ হয় । তখন মর্ষ্যপ্রচারক সে ত্রুত উদ্যোগন করিবার যুচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে কাহারও মহাশুভৃতি পাওয়া দূরে থাকুক, অনেকেরই ঘৃণাপূর্ণ কুটকটাকনিক্ষেপে পদে ২ লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছিল । " এই উনবিংশ শতাব্দীতে সেই সেকলে হিন্দু মর্ষের নাকারজনক কথা লইয়া তোমরা পাগলামী করিতে চান কেন ? " এই রূপ কত ভৎসনাই মর্ষ্যপ্রচারককে পুষ্পকারি পাইতে হইয়াছিল । এখন কিন্তু আর সেই দিন নাই । এখন মর্ষ্যপ্রচারকের ত্রুতপথের অনেক সহায় মিলিয়াছে । আশা ভরসার অভয় বাণী দোষিত করিয়া এখন অনেকেই যোগ দিয়া কার্য্যক্ষেত্রে বিস্তৃত করিয়া তুলিয়াছেন । আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি সমগ্রদেশের সম্মিলিত শক্তির মধুর আশ্রয়স্থান হইয়া আশার অন্ততম উচ্ছ্বাসে সতেজ হইয়া উঠিয়াছে । শত মাতনা সহ্য করিয়া আমাদের জীব শক্তি বিরাট মহীয়সী শক্তির চরণ তলে মাথা রাখিয়া আশ্রয়প্রাপ্তে যুগ লুকাইয়া এতদিনে জুড়াইবার অবকাশ পাইয়াছে ইহাতে আমরা মন্থ । পূর্ব হুঃখ তুলিয়া গিয়া পুরাতন লাঞ্ছনা কষ্টকে বিস্মৃতির অতলতলে ডুবাওয়া শ্রীতিপূর্ণ স্বদয়ে আমরা ভবিষ্যতের আশ্বাস করিতেছি ।

বিগতবারের দশবার্ষিকী কুম্ভমেলায় এমনি দিনে ভারতবর্ষীয় মর্ষ্য মর্ষ্যপ্রচারিনী সভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে ।

উক্ত সভাই প্রথমে মুসলিম কার্গালয় স্থাপন পূর্বক দেশে ২ আর্থামস প্রচাপদ্ধতি প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। সেট সময়েই হিন্দু প্রচার পদ্ধতির পক্ষপাতী হইয়া আদি ব্রাহ্ম সমাজের সভাপতি মান্যবর শ্রীযুক্ত রাজ নারায়ণ বসু মহাশয় “মাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভাপতি মান্যবর শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেব মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন—

“ I think you ought to decide soon whether you should adopt a strictly Hindu mode of propagation, for if you do not adopt it at once, the Arya Samaj's bid fair to outstrip the Brahma Samaj's, as has been the case at Monghyr and elsewhere &c ” * * *

“অতঃপর নীচের হিন্দুধর্মের ধর্ম প্রচারপদ্ধতি অবলম্বন করিবেন; যদি এখনই এতৎ প্রচারণার না করেন, তবে আর্যসমাজ (দেশে মুসলিম ও অন্যান্য হিন্দু, যাহা দেখা যাউতেছে) ব্রাহ্মসমাজকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইবেন।”

সেই কুস্তম্ভে গিয়াছে, পুনরায় কুস্তম্ভেলা আসিল। এই ষাটশ বর্ষ মধ্যে আর্যসমাজের আন্দোলন বিরূপ উন্নতির পথে ধাবিত হইয়াছে, দেশের লোকের আর্থামসের দিকে মতিগতি বিরূপ করিয়াছে, ইংরাজ সভ্যতার ভীষণ দুর্গভেদ করিয়া স্বদেশি রক্ষার জন্য বিরূপ হিন্দু অস্তুরাত্মা বিচলিত হয়, যে সমস্তের পূর্ণ পরিচয় গভীর্ণানবিনাশক আইনের আন্দোলনে স্পষ্ট রূপে পাওয়া গিয়াছে। মজিদাহ উঠাইবার সময়েও উক্ত আন্দোলন হইয়াছিল, কিন্তু এমন দেশবাসী আন্দোলন, এমন পল্লীতে ২ প্রতিবাদ, এমন ইংরাজ-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ধর্মমুক্তিমূলক প্রতিবাদ আর কখনও হয় নাই, ইহা একরূপ সিদ্ধান্তিত হইয়া গিয়াছে। মত বটে, আন্দোলন অগ্রাহ্য করিয়া রাজা নিজ রাজশক্তি দেখাইবার জন্য আইন পাস করিতে বাধ্য হইলেন, কেননা আইন পাস করা রাজার সম্পূর্ণ এককর্তব্যের মধ্যে। কিন্তু রাজা ভিতরেই ইহা ত

বুঝিলেন, এই আইনের জন্য প্রজামুহুর মনে বিরূপ ভয়ানক অসন্তোষ জাগিয়াছে। এই রূপ দেশবাসী অসন্তোষ যে কথানে, রাজা অগ্রা বুঝিতে পারেন না। মার স্ট্র্যাট বেলি বলিয়াছিলেন, জন কতক মূর্খ অর্থ-উৎসাহের লোক এই আইনের বিরুদ্ধে চীৎকার করিবে বটে, কিন্তু দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহার জন্য গণগণমেন্টকে আশ্বস্ত করিবে। কিন্তু দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিই যখন আইনের বিরুদ্ধে ভীত ভাবে প্রতিক্রিয়া করিলেন তখন গণগণমেন্টের চমক ভাঙ্গিল, ভয় ঘুচিল। কিন্তু আইন যখন পাস হইয়াছে, তখন পাস করিতেই হইবে, তাহলে প্রেক্ষিত [মান] বজায় থাকিবে না, এই নীতির বশবর্তী হইয়া গণগণমেন্টকে আপাতত আইন পাস করিতে হইল। তাৎপাত্যে এই দেশবাসী আন্দোলনের কথা মনে করিয়া ক্রমাগত প্রজার অসন্তোষ বৃদ্ধির কথা ভাবিয়া এতৎ সম্বন্ধে গণগণমেন্টকে বিশেষ সতর্কতা হইতে হইবে। গত বটে বঙ্গদেশেই আইনের অধিক প্রতিবাদ হইয়াছে, বঙ্গের মফস্বলের ধর্মমভাসমিতি হইতে যেমন প্রতিবাদ হইয়াছে, তেমন পঞ্জাবাদি প্রদেশ হইতে হয় নাই, ইহার কারণ কয়েক বর্ষ হইতে হিন্দুধর্মের প্রচারকগণ বঙ্গই অধিক পরিভ্রম করিয়া আসিতেছেন তাই আইন সম্বন্ধে বঙ্গই ধর্মআন্দোলন প্রবলতর হইয়াছে। এখন পঞ্জাবাদি প্রদেশেও আন্দোলন যাহাতে রীতিমত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আর্য সমাজের আন্দোলন সম্বন্ধে মতটা উন্নতি হইয়াছে, কাগাংশে ততটা হয় নাই, এই রূপ যাহারা আশঙ্ক করিয়া থাকেন, তাহাদের কথাটা একটু বিচার করিয়া দেখিতে চাই। তাহাদের ইহাই কি অভিপ্রায় যে এই আন্দোলনের ফলে গৃহে ২ একবারে প্রব প্রহ্লাদের মত এই পুরুষ সমাজে অন্তর্ভুক্ত হইবেন, শুকদেবাদির মত মহামোগী আকাশ ফুড়িয়া চলিয়া যাইবেন। এই রূপ যাহারা চাহেন, তাহারা শূন্য মার্গে মনোহর উদ্যান বসাইতে চাহেন,

এ ধানদান পণ্ডিত মরুভূমে তাঁহারা, একবারেই পুণ্য-
মলিনা মন্ডা 'কনীর তাম্রত' স্রোত বহাইতে চাহেন,
গোমুখী হইতে 'নিঃসৃত' দিগ্দেশে প্লাবিত গঙ্গাকে
পুনরায় তাঁহারা গোমুখীর নিকেই ফিরাইয়া উজান
বহাইয়া গইয়া, যাউতে চাহেন ইহা কি কখনও সম্ভব?

ধর্ম সভা সমিতির আন্দোলন দেশে যদি ধর্ম-
নিষ্ঠার ভাব উদ্দীপিত হয়, ধর্মসাভিযুগী উচ্ছ্বাল
প্রাশস্ত্য সভ্যতার গতি যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণেও
প্রাণমিত হয়, জাতীয় ভাষার যদি উন্নতি হয়,
ভারতীয় আর্থনৈতিকাদিগের মধ্যে বাসস্থান, ভাষা
পরিচ্ছদ ও বর্ণ নিবিশেষে মিজ্রা ও একতা যদি দৃঢ়
হয়, তাহা হইলেই বৃদ্ধি ধর্মসভার দ্রুত উদ্ঘাটিত
হইয়াছে। ধর্মরাজ্যের এই প্রথম ভাগ সমাপ্ত করিয়া
যদি ধর্মসভা মরিয়া যান, তাহা হইলে ধর্মসভা নিজের
কার্য্য পরিমাপ্ত করিয়া যাইবেন, ইহার পর যাহারা
আগিবেন, তাঁহারা ধর্মরাজ্যের অন্যান্য ভাগ আরম্ভ
করিবার অবসর পাইবেন।

নিগত বর্ষে ধর্মসম্বন্ধীয় আন্দোলনের মধ্যে সহবাস-
আইনের আন্দোলনই স্মরণীয় বটন। এই আইন পাশ
হওয়ায় আমাদের লোকসান হয় নাই, লাভই হইয়াছে।
আমরা যে বিদেশী নিমন্ত্রী রাজার রাজত্বে এত দিন
বাস করিতেছিলাম, তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, এই
আন্দোলন তাহা মনে করাইয়া দিল। ইংরাজি শিক্ষার
শুণ্ড বিশেষ আমাদের সমাজ জর্জরিত প্রায় হইয়া কি
রূপ ধ্বংসপথে গাইতেছে, তাহা সামাজিক গণ
বুদ্ধি তাৎপ্রতিবিধানার্হ জাগরুক হইয়াছেন।
ইংরাজকে ক্ষম করিবার জন্যই হউক বা যে কারণেই
হউক ইংরাজি সভ্যতা ও বিলাসসামগ্রীর প্রতি
লোকেই বিশেষবুদ্ধি জাগিয়াছে। স্বধর্মরক্ষা ও
স্বজাতীয় ভাষার পুষ্টি সামান্য দেশের ধনী সম্প্রদায়
বন্ধপটিকর হইয়াছেন। তাই কলিকাতায় "ধর্ম-
মণ্ডনী" স্থাপিত হইবার চেষ্টা হইতেছে। লোকে

ঠেকিয়া যাহা শিপ, তাহা কখনও ভুলে না, তাহা
মজ্জাগত হইয়া যায়। এই আইন উপলক্ষে হিন্দুসমাজ
যাহা ঠেকিয়া শিখিলেন, তাহা কখনও ভুলিবেন না।
এই মঙ্গলভেদী শিক্ষা আইন না হইলে হইত না।
সুতরাং আইনি অনেক শিক্ষা হইল।

আইন পাশ হওয়ায় অনেকেই নিরুৎসাহ ও নিরাশ
হইয়াছেন। আমরা কিন্তু ইহার কারণ বুঝি না।
বিদেশী নিমন্ত্রী রাজার রাজত্বে কোন্ কালেই বা আশা
করিবার কারণ ছিল, যে এখন তাহা নষ্ট হওয়ায়
নিরাশ হইতে হইবে। যাহাদের সহিত ধর্ম ও সমাজ
সম্বন্ধে আমাদের অহিনকূল সম্বন্ধ, অদূরদোষে তাহা-
দের হাতে যখন পাড়িয়াছি, তখন আমাদের নির্যাত্ত
হওয়াই স্বাভাবিক এই টুকু ভুলিয়া যাওয়ায় আশা-
ভঙ্গের নিমিত্ত আমরা বুঝা মনস্তাপ পাইতেছি। যে
রাজার রাজত্বে আমরা বাস করিতেছি, তাহাতে
সর্বদাই আমাদের মনে রাখিতে হইবে—

"গৃহীত ইন্ড কেশব মুক্তানী ধর্মমাত্রং"।

হিন্দু সমাজের গৃহশত্রুগণ সর্বদাই ছিদ্র অশ্রুসঙ্কাম
করিয়া বেড়াইতেছে, নিমন্ত্রী রাজাও তাহাদের পরি-
দর্শিত ছিদ্রের ভিতর দিয়া সমাজে হস্তক্ষেপ করিতে
লোলুপ হইয়াছেন, সমাজকে উৎসন্ন করিবার জন্য
শাণিত কুঠার সর্বদাই উন্মোচিত করিয়া রাখিয়াছেন।
সুতরাং এমন অবস্থায় বিশেষ মতর্ক, বিশেষ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ,
বিশেষ অধ্যবসায়শীল না হইলে সমাজের ধ্বংস
অবশ্যম্ভাবী। হিন্দু সমাজে যদি পুনরায় সামাজিক
শক্তি ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে উক্তরূপ শত সহস্র
আইনেও হিন্দু সমাজের কিছুই হইবে না। প্রতি
দেশে প্রতি নগরে প্রতি গ্রামে সামাজিক পক্ষায়ৎ
প্রস্তুত হউক, যে কোন ন্যক্তি উক্ত আইনের অনুযায়ী
অভিযোগের কল্পনাও করিলে তাহাকে সমাজচ্যুত
জাতিচ্যুত পরিবারচ্যুত করিবার সালস্বা হউক। যে
ব্যক্তি ভদ্র পরিবারের মান সম্মানের উপর আঘাত

করিতে চাহে, তাহার পক্ষ হইবার এক মনোহর উচিত। সমাজে নানারূপ অসুখের অপকর্ম চলিতেছে সমাজে সমস্তের প্রভাব করিতেছেন না বটে, কেননা সমাজ সে সমস্ত বিষয়ে উদাসীন। কিন্তু জাতির মানসস্থরের হানির সম্ভাবনা হইলে হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করিতে পারেন। সুতরাং উক্ত বিষয়ে সমাজকে সাধ্য হইয়া জাগ্রত হইতে চাইবে। নহিলে আর কোন উপায় নাই। কেননা এক সামাজিক শাসনের বলে বিধবা বিবাহ সমাজে পুরোক্ত রূপে আইন হইলেও তাহা সমাজে চলে নাই। পুন্সকর দশমবর্ষের সম্মতি আইনও কেননা সামাজিক শাসনের গুণেই বিগত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে কার্য পরিণত হয় নাই। সুতরাং সামাজিক বন্ধন দুর্বল হইলে বর্তমান আইনের বিপরীত শক্তি নিশ্চয়ই সমাজে ক্রিয়া করিতে পারিবে না।

বিগত বর্ষ এক প্রকার কাটিয়া গেল। বর্তমান বর্ষের ধর্ম প্রচারক চতুর্দশ বর্ষ বয়সে পদার্পণ করিলেন। নানা বিষয় বাধা অতিক্রম করিয়া যাহার ক্রপায় ধর্ম প্রচারক দীর্ঘজীবী হইতে পারিয়াছেন, সেই পরাৎ পর পরম ধন্যকে প্রণিপাত করি। অনুগ্রহকৃত গ্রাহক বর্গের আশীর্বাদপুষ্পাঞ্জলি মাধ্যমেইয়া আসরা বর্ষের আশীর্বাদ করিতেছি।

(নিবেদন—বর্তমান বর্ষের মূল্য যাহারা দৈর্ঘ্য সংক্রান্তির মধ্যে পাঠাইবেন, তাহাদের ডাক মাধ্যমে দিতে হইবে না, অর্থাৎ যাহারা ৩।০ বা ২।০ অথবা ১।০ মূল্যের কাগজের গ্রাহক, তাহাদের যথাক্রমে ৩, ২, ১ করিয়া মনি অর্ডার পাঠাইলেই চাইবে। ধর্ম প্রচারকের গ্রাহক সকলেই সমাজ, অগ্রগত পুণ্যিক সকলেই ধর্ম কার্যের সহায়তা জন্য শীঘ্র মূল্য পাঠাইয়া প্রার্থী করিবেন। ইহাতে গ্রাহক ও প্রকাশক উভয়েরই সুবিধা।)

নববর্ষ

যাহা গিয়াছে তাহা কি, আগুন আগিবে,—যখন ছিল তখন তাহার সম্মুখ নাই, তাহার আসাদ তেমন সামান্য হইয়া নাই নাই, এনে এক বারও হয় নাই যে এমনটি আর পাঠিব না, নাই নাই যে জন্মাতের মতন সময় ভানিয়া যাউক, হয়ত আর ফিরিবে না, এত বলা তুমি পারিতু করি। সেই অভ্যুত্থানের অগতঃ বর্ষময় অর্থাৎ আবার কি অভাবময় বর্তমান নিম্নে ? শুনিয়াছি জগৎ চক্রের খায় ঘুরিতেছে। যাহা ছিল, তাহাই আছে এবং তাহাই থাকিবে, নূতনের সৃষ্টি হইতে বিনাশ নাই, নূতন বলিয়া কোন কিছুই হয় নাই, হইবে না এবং হইতেও পারে না। অবস্থার পৌনঃপুন্য সংঘটনে জগতের স্থিতি। যেমন প্রবল নদীতে কাষ্ঠখণ্ডাদি বহনবধা ভাসিবে, ডুবিতেছে, আবার ভাসিবার উত্তিতেছে, ঘুরিয়া ২ তীরে লাগিতেছে আবার ভাসিয়া যাউক, তেমন অবস্থার পরিবর্তনে উলটি পালটি ভাসিয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্থিতি ক্ষুণ্ণ এবং পরিণতি হইতেছে। যাহা ছিল তাহাই আছে এবং থাকিবে।

স্থিতি স্থিতি প্রণয়ের কথা শুনিয়া আশ্চর্য হই, কিন্তু গাত এবং পরিণতি ব্যতীত অন্য কিছু আছে কি ? এই অবস্থায় অনবরত গতি কোথা হইতে আসিতেছে, কোথায় যাইবে ? একটি বর্ষ ডুবি, বুঝ আর ফিরিবে না। এমন জলবিদ্যুৎপাত ২ ফোটা ২ করিয়া কত দুর্ভাগ্য কত শতবর্ষ, কত সহস্র কর্ম—কোটা ১ বর্ষ কোথায় পতিত হইয়াছে, কেন এমন করিয়া চলিয়া যাইতেছে কে বলিবে ? সমুদ্র-স্রুতিপটে স্রবের, ভ্রমের কত কষ্টের কথা আঁকত করিয়া যায় যে সকলকে কি স্থির হইয়া থাকে ? এক একটি করিয়া যে যত শোকগাথা কানের বুজাটকা কোলে লুকাইত হইতেছে। কেন এমন হয়, কেন এমন যায়, পুনঃ পুনঃ এমন করিয়া কেন আসিতেছে, জাতীয় স্রুতিপটে কেন পুনঃ

পুনঃ আঘাত করিয়া, কলঙ্কিত করিয়া—মলিন করিয়া চলিয়া যাইতেছে ? বর্ষের পর বর্ষ আসিল, চলিয়া গেল, ছুঃখের, শোকে, যাতনা, দরিদ্রতার পাসারা লইয়া, অপবিত্রতা, হীনতা, ভীকৃতার উপটোপ লইয়া, কত বেশে কত ভাবে কত বৎসর আমাদের জাতীয় জীবনের উপর দিয়া হিন্দুগণকে দলিত—মলিত—পীড়িত করিয়া চলিয়া গেল। যাহা গেল তাহা আর আসিল না, যাহা লইয়া গেল তাহাও ত ফিরাইয়া পাইলাম না। কিন্তু যে হরণনেয় কলঙ্করূপে রাখিয়া গিয়াছে এখনও ত তাহা বিমোহিত হইল না। হিন্দু ভাগ্যের মেমসীলেপ দিন দিন ঘোরতর ভ্রমর-কৃষ্ণ হইয়া উঠিতেছে। চন্দ্রগ্রহণের ন্যায় এই স্বপ্নায়তন কালিয়া লেখা ধীরে ২ আমাদের নিকরক্ক সৌভাগ্যশীকে গ্রাস করিতেছে। চিরকালকার বুঝি সমকট।

বর্ষের শেষে, সম্বৎসরের কথা ভাবিয়া, চমকিত হইয়া যখন অতীত পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা হয়, তখনই এই দুইটি কথা মনে পড়ে। মনুষ্য বর্তমানে সুখী থাকিতে পারে না কেন? কোটীখর হইলেও ভূষিত চাতকের ন্যায় ভবিষ্যৎ—আকাশে সুখের জলদ-খণ্ড দেখিতে চঞ্চল হয় কেন? বর্তমানকে দিকার দিয়া স্বপ্নময়ী ভবিষ্যৎ সুখ প্রতিমাকে আলিঙ্গন করিতে ছুটে কেন? আমাদের যাহা ছিল তাহাতে আমাদের পূর্ব পুরুষগণ সমুদ্রপ্ত থাকিতে পারেন নাই কেন? অন্ধকার-পূর্ণ দেশে, অন্ধগণের সমাজে এ “কেনন” জ্যোতির্লেখ কে দেখাইতে পারে? একটি বৎসর চলিয়া গেল, সুখের নহে, ছুঃখের। মনোভঙ্গের কত বিষয় ক্রোড়ে করিয়া চলিয়া গেল, তজ্জাচ কি জানি কেন ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে শরীর কণ্টকিত হইতেছে। কোন্ বিতীর্ণিকা আমাদের জন্য ভবিষ্যৎ-ক্রোড়ে লক্ষিত আছে তাহা বিদ্যাতাই জানেন। নবগতের আদর সংকার করিতে হয়; সম্মান সৌজন্য দেখাইতে হয় কিন্তু আশাপথ দেখিতে ২ ছুঃখ—কষ্ট—যাতনা চাপিয়া

সুখের আশায় ভবিষ্যতের কোণে দৃষ্টি পাত করিতে ২ আমরা এখন চারিদিকেই অন্ধকার দেখিতেছি। ভরসাহীন উৎসাহহীন উদ্যমহীন হইয়া উদ্যোগের অন্তস্তলে পড়িয়া আছি।

ইংরাজীতে একটা কথা প্রচলিত আছে যে History repeats itself” যাহা একবার ঘটিয়াছে তাহা আবার দিগ্নে, একবার যে অবস্থায় লোকে পতিত হইয়াছিল ঠিক সেই অবস্থা হয়ত শতবর্ষ পরে আবার হইবে। ঘুরিয়া ২ ফিরিয়া ২ ঐতিহাসিক বিষয় আসিতেছে, যাইতেছে আবার আসিবে। ইহা প্রকৃত কি না জানি না কিন্তু বুনিয়াদী বরের পক্ষে ভরসা বাক্য বটে। কিন্তু আমাদের কোন্ দিন আসিতেছে? কাল পাছাড়, যে দিনে হিন্দুর দেবদেবীকে চূর্ণ করিয়াছিল সেই দিন! অথবা দিল্লীখর আটরঙ্গজীব যে দিন হিন্দুগণকে পীড়ন করিয়া ছিলেন সেই দিন! অথবা নিরীশ্বর-বাদী বৌদ্ধ অশোক যে দিন ভারতবর্ষের সম্রাট হইয়া ছিলেন সেই দিন! তাই শশঙ্কিত হইয়া ভবিষ্যতের দিকে তাকাইতে হয়। ভারতের দশদশা হইয়াছে এখন কোন্ দশা ফিরিবে তাহা কে জানে?

এসনসবর্ষ! চিরদিনই তোমাকে প্রত্যুদগমন করিয়া, আদর আপ্যায়িত করিয়া গৃহে লইয়া আসিয়াছি। চিরদরিত্রের কল্লনার চক্ষে তুমি কত সুখের চিত্র অঙ্কিত করিয়া আমাদের সম্মোহিত করিয়াছ। “আর হিন্দুর মন আশায় ভরসায় ফুলিয়া উঠে না, অল্পে ২ আমরা মাগর-গর্ভে ডুবিতেছি। মনে হয় না যে আমরা কখনও সুখী হইব, মনে হয় না যে আমরা আবার গাল পুরিয়া হাঁসিব, মনে হয় না যে আবার ভাই ভাই এক হইয়া, ঘরের পরের নিজের করিয়া মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারিব, মনে হয় না যে আবার মর্ম্মগতখ্যাণ হইয়া ধর্ম্মের সংসার পাতাইয়া ধর্ম্মের দিব্যজ্যোতিতে জগৎ পবিত্র করিব। বিলাসের প্রচণ্ড ঢেউ আসিয়া আমাদের আঘাত করিতেছে, অহম্মুখতা, লাম্পাটের

মহাবিশ্বে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু কতদূর শয়ন করিয়া আর সুখের প্রার্থনার স্বপ্ন দেখি না । এস নববর্ষ ! না ডাকিলেও তুমি আসিবে, না চাহিলেও তুমি তোমার কার্য্য অল্পে ২ মাদন করিতে থাকিবে । শিশুত্বাৎ যে বক্তৃতা তোমাকে দিয়াছেন তুমি বক্তৃতা-গির মসী করিয়া বক্তৃতা-লেখনী করিয়া আমাদের ভাগ্যে তাহার প্রতিলেখ লিখিবেই । জানিনা এলর কোন কথা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য আসিয়াছে, কোন অনন্তির সূচনা করিতে নিযুক্ত হইয়াছে । বড় ভয় হয় পাছে আত্মহারা হই, স্মৃতিশূন্য হই, স্তানহীন উন্মাদ উচ্ছ্বল হইয়া উঠি ।

অনাথের নাথ ! দীনবন্ধু ! ডাকার মত তোমাকে ডাকিতে পারি না তাই তুমি আমাদের সাড়া দেও না, তাই এত রোদন ধ্বনি তুমি শুনিতে পাও না—কিন্তু তেমন করিয়া ডাকিবার শক্তি কে দিবে, সে ভাব ভঙ্গি কে শিখাইবে, তুমি বৈ কে আর আমাদের আছে । প্রভু ! তুমি বল দেও ! বুদ্ধি দেও ! ধৈর্য্য দেও ! সহিষ্ণুতা দেও ! তোমার আশীর্বাদ পাইয়া গেল আমরা সকল বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারি ।

হরিদ্বারে মহাকুস্তমেল ।

রাশি চক্র বাদশবার পরিভ্রমণ করিলে মহাকুস্ত-যোগে মহাবিশ্ব সীক্রান্তিতে হরিদ্বারে এই মহামেলা হইয়া থাকে । ১৮১২ শকাব্দের শেষ দিনে এই মহা-সম্মিলনী হইয়া গেল । এই মহাকুস্তযোগে হরিদ্বার-জঙ্গল-স্নান করিবার জন্য ভারতবর্ষের উত্তর পূর্ব দক্ষিণ পশ্চিম ও মধ্য বিভাগ হইতে ধর্মপ্রাণ হিন্দু আবাল বৃদ্ধ বনিতা সমবেত হইয়া ছিল । লোক-সকলের রক্ষণাবেক্ষণ ও শাস্তি রক্ষা করিবার জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট নিয়োজিত ব্যবস্থা করিতে ক্রটি করেন নাই । গাট, মাট, মাঠ ও যাত্রী দিগের থাকিবার স্থানাদি অতিশয় পরিষ্কার রাখা হইয়াছিল । অতি জনতা

বশতঃ লোকের ঘাত প্রতিঘাত জনিত কাহারও কোন প্রকার অসুবিধা ও ক্ষতি না হয়, তজ্জন্য অতি সুন্দর ব্যবস্থা করা হইয়া ছিল । চৌর্য্যাদি নিবারণের জন্য যথেষ্ট সশস্ত্র প্রয়োজন, তাহার কোন প্রকার ক্রটি হয় নাই । লোকে সীড়িত হইলে তাহা দিগের চিকিৎসার জন্য, সস্ত্রী দুহচরচুতে হইয়া হারাইয়া গেলে, লোক সকলকে নিজ বাসস্থানে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা হইয়া ছিল । এই সকল কার্য্যের জন্য বহুসংখ্যক পুলিশ কর্মচারী, ডাক্তার, মেথর নিয়োজিত ছিল । মল মূত্র ত্যাগের জন্য শত শত টাটী বা পায়খানা প্রস্তুত করা হইয়াছিল । এই সকল টাটী যাহাতে সর্বদা অতি পরিষ্কার থাকে তজ্জন্য গবর্ণমেন্টের অতিশয় যত্ন ও দৃষ্টি ছিল । হরিদ্বার স্থানটি হিন্দুর চক্ষে যেমন পবিত্র, গবর্ণমেন্ট বাহ্যিক তাহাকে তাদৃশই নিয়ন্ত্রণ রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন । গৃহস্থদিগের ও সাধু সম্মাগীদিগের থাকিবার স্থান ভিন্ন ভিন্ন দিকে নিরূপিত ছিল । কন্থাল, জালা-পুর, হরিদ্বার, গঙ্গার পরপার ও পর্বতের উপরিভাগের কিয়ৎশ পর্য্যন্ত তীর্থার্থীগণ কয়েক দিন নিজ নিজ নিবাস নিরূপণ করিয়াছিলেন । দেশ দেশান্তর হইতে অনেক বণিক ব্যবসাদার নানাবিধ সামগ্রীসহ আসিয়া দোকান খুলিয়াছিল । গিফ্টাদি তীর্থগত ব্যক্তি গণের আহাতিদের জন্য যথাযোগ্য অনায়াসলভ্য ছিল । সংক্ষেপে বলিতে গেলে তীর্থগতগণের যাহাতে কোন রূপ ক্লেশ না হয়, তাহার সমস্ত ব্যবস্থাই উত্তম হইয়া ছিল ।

এই সময়ে হরিদ্বারে প্রাকৃতিকী আশা নাতী-সীতোষ । দিবাভাগ উত্তাপযুক্ত ও রাত্রিকাল অতিশয় শীতল । চারি দিকের পর্বতমালা তরুণলগ্নাদিতে সুশোভিত থাকায় এবং ভগবতী ভাগিরথী কোথো-সপ্তজ্যোতা ও কোথাও ত্রিজ্যোতা হইয়া নিম্নল জন তরঙ্গে তরতর বেগে প্রবাহিত হওয়ায় স্থানীয় দৃশ্য

অতি মনোহর নোদুতইল। এত সাধু, এত সম্মানী,
এত মহাত্মা কেবল কখনও একত্রে আর কোথাও দেখে
নাই। এই মহামেলার সাধুদিগের মহা সম্মিলনী বলিলেই
হয়। আদম নবীতে যুগ, মর্ষি, মধু, সম্মানগণ অতুল
তপঃপ্রভাবযুক্ত বিশ্বপাদোদকী, ভাবীরদীর পূর্ণী
স্বর্ণের প্রথম পাদভূমি এই মর্ষির ক্ষেত্রে এক একবার
সম্মিলিত হইয়া থাকেন। এই প্রথা বহুকাল হইতে
প্রচলিত; এই মর্ষি মলা দর্শন করিবার জন্য গৃহস্থ
গণও মহাবিবুধ সঙ্কান্তিতে কৃষ্ণমান উপলক্ষে হরি-
ছারে উপস্থিত হইতেন। ক্রমে ক্রমে এই মেলার বাহ্য-
পুষ্টি বৃদ্ধি হইয়াছে ও হইতেছে। হিন্দুগণের যদি তপো-
ভূমি দর্শনে যদি সাধু সজ্জন সমাগমে প্রাণ মন পানিত্ত
করিতে হয়, যদি পানিত্ত উল্লাসে জন্ম জীবন সফল
করিতে হয়, তবে এই মহামহর্ষিমেলার সমাগম ভিন্ন
আর উত্তম সুযোগ সংযোগ হওয়া সুকঠিন।

এই মহামেলার উপলক্ষে বিশেষরূপে দর্শ্যাদোলন
করিবার জন্য মিরাট হইতে ও সাহারান পুর হইতে
সমাগত দর্শ্যগভাষগুনীর ও দিল্লী হইতে সমাগত ভারত-
ধর্ম মহামণ্ডলের মহাদিবেশন হইয়াছিল। আত্যেক
সভাতেই সুযোগ্য পণ্ডিত মণ্ডলীর শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যান ও
বক্তৃতা হইয়াছিল। কুমার পরিব্রাজক মহাশয়ও হৃদয়-
প্রাণী বক্তৃতার দ্বারা মিরাট সভা ও ভারত ধর্ম
মহামণ্ডলে প্রোত্নগের ভূমি সাধন করিয়াছিলেন।
এতি সভাতেই ব্যাখ্যান বক্তৃতা শুনিবার জন্য বয়েক
দিন সাধু সম্মানী ও গৃহস্থগণের অতিশয় জনতা হইয়া
ছিল। হিন্দুধর্মনিরোধী খ্রীষ্টীয়ান পাদরোগণের ও
দয়ানন্দী দলের বক্তৃতাও স্থানে ২ হইয়াছিল। দয়ান-
ন্দীগণ হিন্দু পণ্ডিত গণের সহিত শাস্ত্র বিচার করিব
বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছিল, কিন্তু কোন দিনই বিচারে
অগ্রসর হয় নাই। বস্তুতঃ পণ্ডিত গণের সহিত বিচার
করিবার উপযুক্ত সমর্থ ব্যক্তি তাহাদিগের মধ্যে কেহ
নাই। মহারাজা দারভাসাদীশের উৎসাহে ও উদ্যোগে

ভারত ধর্ম মহামণ্ডল হইতে হিন্দুগণের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন
দেশীয় হিন্দু দর্শ্যপাদোদকী পণ্ডিত গণের সমাগত বক্তৃনার্থ
পঁচিশটি স্বর্ণ পদক বিতরণ হইল। দেশ হিতার্থী
গৃহস্থগণের ঐ রূপে মান সমাদা বৃদ্ধি হইতে দেখিলে
আমরা বড় সুখী হই। কুমার পরিব্রাজক মহাশয়ের
হাস্তান অনুসারে একটি পদক একজন দর্শ্যদী দর্শ্য-
দানরককে প্রদত্ত হইয়াছে। দর্শ্যগভা সমাগের নিয়মিত
অদিবেশন হওয়ায় হীর্ণগত সজ্জন গণের হৃদয়
পরিভূপ হইয়াছে। দর্শ্যক্ষেত্রে জ্ঞান, দেবদর্শন,
সংবাদর্শন ও দর্শ্যালোচনাই বিশেষ কার্য বলিতে
হইবে।

এই মহামেলার রাজা রাধেন্দ্র বর্গের প্রতাপ
অপেক্ষাও সম্মানী সাধুগণের প্রভাব প্রাণ বলিয়া বোধ
হইল। আখাড়াবরী মহাপ্রসঙ্গের সাজ সজ্জা প্রধান
প্রধান রাজাদিগের অপেক্ষাও অধিক ভয়ঙ্কর।
হাতী, ঘোড়া, উট, নাগার, দামাসা, তুরী ভেদী
প্রভৃতির তুলন ব্যাপারের ও প্রত্যেক আখড়ায় মহত্স
মহত্স সাধু গৃহস্থ অভ্যাসের অপরিত অমদান দর্শনে
আগাদের হৃদয় উৎসাহ ও উল্লাসময় হইল। নাগা,
আলোখিয়া, দঙ্গলী, অদোদী, উদ্দগাহ নদী, ঠাড়েদরী,
গঙ্গাচণা, মৌনব্রতী, শরশমী, কটালদী, ফরারী,
অন্তমড়, গুদড়, গুখড়, কুখড়, ভুগড়, কুগড়, উখড়, ঘর
বাড়ী, স্বভঙ্গী, দশনামা সম্মানী, দাতপাহী, নানক-
পাহী, কবির পাহী, অধুত, জগদগারী, তংগ, পরমহংস,
খাকী, জটাপারী, কাশকটো যোগী, আদি কত প্রেণীর
কত মহত্স মহত্স সম্মানী যে আগিয়াছিলেন তাহা
বলিতে পারিনা। দেখিয়া প্রাণ জুড়াইল, হৃদয় শীতল
হইল, চক্ষু সফল ও মানব জন্ম পানিত্ত হইল। এই মহা-
মহর্ষিমেলার যে দিকে দৃষ্টিপাত করি সেই দিকেই
যেন ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, তপস্যা, ও ভক্তির ফোয়ারা
ছুটিতেছে দেখিতে পাই। এই মেলা প্রাণ ভরিয়া
দেখিলে সংসারের কীলা খেলা আর ভাণ লাগে না,

কীলের বৃন্দা মান, আভিমান মেন কোথায় গলায়ন করে ।

কুন্ত যোগে স্নান করিবার পূর্বে দিনট লক্ষ লক্ষ যাত্রী আসিয়া প্রায় পাঁচ ছয় কোশ ভূমি জনাকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল । ১৭১৬ দিন ক্রমাগত রেলওয়ে কোম্পানি ঘড়ায় ঘড়ায় বিশেষ ট্রেনে লোক বোঝাই করিয়া হরিবারে পৌঁছাইয়া দিয়াছে । প্যামেঞ্জীর মাড়ী কুনাটয়া উঠিতে না পারায় মালগাড়ী ও পঞ্চাদি লইয়া যাইবার গাড়ীতে পুঞ্জ পুঞ্জ লোক বোঝাই করিতে হইয়াছিল । রেল পথে লোকের অতিশয় কষ্ট হইয়াছে বলিতে হইবে । হরিবারে অতিশয় পীড়া হইতেছে, ওলাউঠায় শত শত লোক মরিয়া যাইতেছে, গবর্ণমেন্টে কাহাকেও তদায় যাত্নে দিতেছেন না, এতোক লোকের উপর আতঙ্কিত গতাচার হইতেছে এই রূপ অনৈক-মিথ্যা জন-প্রবাদ দেশে দেশে প্রচারিত হওয়ায় অনেক যাত্রী নিজ নিজ দেশ হইতে আদৌ বাহির হইতেই পারেন না । বস্তুতঃ ভগবতী ভাগিরথীর কৃপায় ও ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সদ্ব্যবস্থায় পীড়াদি কিছুই হয় নাই বলিলেই হয় । তীর্থযাত্রী কালে প্রত্যেক যাত্রীকে গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে এক আন মূল্যের একখানি কার্ড কাগজের টিকিট ক্রয় করিতে হইয়াছিল, এবং অসামান্য ও সংক্রান্ত দিন মননামনের নানা অপ্রবণ পরিহারার্থ একখানি করিয়া কাগজের টিকিট এক আন মূল্যের ক্রয় করিতে হইয়া ছিল । এই কাগজের টিকিট কর করা লোকের নিজ নিজ উচ্চাধীন ছিল । যাত্রী দিগের স্নান কারতে যাইবার জন্য তিনটী পথ অবসারিত হইয়াছিল । স্নান করিয়া টাওয়ার যাইবার জন্য আর এক পথ পথ নিরূপিত ছিল । সুঁহারা কাগজের টিকিট ক্রয় করিয়া চিৎরেন ভাহারা যে কোন পথে যাত্নে আসিতে পারিতেন, পথের নামে নামে দাক্তান শ্রুত “অববোধ” অস্তঃ হইয়াছিল । প্রত্যেক অরোপে মিশাই সাহারা

ছিল । সম্মুখের ভীড় সতক্ষণ না কমিয়া যাউত, ততক্ষণ যাত্রী দিগের জন্য এই অরোপ দ্বার উন্মুক্ত হইত না । এইরূপ প্রথা অবলম্বিত না হইলে গঙ্গার ঘাটে কতকগুলি বৃক্ষ, নারী ও হৃদয় ব্যক্তি যে বহুজন পদ-বিশ্লিষ্ট হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিত তাহার গোমা নাই । গবর্ণমেন্টের সদ্ব্যবস্থায় বিপুল বিশ্ব নিপাতি হইতে লোক সকল রক্ষিত হইয়াছে । পথপার্শ্ববর্তী উচ্চাচ্চ সৌন্দর্য্যেরে ব্রিটিশ সরকারী কর্মচারী দণ্ডায়মান থাকিত, সম্মুখের জনতা কমিয়াছে এই রূপ সঙ্কেত জানাইলে তবে পশ্চাত্তী অরোপ দ্বার উন্মুক্ত হইত । ব্রিটিশ প্রহরী ও কর্মচারী গণ অক্লান্ত পরিশ্রমে নিজ নিজ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন । কিন্তু নিম্ন-শ্রেণীর পুলিশ কর্মচারীর কিছু কিছু অত্যাচার দেখিয়া বিশেষতঃ দুর্বল দারিদ্র্য অধিক প্রতি বঙ্গ প্রদেশে কবিত্তে দেখিয়া নিতান্ত হতবৃত্ত হইয়াছে । লোকসংখ্যা ঠিক গণনা করিয়া উঠিতে পারি নাই ; কিন্তু পথের নিশ্চুতির পারমাণে সরল রেখা টানিয়া হিসাব করিয়া দেখিয়াছি প্রতি মেকেণ্ড তিনটী পথ দিয়া মঙ্গলক আননে ২৫ জন স্রাবার্থী এই সরল রেখা অতিক্রম করিয়া পুন্সরাজি ২টা হইতে সংক্রান্তির দিন অপরূপ দুটা পদব্রজ গমন করিয়াছে । এই হিসাবে স্রাবার্থীর সংখ্যা সাক্ষি ক্রয়োদশ লক্ষ । যদি প্রাকৃতিক মিথ্যা জনপ্রবাদ প্রচারিত না হইত তাহা হইলে অস্মান বিশালক লোকের সমাগম হইত । বাঙ্গালা দেশে পশ্চিমবঙ্গের শুণে এবার অনেক বাঙ্গালীর কুন্তমান উপলক্ষ হরিবারে আসিবার উৎসাহ দেখিয়া সরল হৃদয় ব্যক্তি করলেন । এতবাঙ্গালী পূর্ব পূর্ব কোন বৃত্তিমোমে সমাগত হয়েন নাই । হরিবার পদব্রজ রেল পথ নিশ্চয় হইয়া লোক সকলের আসিবার উত্তম ব্যবস্থা হইয়াছে ।

হরিবারে আসিয়া ব্রজকুণ্ড (৩৩ কে পেম্ফি) কুশাবর্ত ঘাটে, নীলাচল-টবাহনী নীলবারে, দক্ষ মজাপাত্র রাজধানী কৈথলে স্নান করিতে হয় ।

ধর্মচিন্তাধর্মিনী চণ্ডী দেবী ও অন্যান্যের বিব্রকেশ্বর
মহাদেব দর্শন করিয়া প্রাক্তপনার অগুষ্ঠান করিতে
হয়।

“ হরিদ্বারে কুশাবর্তে বিব্রকে নীলপবতে ।

কন্থলে স্নান মাঞ্জেণ পুনজ্জন্ম ন বদাতে ॥

লোকের অতিজনতা জন্ম এবং বিব্রকেশ্বর ও চণ্ডী
দেবীর মন্দিরের ক্ষুদ্রায়তন থাকায় দর্শনার্থী দিগের
প্রবেশ ও নিগম অতিশয় ক্রেশ্বর হইয়াছিল। আমরা
যে দিন মা চণ্ডীকে দর্শন করিতে উঠিয়াছিলাম, সেই
দিন দুইজন পুলিশ-প্রহরী জনতা নিবারণ করিতে গিয়া
মন্দির মঞ্চ চইতে পাত্ত ও মুচ্ছিত হয়, অবশেষে
প্রাণত্যাগ করে। মাত্রোদিগের মধ্যেও কেহ কেহ
আঘাত পাইয়াছিল। স্নানের দিনও কয়েক জন
লোকের অতিশয় আঘাত লাগিয়াছিল ও মুচ্ছিত
হইয়াছিল। শুনিলাম (বলিতে পারি না মতা কি
মিখী) কয়েক জন নাকি প্রাণত্যাগও করিয়াছে।
এবার তীর্থের পাণ্ডাদিগের অপেক্ষা গবর্ণমেন্টের
অর্থায়ন অধিক হইবে, গবর্ণমেন্ট মাত্রায়াতের জন্য
মন্দির উপরে ৬৮ টি নৌসেই ও বন জঙ্গল কাটিয়া
অনেক ছলি স্থাপনাও পথ নিৰ্ম্মাণ পূর্বক হিন্দুমাঞ্জেই
ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন।

এবার হরিদ্বারে স্নান করিতে আসিয়া আর একটি
অলভ্য লাভ হইল। কুমার শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ পরি-
ব্রাজক মহোদয়ের স্যোগ্য দীক্ষাও শ্রীমদ্বত
দয়াল দাস স্বামী জী মহারাজের দর্শন পাইয়া কৃতার্থ
হইলাম। তিনি সমস্ত জনতার প্রাপ্তবর্তী নিম্নলিখিত
ভূমিতে হুণাচ্ছাদিত কুটীরে আসন করিয়াছিলেন,
তাহার সহিত শত শত পরমহংস অবতৃত ভিন্ন ভিন্ন
কুটীরে আসন করিয়া বাস করিতেছিলেন। তাহার
সুদীর্ঘ কায়, উজ্জল চক্ষু, প্রথম বদন দর্শনে এবং
গম্ভীর ও প্রেমাবেশপূর্ণ সম্ভাষণে জগৎ মন পরিভূত
হইল। বহুদিনের পর তিনি তাহার দিগেশ বিখ্যাত
স্যোগ্য শিষ্য কুমার পরিব্রাজককে পাইয়া অতিশয়
আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং বহুশাস্ত্রবেত্তা অন্যান্য
অশিক্ষিত মন্যাসী শিষ্য মণ্ডলীর সহিত তাহার পরিচয়
করিয়া দিলেন। কুমার পরিব্রাজকের প্রতি এই রূপ
আদেশ ও উপদেশ হইল যে তিনি দিতুমাত্রদত্ত পূর্বা-

প্রমের নাম (শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ) পরিব্রাজক কটিকা বর্তমান
সমাসাশ্রমোচিত গুরুদত্ত নামে (শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী)
পরিচিত ও সম্ভাষিত হইবেন। সুবিখ্যাত পরিব্রাজক
নাম পরিব্রাজক অন্য কাগ্যক্ষেত্রে লোকের বুঝিবার
কিছু লইয়া ২য় বলিয়া এতদিন পূর্ব নাম পরিব্রাজক
করিতে পারেন নাই; কিন্তু এবার হইতে গুরু আজ্ঞা
অনুসরণীয় বোধে পরিব্রাজক নাম শিরোধারণ
করিলেন। এখন হইতে যে কোন ব্যক্তি এই স্মরণীয়
অবতৃত শিষ্যকে পত্রাদি লিখিবেন, আশা করি তাহার
“ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ ” না বলিয়া “ কুমার পরিব্রাজক
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী ” এই রূপ লিখিবেন বা লিখ-
বেন। নামের প্রমাণে প্রেমের, অপরোক্ষে জানের
প্রতিভাও প্রকাশ পাইতেছে। কুমার পরিব্রাজক
যেমন জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তির পক্ষপাতী, তাহার গুরুদেব
তত্পর্যুক নামকরণ করিয়াছেন। এ নামে দেহের
জনক পিতৃদেবের, ও জ্ঞানের প্রবর্তক মদগুরুদেবের
এদন্ত নামের উভয় ছায়াই পরিলক্ষিত হইতেছে।

স্বামীজীর মণ্ডলীতে আমরা কয়েক দিন পরিব্রাজক
মহাশয়ের সহিত ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গমন করিয়াছিলাম।
যখনই যাই, তখনই দেখি কত কত শেঠ, সাহকার,
মর্দার, মাধু, মন্যাসী, মহাস্ত, ত্যাগী, সংযোগী, জী,
পুষ্কম তাঁহাকে অনবরত দর্শন ও প্রণাম করিতেছে।
তাঁহার সহিত, তাঁহার সিকি, তাঁহার সন্তান ভাব দর্শন
করিয়া শত শত শির তাঁহার চরণে অবলুণ্ঠিত হইতেছে।
এবং ইহাও প্রত্যক্ষ করিয়া আশ্চর্য হইলাম যে
মিনি কাহারও বাটীতে গমন করেন না, কাহারও
নিকট একটি কপদিক প্রার্থনা করেন না তাঁহার আশ্রমে
প্রত্যহ অন্তর চারি মন্ত্র মাধু মন্যাসী, গৃহস্থ, উদাসী,
ছুখী, কাম্বল, আশ্রম, অভ্যাগত পুরী মালপুয়া,
মোহন ভোণা, অমর্যজনা দিগ্ভি পূর্বক ভোজন
করিতেছে। দুই বেল দুই প্রহর হইতে রাজি দশটা
পর্যন্ত তাঁহার অগমের দ্বার উন্মুক্ত। বলিতে হয় না,
কে যেন কোথা হইতে অর্থ ও সাগরী আয়োজন
করিয়া দিতেছে। তাঁহার জ্ঞান-গম্ভীর প্রেমপূর্ণ বানী,
মিনি একবার শ্রবণ করিয়াছেন, তিনিই প্রাণ মন
খুলিয়া তাঁহাকে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারেন না।
মত তাঁহার তপশ্শক্তি, মন্য তাঁহার ভগবন্তি, যখনই
যাই তখনই দেখি তাঁহার দরবারে হয় শাস্ত্রের ব্যাখ্যা

মা হয় ভগবদ্ভজন, পার্শ্বকোণ, না হয় সম্ভাষণাপ
হইতেছে, মুহূর্ত্ত মাএ উণায় সময় অপর্যায়িত হয়না ।
যদি অবকাশ পাই তো অমায় সময় তাঁহার উপদেশাদির
বিষয় বলিব ।

এই মহামেলায় জুনা আখাড়া ও নিরঞ্জনী আখাড়ায়
কিছু ধুম পায় হইয়া ছিল । কাশ্মীরীণীশ ভ্রাতৃগণ সহিত
জ্ঞান করিতে আসিয়াছিলেন । এখানে যাহা কিছু
দেখিয়াস মত কিছু জ্বলয়ে অঙ্কিত করিয়াস, অপর্যায়-
ভাবে তাহার কিছু ভাবরূপ করিয়া পাঠক গণের
সম্মুখে ধরিতে পারিলাম না, ইহাই বড় আক্ষেপ
রাহিল ।

কাশ্মীরীণীশে বিষয় বিভ্রাট ।

পূর্বাঙ্কর কাশ্মীরীণীশে আজ ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত । হিন্দু
পবিত্র ভৌম ক্ষেত্রে ঘোণ অশাস্তি রাজত্ব করিতেছে । ভীষণ দাঙ্গা
হাস্যাময় সমগ্র গুরুত্ব বিকলিত হইতেছে । মিউটিয়ন গন এমন ছদ্ম
সহবাসীর অভ্যুত্থান করিয়া উঠে নাই । মনোজ্ঞাণ লটকা লোকে
শব্দবান, —আতঙ্ক, নিরন্তর, —উ-কঠার আকুলিত হইয়া উঠিয়াছে ।
ভীষণ লুটপাটের ভয়ে দোকানপাট কার কারবার সমস্তই বন্ধ হইয়াছে,
যাত্রার ২ গোরা পল্টন পাতারা বসিয়া গিয়াছে । বড় ২ রাস্তা লোক-
সমাগম শূন্য হইয়া পড়িয়াছে । কোলাহল নাই কলহ নাই, চারিদিক
শীতল নিম্পন্দ । সমগ্র সর্বত্র শব্দ শব্দ উঠিয়া উঠিয়াছে ।
এবার বিষাদের ভিসিরময়ী ছায়া সমগ্র গুরুত্বকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে ।

অনেকেই অবগত আছেন, কাশ্মীরীণীশে জলের কল হইতেছে ।
জানিয়া কি অল্প কণে ইহার কার্য আরম্ভ হইয়াছে, তাই বিশেষ
উপর বিশদ, বিস্তারিত উপর বিশ্র আশিয়া ইহার কার্য ক্ষেত্রে বাধা
অগ্রাহ্য হইতেছে । অজ্ঞান প্রিয়তম কণা মঙ্গলচাকরকে আলোচনার
বিশয় নহে । যে বিশদে সমগ্র গুরুত্ব দিশাহারা হইয়া উঠিয়াছে তাহার
সহিত মঙ্গল গঙ্গক আছে বলিয়াই অমায় তাহার বিবরণ মঙ্গলচাকরকে
পাঠকগণকে আমবা অবগত করিতে বাধ্য ।

কাশ্মীরীণীশে গঙ্গার সহিত যেখানে অগ্নী নদীর মঙ্গম হইয়াছে,
সেই খানেই জলের কলের স্বরপাত হইয়াছে । সেই খানেই
মৌলিনিস্থিত নগ ও এজ্ঞানাদি বসান হইতেছে । জগৎ করিয়া
লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে তপায় পুষ্করিণীও খনন করা হইয়াছে, সেই
পুষ্করিণীর পার্শ্বেই রামমন্দির নির্মাণ । রামমন্দির না ভাঙ্গিলে জলের
কল অল্পদিক দিয়া লইয়া যাইবার সুবিধা নাই । সুতরাং রামমন্দির চূর্ণ
করিতেই হইবে । অথচ হিন্দুক যাকার মঙ্গল অঙ্গ—উত্তম
করা হইবে না । বড়ই বিষয় মঙ্গল উপস্থিত । প্রথমে যখন সেই স্থানটি

কল্যাণবোধী কিনা ইহা বিচার করিবার বড় দক্ষতা প্রয়োজন হইত
ছিল, তখন মিউনিমিয়ায় বোডের সভা গণ ব্যক্তিগত মঙ্গল নাই, যে
সে রাস্তায় রামমন্দির পাড়বে । বিষয় লুমে পাড়য়া ইহারই সেই স্থান
টিকট কার্যক্ষেত্রে উদ্যোগী বলিয়া প্রমাণ করিলেন । ক্রমশঃ তাঁহা
বেরূপে প্রকাশ হইয়া পাড়ল । রামমন্দির না ভাঙ্গিলে মঙ্গল নাই
হইয়া সিদ্ধান্ত হইল । আতঙ্ক কোন ২ বাবু সভা বান্ধা দিলেন যে
রাম মন্দির ভাঙ্গিয়া রাম বিগ্রহকে অল্প স্থানে নড়ান যাইতে পারে,
কেননা ইহা অচল মূর্ত্তি নহে, কেমন শিবলিঙ্গকে অল্প স্থানে নড়ান
যাইবার যো নাই । সুতরাং অল্প রাম মন্দির নিষ্কাশন করিবার
কিছু টাকা দিলেই চলবে । কিন্তু বোডের অজ্ঞান অধিকাংশ মেসর
পাণ্ডিত্যের ব্যর্থতা লইয়া মত দিলেন যে ইহার রামমূর্ত্তি অচল বিগ্রহ
নড়াইবার যো নাই । সুতরাং মন্দির পাড়বার অল্প তাহার চারিদিকে
কিছু ২ স্থান ছাড়িয়া দেওয়া হউক । মন্দিরকে পাড়িয়া তাহার পার্শ্ব
দিয়া জলের কল চলিয়া যাক । ইহাতে বিশেষ কিছু ক্ষতি হইবে না ।
যদি কিছু ক্ষতি হয়, ততঃপূর্ব্বের অল্প হিন্দুরা চান্দা করিয়া টাকা
দিলেই অল্পও শান্ত হইবে । কিন্তু তাঁহাদের কথা রক্ষিত হইল না ।
ক্রমশঃ মন্দিরের চতুর্দিক খোদিত হইতে লাগিল, গিড়ি গর্যস্ত পান
করা হইল । লোকের আশারক্ষা ক্রমশঃ ছিন্ন হইতে লাগিল । লোকে
বুঝিল, রাজা শিবরায়, উকিল বীরেশ্বর মিজ, বাবু গীতারায় এই
কয়েক জনের পরামর্শে মাজেট্টে গরাক ভাবে মন্দির ভুগ করিতে
উদ্যত হইয়াছেন । আপাততঃ মন্দিরকে চূর্ণ না করিয়া তাহার চারিদিক
খুঁড়িয়া ফেলা হইবে । তাহা হইল বর্ষাকাল আগলে তলদেশ জলে
প্লাবিত মন্দির আগুন আগুন হইয়া যাইবে । ইহাই মন্দির ভাঙ্গিবার
মন্ত্র । লোকের মন ক্রমশঃ চঞ্চল—উদ্বেজিত—উত্তম হইয়া উঠিল
বোডের মে সভ্যেরা মন্দির ভেঙ্গে মত দিয়া ছিলেন, একান্ত বক্তব্য
রাম চঞ্জীর উপর যাচাচা ঠাট্টা বিক্রম করিয়া ছিলেন তাঁহাদের
লোকের আক্রোশায়ী ভীষণে আগিয়া উঠিল । পাণ্ডা গণ অনশনব্রত
অবলম্বন করিয়া মন্দিরের চারিদিকে চতুর্দিক দিয়া পাড়িয়া রছিল, বলিতে
লাগিল, আমাদের বড় অগ্র ছিন্ন কির পবে মন্দির ভাঙ্গিবে । তাঁহা
পাকিতে মন্দির ভাঙ্গিতে দিল না । এই রূপ উত্তেজনা অগ্নিকুণ্ডের
প্রায় ঘীর ২ সমগ্র গুরুত্ব ছুড়াইয়া পাড়ল । একে কাশ্মীরীণীশ মঙ্গল
স্থান, তাহাতে এখানকার আদাবাী হিন্দুস্তানীরা উচ্চশোণিত, অল্প
ক্রোশে উত্তেজনা হই অগ্নী হইয়া উঠ । আপার মন্দির ভেঙ্গে
উত্তেজনা ও বিগল গুরুত্ব মঙ্গল স্থানী সূচক কণাতে গুরু
মন্দির আন্দোলিত হইতে লাগিল, সুতরাং বাগার ক্রমশঃ ইয়াক
হইতে লাগিল । তলিগার কে ২ মাজেট্টে বুরাইয়াছিলেন, আপনি
যদি লোক সমুহকে মন্দির ভাঙ্গা হইবে না এই রূপ শীঘ্র আশোনা দেন,

ধর্মপ্রচারকের শেষ ফরা ছাপা হইয়াছে এমন সময় নিশ্চিত সংবাদ পাইলাম উত্তর পাশ্চিমের সদাশয় ছোটলাট ম. রনিজাট মিটাইবার জন্য কমন্ডেন সাহেবকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। মন্দির ভাঙ্গা শুনে না এই রূপ অসুস্থতি তিনি দিয়াছেন। মন্দিরের মতখানি খোঁড়া হইয়াছিল, তাহা পুনঃ প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইবে। যাঁহাদের অদূরদর্শিতায় এই নিজাট ঘটয়াছিল, তাঁহাদিগকে ধমক খাইতে হইয়াছে। নিরপরাধ কয়েদিগণও মুক্তি পাইবে। রামকীর মন্দির বাঁচিয়া গেল, আজ এই সংবাদে সমগ্র শহর আনন্দের হিল্লোলে ভাগিতেছে। সকলেই দয়ালু ইংরাজ রাজের গুণ গাথা শ্রাণ ভরিয়া গান করিতেছে। রাজ্য গণ দুই হাত তুলিয়া গবর্ণমেন্টকে আশীর্বাদ করিতেছেন। আমরা জনৈক মহিষ ভগবানের নিকটে প্রজারাজক গবর্ণমেন্টের শুভ কামনা করিতেছি।

বেদবিদ্যালয়ে চৈত্র মাসের আয় ও ব্যয় (খঃ ১৮১২)।
মুষ্টি ভিকা।

শ্রী দীননাথ পাত্র রামপুর হাট	৩১/০
" ক্ষেত্র বিহারী দাস ঘোষ পিপলন, মেমারী	১৮/০
" শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় শ্রীহট্ট	২৫/০
" মহিম চন্দ্র ঘটক ও কাশীধাম	৫০/০
" রমণীমোহন বসু দিনাজপুর	২১/০
" বিপিন বিহারী রায় গয়া	১০
" উমেশ চন্দ্র মুস্তফি মুকরিয়া	২১
" যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায় মিরাত	২১
" গঙ্গাদিনাথ মুখোপাধ্যায় বাঁকীপুর	৫১
" তারাশ্রম বন্দ্যোপাধ্যায় মৈদাবাদ	৪৫০
" বঙ্গীধর রায় মুর্শিদাবাদ	১১
" মধুসূদন দাস গোয়াল পাড়া	৩১
" তারিণী কুমার ভট্টাচার্য্য আধিরাম	৩১/০
" মনোহর রায় রকসার	২১

" চন্দ্রভূষণ ভট্টাচার্য্য, খোকসা বাড়ী	২১/০
" কালীব্রজ চট্টোপাধ্যায় রঘুনাথগঞ্জ	১১/০
" নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়, ঐ.	১১/০
" হরিনারায়ণ চৌধুরী কাশীধাম	১০
" শ্রামণ কুমার দাস শিলচর	১০
" হরিনাথ বসু রাজসাহী	৫১
" তারক ব্রজ সেন গুপ্ত সার্কীয়া	৪১/০
" যাত্রামোহন দত্ত ঠাণ্ডাচিহ্ন, চট্টগ্রাম	৩/০
" উমেশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কোলা, ঢাকা	৩
এক কালীন দান।	

শ্রী রামমোহন দত্ত প্রভৃতি শ্রীহট্ট	১১০
" শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় ঐ	১১
" সুরেন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র দিনাজপুর	১০
" জনৈক আর্ধ্য সম্মানেন দাঁইহাট	২১
" হরিশোহন দে রাম সাই হাট	৭
" কমল চন্দ্র ভট্ট শিলচর	১১
" জ্ঞানান চন্দ্র ঘোষ ও কাশীধাম	১১০
মাসিক বৃত্তি।	

ও লবঙ্গ সন্মারী দেবীর বৃত্তি কাকিনীয়া	১০
গোট আয়	২৩৫/১০

খরচ।	
বৃত্তি দক্ষিণা ও গত শ্রাবণ হইতে	} ২২০৫/১০
চৈত্র পর্য্যন্ত ছাত্রাভ্যাসের বাড়ী	
ভাড়া, চাকরের বেতন ইত্যাদি	
ছাপাই খরচ	৫১
মাশুল খরচ	১১০
বাজে খরচ	২১/
২২৮/	

গত মাসের মজুদ তহবিল হইতে ব্যয়	১৩৪১/১০
শ্রী তারাশ্রম মুখোপাধ্যায়	
২ রা বৈশাখ ১২৯৮।	

নিম্নলিখিত পুস্তকাদি "বারাণসী ধর্মাবৃত্ত যন্ত্রালয়ে"

প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পুস্তকের নাম।	ডাকমাণ্ডল সহ মূল্য
ঐমতগবদগীতা	
(শাক্তর ভাষ্য, আনন্দগিরিটীকা, রামানুজ ভাষ্য, স্বামী- কৃত টীকা, মধুসূদন সরস্বতীর টীকা, কুমারী শ্রীশ্রীকৃষ্ণ প্রথম পরিভ্রাজক, কৃত বঙ্গানুবাদ ও 'গীতার্থ সন্দীপ- নী' নামক উপাধেয় ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাসহিত। ৭।	
ভক্তি ও ভক্ত (৩য় সংস্করণ)	১/০
নিত্য কর্মেন্দু কোমুদী (২য় সংস্করণ)	৫০
স্বপ্ন তত্ত্ব (২য় সংস্করণ)	৮০
স্বাস গীতা (মূল ও অনুবাদ)	১০
মনিরত্ন মালা (মূল ও অনুবাদ) (৩য় সংস্করণ)	১/০
আত্মতত্ত্ব (৩য় সংস্করণ)	১০
হরেনামৈব কেবলম্ (২য় সংস্করণ)	১০
সন্ন্যাসী	৮০
পরিভ্রাজকের সঙ্গীত ১ম ২য় ৩য় ৪র্থ ভাগ (২য় সংস্করণ)	৮০
দীপ্তা মাহাত্ম্য (মূল ও অনুবাদ)	১০
একভাষিত কাব্য	৮০

নীতিরত্ন মালা	...	১০
বক্তৃত্তা (শ্রীকৃষ্ণ প্রথম পরিভ্রাজক মহোদয় কর্তৃক রচিত)	...	১০
অমপূর্ণাদির স্তোত্র (২য় সংস্করণ)	...	১০
গৌড়, পাদীর আগম (বঙ্গানুবাদ সহ)	...	১০
যোগ মকরন্দ (পাতঞ্জল যোগ শাস্ত্রের সংস্কৃত ব্যাখ্যা সহ)	...	১০
ধর্ম প্রচারক (মাসিক পত্র)	...	১০
উত্তম কাগজে মুদ্রিত	...	বার্ষিক ৩০
মধ্যম	...	২০
সাধারণ	...	১০
পঞ্চমুদ্রিত	...	১০
শিবলিঙ্গ পূজাবিধি (২য় সংস্করণ)	...	১০
ঐমতি ও ভক্তগীত উপাখ্যান (বঁহা ৫২ তাঁহা ৫৩)	...	১০
গীতাঞ্জলি	...	১০
তত্ত্বতত্ত্ব	...	১০
৮ অমপূর্ণার ছোট ছবি, (কাগজের উপর ভ্রমর রূপে চিত্রিত—৫ খানির অধিক লইলে ডাকমাণ্ডল লাগিবে না)	...	১০
মহাত্মা ত্রৈলোক্য স্বামীর ফটোগ্রাফ	...	১০
ঘটচক্র	...	১০

চিঠি লিখিবার পাচরঙ্গা কাগজ দেবদেবীর মূর্তি ও প্রণাম শ্লোক সহিত

প্রত্যেক প্যাকেটে ৫ দিস্তা।

বড় আকারের মূল্য ১০ ডাকমাণ্ডল—/১০ মোট—৮০

৫ বর্ণের মূল্য দেওয়া মূল্য ১০ ডাকমাণ্ডল /১০ মোট—৮০

কিছু ছোট আকারের মূল্য ৮০ ডাকমাণ্ডল /৮০ মোট—৮০

৫ বর্ণের মূল্য দেওয়া মূল্য ১০ ডাকমাণ্ডল /১০ মোট—৮০

মূর্তি ছাড়া কেবল পাচরঙ্গা ৫ দিস্তা প্যাকেট

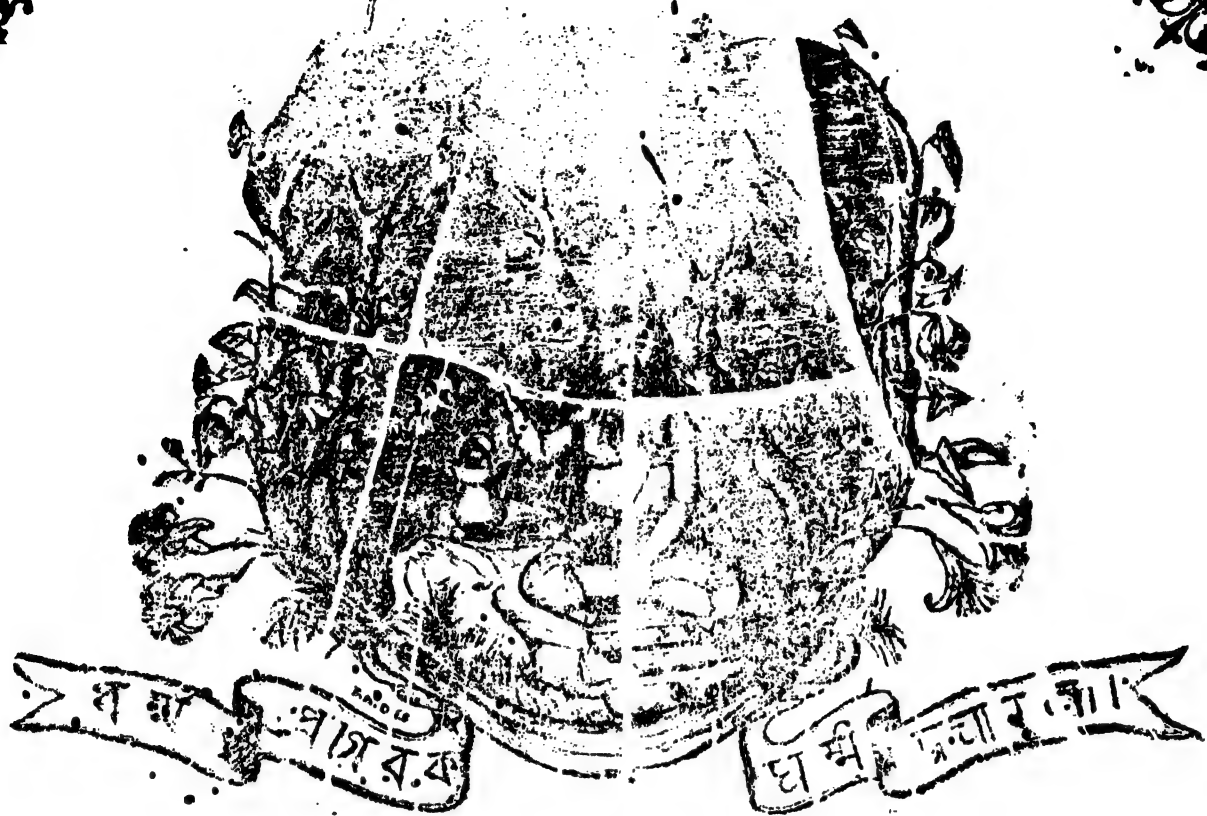
বড় আকারের মূল্য ৮০ ডাকমাণ্ডল—/৮০ মোট—৮০

ছোট আকারের মূল্য ৮০ ডাকমাণ্ডল /৮০ মোট—৮০

নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি পাঠাইতে হইবে।

গল্পাধিক

কালী ধর্মাবৃত্ত যন্ত্রালয়ে পাওয়া যায়।



নামিক পত্র

“স্বামী বিশ্বং জগতঃ প্রতিষ্ঠা স্বামীষ্য পাপং বুদতি, স্বামীমল্লং প্রতিষ্ঠিতং,
তচ্ছাভস্মাৎ পরমং বুদতি,॥” অতি:

কানী—ভারতবর্ষীয় আধ্যাত্ম প্রচারিণী সভা হইতে প্রকাশিত।

মুচি।

বিষয়	পৃষ্ঠা
বাক্যব্যাখ্যানসংহিতা	১৩
কেননে বলিবে বল কিরূপ তিনি (কেনচিদ্রাগাস্তানেন)	১৪
হুঃখ (জিগক পাঁচকড়ি বন্দোবস্তানায়)	১৬
তীর্থযাত্রা (কুমার পরিব্রাজক জিগকানন্দ স্বামী)	১৭
ভারত ও বোকন্দা (জিগক পাঁচকড়ি রাণ)	২৩

১৪শ ভাগ । ২য় সংখ্যা ।

জ্যৈষ্ঠ মাস, ১৮১৩ ।

বারানসী, বঙ্গীয় বঙ্গালয়ে মুদ্রিত ।

বক্তৃতা ।

২য় খণ্ড ।

কুমার শ্রীকৃষ্ণ/এসম পরিভ্রাজক মহোদয়ের ২য়
খণ্ড বক্তৃতা পুস্তক গত দিনে প্রকাশিত হইল । এমার
যে কয়েকটি বক্তৃতা সংগৃহীত হইয়াছে, সে সমস্তই
নূতন । নিম্নলিখিত চারিটি বক্তৃতা এমার মঙ্গলিত
হইয়াছে । প্রবৃত্তি মার্গ, ভারতে উৎসব,
নির্জনিকেতন যাত্রা, আঁধারের মাণিক ।

এমারকার বক্তৃতা পাঠে তত্ত্ব ভক্তির অমৃতময় আশ্রয়ে
বিতোর হইবেন ভাবুক কবি উচ্চাসের লহরীলীলায়
নিমগ্ন হইবেন, দার্শনিক তাঁহু তর্কাত্তরের প্রতিভা
দেখিয়া বিমুগ্ধ হইবেন । আশাচীন ভরসা হীন সৌম
আবাসের মন্ত্র নগী প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে পুলকিত
হইবেন । পুস্তকের আকার ১ম খণ্ড অপেক্ষা প্রায়
দ্বিগুণিত হইয়াছে । ১১ম পৃষ্ঠায় পুস্তক পূর্ণ হইয়াছে ।
মূল্য ২০ আঁট আনা । ডাকসামল লাগেনা । ২ম খণ্ডের
মূল্য বেশী হইয়াছে এই রূপ অনেকে অনুরোধ করায়
২য় খণ্ডের মূল্য ১ম খণ্ড অপেক্ষা আকৃতি অনুসারে
সমতা করা হইয়াছে । নিম্নলিখিত নাম ও ঠিকানায় মূল্য
পাঠাইলেই পুস্তক তৎক্ষণাৎ প্রেরিত হইবে ।

শ্রী বৃন্দেন কবিরত্ন

ধর্মায়ুত প্রেস

বারাণসী ।

মহাত্মা ত্রৈলোক্য স্বামীর ফটোগ্রাফ ।

সাধু প্রেষ্ঠ মহাত্মা ত্রৈলোক্য স্বামীকে জীবিত কালে অনেকই
দেখিয়াছেন এবং ভারতবর্ষের প্রায় সকলেই তাঁহার নাম শুনিয়াছেন ।
তিনি আমাদের সকলেরই প্রণাম এবং প্রাতঃস্মরণীয় । তাঁহার
ভেজোময়ী মূর্তির প্রতিকৃতি দর্শন করিলেও সাধু দর্শনের ফল লাভ
হয় । বাহাতে তত্ত্ব হিন্দু মাত্রেই তাঁহার প্রতিমূর্তি প্রাতঃকালে-দর্শন
করিতে পারেন তাহার জন্য তাঁহার কতকগুলি ফটো সংগ্রহ করিয়া
রাখা হইয়াছে । প্রত্যেকের মূল্য ১ ছয় আনা এবং ডাক সামল ২০
অর্ধ আনা মাত্র । বারাণসী ধর্মায়ুত মন্ত্রালয়ে আমার নামে বা মন্ত্রা-
ধাকের নামে মূল্যাদি পাঠাইলে ফটো পাইতে পারিবেন । এবং সেই
সঙ্গে ৮ অন্নপূর্ণার এক খানি ছোট ছবি উপহার দেওয়া যাইবে ।

শ্রীরাধিকানাথ-বন্দ্যোপাধ্যায় ।

ধর্ম প্রচারক।

“কৃষ্ণং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুনাবতী চ তেন।
অপার সর্ষং সুখমাগরেম্মিন্, লীনিং পরে ক্রাণি মনঃ চেতঃ ॥”

১৪শ ভাগ

“এক এক বসুন্ধরায় নিবসন্তপাতুমারিষ্যঃ।

সংসাদ ১৮১৩

২য় সংখ্যা

পরীক্ষণমসমাপ্যং মর্কটমাত্, গচ্ছতি।”

জ্যৈষ্ঠ মাস

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা।

(পূর্বোক্ত)

প্রতিসংবৎসরং মোদং পশুঃ প্রত্যয়নং তথা।

কর্তব্য। শুয়শেষিঞ্চ চতুর্মাসানি চৈবহি।

প্রতি বর্ষে মোদ পশু, নবমমাসে চ চতুর্মাস
কর্তব্য। এতি আনে কৃষা এতি বর্ষে পশুমাগ
বিহিত।

এষামসম্বৎসরং কুর্বাণিষ্ঠিঃ দৈবানরীঃ বিজঃ।

হীনকলং ন কুর্বীত সতি যথো ফলপ্রদম্ ॥

পূর্বোক্ত রূপ মাগ করিবার সামর্থ্য না থাকিলে
দৈবানর মজ্ঞ করিলে। কিন্তু তাহা হীনকল। মনাদি
মাগন দিদ্যমান হীনকল আশ্রয় করিলে না। সে
কাম্য কর্মের অধিক ফল, তাহার হীনকল কখনই
অনুষ্ঠান করিলে না।

চণ্ডালো কামতে মজ্ঞ করণাৎ শূদ্রদিক্শিতাৎ।

যজ্ঞার্থং লব্ধ মদদদ্ভাসঃ কাকোপিশা ভবেৎ ॥

শূদ্র হইতে অর্থ ভিক্ষা করিয়া যজ্ঞ করিলে মজ্ঞ-
কারী চণ্ডাল হয়। যজ্ঞের জন্য প্রাপ্ত অর্থ যজ্ঞোদ্দেশে
দান না করিলে শূদ্র ক্রিয়া কাকুযোনি প্রাপ্ত হইতে
হয়।

কৃষ্ণং কৃত্যনো বা ত্রাহিকোপতনোপি বা।

জীবন্ত বাপি নিম্নোজ্জেন জ্যোতনোয়াঃ পরঃ পরঃ।

নিম্নোজ্জর বাবা (পতিত দ্বানা কড়াইয়া ভোজন)
সে ব্যক্তি বাবা নিম্নাহ করে, তাহা অপেক্ষা সে
ব্যক্তি বিনাদনের অধিক মক্ষ্য করিয়া জীবন্তা নিম্নাহ
করে সে শ্রেষ্ঠ। সে ব্যক্তি এক কলম দান মক্ষ্য
করিয়া রাখে, সে পূর্বোক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সে
ব্যক্তি এক গোলা দান মক্ষ্য করিয়া রাখে সে আবার
পূর্বোক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

ন স্বাধ্যায়নিরোধার্থমীহেত ন যতস্ততঃ।

ন বিরুদ্ধ শ্রমস্বেন যন্তোমী চ মদা ভবেৎ ॥

স্বাধ্যায় নিরোধী অর্থোপার্জনে বিরত থাকিলে।
অযাজ্য যাজ্ঞাদি ও নৃত্যগীতাদি দ্বারা অর্থোপার্জন
করিলে না। মদা মস্তোম অর্জন করিতে চেষ্টা
করিলে।

রাজাস্তেনাসি মাশ্বেভ্যঃ গীদগিচ্চেৎ মনঃ সূদা।

দীপ্তি হেতু পামণ্ড বকবৃত্তীংস্ত বজ্রয়েৎ ॥

সূদায় নিজস্ব পীড়িত হইলে, রাজা আস্তেনামী ও
যজ্ঞ করাইবার উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে বন্ধ
ভিক্ষা করিলে। দীপ্তি হেতু বাদপায়ণ পামণ্ড

নাস্তিক ও বকর্মান্বিত প্রকৃতির লোকদের নিকট
হইতে কখনও কিছু উৎসাহ করিবে না।

শুক্রাশ্রমধরো নীচ কশ শাস্ত্রনথঃ শুচিঃ ।

ন ভাষাদর্শনেস্ত্রীয়াস্মৈ বাসো ন সংস্থিতঃ ॥

শুক্র বস্ত্র পরিধান করিবেন। কেশশাস্ত্রনথ ইহাদের
কর্ত্তন করিবে। স্ত্রীর সম্মুখে এক বস্ত্র পরিধান করিয়া
কিছা দণ্ডায়মান হইয়া, কলচ ভোজন করিবে না।

ক্রমঃ ৩।

কেমনে বলিবে বল কিরূপ তিনি ।

(সত্য ঘটনা সম্বলিত)

“ শ্রীরাম প্রসাদে রটে,

মা বিলাজে সর্ব ঘটো।

ওরে আঁপি মেলি দেখ মাঁকে,

তিমিরে তিমিরহরা ॥ ”

মা থাকিতেও আমি এক রূপ মাতৃহীন । এক
রূপ কেন, অনেক সময় মনে হয় সত্য সত্যই বুঝি মা
নাই। মা গেতে গরুতে দেন বটে কিন্তু বড় একটু
চোঁয়া খাওয়া দেন না এমন কি সর্বদা কাছে থাকিয়াও
একবার চোখের দেখা দেন না, তাই ভাবি—

“ মাতা বর্ত্তমানে, এ ছুঃখ সম্ভানে,

মা বেঁচে তবে কি ফল বলনা ।

কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখন তো।

রাম প্রসাদের এই আশা মা, অশ্রু থাকি পদনিত।

মা যে একেবারেই কাছে আসেন না এমন নয়,
কিন্তু সে সময় আসিলে আমি বুঝিতে পারি তখন
কোন রূপেই গায়েন না, । এক নোকের মা দেখিলাম
কিন্তু গানার মার মত মা কাহারও নয় । ছেলে
জাগিলেই সকলের মা কাছে আসিয়া কোলো করেন
কিন্তু গানার মার সকলই উণ্টো, আমি জাগিয়া
থাকিতে তিনি ধাপাশ্রমেও কাছে আসিবে না—দেখাও

দিবেন না কিন্তু অনিতে পাঠে আমি যুগাইয়া গেলেই
তিনি আসিয়া আমাকে কোলে ভুলিয়া লয়েন * ।
অনেক সময় শুনিয়া অনেকটা আশা হয়, তরসা হয়
কোন দিন না কোন দিন দেখিতে পাটব, মনে মনে
ভাবি এক দিন হঠাৎ জাগিয়া মাকে দেখিয়া ফেলিব
(১) কিন্তু কই সে আশা তো অদ্যাপিও পূর্ণ হইল না,
মনের ইচ্ছা মনেই মিশাইতে চলিল। ভাবিতে ভাবিতে
অনেক দিন কাটিয়া গেল। একদিন হঠাৎ কে আসিয়া
বলিল, মা আসিয়াছেন। আমি চমকিয়া উঠিয়া ভাবি-
লাম, তবে কি আমি এখনও জাগিয়া আছি । কিন্তু
বাস্তবতাবশতঃ আর তখন সে ভাবনা না ভাবিয়া ছুটিয়া
বাহির হইয়া পড়িলাম, পাথে অনেকেরই মুখে [মাহারা
মাকে দেখিয়া ফিরিয়া আসিতেছে] মায়ের আগমন-
বার্তা শুনিয়া হৃদয় নাচিয়া উঠিল, বেগে দৌড়িতে
লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে আমিও মায়ের বাড়ীতে
গিয়া উপস্থিত হইলাম, কিন্তু মার কাছে গিয়া দেখি
আমার সব আশাই ফুয়ো। কত কথাই বলিব মনে
করিয়া গিয়াছিলাম এখন সে কথা দূরে আস্তাম যা
দেখিতে গিয়াছিলাম তাহাও হইল না, দেখিলাম
মার কেবল কতক গুলি সাজ সজ্জা রহিয়াছে, ভাবি-
লাম, লোক গুলো কি এই দেখিয়াই ফিরিয়া গেল,
সাজ দেখিয়াই ভুলিয়া গেল, ইহাদের এত দূর আসাই
তবে মার। তখন সে বাটীর লোক সকলকে জিজ্ঞাসা
করিলাম কৈ মাহা দেখিতে এলাম তাহা তো দেখিতে
পাইতেছি না, এত কেবল সাজ গোল দোপতেছি ।
তাহারা কুবেরের দোষ দিয়া বলিলেন যে অনেক
চেষ্টা করিয়াও তাহার মাকে দেখাইবার কোনও

* সমুদ্র অস্তায় বহিরিঙ্গিয়েন ক্রিয়া না থাকায় এবং অবিস্মার
মনের বীণার বশতঃ জীবাত্মার পরমুদ্রাব সঠিক মিলন হইয়া থাকে,
এই অল্প এত অবস্থায় একরূপ অপূর্ণ আনন্দ অপ্রত্যাশিত; কিন্তু অবিস্মার
আবরণ বিদ্যমান থাকায় পরমাত্মার স্বরূপ লক্ষণ প্রকাশিত হয় না
নতুবা স্রষ্টা অবস্থাতেই প্রত্যেকের স্বরূপ প্রকাশিত হইত।

উপায় করিতে পারিলেন না, সমস্তই সাজে ঢাকিয়া গিয়াছে । এইরূপে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিবার সময় পরস্পর কথার কথায় সম্ভিৎসাহারী জনৈক সাহসী মহাজ্ঞানকে জিজ্ঞাসা করিলাম হাঁত পূর্বে সেই নবজন্মদল-শ্রামা মুক্তকেশী যুক্তি ঘোর মেঘবর্ণা দেখাইল কেন ? তিনি বলিলেন “যাদৃশী ভাবনা সম্য” চোখের দেখা কেবল কথার কথা, ভাবের দেখাই দেখা । মনে হইল হরি, হরি, সব ফাকি, কোনটাই কিছু নয় । চিত্র-করের কি চাতুর্য, মায়ায় কি মনভুলান মহিমা, সব ভুলাইয়াছে, এমন সাজে সাজাইয়াছে, যে আসলের আদে) অস্তিত্ব বোধ হয় না—অলঙ্কারের এতই ঐচ্ছল্য যে সর্গের অনুমান মাত্রও উপলব্ধি হয় না । ভ্রমে লোককে ভুলাইয়া দেয় এয়ে দেখিতেছি “ভ্রম” দেখাইতে গিয়া লোকে আপনি ভ্রমে পড়ে, দিক্ ভ্রম হইয়া লক্ষ্য হারাইয়া ফেলে । ভাবিলাম—

“বেদে দিলে চক্ষে ধূলা, সড় দর্শনের অন্ধত্বলা ।
ওরে না চিনিল জ্যোষ্ঠা, যুলা, খেলাধূলা কে ভাবিয়া ॥”

(রামপ্রসাদ)

তখন ভক্তিমান ভারুক বলিলেন—

“সে কেমন কে জানে তারে,
যেমন তারা তেমনি ভাল ।

মায়ের অস্ত্র চরণ ভাব রে মন,
অনুমানে তাঁর কি কাজ বল ।

নীল পীত সিত অসিত বর্ণ,
কি রূপ কি গুণ কে জানে অন্য ।

ধন্য ধন্য রূপ লাবণ্য
ভব ভেবে যারে পাগল হল ॥

পুরুষ প্রকৃতি অথবা স্ত্রী,
সেই সে সকল সুকলি ভিন্ন,

স্বভাবের নির্মল, সে কথায় কাল ” ॥
[কতে] কমলাকান্ত, কামীর তত্ত্ব,
অনুমানের কঁকণা জানে,

তার আদি অন্ত মধ্য নাই,

নানা মূর্তি নানা স্থান ॥”

আমি বাকুল হইয়া তখন জিজ্ঞাসা করিলাম কৈ কেন স্থানেই তো মাকে দেখিলাম না ? তিনি বলিলেন সর্বত্রই তো মা রহিয়াছেন কিন্তু কুণেরের রাজসিক স্নাজে [মায়িক নাম, রূপ] মায়ের গী ঢাকিয়া গিয়াছে, নন্দীর মত একমনে ভক্তি ভাবে কমল কুন্তমে (মাতৃিক ভাবে) না সাজাইলে সে হেমবরণ চর প্রভা (অস্তিত্বাতি প্রিয়রূপ) ফুটিয়া উঠিবে না । ভাবিলাম তবে মায়ের কোন্ বাড়ীতে যাই । মধ্যক তখন ভগবৎক্যের অনুবাদ মাত্র করিয়া বলিলেন—

ন তদ্ভাসময়তে সূর্যঃ ন শশাঙ্কান পাশকঃ ।

যদ্গহা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমেশ্বর ॥

শুনিয়া মনে হইল কি ভুলই করিয়াছি ! এ তো অন্ধকারে হাতড়াইতে ছ, তাকাইতে ২ চৌক ফাটিয়া গেল, কিন্তু দেখার স্থগ মিলিল না যাহা দেখিতে আসিলাম তাহা তো দেখা হইল না ! এতদিন ভুলে যাহা আলো ভানিতেছিলাম তাহা তো তপে অন্ধকার ! মধ্যক আবার বলিলেন—

দিব সূর্যমহত্মস্য ভবেদ্যুগপতুখিতাঃ ।

যদি ভাঃ সদৃশী মা স্মাদ্ভাসুস্তস্য মহাত্মনঃ ॥

এই কথায় খাণ একেবারে লুকাইয়া উঠিল, যে আশা টুক ছিল তাহাও উড়িয়া গেল । একটা সূর্যের দিকেই তাকাইতে পারি না, জগতের মধ্যে সূর্যই একবার চোখ ভরয়া দেখিতে পাইলাম না, তবে আর মাকে দেখা হইল না, এ চোখে তো অত রূপ থাকিবে না !!!

মধ্যক তখন আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন এই জনাই ভগবান অর্জুনকে বলিয়াছিলেন—

* কুণের দেখার নয়নের কি শোভা রয়েছে (এক চন্দন আঁকু জন্য) রাগী চবনে । যে গদে হয় মোক্ষপদ, সাধকগণ পান পদ, সাজবে কিরে ঐ ত্রীপদ অথ ভূষণে ॥

নতু মাং শকাগে দ্রষ্টু মনেনৈব স্বচক্ষুশা ।

দিন্যঃ সমামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥

সাদন বাক্যের হৃদয়ে স্রবণ পদ না জানিলে
মহামারীর মতো পুরাতন নিষ্ঠুর পথ দিয়া মায়ের বাড়ী
যাওয়া যায় না—৩৩ দিন মায়ের সঙ্গে দেখা হয় না,
মা কাছে থাকিলেও ছেলে বুকের ঘোরে একলা আছে
ভানিয়া কাঁদিয়া উঠে। অন্তরে না জাগিয়া মোহমলিন
চিত্ত ক্ষুদ্র না হইবে কেবল বাহিরে জাগিলে (বচ-
ন্য, প্রকৃতি থাকিলে) মাকে দেখিতে পাইবে না—কাঁদি-
তেই কান কাটিয়া যাইবে। সাদকমস্তান চিত্তে নষ্ট
মার কোলে জাগিয়া খেলা কবিতোছেন কেবল কতক
শুলো জন্মাক, পাড়া পাড়ত মাকার নিরাকার লইয়া
ক্রিাদ করিয়া থাকে, আলোয় অন্ধকার দেখে দেখতে
পায়না তাই নিরাকার বলে। সে আকার যে কি
প্রকার তা এ বিকারযুক্ত চোখে বুঝা যায় না। যাহারা
কিছুই দেখিতে পায় না তাহারা কেবল বাহিরে
জাগিয়া আছে পশ্টাচক আলোক রাখিয়া দেখিতে
চাতিতেছে, সম্মুখে যে আপনার ছায়া [অহংকার]
“কোলের কাছে কেবল আঁদারে” হইয়াছে তাহা
জানিল না। তাই কাঁটায় পাড়িয়া যায় তাই তাহারা
“চোখ থাকতে কানো”। সাদক পাঠক! এ কদার
এইখানেই তত্ত্ব করা ভাল। মাকার নিরাকারের মতো
রহস্য এইখানেই বুঝিয়া পাইবেন অন্ধের কাছে এ
মকল কথা কেবল কথার কথা। সাদন কাতুর কথা
মাগারদের সমক্ষে একরূপ “দিল্লীকা কাড়ড়” বলিয়াই
গোম হয় তাই ভাল, আর বেশী কদায় কাজ নাই
অন্যসমূ—

ন বুদ্ধি ভেদং জনয়েদজ্ঞানং কর্মমঙ্গিনাম্ ।

“কেমন বলিলে বল নিরূপ তিনিন (৭ মন) ভূমি
পাবিলে চিন্তে কি চিন্তামণি [মে মে চিন্তার অতীত
জগজ্জিন্তামণি]।

তিনি মাকার কি নিরাকার, ও মন কেবা তত্ত্ব

জানে তার, সমস্ত জগদাধার, কেবল এই শুনি (তিনি) ॥

তাই—

পরিভ্রাক্ত বলে চাপ যদি কেউ মাকে দেখিতে।

তবে নিজের গরের উল্টো কপাট চলে হুলিতে ॥

মায়ের যে পূর্ণ বিকাশ রামচন্দ্রের উপর তুলিতে ॥

“খাঁজিস মাকে আশে পাশে, মা যে রে তোরা ঘরে
ব’সে দেখেও দেখিস্ না। ৩ তোরা চোখে আঙ্গুল
দিয়ে দেখাও, তবু দেখলি না। তবে ভূই মে মায়ের
কোলে বসে ‘করে তাকানা। ক্রমাগত বলে মাকালে
আমি তত্ত্ব করি যারে।’ সেটা চাইলে কি ভাগ্য
হাড়ি, বৃক্রে মন চানে চোরে ॥”

ভূখ

ভূখই সংসারের একমাত্র নিষ্ঠামিকা। যত কিছু
উদ্যোগ, চেষ্টা, ভাবনা, উদ্বেগ-এবং পরিচয় মকলই
ভূখ হইতে পাত্রোপ পাইবার জন্য। মনুষ্য অসমাপ্ত
সাদন করিতেছেন, গিনি, কৃষ্ণা-করেন, মাগরের
তত্ত্বস্পর্শ কবিতোছেন, কেবল ভূখাক দূর রাখিবার
জন্য। “চর কানো হু” চিত্তার নায় সংসারমৌ অভি-
দম-পাত্ত মনুষ্য সমাজ আর নাই; মহা শত্রু না হইলে
এমন গালি দেয় না। যুগে এত আশঙ্কায় বাপার
হউত না যদি উৎসর্গে আমরা লোকান্তঃ—মাকুল
বলিয়া না জানি কান। কিন্তু ভূখ কি; কাহাকে ভূখী
বলিতে পারি? ক-জানি কি! ভূমি, আঁম দেশ শুদ্ধ
লোক এক সময়ে না এক সময়ে ভূখের আশ্রয়
পাইয়াছে, ভূখী চইয়াছি; পশ্চত সাধারণতঃ ভূখ
পাত্রার্থাক তাহা বলা অতি কঠিন। যে দেশে ভূখ
নাই, যে লোকের প্রকা ভূখ কাহাকে বলে জানে না,
কখনও কোন ভূখী হতভাগাকেও দেখে নাই,
তাহাদের কেমন করিয়া বুঝাইব ভূখ কি। যাহা
হইলে ভূমি নিজকে ‘ভূখী’ মনে কর, হয়ত আঁম ভেতন
টি হটনে মহা শত্রু হই, আগার ভৌবার স্রবের

উপারানকে অন্যে নাকারজনক বলিয়া ভাষ্য করা হইতে পারে। মনী শীতকালকে সুখের—বিশ্রামের সময় বলিয়া মনে করে, দুঃখী দরিদ্র গ্রীষ্মসময়কে নিশ্চিন্ত হয়, তখন আর বস্তাচ্ছাদনের জন্য উবিয়া হইতে হয় না। চামা বৃকড়ী চালের ভাত খাইয়া, গুড়ুক টানিয়া আম গাছের তলায় মহা সুখে নিদ্রা যায়, আর লক্ষ্যহীন ভ্রমরফলভ কপাস-শস্যায় শয়ন করিয়া অনন্দায় উন্মত্ত হইয়া শিরঃপীড়ায় ব্যাপিত হয়েন। কিন্তু লক্ষ্যহীন মনকে যদি বলা যায় যে আপনি প্রগাঢ় নিদ্রার প্রার্থনা করেন, আপনি চামার ন্যায় সুগম্য পদার্থ বৃকড়ী চালের ভাত খাইয়া, গুড়ুক টানিয়া এই বৈশাখ মাসের নৌদুই আমের শীতলচ্ছায়ায় গিয়া শয়ন করুন, আপনিও তৎক্ষণাৎ হইবে, আপনি নিদ্রিত হইবেন। তনহা হইলে ভগবতীতিনি আশ্বহত্যা করা সহজ মনে করেন এবং এমন ভীষণ চিকিৎসা দ্বারা নিষ্ক্ষেপ করেন। যাহা চামার পক্ষে অথবা অথবা অথবা কারণ, তাহা মনীর ভীষণ দুঃখ। তখন কি বলিয়া যাহাতে লোকে অসুখী হয় তাহাই তৎক্ষণাৎ গৌতমের ন্যায়সূত্রে আছে যে “বাদনা লক্ষণঃ দুঃখমিতি” [১অ, ১অ, ২১স] তৎক্ষণাৎ লক্ষণই বাধা। গতি এবং প্রবর্তি এবং অন্যান্য শরীর এবং মানসিক চেষ্টা বাদিত অথবা রুদ্ধ হইলে দুঃখ হয়। আমি যাহা চাই, তাহা যদি না পাই, অথবা ক্রিপিত বস্তু প্রাপ্তির পথে যদি কিছু বাধা কিম্বা বিপদ ঘটে তৎক্ষণাৎ আমি দুঃখিত হই, সন্তোষিত হই। শিশু জল কাদা লটয়া খেলিতে চায়, প্রাপ্তি মাত্রেরই সকল শত্রুত্বই বদনে দেয়, বর্ণপরিচয় প্রথম ভাষার দুই এক খানি পাতা চিবাওয়া ভোজন করিবারও এক ২ বার চেষ্টা করে; কিন্তু ভূমি তাহার পিতা, বাপকের ভীষণত ভাবিয়া তাহাকে এই সকল কাণ্ড হইতে প্রতিবর্তিত কর; কিন্তু সে তাহা বুঝে না, মনে ১ অতিশয় দুঃখিত হয়। শেষে মনের বেগনা সামলাইতে

পারিয়া কাঁদিয়া ফেলে। ভিতরে মগন কোন একটা চেষ্টা হয়, যখন আশ্রয় শক্তি সকল বহিস্কৃত হয়, প্রত্যেক স্নায়ুতে একটা মেন তড়িৎপ্রবাহ প্রকাশিত হইতে থাকে, আবেগ এবং উত্তেজিত উৎকণ্ঠায় মন মদাই চঞ্চল থাকে, আশার সামগ্রী পাঠবার জন্য আত্মজ্ঞান-শূন্য হইয়া আমরা কাণ্ড করিতে থাকি। মন, ক্রুদ্ধ, ধাবিত মেন তদাকারাকারিত হইয়া যায়, তখন যদি কোন অননুভূত অজ্ঞেয় ব্যাপার সংঘটিত হইয়া আমাদের আশাপথে কটক হইয়া দাঁড়ায়, আর যদি বুদ্ধিতে পারি যে শতচেষ্টা করিলেও কার্য সিদ্ধি হইবে না; তাহা হইলেই যে সকল আত্মশক্তি আমাদের স্নায়ু-মণ্ডলকে প্রকল্পিত করিয়া ছিল, সে চেষ্টার ক্ষমতা আমরা উৎকণ্ঠার ঘোর আত্মহারা হইয়াছিলাম, তাহারা মেন স্থূলিত হইয়া যায়। যাহা বাহিরের কাণ্ডে শতমুখী হইয়া প্রদানিত হইয়াছিল তাহারা হঠাৎ প্রতিকূল হওয়াতে শরীরেতেই পর্যাবসিত হইয়া থাকে। শরীর এবং মন, কিন্তু এই সংগ্রামহীন বেগকে সম্মাপণে সমর্থন করিতে পারে না। স্বাভাবিক নিয়ম এই যে শক্তি শক্তিদ্বারা ই স্থায়িত্ব এবং পরাভূত হইয়া থাকে। ততরাং এই কার্যশক্তিকে আত্মশক্তি করিতে হইবে, আশ্রয় আর এক স্বতন্ত্র শক্তি প্রযুক্ত করিতে হইবে। প্রথম চেষ্টায় এবং উদ্যমে শরীরের অগা শক্তি প্রবল এবং হীন হইয়াছিল, হঠাৎ এক নূতন এবং নিপতীল শক্তির উদ্ভাবনায় যে আয়াস টুকু করিতে হয় তাহাতে আরও যেন মন ও স্নায়ুগুণী এলাইয়া পড়ে। এই বাধাপ্রাপ্ত এবং শক্তিহীন অবস্থাই তৎক্ষণাৎ প্রাণসী বাঙ্গালী বাবু ছুটি লইয়া বাজী আগমন। অনেক দিনের পরে দেশে ফিরিতেছেন, তাই তৎক্ষণাৎ নানাবিধ নূতন সামগ্রী সকল ক্রয় করিতেছেন, স্বর্ণগহনাও দুই এক খানা প্রস্তুত করিতে দিয়াছেন, স্বর্ণকারের বাড়ীতে প্রতিদিন যাতায়াত করিতেছেন, এবং একখানি ছটির দরখাস্ত

করিয়াছেন, বড়বাবু স্থপারীস করিয়া বড় সাহেবের নিকট উহা পাঠাইয়া দিয়াছেন, সাহেবও প্রার্থনা মঙ্গল করিয়াছেন। তাহা কিছু আবশ্যক তাহা সকলি সংগ্রহ করা হইয়াছে, উৎকর্ষ, আবেগে বাবু এখন বাইবার দিন গণিতেছেন, ক্রমে অবসরের দিনও নিকট হইল, বাবু বন্ধু বাবুদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াও বিদায় লইয়া আসিলেন; এমন সময়ে যদি তাঁহার জ্বর হয় এবং ডাক্তারের বলে যে তিনি কোন ক্রমেই দেশে যাইতে পারিবেন না, তাহা হইলে বোধ হয় মেন তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়, দুঃখে হতাশে শরীর যেন অসাড় নিষ্পন্দ হইয়া পড়ে, চক্ষু ফাটিয়া অশ্রুবিন্দু পড়িতে থাকে। এই বাধিত অবস্থাই দুঃখ। স্বেচ্ছা এবং প্রবৃত্তির নিপত্তি মায়া তাহাই দুঃখ। অর্থাৎ স্বেচ্ছা এবং প্রবৃত্তির বেগ অপ্রতিহত থাকিলে লোকে সুখী হয়। সুখ জীবনের সহজাবস্থা, দুঃখ বাধিত এবং বিরুদ্ধাবস্থা। তাই বলিয়াছিলাম যাহাতে লোকে অসুখী হয় তাহাই দুঃখ।

জিজ্ঞাসা করি যদি প্রবাহিনী সমতল ক্ষেত্রমধ্য দিয়া, সহজে বিনা বাধায় বহিয়া সাগরে গিয়া পড়িত, তাহা হইলে উহা বেগবতী হইত কি না? তাহা হইলে উহা গভীর খাদ বাহিয়া গ্রাম, নগর পল্লী সকলকে সঞ্জীবন প্রদান করিয়া, স্নেহ-স্নিগ্ধ করিয়া উত্তাল তরঙ্গে ছুটিতে পারিত, কি না? মনে হয় পারিত না। শক্তি বাধা না পাইলে সঞ্চিত হয় না, আবার সঞ্চিত শক্তি ব্যতীত বেগবান অন্য কিছুই নাই। স্বতরাং গতি, বাধিত শক্তিতেই জগিয়া থাকে। অর্থাৎ যে শক্তি সংবদ্ধ, রুদ্ধ, সংপিষ্ট অথবা দুঃখিত তাহাই প্রবল প্রকাশশালিনী। এবং প্রবলতা না থাকিলে শক্তি কার্যহীন স্থায়ী। তবেই বলি না কেন দুঃখ না পাইলে শক্তি প্রকাশিতা হয়েন না। বিন্দু ২ জল পর্বত-পঙ্কজে সঞ্চিত হইয়া দীপে ২ পাথর-চাপা বন্ধ বিদীর্ণ করিয়া রক্ত সূত্রধারে গলিয়া পড়িতে লাগিল, তাহার

উপলব্ধির উপর পড়িয়া উলটি পালটি খাটতে লাগিল, দুঃখে যেন শুকাইয়া যাইতে লাগিল; শেষে পরামর্শ করিয়া দশজনে এক হইয়া প্রায়শ রাশির উপর আছাড় খাইয়া পড়িল। কত বাধা বিপত্তি উত্তীর্ণ হইয়া একটু সমতল ক্ষেত্রে অনায়াসে বহিয়া যাইতে পাইল, আবার বাধা, আবার বন্ধুর ভ্রমি, কত স্থানে বিশ্রামভূমি নিশ্চয় করিয়া স্মির হইয়া ব্যয়িত শক্তি পুনঃ সঞ্চয় করিল, এত পরিশ্রম চেষ্টা, উদ্যম, চিন্তা, ব্যথা, উৎকর্ষ কাটাইয়া, তোমার আগার ন্যায় ক্রমিত কাঙ্গালগণকে স্নিগ্ধতা মিলাইয়া, নিশ্চল পানীয় দান করিয়া, সঞ্জীবিত করিয়া, দুঃখে, কষ্টে তরঙ্গিনী তবে মহতের—বিশালের অঙ্গে মিলাইয়া যায়। তবে কি দুঃখই নদী সকলের উপা-দেয়তার আদি কারণ?

তোমার আগার ক্ষুদ্র ২ জীবনেও কি এই মহা-তয়ের উপকারিতা দেখা দেয় না? দেয় বৈ কি! সে জীবন জীবনই নহে যাহা দুঃখের—দারিদ্র্যের অগ্নি-পরীক্ষায় নিষ্পলীকৃত না হইয়াছে। সে মনুষ্য মনুষ্যই নহে যে সদা সুখের ক্রোড়ে নিশ্চিন্ত—নিদ্রিত থাকে। সে বুদ্ধি বুদ্ধিই নহে যাহা অভাবের পেষণে অশাণিত না হইয়াছে। যেমন নদীজল বাধা পাইয়া, প্রণালীবদ্ধ হইয়া গভীরতা প্রাপ্ত হয়, তেমনি মনুষ্য প্রকৃতি দুঃখ দৈন্য দরিদ্রতার বিষম বাধা পাইয়া, প্রণালীবদ্ধ হইয়া গভীরতা প্রাপ্ত হয়। গভীর নদী পূতমলিলা, গভীর প্রকৃতি পূর্ণ পরিমলযুক্ত। মনুষ্য চিরসুখী হইলে উদ্দেশ্যহীন, দিশাহারা হয়। নদী সমতল ক্ষেত্রে পৌঁছিলে ছড়াইয়া পড়ে, স্থানে অস্থানে ঢলিয়া যায়, গোপ্পদ-গভীর হয় মাত্র। সেখানে গভীরতা নাই, প্রণালী বদ্ধ কার্য্য নাই, বেগ নাই, অব্যবসায় নাই সেখানে উদ্দেশ্য সাধন হয় না, সেখানে বাস করিলে মনুষ্য হারাইতে হয়, সে দেশ যবন দেশ, নরকজ্ঞানে উহা সর্বথা পরিত্যাগ করিবে। দুঃখ সামাদের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেয়, সংসারের অসারতা অলীকতা দেখাইয়া

মহান বিশাল আকাশ অনন্তের মধ্যে ডুবিতে ইঙ্গিত করে। সংসারে কত বাধা পাও, কত ব্যর্থতা পাও, যাতনায় মুখে রক্ত উঠিতে থাকে, দশদিক শূন্য দেখ, তবও যেন মনে হয় কে বুঝি কানের কাছে চুপি২ বলিতেছে যে সাহা গুঁজিতেছ তাহা এই অনতিদূরেই অবস্থিত। দুঃখের বিরটি জ্বালায় যখন প্রবৃত্তি বাসনাবিলম্বিত পুড়িয়া থাকে হইয়া যায় তখন কে যেন স্বপ্নের ঘোরে বুঝাইয়া দেয় যে জামার শীতল সাগর সঙ্গম এই দৃষ্টির ভিতরে আসিয়াছে। বীরহ, মহত্ব, আজ্ঞাত্যাগ, বৈরাগ্য, সাহস, উদ্যম এবং ভরসা কোথায় পাইতাম যদি সংসারে দুঃখ না থাকিত, যদি লোকে দুঃখের বজ্র-সূচি বিদ্ধনে উন্মত্ত উদ্বলিত না হইত। যদি বুঝি আমরা দুঃখী তবেই শ্রীকৃষ্ণানি ও সুখের উমা কুট ২ হইয়াছে। আমাদের দুঃখের উপদানের ক্ষমতা নাই। যাতনাদায়ক অমুপান সংগ্রহ হইয়াছে, এখন বুঝিতে হইবে, প্রাণে ২ ব্যণিত হইয়া, মর্মে ২ আঘাত পাইয়া অগুভব করিতে হইবে আমরা দুঃখী—চিরদুঃখী—মহা-দুঃখী। ভীষ্ম অনুভূতি হইলেই প্রবাহ আসিবে। সে কোটাল বাণে সব ভাসিয়া যাইবে, জীবনদী উজান বহিবে, মহাসাগরের শীতল জলে দুঃখদাবদন্ড হিন্দু-জন্ম ক্লান্ত হইবে। তবে কেন দুঃখকে ভয় করি, কেন দুঃখী দেখিলে সরিয়া দাঁড়াই। এস দুঃখ! ভারতের আপাদমস্তক তোমার বিষম বিমবেদনায় ব্যথিত করিয়া দেও, তোমার তাড়নায় লোকে যেন অস্থির—উন্মত্ত হইয়া উঠে। এস ভূমি, সর্ব মঙ্গলবিধাতা, সর্ব সম্প্রদাতা! ভারতের গৃহে ২ আসিয়া দেখা দেও। রাজা, মহারাজা, নবাব, উজীর, ছোট, বড়, ধনী নিধনী সকলকে তোমার তড়িৎশক্তি দ্বারা নিকম্পিত করিয়া দেও। এ অগাধ নিষ্পন্দ জাতিকে উদ্যম দেও, উত্তেজনা দেও, উন্মত্ততা দেও।

তীর্থযাত্রা।

১। হরিদ্বার-কুম্ভমেলায় বিবরণ গত বারের "ধর্ম-প্রচারকে" মাঘবর শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রে পাঠক বর্গ নির্দিষ্ট হইয়াছেন। কুম্ভ-যোগের স্নানের দিন মা ভাগীরথীর বিশেষ করুণা দেখা গিয়াছিল। দিবাভাগে তপন তাপে বায়ু ক্রমশঃ হরিদ্বারক্ষেত্র কুমাণু কণিকারূপে ও বায়ু মণ্ডল জ্বালামালাপূর্ণ বোধ হইত। স্নানের দিন অতিপূর্ণ জনতায় ভক্ত গণের অতিশয় ক্রেশ হইবে জানিয়াই মা সে দিন অতি প্রভূষ হইতে সূর্যাস্ত কাল পর্যন্ত আকাশ-মণ্ডল অত্যন্ত মেঘচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। স্নানার্থী গণের প্রতি মায়ের এরূপ দয়া না হইত কত লোক যে শর্দি গর্ম্মিতে প্রাণ ত্যাগ করিত, তাহা বলা যায় না। অতি জনতাপূর্ণ তীর্থে শান্তিরক্ষা করিবার জন্য রাজকীয় সন্যাসদ্বার ক্রটি হয় নাই বটে, কিন্তু স্বেচ্ছ ও মুশলমান প্রহরী পণ গঙ্গাতীরে প্রহরী থাকায় স্নানার্থী-গণ অস্পৃশ্য স্পর্শ বশতঃ পুতশরীরে নিজ নিবাসে মাইতে পারে নাই। গবর্ণমেন্ট হিন্দুতীর্থে ঈদৃশ পদ-কালে কেবল হিন্দু প্রহরীর ব্যবস্থা করিলেই ভাল হইত। স্নান করিয়া ফিরিবার সময় যাত্রীদিগের মধ্যে ওয়েতে বড় কন্ট হইয়াছিল, হরিদ্বার হইতে নিয়ামিত দৈনিক গাড়ী ব্যতীত ২০০ স্পেশিয়াল ট্রেন চলিয়া-ছিল, এতদ্ব্যতীত প্রায় ১৫ দিন সকল ট্রেনেই অতিরিক্ত যাত্রীর ভীড় হইয়াছিল।

হুমাকেশ।

হরিদ্বারে স্নান ও শ্রীগুরু চরণারবিন্দ সন্দেশন করিয়া প্রাচীন তপোভূমি হুমাকেশ দর্শন যাত্রা করিলাম। হরিদ্বার হইতে হুমাকেশ অন্যান্য ১২ ক্রোশ হইল। ১২ সন্নিবিহ্যহারী বর্গ সহিত নানা প্রসঙ্গে সদালাপ করিতে ২ এই পথ টুকু পদব্রজে দুইদিনে গমন করিলাম। পথে পাহাড়, বন ও অনেকগুলি নদী অতিক্রম করিতে হয়। দুইটি নদী অতি খরতর বেগ-

পতা স্ফটিক স্বেচ্ছা জগৎ কণা কণা করে লেগে নাচিতে ২
ছুটিয়াছে। বনে বনকুঁড়ি ও ময়ূরের এক শুনিত্তে
পাণমাংস, বন ফুলের মনোহর যৌরভ ভূর ভূর
করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অন্ধ পথে
লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির ও মেলা এবং পাপের মধ্যে ২
কয়েক স্থানে বাক্সিদিগের থাকবার স্থান ও মন্ডাশালা
আছে। হুমীকেশ, মরিদুরা ভাগীপৌর কটেজমি।
এখানে বহু শত সাধু শাস্ত্র কুটীর নিৰ্ম্মাণ করিয়া একান্তে
বাস করিয়া থাকেন। ৫। ৭টি মন্ডালয় পাকা বশতঃ
সাধু সম্মাসী গণের ভিক্ষার কোন রূপ অস্বীকার হয়
না। আমরা চম্পেশ্বর মহাদেবের নিকটে একটি কুটীরে
অবস্থিতি করিয়াছিলাম, দেখিলাম যেখানেও একজন
সাধু প্রত্যাহ শতাব্দিক অভ্যাশিত সাধু সম্মাসীকে সামরে
ঔদয়ক্রমে ভোজন দিতেছেন। হুমীকেশ মন্দিরের
সমীপে, "কমলিয়া বাবা" (ইনি কোপোন ও একখানি
কমল ব্যবহার করেন) নামক একজন পরমভাস
অবস্থিতি করিয়া থাকেন। তাঁহার ন্যায় শিষ্টাচারী,
মুগ্ধ মধুর ভাসী ও নব্বৈক বিচারবান পুরুষ অতি
অল্পই দৃষ্ট হয়। তাঁহার অত্যন্ত অগুরুত্বে কয়েক দণ্ডে
তাঁহার মন্ডাশালায় আমরা বিশ্রাম করিলাম। তিনি
অতি সহ সহ আমাদের পুরী, মোহন ভোগ আদি
ভোজন করাইলেন। তৎপরে তাঁহার গৃহিক অনেক
সমার্থালাপও হইল। এইখানে গোরক্ষী মন্ডার তুমুল
আন্দোলনকারী শ্রীমান্ আমীজীর সহিত সাক্ষাৎ ও
সম্মুখিপূর্ণ মতালপ হইল। গোরক্ষার জন্য বিলাতে
মহা আন্দোলন করিবার নিমিত্ত তিনি অসং তথায়
মাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কমলিয়া বাবা
তাঁহাকে শাস্ত্র ভাবে কার্য্য করিতে উপদেশ করিলেন।
— হুমীকেশের মন্দিরটি অতি প্রাচীন ও রমণীয়।
স্থানটিতে গমন ও ক্রিয়াক্ষণ বিশ্রাম করিলে প্রাণমন
ছড়াইয়া যায়। শাস্ত্র, চক্র গদা গদ্যধারী বিষ্ণুমূর্তি
মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দর্শনে স্নান শীতল হইল ;

"তানামি যম্ম" নচ মে প্রবৃত্তিঃ

জানামাযম্ম নচ মে নিবৃত্তিঃ

হয়ঃ হুমীকেশ! অতি শ্রুতেন

যথা নিমুকোম্মি তথা করোমি।"

হুমীকেশ শ্রুত্রে যেমন নিজের তপোবন ছিল, এখন
"পদাব্রত" সাহায্যে বাবসা থাকায় অনেক রক্তের
সাধুর বিপুল সমাগমে স্থানটি কিছু জনাকীর্ণ হইয়া
উঠিয়াছে। তথাচ প্রাকৃতিক শোভা মোক্ষযোত্রা দিকে
তাকাইলে স্নান মধ্যে ভগবৎকলিবেশের তীক্ষ্ণ শক্তি
মক্ষার হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

তপোবন

হুমীকেশ হুইতে বহুদূর কোথা পর্য্যন্ত কুভাগটি
তপোবন ন মে পমিক। এই স্থানটুকু এত পরমানন্দ-
কর মনোহর দৃশ্যভার কখনও কোথাও দেখি নাই।
বন, পক্ষত, শ্রুতবাদ্যকামগী নৈক ও ভূমির মধ্য চারিদিক,
নৈক পান্থী স্তম্ভগীর কল কল নিনাদে কর্ণকুহর
পান্থপূর্ণ হয়, প্রাণমন নাচিয়া উঠে। যেদিকে তাকাই
সেইদিকেই আশ্রয় ফলকার তাকাইয়া থাকিতে ইচ্ছা
হয়। একান্ত বন মধ্যে গঙ্গার তীরের পক্ষকুটিয়ে সাধু
মহাত্মা বন নিবাস করিয়া থাকেন। সেখানে বিষাদ,
বিষমতা, দ্বেষ, হিংসা, খলতা, ক্রুতা নাই—আছে
কেন গঙ্গার কল কল কলোলা, স্বেচ্ছা শীতল মল্লের
ছিন্নাল আর আছে পক্ষতের উজ্জ্বল শৃঙ্গমুক্ত মৌষা
হৃদয়ীর কায়া, বিজন বনের কুসুমগামদোহিত পল্ল
পল্লব শোভিত তরু বাক্সির বিকাশময়ী ডায়া। কুটীর-
নিবাসী সম্মাসী যোগী গণের এই পবিত্র আরাধনা-
ক্ষেত্র দেখিলে পাসান জন্মে ও ভগবৎ প্রেমের উচ্ছাস
বহিতে থাকে। পথিমধ্যে শত্রুঘ্ন ও বদরী নারায়ণের
মন্দির,—দেখিতে অতিসুন্দর। এ স্থানটি পরিজ্ঞান
পথিকের পবিত্র কিশ্রাম ভূমি। এই তপোবন অতিক্রম
করিয়া কেদারনাথ বদরী নারায়ণ, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী
আদি দুর্গম তীর্থ দর্শনে যাইতে হয়।

লছমন বোলা।

কথিত আছে, রামানুজ লক্ষণ তীর্থযাত্রা কালে এই স্থানে বোলা রাখিয়া তপস্বী করিয়াছিলেন। তপোবন হইতে কেদার নাথের পার্শ্বতাপথ ধরিতে হইলে পার্শ্বতী ভাগীরথীর খরতর প্রবাহিত প্রবলধারা পার হইতে হয়। এ স্থান নৌকায় পার হওয়া যায় না। এই জন্য এত দিন পর্যন্ত গঙ্গার উভয় তটে স্রুত দারুণভায়ে অতিশয় স্কুল রজ্জু রাজি রচিত সেতু নির্মিত ছিল; লোকে তাহারই উপর দিয়া গঙ্গাপার হইত, সেতুর মধ্যস্থলে গমন করিলে সেতু অতিশয় দুর্লভ, নিম্নে স্রগভীর গঙ্গার দিকে তাকাইলে শরীর কাঁপিয়া উঠিত, মস্তক বিচলিত হইত; এই জন্য এই স্থানটি পারগামী গণের পক্ষে অতিশয় দুর্গম ছিল। অনেক সাহস পূর্বক তাহার উপর দিয়া যাইতে পারিত না। গোমহিষাদির পক্ষে পল্লী পার গতি নিরুত্তীর্ণ ক্রেশকর ছিল, তাহাদিগকে রজ্জুবন্ধ করিয়া পর পার হইতে বলবান লোকে প্রবল বেগে আকর্ষণ করিত, তবে তাহার পার প্রাপ্ত হইত; গঙ্গার দুর্মিমায়া প্রবল বেগে সম্মুখ কোন কার্যকারী হয় না, কত পশুকত সমুদায় সেট প্রবল ধারায় সে ধান পরিভ্রাণ করিত তাহার সীমা নাই। কিন্তু এক্ষণে সে সকল আশঙ্কা মিটিয়াছে। পুণ্যস্থান দুর্গামল শিব হাসাদ কুনকুন ওমালার নামে গবর্ণমেন্ট সেট স্থানে লৌহসেতু নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। সেতুটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১৮৫ ফুট। এক্ষণে সমুদায় পশুদি অনায়াসে নিঃশঙ্কচিত্তে তাহার উপর দিয়া চলিয়া যাউতেছে। এই সেতুর বিনিম্যাতা মহাত্মা যে লোকের ক্লেশ আশীর্ষকন চেষ্টা করেন, তাহা বলিতে পারি না। তাহার পুণ্যকীর্তি কথা হিন্দু-পণ শত মুখে কীর্তন করিতেছেন। আমরা যখন লছমন বোলায় গিয়াছিলাম, তখন কেদার নাথ আদি সাইনার পণ উল্লুত হয় নাই। রাজকীয় পুহরীগণ তীর্থার্থী গণকে আর অগ্রসর হইতে দিতেছে না। তথায় আমরা এক

রাত্রি বাস করিলাম ও প্রবল ঘাটে স্নান করিয়া এবং লক্ষণ (লছমন) জীর শ্রুতি মূর্তি দর্শন করিয়া কুমীকেশ ও কুমীকেশ হইতে হরিদ্বারে গুরু স্বামী মহারাজের আশ্রমে পুনরাগত হইলাম।

জালামুখী।

হরিদ্বার হইতে রেল পথে রুর্কি আসিলাম। তথায় কয়েকজন বাঙ্গালী বিময় কার্যোপলক্ষে বাস করিয়া থাকেন। রুর্কির কলেজ ও জলের লহর আদি দেখিলাম। যে স্থানে নদীর উপর সেতু করিয়া প্রবল বেগে গঙ্গার নহর চলিয়াছে, সেই দৃশ্যটি দেখিতে অতি সুন্দর। নদীর উপর নদী দেখিয়া মনে বড় উল্লাস হইল। এই গঙ্গার নহর হরিদ্বার হইতে বাহির হইয়া কোথাও কোন নদীর উপর দিয়া এবং কোথাও কোন নদীর নিম্ন তল দিয়া প্রবাহিত হইয়া আবার কাণপুরে আসিয়া ভাগীরথী সহ সম্মিলিত হইয়াছে। রুর্কি হইতে রেল পথে জলন্ধরে আসিয়া নামিলাম। জলন্ধর হইতে একটা বাহনে হুশিয়ারপুর ও তথা হইতে পাহাড়ে ২ জালামুখীর পথে চলিলাম। প্রথমে একটি উত্তীর্ণ শৃঙ্গ কুনময় পাহাড় ও তাহার পর অস্ত্রময় পাহাড় অতিক্রম করিয়া জালামুখী পাহাড়ে আরোহণ করিতে হয়। পাহাড়ে চড়াই ও উতরাই (উঠিতে ও নামিতে) যে ক্রেশ তাহা অবগনীয়। পথ পার্শ্বতী স্রগভীর শৈবতল-ভূমির দিকে তাকাইলে প্রাণ শুকাইয়া যায়। শুনিতে পাই গোয়ান অশ্বযান সহিত কত লোক এই গভীর খড়ে পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। পথে যে যে স্থানে জলাশয় বা জল প্রবাহ নাই, সেই ২ স্থানে পাহাড়ী পুণ্যাত্মা লোকে পিপাসাত পথিক গণের জন্য জলসত্রের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ৫৬ ফ্রোশ অন্তর এক এক “পড়াও”, এই সকল স্থানে দোকান ও পথিক দিগের থাকিবার স্থান আছে। কোথাও ২ বা ৩৮ ফ্রোশ অন্তরও বিশ্রাম স্থান ও ধর্মশালা আছে। পাহাড়ে ২ গবর্ণমেন্ট “ধর্মশালা”

“পানমপুর,” “ডালহৌশী,” “পাঠানকোট” পর্যন্ত যে সুদীর্ঘ পথ প্রাপ্ত ‘কারয়া’ দিগাছেন, সেই পথ দিয়াই যানাদি গমন করে, কিন্তু পাহাড়ী গণ প্রায়ই প্রাচীন পাকদণ্ডীর দুর্গস্থ পথ দিয়াই যাতায়াত করিয়া থাকে, তাহাতে একটু স্থান সকল নিকট হয় । তদ্বিন আমরা জামামুখী পাহাড়ে পৌঁছলাম । জালাজী একটি ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রাম, মা দাক্ষায়ণীর জিহ্বা-পীঠ ।

মার মন্দিরটি অতি সুন্দর মন্দিরাদি খচিত ও মন্দিরের উর্দ্ধাংশ মহারাজা রণজিৎসিংহের প্রদত্ত স্বর্ণ-চ্ছাদনমণ্ডিত । মন্দিরের সম্মুখভাগে দেওয়ালে মা জালা-দেবীর অগ্নিশিখা স্থির ঘোর গম্ভীর ভাবে দিক দিক জ্বলিতেছে । চারিদিকে নীল আভা, মধ্য ভাগে স্বলন্ত শিখা দীপ্তি পাউতেছে । লোকে সেইখানে পুষ্প, পেড়া, বাতাসা আদি দান করিতেছে । কিয়দংশ দক্ষ হইয়া গেলে অবশিষ্ট প্রসাদ লইয়া থাকে । মন্দিরের বাস কোনে হিংলাজ শিখা লক্ লক্ করিয়া প্রবল ভাবে জ্বলিতেছে । লোকে ঘটি বা বাটীতে দুগ্ধ দিবা মাত্র ঐ শিখা তন্মধ্যে আগিয়া পড়ে ও দুগ্ধাদি পান ক্রুরিতে থাকে ; কিঞ্চিদবশেষ থাকিলে লোকে প্রসাদ লইয়া আসে । মন্দির মধ্যেই হোমকুণ্ড, তাহার ভিতর একটি প্রবল ও আর কয়েকটি সামান্য ২ শিখা জ্বলিতেছে । লোকে সেইখানে হবুনা দি করে । মন্দির মধ্যে কোন সময়ে ৫ টি, কখন ৯ টি, কখন ও বা ১৫।২০ টি জ্বালা মালা প্রকাশ পায় । মন্দিরখাচীরের বর্হিভাগে ও মধ্যে ২ শিখা দেখা যায় । পাহাড়ের আর একটু উপরে কুণ্ড আছে, সেটি গোরক্ষ বা রুদ্র কুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ । সেখানে একটি জলকুণ্ডের পার্শ্বে শিখা জ্বলিতেছে । অপর পার্শ্বস্থ জলকুণ্ডে ধূপ জ্বালিয়া ধরিবা মাত্র ভয়ানক জ্বালামালা প্রচণ্ড ধ্বনিসহ প্রকাশিত হয় । এই কুণ্ডের বাহিরে, ২ আরও কয়েক স্থানে মধ্যে ২ শিখা জ্বলিয়া থাকে । কেহ কেহ বলেন, এই পাহাড়ের নীচে

গন্ধকের খনি আছে, এ সকল শিখা তাহারই গ্যাস মাত্র । যে যাহাই বলুক, আমি বলি এ সমস্তই মহা-খায়ার অদ্ভুত বিভূতি । গন্ধকের একটি দীপ শলাকা জ্বালিলে ঘর দুর্গন্ধময় হয়, কিন্তু এতগুলি প্রচণ্ড গন্ধকের শিখা যে মন্দিরে অনাদি কাল হইতে জ্বলিতেছে, সেখানে দুর্গন্ধ নাই কেন ? অগ্নিতে প্রস্তরাদি দক্ষ হইয়া চূর্ণক হইয়া যায়, কিন্তু কক কাল হইল যে প্রস্তরের পা দিয়া প্রচণ্ড জ্বালামালা ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলি-তেছে, সে সকল পাথর চূর্ণক না ভগ্ন হয় না কেন । এই জ্বালা মালা নির্যাস করিবার জন্য আর জীব নহর কাটিয়া জল আনিয়া মন্দির পরিপূর্ণ করিয়াছিল, শিখা ঢালিয়া জ্বালা আর অবরুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু কৈ সে শিখা নিবিল কই । পাহাড়ের উপর হইতে জ্বালামালা আগিয়া মার ভবনের মে কুণ্ডে পড়িতেছে, তাহার নাম সূর্য্যকুণ্ড । জল অতিশীতল, সুপেয় ও উপাদেয় । পাহাড়ের উপরি ভাগে উন্মত্ত ভৈরব, অগ্নিকেশ্বর মহাদেব অর্জুনের তপস্যা স্থান ও সাধু দিগের থাকিবার অনেক কুটার নির্মিত আছে । জ্বালাজী স্থানটি অতি রমণীয় । এখানে পাণ্ডা মণ্ডলী উপজীবী নহে, যথা সাধ্য দানেই পরিহৃত হয় । আমরা এখানে ত্রিরাত্রি বাস করিলাম । জলন্ধর হইতে যাত্রা করিয়া জ্বালাজি পৌঁছবার কিঞ্চিদূর পথে চিন্তা ‘সুরনী’ নামক আর একটি দেবী স্থান আছে, উহা ‘ছিমগস্তার’ স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ।

কাংড়া উপত্যকা ।

জ্বালাজী হইতে মা দাক্ষায়ণীর স্মরণপীঠ দর্শনার্থ কাংড়া নামক স্থানে পাহাড়ী পথে যাত্রা করিলাম । জ্বালাজী হইতে কাংড়া ১২ ক্রোশ ব্যবধান । অতি প্রভূমে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্ কালে পৌঁছলাম । কাংড়ার পথ বড় ভীষণ দৃশ্য, পথের একদিকে অগভীর খড্ড, অপর দিকে পতনোন্মুখ উত্তঙ্গ শৈলশৃঙ্গ, বামে বা দক্ষিণে যে দিকে দৃষ্টি পড়ে, সেই দিকেই ভয়াবহ

বলিয়া বোধ হয়। কাণ্ডা উপত্যকায় আজকাল অনেক চা বাগিচা হইয়াছে। কাণ্ডাতে প্রাচীন দুর্গ আছে, উহা এক্ষণে ইরাজাদিকৃত, তন্মধ্যে পাহাড়ী রাজানর বন্দী আছেন। শৈল শিখরে কাণ্ডা ক্ষুদ্র সহরটি দেখিতে অতি সুন্দর বলিয়া বোধ হইল। এই থান হইতে “নাগর” পাহাড় অতি নিকট, তথায় “ভাগসুনা” মহাদেব আছেন। তাহার পরেই বরকান পাহাড়। এই পাহাড়টির অভ্রমণী উদ্ভূতশৃঙ্গমালা শুভ্রাতিশুভ্র ভূমির রাশিতে আচ্ছাদিত। বরফ গলিয়া প্রবল বেগে জলধারা প্রবাহিত হইয়া কাণ্ডার চারিদিক দিয়া কল কল রবে দৌড়িতেছে। এই পাহাড়টির দিকে তাকাইলে বোধ হয় যেন, কোন কুম্ভধর নিরাট পুরুষ শুভ্র জটাজুট মস্তক মস্তকে ব্রহ্মসমাদি করিয়াছেন ও তাহার প্রেমাস্রু দ্বারা মনোবেগে বহিত্তেছে। কাণ্ডা উপত্যকা ভূমি অতি শীতল। দেখিলে, লক্ষ্যকে চির-বিরাজমানা বলিয়া বোধ হয়।

মায়ের স্তনপীঠ পুণ্ড্রাকার প্রস্তরময় সুবিশাল মন্দির মধ্যে অবস্থিত। মন্দির প্রাঙ্গণ অতি বিস্তীর্ণ ও মর্ম্মরাদি নানা প্রস্তর খচিত। এখানেও মন্দিরের উর্দ্ধাংশ স্বর্ণাযুক্ত। রণজিৎ সিংহের এখানেও পবিত্র কীর্তির পরিচয়। মায়ের প্রাঙ্গণে চণ্ডী, মহাদেব, বিষ্ণু আদির মন্দির, হিবনকুণ্ড, ময়মভা আদি আছে। এখানে কিয়ৎ কাল থাকিলে মনোশান্তির সঞ্চার হয়। জুলা-জীতে মায়ের জিহ্বা ও কাণ্ডাতে মায়ের স্তন; জুলা-জীতে “খাইবার” ও কাণ্ডাতে “খাওয়াইবার” অঙ্গ পড়িয়াছে। আমরা ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত ক্ষুদ্র জীব, আমাদের যেন মায়ের স্তনপীঠটি অধিকতর মনোহর বলিয়া বোধ হইল। বস্তুতঃ কাণ্ডার ন্যায় শান্তিপ্রদ স্থান অতি অল্পই আছে। তথায় একদিন থাকিয়া মায়ের যথাসাম্য পূজা করিলাম। এখানকার পাণ্ডারা জুলাজী অপেক্ষাও ভাল। অতি অল্পে সন্তুষ্ট। এখানে মা “বজ্রেশ্বরী” নামে বিখ্যাত। জুলাদেবী ও বজ্রেশ্বরী দেবীর

শয়নমজ্জা অতি উৎকৃষ্ট। কাশীতে বিশ্বনাথের আরাতি যেমন স্বর সহ গীত হয়, এখানেও মার শয়নার্থ পালঙ্গে শয্যা রচনা কালে পাণ্ডাগণ স্তম্ভের স্তনাদি পাঠ করে, অনিলে শ্রবণ মন জুড়াইয়া যায়। আমরা কাণ্ডা হইতে পাঠানকোটের পথে চলিলাম অর্থাৎ জলন্দর হইতে পাণ্ডা ১ প্রায় ১৬০ মাইল পদাভ্রমণ করিলাম। পরে পাঠান কোটে রেলওয়ে যোগে অমৃত-সরে আসিলাম তথায় গুরু মুখনকের “মরোবরে স্বর্গকমলবৎ” “দরবার সাহেব” আদি দেখিয়া জলন্ধরে পুনরাগত হইলাম। ইতি।

ভারত ও মোক্ষমূলর।

সকলেই জানেন ভারত ও মোক্ষমূলর, এই দুইটী নাম একত্রে থাকিবারই যোগ্য। ভারতের, ভারতের নীতি, ভারতের রীতি, ভারতের মঙ্গল, ভারতের অধিবাসী, ভারতের মাতা, মোক্ষমূলরের বড়ই প্রিয়; এবং বিদেশীয় পণ্ডিত মণ্ডলিগ মনো মোক্ষমূলর ও ভারতের বড়ই আপনার লোক। ইরাজী মত—শিক্ষার সংস্কার বাদ দিয়া, বিদেশীয়, বিভিন্ন খণ্ডাফ্রান্ত একজন লোক, ভারতবর্ষ যিনি জন্মও দেখেন নাই, এমন ব্যক্তির নিকট হইতে এই অমূল্য পণ্ডিত জাতি, ও দেশ এক অনুরাগ আকর্ষণ করিয়া ইহা বাস্তবিকই অশাস্ত্রবিরোধী তিনি ভারতকে যে চক্ষে দেখিয়া থাকেন, একজন খৃষ্টান বিদেশীর নিকট ততখানি আশা বাস্তবিকই কল্পনার অতীত। খৃষ্ট-মণ্ডাই যাহার মতে মার মঙ্গল, জগৎ এই ছয় হাজার বৎসর স্রষ্ট হইয়াছে, বৈদিক কালে লোকসকল অগ্নি, বায়ু উষা, আদির উপাসক ছিল, ক্রমে পরকাল ও একেশ্বরের তত্ত্ব লাভ করে, ঈশ্বর, হিন্দু জন্মান, গ্রীক, একই মহান আর্ষ্য জাতির বিভিন্ন শাখানিল; সংস্কৃত, গ্রীক, লাতিনাদি ভাষা, একই মৌলিক ভাষা-প্রসূত, ও পরস্পর ভগিনী সম্বন্ধ যুক্ত, বৈদিক কালে জাতিভেদ, জ্ঞানান্তরাদির কোনও বিশ্বাস ছিল না, —এরূপ তৎসমুদায় ভাষা বিজ্ঞানের সাহায্যে যাহারা আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া দৃঢ়-ধারণা, তাহাদের নিকট হইতে এত মহানুভূতির আশা করা কখনও

মাইতনা, যদি মোক্ষমূলর দেবপ্রকৃতির লোক না হইতেন। সকল দেশেই দেব প্রকৃতির ও দানব-প্রকৃতির লোক আছে। দেবপ্রকৃতির যে কেহই ভারত বর্ষ দেখিয়াছেন, সকলেই একবারো ভারতের অনেক গুণের কথাই বলিয়াছেন। বাকী সকলেই কেবল মোমই দেখেন। পুণ্ড্রোক্ত সংস্কার গুলি চমকা স্বরূপ হইয়া যাহাদের স্বাভাবিক দৃষ্টিকে হরিদ্রাবর্ণে রঞ্জিত করিয়াছে তাহারা যে সকল বস্তুকেই বিকৃপ দেখিবে ইহা আশ্চর্য্য নহে। নতুবা আর হিন্দুর ছেলেও কি এদিকে চামার গান বলে? আবার এহেন মহাজ্ঞানের লিপিত পুস্তক পাড়িয়া সিভিলিসার্ভিস পরীক্ষা দাঁড়ইয়া এ দেশে রাজপুরুষ হইয়া আসিতে হয়। তাহারা ভারতবর্ষে বাসকে Moral exile [নীতি রাজ্য হইতে নির্বাসন] ও ভারতবাসীকে নিম্ন শ্রেণীর প্রাণী—মিথ্যা ও অবজ্ঞা পূর্ণ জ্ঞান করিয়া থাকেন, ইহাদের ভ্রম দূর করিবার জন্ত মোক্ষমূলর [১] ভারত বর্ষ কি শিক্ষা দেয়? [২] হিন্দুর মতানিষ্ঠা, [৩] সংস্কৃত ভাষায় মানবের প্রয়োজনীয়তা [৪] আগতি [৫] হেদতত্ব [৬] বৈদিক দেবতা [৭] বেদ ও বেদান্ত,—এই কয়টি অমূল্য বস্তুতা করিয়াছিলেন। প্রোক্ত সংস্কারাদীন হইয়া অবশ্যই তিনি বেদে জড়বাদ, বহু ঐশ্বর্যবাদই দেখিয়াছেন, এবং অর্থা জাতিকে "আপত্তিত" বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু সেই সকল তুর্কবলতা বাদ দিলে, তিনি যাহা যাহা বলিয়াছেন, কয়জন হিন্দু আজ প্রকৃপ চক্ষে দেখিয়া থাকে? তাহার মেই বস্তুত গুলি একবার মনের ঢেঁকীদের পড়িতে বলি। মতাদানের কত অংকাশ নাই তাহাদের জন্য তুই একটি মল মদের উদ্ধৃত হইল; সকল স্তরে বিশ্বাস ভায় অনুবাদ দেওয়া গেলনা; কারণ মতাদানের জন্য কত প্রবন্ধ, তাহাদের তত খানি ইংরাজী জ্ঞান সম্পূর্ণ আশা করা যায়। মোক্ষমূলর সংস্কৃতভাষা বিদেশীয় পণ্ডিতদের জন্য প্রার্থ্য করিয়া বলিতেছেন:— 'গাল্যান টাইল, ব্রুকাট্যান কেবী, ককর্ড, ডেভিস, এমিয়ট, এনিস, হাউটন, ৬ লেটেন, ম্যাকেনজী, মারম্‌ডেন, মুইর, পিন্সেপ, রেনেল, টারনার, উইকাম, ওয়ালিচ, ওয়ারেন, উইলকিন্স, উইলসন, এবং অন্যান্য পণ্ডিত বর্গ, প্রাচ্য পণ্ডিত মণ্ডলীর বাহিরে অতি অল্পই পরিচিত। অনেকের ধারণা, চমু, শব্দমূল্য, এবং

হিতোপদেশ ব্যতীত সংস্কৃত সাহিত্য আর কি আছে? মোক্ষমূলর, ভারতকে ভুলোক-স্বর্গ, ভারতবাসীর মন অত্যাশ্রিত জ্ঞান করিয়া থাকেন—

"If I were to look over the whole world to find out the country most richly endowed with all the wealth, power and beauty that nature can bestow, -- in some parts "a very paradise" on earth— I should point to India. If I were asked under what sky the human mind has fully developed some of its choicest gifts, has most deeply pondered on the greatest problems of life, and has found solutions of some of them, which will deserve the attention even of those who have studied Plato and Kant — I should point to India."

হিন্দুকে মিথ্যাবাদী বলায় তিনি বিকৃপচ্ছলে বলিতেছেন:— "Are all these 253 millions of human beings to be set down as liars, because some hundreds, say, even some thousands of Indians, when they are brought to an English court of law, on suspicion of having committed a theft or murder do not speak the truth, the whole truth, and nothing but the truth?"— তাহার ধারণা, প্রকৃত হিন্দু প্রামাণ্য মণ্ডলিতে মিলে, সভ্যতালোকিত মহরে পাওয়া যায় না। প্রকৃত হিন্দু, সরল সত্যবাদী দয়ালু, মানবোচিত বহুগুণ সম্পন্ন। তাহাকে কোটে লইয়া গেলে সে আর সে রূপ থাকেনা। তিনি নানা প্রমাণ দ্বারা ভারতবাসীর মতানিষ্ঠা দেখাইয়া, কত কত শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধার করিয়া শেষে বলিতেছেন "I do wish it to be understood and accepted as a fact, that the damaging charge of untruthfulness, brought against the people is utterly unfounded with regard to ancient times. It is not only not true, but the very opposite of truth." আন্তর্জাতিক সম্মুখে লিখিতেছেন:— "The 'self within was drawn towards the Highest self, it found its true self in the Highest self and the oneness of the subjective with the objective self was underlying all reality, as the dim drawn of religion—as the pure light of philosophy." তিনি Schopenhauer হইতে তুলিয়াছেন:— "In the whole world there is no study so beneficial and so elevating as that of the Upanishads. It has been the solace of my life—it will be the solace of my death."

রাম মন্দির ব্যাধীর উপলক্ষে যে সমস্ত নির্দিষ্ট নিরীহ কালীবাগী কারারুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাদের অনেকেই মুক্ত হইয়াছে। যাহাদিগকে মুক্ত করা হইরাছিল, তাহারা দায়রা মোপর্দ হইয়াছে। বিচার চলিতেছে। যাহারা টোলগ্রাফ আশীষ লুঠ করিয়াছিল প্রমাণিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে দেহ ২ চৌদ্দ বৎসরের জ্ঞা কারারুদ্ধ কেহ না যাযাবরীণ দীপাস্তারিত হইয়াছে।

কালীনিবাসী কুমার শ্রীযুক্ত স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দ পরিব্রাজক মহাশয় (শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গের গুরুদত্ত নাম) ৮ জুলাই হইতে প্রভাগমন কালে জলন্ধর গঠনে আগমন করেন এবং অত্র স্থানের বাসাল ও মন্ত্রাস্ত্র স্থানীর লোকের দ্বারা বিশেষ জ্ঞানরুদ্ধ হইয়া চাউনির ৮ কালীবাগীর প্রায়শ্চেষ্টে দুই দিন ও মঠের দর্শনভায় একদিন দর্শন নিময়নী প্রকৃতি করিয়া যেক পানিমাণ আনন্দ বিতরণ করিয়াছেন তাহা সামান্য, পাছে লেখা অসমর্থ। জলন্ধর বাগীণ তাহার উপদেশপূর্ণ দর্শনকথা জবনে আশনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছেন। ইতি

অনুগত

শ্রীহরিনাথ বহু।

বিগত হরিবারের কুস্তমেলায় যে ভারত দর্শন মণ্ডলের অধিবেশন হইয়াছিল, তদুপলক্ষে দ্বারদেশের মহারাজ নিম্নলিখিত দর্শন প্রচারক পাণ্ডিতগণকে সম্মান-পদক দান করিয়াছেন—

শ্রীযুক্ত পাণ্ডিত নন্দকিশোর দেব শর্মা	মথুরা
পাণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্রী	জলন্ধর
গোস্বামি মধুসদনাচার্য্য	বৃন্দাবন
গোস্বামি পাণ্ডিত রঘুনাথ	কপুতথলা
ময়ালু দেবাস্ত্র ভূষণ	
পাণ্ডিত গোবিন্দরাম শাস্ত্রী	বরেন্দী
পাণ্ডিত অম্বিকা দত্ত বাঁস	ভাগলপুর
পাণ্ডিত দেবী মহাশয় শর্মা	কলিকাতা
পাণ্ডিত রামকী লাল শর্মা	কৌতক
পাণ্ডিত গিরীধারী লাল শাস্ত্রী	অমৃতসর

পাণ্ডিত গোকুল লাল শর্মা	কানপুর
পাণ্ডিত বলাকী রাম শাস্ত্রী	অমৃতসর
পাণ্ডিত বনমালী দত্ত শাস্ত্রী	অমৃতসর
পাণ্ডিত মোহন লাল শর্মা	জগদগরী
পাণ্ডিত শ্যাম লাল শর্মা	অমৃতসর
পাণ্ডিত কালীনাথ শাস্ত্রী	দিল্লী
পাণ্ডিত মুরলী দত্ত শর্মা	ফরুখ নগর
পাণ্ডিত রামচন্দ্র দেবাস্ত্র	দিল্লী
পাণ্ডিত গোবিন্দনাথ শর্মা	লাহোর
পাণ্ডিত অশ্বপতি শর্মা	বরেন্দী
পাণ্ডিত রাম মহাশয় খেড়া গতি	রিওয়াড়ী
পাণ্ডিত ভাগীরথী শর্মা	রিওয়াড়ী
পাণ্ডিত ভোগী লাল শর্মা	ভরতপুর
পাণ্ডিত মদন মোহন মালনীয়া বিএ, এলাহাবাদ	
পাণ্ডিত মেহারাম জ্যোতির্বিদ	পটিয়ালা
পাণ্ডিত শিব চন্দ্র বিদ্যার্ণব	নদিয়া

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম নিম্নলিখিত স্থানের দর্শনভা সমূহের উৎসর্গ নিম্নলিখিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। যথা বনপাস, মিতাজগঞ্জ, বহরমপুর, আমালপুর, মিরাত, ব্রাহ্মণ শাশন।

হাওড়া শালিখাতায় শ্রীযুক্ত গোপালদাস বহু মহাশয়ের উদ্যোগে একটি শুভাতি সফারিনী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহা স্তম্ভবাদ বটে। আশা করি সভাগণ সভার কার্য্য নিম্ন জীবনে প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করিবেন।

শ্রীযুক্ত আনন্দকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রণীত ভক্তিতত্ত্ব নামক এক খানি পুস্তক আমরা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। ইউরোপীয় নব্য দর্শনের সমুদয় রশ্মিতে লোকের মন দিন ২ শিশু হইয়া উঠিতেছে এ ছদ্মবে ভক্তির নীতল সমীরণ প্রবাহিত হইতে দেখিলে মনে বড় আনন্দ হয়। আনন্দকৃষ্ণ বাবু পুস্তক খানিতে ভক্তির স্বরূপ লক্ষণাদি নিবৃত্ত করিয়াছেন। দুই চারিটি ভক্তের জীবন চরিতও লিখিয়াছেন। এই রূপ ভক্তি কথাযুক্ত পুস্তক যতই প্রকাশিত হইবে ততই দর্শন গাঢ়তায় পুষ্ট হইবে।

নিম্নলিখিত পুস্তকাদি "বাংলাদেশী বঙ্গীয়ত গণ্ডালয়ে"

প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পুস্তকের নাম। ডাকমাণ্ডল সহ মূল্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(শাক্ত ভাষা, আনন্দগিটিকা, রামানুজ ভাষা, স্বামী-

কৃত টীকা, মধুসূদন সরস্বতীর টীকা, কুমার শ্রী শ্রীকৃষ্ণ

প্রথম পরিভ্রাজক কৃত বঙ্গানুবাদ ও 'গীতার্থ সন্দীপ-

নী' নামক উপাদেয় ভাষ্যভাষ্য ব্যাখ্যা সহিত। ৭.

ভক্তি ও ভক্ত (৩য় সংস্করণ) ... ১/০

নিত্য কর্মেন্দু কোমুদী (২য় সংস্করণ) ৫০

স্বপ্ন তত্ত্ব (২য় সংস্করণ) ... ১/০

রাম গীতা (মূল ও অনুবাদ) ... ১/০

অনিরুদ্ধ মালা (মূল ও অনুবাদ) (৩য় সংস্করণ) ১/০

আত্মতত্ত্ব (৩য় সংস্করণ) ... ১/০

হরেন্দ্রমৈব কেবলম্ (২য় সংস্করণ) ১/০

মধ্যমী ... ১/০

পরিভ্রাজকের সঙ্গীত : ১ম ২য় ৩য় ৪র্থ ভাগ

(২য় সংস্করণ) ১/০

গীতা মাহাত্ম্য (মূল ও অনুবাদ) ... ১/০

একতাত্রত কাব্য ... ১/০

নীতিরত্ন মালা ... ১/০

বক্তৃতা ১ম খণ্ড (শ্রীকৃষ্ণ প্রথম পরিভ্রাজক

মহোদয় কর্তৃক কৃত) ... ১/০

অমপূর্ণাচারিত্র স্তোত্র (২য় সংস্করণ) ১/০

গৌড় পাদীয়া ভাগম (বঙ্গানুবাদ সহ) ১/০

যোগ স্কন্দ (পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রের সংস্কৃত

ব্যাখ্যা সহ) ... ১/০

শিখ্য প্রচাবক (মাসিক পত্র)

উদয় কাগজে মুদ্রিত ... বার্ষিক ৩/০

মশাম এ এ ... ২/০

মামার এ এ ... ১/০

পঞ্চানন্দ ... ১/০

শিবলিঙ্গ পূজনবিধি (২য় সংস্করণ) ১/০

শ্রীমতি ও অমতী উপাখ্যান (বীহা ৫২ তাঁহা ৫৩) ১/০

গীতাঞ্জলি ... ১/০

ভক্ততত্ত্ব ... ১/০

৭ অমপূর্ণাচারিত্র ছোট ছবি (কাডে'র উপর

স্বন্দর রূপে চিত্রিত—৫ খানির অধিক ১/০

নটলে ডাকমাণ্ডল লাগিয়ে না) ১/০

মহাত্মা ব্রহ্মলক্ষ্মীর ফটোগ্রাফ ১/০

মট্রক ... ১/০

বক্তৃতা ২য় খণ্ড (শ্রীকৃষ্ণ প্রথম

পরিভ্রাজক কৃত) ১/০

চিঠি লিখবার পাচরঙ্গা কাগজ দেবদেবীর মূর্তি ও প্রণাম শ্লোক সহিত

প্রত্যেক প্যাকেটে ৫ দিস্তা।

বড় আকারের মূল্য ১০ মাণ্ডল—১/০ মোট—১/০

এ অর্ধের মূল্য দেওয়া মূল্য ১/০ মাণ্ডল ১/০ মোট—১/০

কিছু ছোট আকারের মূল্য ১/০ মাণ্ডল ১/০ মোট—১/০

এ অর্ধের মূল্য দেওয়া মূল্য ১০ মাণ্ডল ১/০ মোট—১/০

মূর্তি চীন কেবল পাচরঙ্গা ৫ দিস্তা প্যাকেটে

বড় আকারের মূল্য ১/০ মাণ্ডল—১/০ মোট—১/০

ছোট আকারের মূল্য ১/০ মাণ্ডল ১/০ মোট—১/০

নিম্নলিখিত ঠিকানায় বঙ্গাদি পাঠাইতে হইবে।

০ মন্ত্রাধক্ষ

কাশী বঙ্গীয়ত গণ্ডালয়ে পাওয়া যায়।



मासिक पत्र

"धर्मा विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, धर्मेण पापं नुदति. धर्मोऽसर्वं प्रतिष्ठितं.
तस्माद्धर्मं परमं वदति ॥" अतिः

काशी—भारतवर्षीय आर्या धर्म प्रचारिणी सभा हस्ते प्रकाशित ।

पृष्ठ ।

विषय	पृष्ठ
राज्यविकास-चिन्ता	२६
आमाव निम्नस्थ	२७
श्रमो व सिद्धि	२८
नामा सवसन्ती	३०
देवता साकार कि निराकार	३१

१४७ भाग । ७२ संख्या ।

आषाढ मास, शः १८१३ ।

वाराणसी, धर्मप्रचार सञ्चालने मुद्रित ।

নিম্নলিখিত পুস্তকাদি "বারাণসী ধর্ম্মায়ত যন্ত্রালয়ে"

প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পুস্তকের নাম।	ডাকমাশুল সহ মূল্য
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	
(শাক্তর ভাষ্য, আনন্দগিরিনীকা, রামানুজ ভাষ্য, স্বামী- কৃত টীকা, মধুসূদন সরস্বতীর টীকা, কুমার শ্রীশ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজক কৃত বঙ্গানুবাদ ও 'গীতার্থ সন্দীপ- নী' নামক উপাদেয় ভাষাতাৎপর্য্য ব্যাখ্যা সহিত। ৭।	
ভক্তি ও ভক্ত (৩য় সংস্করণ)	... ১১/০
নিত্য কশ্মেন্দু কোণ্ডী (২য় সংস্করণ)	৬০
স্বপ্ন তত্ত্ব (২য় সংস্করণ)	... ৬/০
রাম গীতা (মূল ও অনুবাদ)	... ১০
মনিরঙ্গমালা (মূল ও অনুবাদ) (৩য় সংস্করণ)	১০
প্রাকৃতত্ব (৩য় সংস্করণ)	... ১১/০
হরেনার্মৈব কেবলম্ (২য় সংস্করণ)	১১/০
সন্ন্যাসী	... ৬/০
পরিব্রাজকের সঙ্গীত ১ম ২য় ৩য় ৪র্থ ভাগ (২য় সংস্করণ)	৬/০
গীতা মাহাত্ম্য (মূল ও অনুবাদ)	... ১১/০
একভাবত কাব্য	... ৬/০
নীতিরঙ্গমালা	... ১০

বক্তৃতা ১ম খণ্ড (শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজক মহোদয় কর্তৃক কৃত)	... ১৬/০
অম্লপূর্ণাদির স্তোত্র (২য় সংস্করণ)	১১/০
গৌড় পাল্লীয় 'আগম (বঙ্গানুবাদ সহ)	১৬/০
যোগ মকরন্দ (পাতঞ্জল যোগ শাস্ত্রের সংস্কৃত ব্যাখ্যা সহ)	... ১৬/০
ধর্ম্ম প্রচারক (মাসিক পত্র)	
ঐতম্য কাগজে মুদ্রিত	... বার্ষিক ৩৬/০
মধ্যম ঐ ঐ	... ২৬/০
সাধারণ ঐ ঐ	... ২৬/০
পঞ্চায়ত	... ১১/০
শিবলিঙ্গ-পূজনবিধি (২য় সংস্করণ)	১১
শ্রীমতি ও স্ত্রমতী উপাখ্যান (যাঁহা ৫২ তাঁহা ৫৩)	১১/০
গীতাঞ্জলি	... ১০
তত্ত্বতত্ত্ব	... ৬
৮ অম্লপূর্ণার ছোট ছবি ('কাণ্ডের উপর স্থলর রূপে চিত্রিত—৫ খাঁনির অধিক লইলে ডাকমাশুল লাগিবে না)	৬/০
মহাত্মা ত্রৈলোক্য স্বামীর ফটোগ্রাফ	১৬/১০
ষট্চক্র	... ১০
বক্তৃতা ২য় খণ্ড (শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজক কৃত)	১০

চিঠি লিখিবার কাগজ দেবদেবীর মূর্তি ও প্রণাম শ্লোক সহিত

প্রত্যেক প্যাকেটে ৫ দিল্লী।

বড় আকারের মূল্য ১০ ডাক মাশুল—১০ মোট—১৬/০

ঐ স্বপ্নের জল দেওয়া মূল্য ১০/১০ মাশুল ১০ মোট—১০

কিছু ছোট আকারের মূল্য ৬/১০ মাশুল ১০ মোট—১১/০

ঐ স্বপ্নের জল দেওয়া মূল্য ১০ মাশুল ১০ মোট—১১/১০

মূর্তি হীন কেবল পাচরঙ্গ ৫ দিল্লী প্যাকেট

বড় আকারের মূল্য ৬/১০ মাশুল—১০ মোট—১১/০

ছোট আকারের মূল্য ৬/১০ মাশুল ১০ মোট—১১/০

নিম্নলিখিত ঠিকানায় মূল্যাদি পাঠাইতে হইবে।

যন্ত্রাধ্যক্ষ

কাশী ধর্ম্মায়ত যন্ত্রালয়ে পাওয়া যায়।

ধর্ম প্রচারক ।

“কুলং গণিতং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন ।

অপার সর্ষিং সুখসাগরেস্থিতা, লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্যা চেতঃ ॥”

১৪শ ভাগ

“এক এব স্তম্ভকর্মো নিধনেহপ্যনুযাতি যঃ ।

শ্রীকাদি ১৮১৩

৩য় সংখ্যা

শরীরেণ সমরাসং সর্কসনাতু গচ্ছতি ॥”

আষাঢ় মাস

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা ।

(পূর্বোক্ত)

ন সংশয়ঃ, যথাদেত ন্যকৈশ্চাদপ্রিয়ং বদেৎ ।

নাহিতং নানু কং, ইচন ন স্তেনঃ স্যামবাধুর্নমী ॥

সাহায়ে প্রাণসংশয় উপস্থিত হয়, তেমন কার্য্য করিবে না । সহসা কঠোর কথা বলিবে না । অহিত-জনক এবং মিথ্যা কথা বলিবে না । চৌধার্য্যক্তি অবলম্বন করিবে না এবং সুদখোর হইবে না ।

দাক্ষায়ণী ব্রহ্মসূত্রী যোগুমান্ সকমগুনঃ ।

কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণং দেব যুদগোনিপ্রবনম্পতীন ।

সুবর্ণকুণ্ডল, যজোপবীত, দণ্ড এবং কমণ্ডলু দারণ করিবে । প্রতিদিন দেবতা নিম্মাণ করিবার জন্য যে যুক্তিকা, গো, বিপ্র, এবং বনম্পতি, ইহাদিগকে প্রদক্ষিণ করিবে ।

নতু মেহেমদীচ্ছায়া বজ্রা গোষ্ঠাস্ততস্বস্ব ।

ন প্রত্যর্কায়ি গো সোম সন্ধ্যাস্থ স্ত্রী ষিগ্গন্যনঃ ।

নদীতটস্থিত ছায়াময় পথ, গোশালা, জল ও ভস্ম মধ্যে মল যত্র তাগ করিবে না । সূর্য্য, অগ্নি, গো, চন্দ্রমা, জল, স্ত্রী, এবং বিজ ইহাদের সম্মুখে এবং সন্ধ্যাকালে মলযত্র তাগ করিবে না ।

নেকৈতাক্যং ন, ন্যায়ঃ স্ত্রীং নচ সংস্কটৈমধুনঃ ।

নচ মূত্রং পুরীষং বা নাশুচী রাহুতারকাঃ ।

সূর্য্য, মূত্র, পুরীষ, উলঙ্গ ও কৃতমৈথুন্য স্ত্রী ইহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না । অশুদ্ধদেহে রাহু ও তারকার দিকেও দৃষ্টিপাত করিবে না ।

“অয়ং মে বজ্র” ইত্যোং সন্ধা মন্ত্রসদীরয়ন্ ।

বর্ষতাপ্রাবৃত্তো গচ্ছেৎ স্বপেৎ প্রত্যুশিতা নচ ।

বৃষ্টির সময় কোথাও গাইবার প্রয়োজন হইলে মন্ত্রকে ছত্র না দিয়া “অয়ং মে বজ্র” ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিতে করিতেই চলিয়া যাইবে, ইহাতে ষষ্টি-জনিত বাধা হইবে না । পশ্চিম শিরা হইয়া শয়ন করিবে ।

জীবনাস্থক শক্ণু মূত্ররোতাঃ অপস্র ন নিঃক্ষিপেৎ ।

পাদৌ প্রতাপয়েন্মায়ৌ নচৈতমভিলুঘয়েৎ ।

শ্লেষা, রক্ত, মূত্র ও বীৰ্য্য জলমধ্যে কদাচ নিক্ষেপ করিবে না । অগ্নিকে উল্লঙ্ঘন ও পদদ্বারা তাহাকে স্পর্শ করিবে না ।

জলং পিবেন্নাজ্জলিনা শয়নং ন প্রবোধয়েৎ ।

নাক্ষিঃ স্ত্রীভেদে দম্বরে ব্যাদিতকী ন সংনিশেৎ ।

অঞ্জলিপুটে জলপান করিবে না । অকারণে নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগাইবে না । দ্যুতক্রীড়া করিবে না । রোগীর সহিত এক শয্যায় শয়ন করিবে না ।

বিরুদ্ধঃ বর্জ্যেৎ কস্য প্রোতধুমং নদীতরম্ ।

কেশভঙ্গ্য তুশাঙ্গার কপালেযু চ সংস্থিতম্ ।

দেশ কুলাদি বিরুদ্ধ আচার বর্জন করিবে । শব-
দাহের ধুম, আশ্রাণ করিবে না । নদীতে সম্ভরণ করিবে
না । কেশ, ভঙ্গ, তুষ, কয়ল ও আপ্রাণ মধ্যে বসিবে
না ।

ক্রমশঃ ।

‘আমার নিজস্ব ।

নয়ন মন-রঞ্জন কত পদার্থ জগতে সজ্জিত রহিয়াছে,
সম্মুখে কত সুশোভন চিত্রিত সামগ্রী পুঞ্জীকৃত হইয়া
রহিয়াছে, এ সমস্ত পাইয়াও মন ত তৃপ্ত হয় না । ইহা
অপেক্ষা আরও কি যেন কামনার সামগ্রী সে খুঁজিয়া
বেড়ায় । ইহা অপেক্ষা মন মেন আরও কি চায় ? যাহার
যাহাকে সম্মুখে দেখিতে পাই না, মন বুদ্ধির অতীত
স্থানে যাহার তত্ত্বাবর্ত্তা লুকায়িত, তেমন জিনিসকে
পাইয়াও ত মন তৃপ্ত হইতে চাহে না । যাহাকে
আমি আমার বলিয়া আয়ত্ত করিতে পারি, যাহাকে
পাইলে মনঃ প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া স্বতঃপ্রসূ
হৃৎপ্রাঙ্গি বলিয়া সাক্ষ্য দেয়, তেমন জিনিসকে পাইবার
জন্যই আমার অস্বরাভা লালায়িত । যাহাকে আমার
জিনিস বলিয়া আনন্দে আলিঙ্গন করিতে পারি, আমার
মাংসে সজ্জিত হইয়া আমার ভাবে “আমার” হইয়া
যাহা আমার কাছে আসে, তাহাকে লইয়াই আমি
জুড়াইতে চাই । আমার হৃদয় যাহার মোহন মূর্ত্তি
ধারণা করিতে পারে, আমার ক্ষুদ্র প্রকৃতি যাহাকে
“নিজস্ব” বলিয়া অধিকার করিতে পারে, আমি
তাঁহারই চাকচর্য-রশ্মির ভিখারী ।

জার্নি আমি পাপী তাপী নরাসম । এই পাপীর
দেবতা হইয়া এই অগতির গতি হইয়া এই অনাথের
নাথ হইয়া যিনি দেখা দেন, আমি তাঁহাকে চাই ।
সাধকের হৃদয়মন্দির যিনি আলোক করেন, আমি তাঁহাকে

লইয়া কি করিব ? সাধকের যাহা সাধের ধন, আমার
মত অসাধকের হৃদয় তাহাকে কি ধারণা করিতে পারে ?
ক্রম প্রফুল্লদের হৃদয়ের যিনি সম্পত্তি, আমার এ ক্ষুদ্র
হৃদয় তাঁহাকে কি স্পর্শ করিতে পারে ? উপায়ে রাজ-
অম্ম আমার মত ব্যাদিগ্রাস্তের উদরে পরিণাক পাইবে
কেন ? শুভরাঃ ক্রম প্রফুল্লদের ঈশ্বরকে আমি চাহি না ।
কিননা যে হৃদয় আমার নাট । জানীর ঈশ্বর—যোগীর
ঈশ্বর—সাধকের ঈশ্বরকে আমি চাহি না, আমি আমার
ঈশ্বরকে চাই । আমার প্রিয়তম সহমণ্ডীকে “আমার”
ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া লইতে চাই ।

আপনার ২ ভাবে জগতের সকলেই আপনার
জিনিসকে ভাল বাসে । পরের চক্ষু লইয়া কেহ
আপনার জিনিসকে ভাল বাসে না । পরের হৃদয় লইয়া
কেহ আপনার জিনিসকে স্তম্ভের ‘দেখে’ না । আপ-
নার চক্ষে যাহা ভালবাসার সামগ্রী, পরের চক্ষে তাহা
ঘৃণিত হউক, ‘ভুচ্ছ’ হউক, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায়
না । ‘কুৎসিত’ কদাকার পুরুষ পরের চক্ষে ঘৃণিত
হইতে পারে কিন্তু তাহার মর্ত্তীজীর পক্ষে সে ভালবাসার
জিনিস—মেহ আদর মায়া মমতার অনন্ত প্রস্রবণ ।
মতী যে হৃদয়-দর্পণ দিয়া তাহার পতিকেকে দেখে, সেই
হৃদয় খানি লইয়া যদি ভূমি দেখিতে, তাহা হইলে
সেই নিকট কদাকার পুরুষে অপূর্ণ, যাহাকে দেখিতে
পাইতে । শুভরাঃ নিজস্ব লইয়াই ভালবাসা । মদভাব-
ভাবিত হইয়া সাধার আমার অধিকারে আসে, আমার
আগন্তি কেন্দ্রাভিমুখী হইয়া সেই দিকে শতশানে
ছুটিয়া থাকে । এই মদভাবের সহিত সাধার সংস্রব নাই,
জগতের লোক তাহাকে এক মুখে স্তম্ভ—উদ্ভম—
উপায়ে বলিলেও আমার ভালবাসার সহিত তাহার
কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে না । এই “আমার
ভাবের” সহিত ভগবানের মত খানি সম্বন্ধ, তিনি তত
খানি আমার ঘনিষ্ঠ । “আমার” বলিয়া ভালবাসার
জিনিসকে যদি পুরো অধিকার করিতে না পাইলাম

ভবে ভূমি পাইব কেন ? তাই “তোমার” ঈশ্বরের কাছে যাইতে আমি ভয় পাই। আমার আশিষ যাহার চরণতলে গিয়া বিশ্রাম করিতে পারে, সেই প্রাণ-সখার কথা বলিয়া দাও ! আমার মরণের কাহিনী যাহার দরবারে পৌঁছিতে পারে, সেই নিগূঢ় তত্ত্ব-বার্তা বুঝিয়া দাও ! দুঃখে শোকে যন্ত্রণায় পীড়িত হইয়া বাষ্পগদগদ লোচনে যাহার দিকে তাকাইলে মিন ভ্রগতি হরা মা হইয়া দৌড়িয়া আসেন, তাঁহার চরণবধূর সাহিত আমার আশিষ মাহাতে মিলিত হইতে পারে, তাহার উপায় বলিয়া দাও ! জানি তিনি ত্রিঙ্গতের মা, কিন্তু তাহাতে আমার কি ? তাঁহার সে ব্যাপক মূর্তিকে নিজস্ব বলিয়া আমার এ ক্ষুদ্র-প্রকৃতি ধারণা করিতে পারিব কেন ? ত্রিঙ্গতের মা যদি আমার মা হইয়া দেখা দেয়, তবেই ত আমার ভরসা। জগন্নাথ যদি আমার হৃদয়নাথ হইয়া অবতীর্ণ হন, তবেই ত দুঃখী জীব তৃপ্ত হইতে পারে। আমার ক্ষুণ্ণ যিনি অম্পূর্ণ, রোগে যিনি বাবা বৈদ্যনাথ, কামনায় যিনি কল্পতরু, তাঁহাকে লইয়াই আমার কথা। তোমার “সত্যং শিবং সুন্দরং” লইয়া আমার আশা মিটিবে না।

পদার্থ যত ক্ষণ মৌলিক, ততক্ষণ তাহা ব্যাপক। পদার্থ খণ্ডিত হইলে আর তাহার ব্যাপকতা থাকে না। একাণ্ড এক খানি বস্ত্র যত ক্ষণ পর্য্যন্ত মৌলিকাবস্থায়—অখণ্ডিতাবস্থায় থাকে, ততক্ষণ তাহার ব্যাপকতা থাকে অর্থাৎ নিজ ২ প্রয়োজনানুসারে সেই বস্ত্র হইতে কেহ বা জামা, কেহ না পাজামা, কেহ না উদ্ভীষ প্রস্তুত করিতে পারে, কিন্তু যখনই তাহা খণ্ডিত হইবে অর্থাৎ ভাঙতে জামা আদি প্রস্তুত হইবে, তখন সেই খণ্ডিত মর্তি হইতে ব্যাপকতা চলিয়া যাইবে। তোমার গায়ের জামা আমার গায়ে হইবে না, আমার পাজামা তোমার উপযুক্ত হইবে না। কিন্তু তাহাদের মৌলিকাবস্থায়—বস্ত্র-বস্থায় যেখানেই নিজে মনোমত জামা আদি প্রস্তুত

করিতে পারিতাম। জামা আদির মৌলিকাবস্থা—বস্ত্র যেমন অনেকের প্রয়োজন মিটাইতে পারে, জামা আদি তেমন পারে না। সুতরাং তোমার গায়ের জামা যেমন আমার গায়ে হয় না, তেমনই মৌলিকাবস্থা পরব্রহ্ম হইতে খণ্ডিত মণ্ডল ব্রহ্ম—তোমার মনোমত ঈশ্বর “আমার” পক্ষে উপযুক্ত হইবে কেন ? মৌলিকাবস্থাচ্যুত জামা আদি যেমন প্রত্যেক শরীরে ভিন্ন-২, সেই রূপ পরব্রহ্মচ্যুত মণ্ডল ব্রহ্ম—উপাস্য দেবতা প্রত্যেক হৃদয়ে ভিন্ন ২। পরব্রহ্ম হইতে নিজ ২ মনোমত উপাস্য দেবতাকে গুরুর সাহায্যে আমরা বাধ্য লইতে পারি, কেননা তিনি ব্যাপক। সুতরাং যাহা তোমার মনোমত প্রিয়তম আত্মীয়, তাহাকে “আমার” ভাবিয়া বুকে রাখিয়া জুড়াইতে পারিব কেন ? তোমার “নিজস্বকে” আমার “স্ব” বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিব কেন ? বাহা তোমার শাস্তিদায়ক, তাহাতে আমিও যে শাস্তি পাইব এমন কোন কথা নাই। যে ভ্রমে তোমার ব্যাধির শাস্তি হয়, আমার তাহাতে কিছুই না হইতে পারে। তুমি হয় ত জ্ঞান, বিজ্ঞান, কণ্ঠ, তীর্থের কত কথাই বলিলে, কিন্তু আমার হৃদয় তাহাতে যদি না মানে, তবে আমি তাহা লইয়া কি করিব ! আমার জিনিস আমাকে দিলে আমি তৃপ্ত হইতে পারি ইহাই আমার অন্তরের ভাষা।

সংসার যদি আমার ভালবাসার জিনিস দিতে পারিত, তাহা হইলে তাহাকে লইয়াই তৃপ্ত হইতে পারিতাম। কিন্তু পারিবহীনশীল সংসারে ভালবাসার জিনিস পাওয়া অসম্ভব। কেননা আমার ভালবাসার নিচিহ্ন গতি। আমার মনঃ প্রাণ তিল মাত্র স্থির নহে। বায়ুমণ্ডল যেমন অনিরত বিদগ্ধিত হইতেছে, আমার মনঃ প্রাণ সেইরূপ অনিরত মুহূর্তে পরিবর্তিত হইতেছে। এই মাত্র যাহার পিপাসু আমি, এই মাত্র যাহা পাইবার জন্য ন্যাকুল আমি, হয় ত পর মুহূর্তে আমি আর তাহার দিকে ফিরিয়াও চাই না। মুহূর্ত মধ্যে

আমার' সে শিলাসা—সে বাকুলতা কোথায় চলিয়া গিয়া। যুহুত, মনোমোহন সে ভাব কোথায় ডুবিয়া যায়। এই মাত্র যাহার আঁকাঙ্ক্ষা হইয়া বাজারে ক্রয় করিবার জন্য তোমাকে পাঠাইলাম, তুমি তাহা আনিতে না আনিতে আমার মন হয়ত বদলাইয়া গেল, তাহার দিকে আকর্ষণ করিতে ও মন টেঁকা হইল না। অদ্য যৎসামান্য প্রিয়তম বলিয়া বুকে রাখিয়া মোহাঙ্গ করিতেছি, কল্য হয় ত তাহাকে কালসর্প ভাবিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতেছি। অদ্য যাহার মিলন-প্রত্যাশায় আনন্দের মধুর স্বপ্নে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম, কল্য তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া স্বপ্নের ঘোর কাটিয়া গিয়া সেই সম্ভাবিত প্রিয়তম বস্তুকে জীর্ণ কঙ্কাল বোধে পরিত্যাগ করিলাম। সুতরাং সংসার আমার মনোমত জিনিষ নহিবে পারে কেন? সংসার যেমন পরিবর্তনশীল,—চঞ্চল, আমার মনও সেই রূপ চঞ্চল। চঞ্চল পদার্থ চঞ্চল মনকে হৃদয় দিতে পারিবে কেন? যখন উভয়েই চঞ্চল, তখন উভয়ের সমসূত্রপাতে মিলন অসম্ভব। পদার্থবয় একত্র স্থির হইলেই মিলন সম্ভব। অস্থিরের কি কখনও মিলন হইতে পারে। অস্থির মন ও সংসারের যদি সমসূত্রপাতে মিলনই হইতে পারিল না, তবে সংসারকে "আমার জিনিষ" ভাবিয়া মনোমত করিয়া লইতে পারিব কেন? যেখানে অস্থিরতা নাই, চঞ্চলতা নাই, মাত্র যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, পরিবর্তনের কলঙ্ক যেখানে বিন্দু মাত্র তিস্তিতে পারে না, সেই অচঞ্চল পরম পুরুষের আশ্রয়াকুলে মন যে দিন লুকায়িত হইবে, সে দিন তাহার সমস্ত অস্থিরতা বিনষ্ট হইবে। চঞ্চলতা চঞ্চলতা কোথায় চলিয়া গাইবে। সেই নিশ্চলতার মাগরে নিমগ্ন হইয়া মন সমাহিত হইয়া যাইবে। মন তখন মনের মানুষের সচিব এমনই সম্মিলিত হইয়া যাইবে, যে আর তাহার কখনও বিচ্ছেদ হইবে না। চির অবিচ্ছেদ্যই তাহা আমার লক্ষ্য। সংসার ভালবাসার এ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিতে পারে না।

তাই সংসার আমার নিজস্ব হইবার উপযুক্ত নহে।

ভালবাসা নহিলে জীব সুখী হইতে পারে না। পরকে ভাল বাসিয়াই জীব সুখী হইতে চায়। সুতরাং নিজের সুখের সামগ্রীকে জীব পরের উপরই ন্যস্ত করিয়া রাখিয়াছে। পরের মুখাপেক্ষা করিয়াই জীব অগতে বাঁচিয়া রহিয়াছে। স্ত্রী স্বামীর উপর নিজের সুখের ভার ঋণাটীয়া বাঁচিয়া রহিয়াছে, স্বামী স্ত্রীর উপর সুখের বোকা অর্পণ করিয়া বাঁচিয়া রহিয়াছে। মুগ্ধ জীব পরের হাতে নিজের সুখভাণ্ডারের চাবি, দিয়া নিশ্চিন্ত হয় কেন? যাহা জীবনের অবলম্বন, সেই সুখ-স্বপ্নকে পরহস্ত-গত করিতে আমরা লালমিস্ত কেন? নিজের মূল্যবান সম্পত্তিকে নিজের অধিকারে না রাখিয়া আমরা পরের উপর নির্ভর করিতে চাই! এতদ্ আশ্চর্য্য গ্রাহ্য নহে! যাহা আমার শাস্ত্র—কৃষ্ণ—আনন্দের আধার, তাহা যতই আমার অনাম্যগত হয় ততই ত আমার পক্ষে মঙ্গল। শয্যাশায়ী—ভ্রমার্ত—পীড়িতের শিয়রে যদি জলাপূর্ণ কলস বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে জলের জন্য তাহাকে চিন্তা করিতে হয় না। সুখের কলস যদি আমরা শিয়রে রাখিতে জানিতাম তাহা হইলে দুঃখের কন্যাপাতে আমরা কখনই পীড়িত হইতাম না। বাস্তবিক সুখভোগ যাহা কিছু সমস্তই আমাতে। অবিদ্যা বশে ভ্রান্ত্র্য ঘোরের পরের উপর সুখ ভোগ আশ্রয়-চাপাটিয়া ফেল। তাই সুখ প্রাপ্তি ও দুঃখ নিবৃত্তি সম্বন্ধে আসা-দিগকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হয়।

আমার সুখের জিনিষ আমার ভালবাসার জিনিষ—আমার আপনার হইতেও আপনার জিনিষ আমার সহিত নিত্যনিয়ত বিদ্যমান। আমার আমার দুঃখদায়ক শত্রু হইতেও পরম শত্রু আমারই ভিতরে বিদ্যমান রহিয়াছে। বিদ্যা ও অবিদ্যা আত্মা ও অনাত্মা এই দুই লইয়াই ত আমি। অবিদ্যা আমার শত্রু, বিদ্যা আমার मित्र। দুঃখমূলক অবিদ্যাকে আমার ভিতর হইতে উৎপাটিত করিতে পারিলে আমি দুঃখের হস্ত হইতে

পরিজ্ঞান পাই । অথস্বরূপ আত্মস্বরূপিনী বিদ্যাকে পাইলে আমি নিত্য সুখের অধিকারী হই । সুতরাং সুখ দুঃখ সমস্তই আমাতে । সুতরাং যাহা আমার আশ্রয়ের মধ্যে, তাহার জন্য পরমুখাপেক্ষী হই কেন ! আমার সুখ, শান্তি, আনন্দ, আমার নিজের ঘরেই রহিয়াছে, সেট গৃহের দার খুলিতে জানিনা বলিয়াই বাহিরে সুখ প্রত্যাশায় উতপ্ততঃ ধাবিত হই । আমার অন্তরে অপূর্বরত্নের দিবা শোভার ভরপুর হইলেও বাহ্যিক রত্নান্বেষণে লালসিত হই, আমার অন্তর্জগতে শত চন্দ্র নিভান অধার ধারা অনিরত প্রবাহিত হইলেও তাহার আশ্রয়ে বঞ্চিত হইয়া বাহ্য সুখের মরু মরীচিকায় দৌড়িয়া যাই । যিনি আমার নিজ হইতেও নিজ, আপনাত হইতেও অপুন্য, অথচ পরমসুখময়, তাহাকে ভাল বাসিলে কষ্টের জন্যও উচ্ছ্বস হয় না, কিন্তু যাহা আমার পর হইতেও পর, যাহার সচ্ছিত আমার দূর হইতেও দূরতর সম্পর্ক, আমার ভালবাসা তাহাকে লইয়াই চানত্যা হইতে চায় ! যাহা আমার প্রকৃত নিজস্ব তাহাকে ছাড়িয়া, পরের চরণে আমরা ভালবাসার পুষ্পাঞ্জলি ঢালিতে চাই, নিজকে পর ভাবিয়া পরকে নিজস্ব ভাবিয়া আলিঙ্গন করিতে চাই । অহো ! নিভস্বনা !

— স্বর্গের সিঁড়ি ।

স্বর্গের না কি সিঁড়ি আছে ? লক্ষ যোজন পথ অতিক্রম করিবার জন্য অতি উচ্চ, অতি দৃঢ় এবং অত্যন্ত অপ্রশস্ত সোপানাবলি নিৰ্ম্মিত রহিয়াছে । সে সোপান শ্রেণী অতি চুরারোহ, উঠিবার চেষ্টা করিলে কোমর ভাজিয়া যায়, আঁশ পঙ্কর ধসিয়া যায় । অতি কষ্টে, বিশেষ যত্নে এবং বিস্তর পারিশ্রমে যদি কেহ কিছু দূর উঠিতে সমর্থ হয় তবিশ্রাম আশায় এ দিক ও দিক তাকাইলে যথার্থ ঘুরিয়া আবার পরাতলে পড়িয়া যায় । শুনিয়াছি সূর্য্য সিঁড়ি বাহিয়া স্বর্গে উঠা সমুদ্র

শক্তির অতীত । এমনকি প্রবাদ শুনা যায় যে প্রথম দুই চারি সোপান অতিক্রম করিবার উদ্যম করিলে পশ্চাৎ হইতে কোটা ২ সমুদ্র কণ্ঠে তাঁতাকে নিন্দা করিয়া থাকে, কত লোকে হাসিয়া থাকে— বিক্রপের হাঁসি হাঁসিয়া তাঁতাকে সাধু সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করে, কত তীব্র এবং অমঙ্গল ব্যঙ্গোক্তি তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে । অনেক নীর, ধনী এবং রাজস্রোত সদর্পে এবং স্পন্দিত মতিতে এট সিঁড়িতে উঠিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কাহাকেও কখনও সফলকাম হইতে শুনা যায় নাই ।

আবার শুনা যায় স্বর্গ না কি অতি মনোরম স্থান । তথায় অন্ধকার নাই, উত্তাপ নাই, তীব্র জ্যোতিঃ প্রভা নাই, শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, বর্ষামানে সকল প্রাবল্য হয় না, তড়িচ্চটায় মগন গজ্জনে কিছু কম্পিত ও ভীত হয় না, যাহাকে কষ্ট যাতাতে মঙ্গল, যাহাতে উন্মত্ততা কষ্টে প্রাপ্য কিছুই তথায় নাই, আছে কেবল আনন্দ, সুখ এবং শান্তি । এমন মনোহর, পবিত্র পুণ্য-ময় স্থানে যাইতে হইলে কষ্ট কেন স্বীকার করিতে হয় ? নন্দন কাননের পথে রত বিমললবী কেন, পারিজাত গৌরভের দ্বারে প্রতিগন্ধ কেন, মায়ের কোলের কাছে যত্নের ভীষণ আলিঙ্গন কেন ? তোমাদের কাছেই সংবাদ পাইলাম যে, স্বর্গ শান্তি নিকেতন আমার এত জালা, এত যন্ত্রণা, এই সব সমুদ্রেরী হৃদয় শোমক ভাবনার বাস্তবিকদংশন তথায় পড়াইলে জল দিয়া জুড়াইয়া যাইবে । তাঁগি নিশ্চিন্ত হইব ; বাধাহীন হইব, সুখী হইব তথায় যাঠলে আমার আনন্দের আর পরিশেষ হইবে, না । পরন্তু পথে ও বিপদ ভাব । সংসারী জীবের পীড়িত, মগিত, ত্রুক্ষল প্রাণ সে দুর্গম পথে দিশাহারা হইয়া পড়বে । তাই কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে যে দীন হীন আমাদের অমূল্য নিধি দেখাইয়া কেন উহা উত্তুঙ্গ গিরি শৃঙ্গে লুকাইয়া রাখিলে । যাহা দেখিলে আমার

দশহাত বক ফুলিয়া উঠে, যাহা পাইব মনে করিলে
ক্লীণ শরীরে অযুত হস্তীর বল আসিয়া জুটে, যাহার
বিসয় আলোচনা করিলে শুক হৃদয়ে অহ্লাদের লহরী
বাহিয়া যায়, তাহাফে এমন করিয়া দৃষ্টির বাহিরে
রাখিলে কেন, এত দুঃখ এবং বিপাক্তির বেড়া দিয়া
রাখিল কেন? এত লক্ষ যোজন বিস্তৃত দুর্গম সোপান-
শ্রেণী সংসার দুঃখদাব দক্ষ, শিথিল শরীর আমি কেমন
করিয়া অতিক্রম করিব? যদি স্বর্গ আমার পরিত্রাণের
জন্ম নিশ্চিত হইয়া থাকে তবে বলিয়া দেও কি উপায়ে
আমি তথায় যাইতে পারিব, কি করিলে, কাহার
কাছে কি গুণ বিদ্যা শিক্ষা করিলে আমার সকল
দুঃখের অবসান হইবে, আমি সহজে সুখে সদানন্দময়
নিকেতনে পৌঁছিতে পারিব।

কত লোকের কত কথা শুনিব কাহার কথায় বা
নিবাস করিব! আমার অনেক বলিয়া থাকেন যে
স্বর্গ নামে কোন পৃথক সত্ত্ব প্রদেশ নাই, তথায়
যাইবার দুর্গম পন্থাও নহে। স্বর্গ অবস্থা বিশেষ মাত্র।
পবিত্র কর্মে পবিত্র ব্যবসায় পুণ্যময় ভাবনায় চিন্তের
সে একটা প্রসাদ জন্মে, কেমন যেন নিশ্চিন্ত, নির্বন্দ,
নিরাময় ভাব হয়; প্রাণে কেমন যেন অনির্বচনীয়
উৎফুল্লতা হয়, মনে হয় যেন কোন অনন্ত, শীতল,
অগাম সরোবরে ডুবিতেছি। এ নিমজ্জনেনিষ্কাম অব-
রোধ নাই, কষ্ট নাই, ভয় নাই; শীতলতার উপর
শীতলতা আসিয়া অস্তরে ২ প্রবেশ করিতেছে, এই
স্বচ্ছন্দতা এবং সদাসুখের অনুভূতিই স্বর্গ। সুতরাং
স্বর্গপ্রাপ্তি কর্ম জন্ম; কর্মানুরক্তি প্ররক্তি জন্ম।
প্রবৃত্তি শিক্ষা এবং সংসঙ্গ দ্বারা প্রস্ফুটিত হয়। মানি-
লংগ স্বর্গ অবস্থা বিশেষের নাম মাত্র। কিন্তু স্বর্গ
লাভের পন্থা অতি কঠোর ক্রম তপস্যা মাধ্যম। কেন
তাহাই পরে বলিতেছি।

স্বর্গের গিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে হইলে কর্ম, প্রবৃত্তি,
সংসঙ্গ এবং শিক্ষা এই কয়টি বিষয়ের সম্যক পরিচয়

লইতে হইবে। পরিচিত হইলে বুঝা যাইবে এ গিঁড়ি
ছারারোহ কি না! স্বর্গলাভ হেতুক কর্ম তাহাই যাহা
দ্বারা মনুষ্য নিরঞ্জন, নিশ্চিন্ত, নির্বন্দ, নির্লোপ হইতে
পারে; যে ব্যবহারে কখনও পাপময়, উৎকর্ষাময়,
উচ্ছ্রাসময় চিন্তা প্রবাহ মনুষ্য মস্তিষ্কে আলোড়িত
করিতে না পারে; যে বিষয় ব্যাপারে মানববুদ্ধি-
কাম ক্রোধাদি মড় রিপুদ্বারা উৎকিণ্ড না হয়; যাহা
হইতে চিত্ত আশঙ্কিত ও ভয় বিহীন হইয়া সংস্কৃত
এবং সুস্থিত না হয়। কর্ম তাহাই, যাহা দ্বারা সংস্কার
এবং পূর্বজ স্মৃতি বিনষ্ট হয়। আমি যতই কেন পুণ্য
কর্ম করি না, পূর্বজাঙ্ঘিত দুষ্টি স্মৃতি সময়ে ২ দেখা
দিয়া বিশেষ মানসিক কষ্টের কারণ হইবে। যতই
কেন সংচিন্তায় ও সুদীপ্তিতে সময় অতিবাহিত
করিবার চেষ্টা কর, কিন্তু রক্ত মাংসের জ্বররাস্তাই
এমন সময়ে অসময়ে, শয়নে স্বপনে কোথা হইতে
পাণের পুতিগন্ধ আসিয়া তোমাকে বিকল করিয়া
তুলিবে। স্বর্গ পুণ্যময় স্থান, পাণের বাতাস সে দেশে
প্রবাহিত হইতে পায় না, তুমি পাণের অঙ্গরাগ করিয়া
কেমনে সে পথে চলিতে সাহস কর? অতএব স্বর্গপ্রদ
কর্ম তাহাই, যদ্বারা মনুষ্য একেবারে পাপ শূন্য এবং
পাপ প্ররক্তি শূন্য হইতে পারে। কিন্তু কর্ম করিতে
হইলে কর্মে প্রবৃত্তি রুচি থাকা আবশ্যিক। স্বভাবতঃই
পাপ কর্মে, বিলাস নিভ্রমে, অপমিত্ত চিন্তায় কেমন
একটা মনোহারিতা আছে। মনুষ্যের এই রক্ত মাংসের
শরীর যেন আপনা হইতেই সেই দিকে দৌড়িয়া যায়।
কায়ের পাণের আপাত-মনোহর ছবি হইতে প্রবৃত্তি-
কে ফিরাইয়া সিদ্ধি সাধন পূর্ণ পুণ্যের ভৈরবী মূর্তির
প্রতি কেহ সহজে দৃষ্টিপাত করে না। তবুই হৃদয়ে
পবিত্রাকাঙ্ক্ষা জন্মান অতি কঠোর এবং দৃষ্টিতপস্চারণ-
মাধ্যম বিষয় বলিতে হইবে। যে যে দেশে থাকিয়া
যেমন হীন কর্মই করিবার ইচ্ছা করুকনা, যতক্ষণ
পর্যন্ত তাহার ঐ কর্মে একটা প্রবৃত্তি না হইবে, তাহার

মনযুক্তকর কিছু যতক্ষণ পর্যন্ত উহাতে না দেখিতে পাইবে, ততক্ষণ সেই কৰ্ম্ম করিতে সে কিছুতেই বন্ধ-পরিবরণ হইবে না। মেথরের কার্য্যে মেথরের দৃষ্টিতে এমন কিছু মনোহর বাপার আছে যাহার জন্য সে বিনা আপত্তিতে এবং বিনা বাক্যব্যয়ে উহা নির্বাহ করিয়া থাকে। বালক যত দিন পর্যন্ত বিদ্যার আশ্রয় না পাইবে ততদিন তাহাকে মারিয়া, ধরিয়া লেথা পড়া শিখাইতে হইবে। সেই প্রকার মনুষ্য যত দিন পুণ্য কৰ্ম্মের সহস্র না বুঝিবে, স্বর্গের নন্দন-বন কুসুম পরাগবাহী সমীর সংস্পর্শের স্নিগ্ধতা যত দিন না পাপ দেহে অনুভব করিতে পারিবে, ততদিন 'কোনমতেই পুণ্য কৰ্ম্মে মনোযোগ দিবে না। সুতরাং পুণ্যান হইতে হইলে পুণ্যের পরিচয় আবশ্যিক। পুণ্যের বিষয় জানিতে হইলে সাধু সন্তানের মেনা করিতে হইবে। কেননা তাঁহারা পুণ্যময়ের পুণ্যরাজ্যের প্রজা, সে দেশের সংবাদ লইতে হইলে, খাম মহলের রায়তের নিকট সকল তদ্বাস্থসন্ধান করাই নিষেয়। তবেই বুঝা গেল সাধুসঙ্গই সঙ্কলনই মূলভিত্তি। কিন্তু সাধু সঙ্গ করে কে? দর্শন কৰ্ম্ম, সাধু সমাগী আমার যদি ভাল না লাগে, সভ্যজাতির দেখা দেখি আমি যদি সাধুগণকে বর্জন বলিয়া বুঝিতে শিক্ষা করি, দর্শন কৰ্ম্ম কুসংস্কার বলিয়া জানি, তাহাদিগকে দেখিলে সে সকল কথাই এসকল উঠিলে, স্মরণ ও অবজ্ঞার হাঁসি হাসিয়া দশসোজন দূরে পলাইয়া যাই; তাহা হইলে কেনন করিয়া আমার পুণ্যকৰ্ম্মে প্রবৃতি হইবে। একদ্রাবীত আমি তেমন সাধু পাঠি কোণায়; যিনি স্বর্গবাণী, যিনি পবিত্র ভাব-প্রাহী, যিনি পপের সংবাদ জানেন, যিনি সরল, শুদ্ধ, জিতেন্দ্রিয়, তেজস্বী এবং করুণাময় এমন মহাপুরুষের সঙ্গ কোণায় মাঠিলে পাইন; কেই বা তাঁহার সমাচার বলিতে পারে? আরও একটি গোল আছে। সাধুসঙ্গই এক মহাতপস্বী। যিনি অবচলিত চিত্তে এত তপস্বী করিতে সাহসী, তিনি কৰ্ম্মের দূর বগাহ ভীষণ সাগরেও

সম্প্রদান করিতে পারেন। একেত আমার দর্শন-বুদ্ধিই নাহি, দর্শন কৰ্ম্ম শাক, কি কচু তাহাই জানি না; তাহার উপর কষ্ট, যন্ত্রণাদি, তৃষ্ণা তপস্বীর বাধা বিঘ্ন। পক্ষান্তরে যদি বা অনিচ্ছায়ও দশজনের কথায় একটু সাধুতার অনুকরণ করিতে আগ্রহ হইত আমি কোটি ২ নরকণ্ঠে আত্মক কত বিজ্ঞপের কথাই শুনা-ইবে। কামেই সংসারে থাকিয়া, অপার্থিব সেই স্বর্গ রাজ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করা, সেই অমরাতীর অমরত্ব পাইবার আশায় কৰ্ম্ম যোগের পথে, আগ্রহ হইতে প্রয়াস পাওয়া একপ্রকার বাতুলের কার্য্য।

এখন শিক্ষার কথা বুঝা আবশ্যক। লিখিতে, পড়িতে বলিতে পারিলে দশ দেশের দশটা সংবাদ রাখিলে আধুনিকের চক্ষে শিক্ষিত পদবাচ্য হওয়া যায়। কিন্তু দর্শন কৰ্ম্মের শিক্ষা তাহাই, যদ্বারা সদমৎ বিবেচনা শক্তি তীক্ষ্ণ হয়, পাপ পুণ্যের সূক্ষ্ম পার্থক্য বুদ্ধি গোচর হয়, নিজের প্রবৃত্তির গতি দেখিয়া মানসিক ভাবী অনন্তা স্থির করা যায়। স্বর্গকারের বিদ্যা যেমন অলঙ্কার প্রস্তুত করায় প্রকাশ পায়, অন্যান্য ব্যবসা-যোগ্যজীবী গণ নিজ ২ কৰ্ম্মের পারিপাট্য দেখাইতে পারিলে যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তেমনি স্বর্গকামী নিরক্ষর হউন, বিষয় কৰ্ম্মে মহামুখ হউন কিন্তু সাধন মার্গে উপযুক্ত হইলেই তিনি সুশিক্ষিত। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যত চরিত্রবান হওয়া, বাঞ্ছনে যতাপ্রায় হওয়া, তেজস্বী, স্বাধীন এবং পবিত্র হওয়া। কিন্তু এই সকল মনের দৃঢ় অবলম্বন না লইলে স্বর্গের সিঁড়ির প্রথম সোপাণে চরণ রাখিতে পারিবে না। স্বর্গারোহণ বিদ্যার ঠেহাই 'ক' 'খ'। মঙ্গীমুখী লেখনী লইয়া সৌষ্ঠবযুক্ত অক্ষর বিন্যাস করায় আমাদের মেমন বহা-দরী, মানক তেমন যতশীঘ্র চরিত্রবলে বলীয়ান হইয়া যত স্বর্গের সিঁড়িতে উঠিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন ততই তাঁহার বাহাদরী। তবেই বুঝিতে হইবে সাধন। জগতের শিক্ষা এক অপূর্ণ স্বতন্ত্র সাগরী। সংবুদ্ধি

ইহার বর্ণ-পরিচয়, শম, দম ইহার ব্যাকরণ, আচার
এবং নিষ্ঠা ইহার অধ্যক্ষার, জ্ঞান ও ভক্তি ইহার নৈদিক
প্রকরণ। জগতের যত প্রকারের গুণ এবং প্রশস্ত
বিদ্যা আছে সব্বাপেক্ষা ইহাই কঠিন এবং দুঃসাম্য।
এ বিদ্যার প্রধান উপকরণ যে ইহাকে মাতৃজ্ঞানকে
গোপন করিয়া রাখিবে। দীর্ঘ এবং সচিস্থ হইয়া বিনা
বাকল্যেরে জগতের গুণ মন্দিরে এ বিদ্যার সাধনা
করিতে হইবে।

স্বর্গের সিঁড়িতে উঠিবার আয়োজনই ত এক বৃহৎ
ব্যাপার। না জানি উঠিতে হইলে কতই অপরিজ্ঞাত
বিষম যন্ত্রণা করিতে হয়। কিন্তু শুনা যায় যে
কিছু উর্দ্ধে উঠি আর তত কষ্ট শোধ হয়
না। স্বর্গদ্বারের যত টেবলী হওয়া যায়, স্তর
পুয়ের পবিত্র পদম সঙ্কলনে পাপদেহ যতই পুত
হইয়া উঠে, ততই স্বর্গারোহণ অনায়াস সাম্য বলিয়া
বোধ হয়। পক্ষান্তরে সংসারের বিকট শব্দ যতক্ষণ
কণ্ঠোচ্চর হয়, যতক্ষণ জগতের মোহময়া, পাপময়া,
জুল বাতাস শরীরকে বেদনাপূর্ণ এবং দুর্বল করিতে
থাকে ততক্ষণ স্বর্গারোহণ অতি দুঃসাম্য ব্যাপার
বলিয়া বোধ হয়। ততক্ষণ মনে হয় বৃক্ষ স্বর্গের সিঁড়ি
অসীম আকাশের কোল পর্যন্ত বিস্তৃত, কোটি ২
জীবন একমনে, অনন্য-বৃত্তিক হইয়া চেষ্টা করিলেও
পরিশ্রম সার্থক হইবে না। সংসারী আমরা আমাদের
চক্ষে স্বর্গের পথ বাস্তবিক সক্ষয়োজন বিস্তৃত। অতি
কৃচ্ছ, অতি কঠোর তপস্চরণ করিতে ২
সহস্র ২ নরজীবন অতিবাহিত করিয়া তবে সে পরম-
পদ লাভ করা যায়। যে অপূর্ব, চমৎকার, মনোরঞ্জন
পতিত পানন স্বর্গের চিত্র আঁকিত আছে, তাহার
সামান্য প্রাপ্তি আমাদের নায় অধম জীবের পক্ষে সে
ভাবাবস্থা হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? পরন্তু
এমনিতে সময়ের গুণ যে সকল ব্যাপারে সকল কার্য্যই
একটা না একটা সহজ অনায়াস সাম্য উপায় আবিষ্কৃত

হইতেছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রভাবে কর্ম্ম ভূমি
ভারতবর্ষেও গিন্দি মাধনের ও সহজ গম্ভ্য বাহির
হইয়াছে। এমন কঠোর তপস্যা পাপ বলিয়া কথিত,
উৎকট আত্মসংযম আত্মহত্যা বলিয়া প্রকাশিত।
আহার নিদ্রা, ভয়, মৈথুন সকল পাশবরূপই তোমার
বজায় থাকুক, তুমি বিলাসী হও, শত পুত্রকন্যার
পিতা হও, উচ্চাঙ্গের স্ত্রীগ হও, কোন ক্ষতি নাই,
হে ঈশ্বর আমি মহাপাপী বলিয়া একটু চোখের জল
ফেল, আর তোমার মহা-মহাপাপ এক মুহূর্ত্তেই বিমো-
চিত হইয়া যাইবে। কামেই স্বর্গ এখন কোন প্রদেশ
নহে, মনের অবস্থামাত্র। ইংরাজের আইন আদালত;
ভূমি নির্ভয়ে কোয়া, কটলেট, কবাব কোপ্তা ককারাদি
ভোজন কর; রেমসী, পেশমী, কোমল মসল পোষাক
পরিচ্ছদ পরিধান কর; স্ত্রীপুত্র কন্যা দত্তয়া স্ত্রী
সংসার যাত্রা নিব্বাহ কর, আর মাঝে ২ সে কালের
চর্কিত চর্কণ গম্ভ্য কথা মুদ্রিত করিয়া, ভজনালয়ে
উপাসনা করিয়া, "মহর্ষি" খেতাব গ্রহণ কর, কেহ
একটি কথাও বলিবে না। এমন দিনে স্বর্গ সহজ লভ্য
হইবে না কেন?

পরন্তু হিন্দু বুদ্ধিতে শত গ্রন্থি সম্পন্ন, স্মৃতি সংস্কার
সম্মিলিত মানব জীবনকে গন্য করিতে হইলে শাস্ত্র,
দাস্ত্র, ত্রিদিবনিবাসী হইতে হইলে মহাতপস্যা করিতে
হইবে। কষ্ট না পাইলে, স্তম্ভ নাই, যেমত অসাধারণ
কষ্ট পাঠিয়াছে সে তত প্রগাঢ় আনন্দ ভোগ করিয়াছে।
স্বর্গানন্দ অমূল্য, অপূর্ব, অসাধারণ। তুমি স্বর্গকামী,
সদানন্দের ভিখারী, তোমাকে অসহ্য, তীব্র, মস্তাস্পর্শী
সন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, নিমম পরিশ্রম করিতে
হইবে। তবে সে স্ত্রী স্ত্রী হইবে। একবার স্বর্গের
বাস্তব গায়ে লাগিলে তোমার শরীরের স্তম্ভাসৌরভে
জগৎ মন্য হইবে, তোমার তৈজে পাপ ভস্মমাংস
হইবে, যে দোষাবে সেই বলিদে, তুমি গুরু, পরম গুরু
পরম দেবতা।

বালা, সরস্বতী ।

আমি যখন ৮ হারিয়ারে গিয়াছিলাম এবং তথায় যে স্থানে নিবাস করিয়াছিলাম, সেই গৃহেই, এক প্রান্তে চন্দ্র ভাগা নদী তট নিবাসী একটি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মস্ত্রীক স্নানার্থ আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, সঙ্গে সরস্বতী নাম্নী তাঁহার একটি মর্থ বয়ীয়া রূপবতী কন্যা ছিল । পণ্ডিতজী জ্ঞানবান ও অতি মৎসঙ্গ প্রিয়, তাঁহার মথিত সদালাপ করিয়া ও কন্যাটির বিচিত্র সংস্কার দেখিয়া অতিশয় প্রীতি লাভ করিলাম । কন্যাটিকে আমার শিশু গাঙ্গী বলিয়া বোধ হইল । পণ্ডিতজী বাটীতে মাধু গেবা করেন, তাই অনেক অবধূত, পরমহংস, পরিব্রাজকাদি শুভাগমন পূর্বক তাঁহার গৃহ পবিত্র করিয়া থাকেন । সরস্বতী তাঁহাদের নিকট বসিয়া, তাঁহাদের সম্রাটী শ্রবণ করিয়া জন্মান্তরীয় সংস্কার বশতঃ তৎজ্ঞানের প্রাতিভা লাভ করিয়াছে । সরস্বতীর প্রকৃতিতে চাপল্য নাই ; গাঙ্গীয়া ও মাধুগীয়া সরস্বতীর মুখের শোভা । তাহার গুটিকতক সংস্কার ও মারবার কথা তত্ত্বজ্ঞানান্তরাগী পাঠক বর্গকে আমার হারিয়ার যাত্রার উপহার স্বরূপ প্রদান করিতেছি ।

রাত্রি ৮টার সময় যখন নীলাকাশ ফুটিয়া হাঁসিতে কুটি কুটি হইয়া চন্দ্র কিরণ মালা চাঁদকে ছুটাছুটি করিতেছিল, পণ্ডিতজী গ্রীষ্মাতিশয় প্রযুক্ত বিবস্ত্রা বালা সরস্বতীকে ক্রোড়ে লইয়া ছাদের উপর শয়ন করিয়াছেন ও আমি সেই স্তম্ভীর ছাদে পাদ চারণা করিতেছিলাম । পণ্ডিতজী মাধু সম্ভাষণে আমাকে সরস্বতীর দিব্য বুদ্ধির পরিচয় দিলেন, আমি আশ্চর্য্যে বোধে সেই স্থানে বসিয়া সরস্বতীকে আদর ও স্নেহ পূর্বক সম্ভাষণ করিলাম । সরস্বতী আমার দিকে তাকাইয়া কর যোড়ে “নমো নারায়ণায়,” বলিয়া উঠিয়া বসিল । আমি শুধাকে সম্মুখে ক্রোড়ে আসিতে সঙ্কেত করিলাম, সরস্বতী স্নেহে হাঁসিয়া বহুদিন পরিচিত বৎ আগিয়া ক্রোড়ে বসিল । পাঠক ! তৎপরে বাতালাপ শুধুন—

আমি । সরস্বতি ! তুমি মো গয়ীথি ? [সরস্বতি ! তুমি কি ঘুমাইয়াছিলে] ?

সরস্বতী । ম'য় নহী মোহী হু', বুদ্ধি মো জাতী হয় ; ম'য় মদৈব জাগী রহতী হু'ন “আমি” (আম্মা) ঘুমাই না, বুদ্ধি ব্যাপার নিরন্ত হইলেই জীব আপনাকে নির্দ্রিত মনে করে, উহা বুদ্ধির সংস্কার মাত্র, “আমি” সদাই জাগ্রত থাকি] ।

আমি । এ সরস্বতি ! তেরী অবস্থা ক্যা হয় (তোমার বয়স কত ?)

সর । মেরী অবস্থা না কভী বাড়তী হয় য়া ঘাটতী হয়, ম'য় নিত্যকাল একরস বিদ্যমান হু' । (আমার বয়স কখন কমেও না, বাড়িও না, আমি (আম্মা) চিরদিন এক ভাবে বিরাজমান থাকি) ।

আমি । সরস্বতি ! তুমহার পিতা কোন হ'য় ? (তোমার পিতাকে ?)

সর । ন কই মেরা পিতা হয়, ন মেরী কই মাতা হয়, ন ম'য় জনমলী হু', ন ম'য় মরতী হু' । (“আমার” পিতাও নাই, মাতাও নাই, “আমি” জন্মও না, আমি মরিও না) ।

আমি । তুম কিম্বী লড়কী হো ? (তুমি কাহার কন্যা ?)

সর । ন ম'য় লড়কী হু', য়া লড়কা হু', ম'য় চেতন রহা হু' । (“আমি” কন্যাও নাই, পুত্রও নাই, আমি চেতন্য স্বরূপ) ।

আমি । তুম ক্যা খাতী হো ? [তুমি কি খাও]

সর । ন ম'য় খাতী হু', য়া পীতী হু', ন ম'য় চলতী হু', য়া বৈঠতী হু' [“আমি” ভোজনও করি না, পানও করি না “আমি” চলিও না, বাসও না] ।

আমি । সরস্বতি ! চারো ওর জো কুছ দেখ পড়ত হ'য়, যে সব ক্যা হ'য় ? (চারি দিকে যে সকল পদার্থ দৃষ্ট হইতেছে, এ সমস্ত কি ?)

সর । সব জড় হ'য় (সমস্তই মায়া, সমস্তই অপদার্থ, জড়)

আমি । সরস্বতি ! ভলা, মুখে য়হ তে বাতাও, আগর

সবই জড় হ'য়, তো তুমি কোন্ হো ? (ভাল, বল তো, যদি সকলই জড় হইল, তবে তুমি কি ?)

সর। ম'ম্ম সবসে আলগু, বিকার সে রহিত চেতনারূপ হ'। ("আমি" সমস্ত হইতে স্বতন্ত্র নির্বিকার চৈতন্য স্বরূপ)

আমি। যে ধরিত্রী, সূর্য্য, চন্দ্রমা আদি লে কর অনগিস্তি
চীর্জে শূন্যপর কায়সে ঠহরী হই হাঁয় [প্রথিতী
সূর্য্য, চন্দ্র আদি অগণ্য পদার্থ শূন্য মণ্ডলে
কেমন করিয়া স্থিতি করিতেছে ?]

সর। জ্যামে সূত মেঁ মণি থুঁথে জাতে হাঁয়, ওয়ে-
মাহী চেতন আত্মারূপ সূত মেঁ মারা জগৎ
ভাগিত হোতা হায়। (যেমন সূত্রে মণি মালা
প্রথিত থাকে, তজ্জপ চৈতন্যরূপ আত্মাতে
তাবৎ সংসার প্রতিভাসিত হইতেছে)

আমি। যহ জড় জগৎ কা স্বরূপ ক্যা হায় ? [এ জগৎ
স্বরূপতঃ কি ?]

সর। স্বরূপ বরুকে জগৎ কুছ হায় নহি, কেবল মায়া
মে যহ দেখু পড়তা হায়। জ্যামা কুণ্ডল করকে
কই পদার্থ নহি হায়, সোনেহী মেঁ কুণ্ডলকা
ভ্রম হোতা হায়, ওয়েমাহী চেতন রূপ আত্মাসে
নাম আউর রূপ করকে জগৎ ভাগিত হোতা
হায়। (স্বরূপতঃ জগৎ কিছুই নহে, কেবল
মায়া বশতঃ ইহা সত্যবৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে ।
যেমন কুণ্ডল বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই,
স্বর্ণেতেই কুণ্ডল ভ্রম হইয়া থাকে, তজ্জপ চৈতন্য
স্বরূপ আত্মাতে এই নাম ও রূপময় জগৎ
ভাসিত হইয়া থাকে ।

আমি। তুমি সাদী করোগী [তুমি বিবাহ করিব ?]

সর। ময় স্ত্রী যা পুরুষ নহি হুঁ, সাদীকেঁউ করুঙ্গী ?
(আমি স্ত্রীও নহি পুরুষও নহি, তবে বিবাহ
করিব কেন ?)

অতঃপর সরস্বতীকে সাক্ষাৎ দেবী সরস্বতীর

অংশাবতার বোধে মনে ২' ভক্তি করিলাম ও গীতার
একটি শ্লোক শিখাইয়া দিয়া তাহাকে বিজ্ঞান করিতে
বলিলাম। পণ্ডিতজী বলিলেন "আজ্ মেসী সরস্বতী
ভী মন্য হই, কেঁউ কি আপ য্যাসে মহাজ্ঞাকে মুখার-
বিন্দু মে হরিদ্বার ক্ষেত্র মেঁ গীতাজীকা পঠন আরম্ভ
উম্কা হয়।"

দীনাতীন্দীন
শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ ।

মন বল দেখি

ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার !

আমি বহু দিনম হইতে, এ বিষয়ের তত্ত্ব নিরূপণ
করিতে উদ্যত হইয়াছি, কিন্তু তাহা এ জড় বুদ্ধিতে
কুলাইয়া উঠেনা ; হুতরীং অবশেষে আমাকে ব্যাবুল
হইতে হয়, তখন মেন আমি 'অকুল সাগরে' ভাসমান
হইতে থাকি, এবং বহু বিদ্য শাস্ত্রের পথায় সরণ করিতে
আমার প্রবৃত্তি লগ্নে ; পুনরায় কিয়ৎ দিনম অস্তীত
হইলে সে প্রবৃত্তিও নিবৃত্তি হয়। এই রূপে বোম হয়,
বহু জন্মান্তর বাদাম্ববাদে ক্ষেপণ করিয়াছি । আর
অনর্থক কূট তর্কে কাল হরণ করিতে গেলে, কালও
নিকটবর্তী হইবে, তাহা হইলেই যে আশা ভরসার
মূলে কুঠারাঘাত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি ? অতএব
কেহ জান তো বলিয়া দাও ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার ।
যৎ কালে বিদ্যালয়ের পুস্তক পাঠ করিতাম, তৎকালে
শিক্ষক মহাশয় বলিয়া দিতেন যে ঈশ্বর নিরাকার
চৈতন্য স্বরূপ, তাহাকে কেহ দেখিতে পায়না, তিনি
সকল স্থানেই আছেন, আমরা যাহা করি তিনি তাহা
দেখিতে পান, আমরা যাহা মনে ভাবি তিনি তাহা
জানিতে পারেন, তিনিই সকল জীবের আহার দাতা ও
রক্ষা কর্তা, অর্থাৎ তিনিই দাতা, হস্তা এবং নিয়ন্তা ।
কিন্তু তিনি নিরাকারই বা কি প্রকারে, তিনি কি
প্রকারেই বা দেখিতে পান, কি প্রকারেই বা জানিতে
পারেন, কি প্রকারেই বা তিনি আহার দেন, তাঁর কি

সদা রত আছে, কেনই বা তিনি দেন ? এ সকল বিষয় শিক্ষক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতেও ভয় হইত । সুতরাং ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার, এই বিষয়ের সম্বন্ধে তখন আমার হৃদয় হইতে একেবারে তিরোহিত হয় নাই, অতএব কেহ যদি জান তো বলিয়া দাও, ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার ? সাধু, মহাত্মা, যোগী, অনুভবী ! তুমি মাথা বলিবে তাহা অম্বকে বলিবে না, কারণ তাহা হইলে পুনরায় ঘোর তর্ক জ্বলে আগাকে জড়ীভূত করিবে, তুমি মাথা বলিবে তাহা অতি গোপনে হৃদয়ের মধ্যে গাঁথিয়া রাখিব, অতএব তুমি বল, ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার । নিরাকার হইলে কি আকার থাকা সম্ভবে না ? তাঁহাতে যদি আকারের নীজ না থাকিত, তিনিই যদি এতদাকারাকারি হইতেন, তাহা হইতেই যদি, আকার 'রূপ' নির্গত না হইত, তবে আকারাবলি কোথা হইতে আসিল ? মেই, জগৎ পাতা বিধাতা কখন কোন্ ভাবে কোথায় অর্জাস্থিত করেন, কোন সময়ে কোন আকার ধারণ করিয়াছিলেন এবং কোন সময়েই বা কোন আকার ধারণ করিয়া অবনীতে অবতীর্ণ হইবেন, তাহা তিনি ভিন্ন কোন মানব প্রকৃতির দ্বারা পরিবার সাধ্য নাই । তবে যিনি তাঁহার ভক্ত তিনিই তাঁহার অপার মহিমা বর্ণনে সক্ষম, কেন না, ভক্তাধীন গোবিন্দ, ভক্তকেই সমস্ত বিষয় অবগত করান । জগৎ পাতার নিরাকার আকারের মধ্যে সাকার দর্শন করা কি বাহ্য জ্ঞানের দ্বারা সম্পাদন হইতে পারে ? এবং নিরাকার বিধাতার যে আকার ধারণ করা অসম্ভব নহে, ইহা কে বিশ্বাস করিবে ? যে গোলাকার একটি ক্ষুদ্র বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইলে পর তাহাতে কুমস কালিকা প্রকাশিত হইয়া মন হরণ করে, এবং কুমস কালিকা সকল যে বহু মূলের উৎপাদক হয় তখন কি এক বিশ্ববীজ বিধাতা বহু মূর্তি ধারণ করিয়া ভক্ত গণের সাধ পূর্ণ করিতে পারেন না ? আর যখন তিনি "একোহং বহুমাশ্রম" এক হইয়া বহু হইতে ইচ্ছা

করিয়াছিলেন, তখন কি তিনি আকার ধারণ করেন নাই ? আরও বলি, যে 'আকার' এই দুইটি চক্কু, সম্মানের মধ্যে কোন বস্তুকে নিরাকার ভাবে দর্শন করিতেছে ? ক্ষিতি, অপ, তেজ মরুৎ, ব্যোম, এই পঞ্চ ভূতাত্মক পৃথিবী মধ্যে কোনটী নিরাকার ? মদ্যপি স্বীকার কর যে কোন বস্তুই নিরাকার নয়, সকল বস্তুই সাকার, তাহা হইলে আমার ঈশ্বর কি প্রকারে নিরাকার হইছেন, তিনি ত সকল বস্তুতেই বিদ্যমান আছেন, তাঁহার সৃষ্ট অসংখ্য বস্তুতে অসংখ্য আকার রূপে এবং ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পরমাণুতে পরমাণু রূপে বিদ্যমান আছেন, আর মদ্যপি সকল বস্তুতেই ঈশ্বর থাকিলেন, তাহা হইলে আমি যে সকল বস্তুকে ঈশ্বর বোলে উপমানা করিব, তাহাতে কি জগৎপাতার বাসকরা তোমার নিকট অসম্ভব হইতে পারে ? এখন বুঝিয়া লও, ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার । আমি দেখিতেছি সাকার নিরাকারে ও নিরাকার সাকারে বিরাজ করিতেছেন ।

বাউলে শ্রু ! তাল গড় খ্যামটা !

"কেমনে বলিবে বল কিরূপ তিনি [শু মন্] । তুমি পারিবে চিন্তে কি চিন্তামণি [সে যে চিন্তার অন্তীত জগচ্চিন্তামণি] । তিনি সাকার কি নিরাকার, ও মন, কেবা তব জানে তার, সমস্ত জগদাধার, কেবল এই শুনি [তিনি] ॥ গহন বিজ্ঞান বনে, যোগে—বসিয়া একান্ত মনে, পায় না সমাধি ধ্যানে, থাকি কি মুনি [তাঁরে] ॥ প্রেমময় বক্রগামিফু, হরি—অনাথের নাথ দীনবন্ধু, গাঁর প্রেমে পাগল শম্ভু, জিশ্ল পাণি ॥ কুবাসনা পরিহর, ও মন্, প্রেমের হার গলায় পর, হইবে হৃদয়ে সেরূপ উদয় আপনি [দেখবে] ॥

পরিব্রাজকের সৃঙ্গীত ।

ধর্মোৎসব ।

জলন্দর শহর ও বস্তী ।

কুমার পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজী মহোদয়

জলন্ধর ক্যান্টনমেন্টে দুই দিন জ্ঞান ও ভক্তি পূর্ণ বক্তৃতা করিলে পর তথা হইতে ৩ ফ্রোশ দূরবর্তী মহরের ধর্ম সভায় উপদেশদিবার জন্য সভা ও সম্মান-বর্ণ কর্তৃক আহূত হইলেন। মহরে ৩ দিন ও মহর হইতে ফ্রোশক দূরবর্তী বস্তী নামক স্থানে ১ দিন পরি-ব্রাজকের স্ত্রীসমী বক্তৃতায় লোক মঙ্গলী বহু দিনের সমুদ্র স্রোত শীতল করিয়াছিল। মৃত পূজার শাক্তীয়তা, মৌক্তিকতা ও অত্যাশঙ্কিত প্রদর্শন এবং মনোবৃত্তির উচ্ছাসে এই চারিদিন পঞ্জাব বিনামূলী বর্ণ মহম্মদীয় বিমোহিত হইয়াছিলেন। পঞ্জাবী শিক্ষিত মধ্যম-গণ পরিব্রাজক মহোদয়কে যথোচিত সম্ভাষণ করিয়া ছিলেন। ক্যান্টনমেন্ট হইতে প্রত্যহ মহলে যে চেরিটি গাড়ীতে পরিব্রাজক মহাশয় মহচর বর্ণ মহ মাইতেন, তাহার সম্মুখে চামর সাজন ও অস্ত্র ইত্যাদি বসন হইত, দুই পাশ হইতে মধ্যম-গণ ও বিত্তময় নাতায়ন হইতে পুরুষ-মহিলা গণ পুষ্পাঞ্জলি বর্ণ পূজক ভগবদ্গুণ-বাস্তবায় কুমারের সম্মানার্জন করিয়াছিলেন। কপুরমহা রাজ ও অন্যান্য কতিপয় স্থান হইতে তাহা-কে লইয়া তাহার জন্য অতিথয় যত্ন হইয়াছিল, কিন্তু অবকাশান্তে ধর্ম পরিব্রাজক মাইতে পারেন নাই। পঞ্জাব প্রদেশে কোন বাঙ্গালীকে ইতি পূর্বে আর একরূপ সম্মানিত হইতে দেখা যায় নাই। জলন্ধর বাসী গণের আকাজক, তার একবার যেন কুমার পরিব্রাজক এই প্রদেশে স্তম্ভাশ্রম করেন। ইতি

শ্রীহরি দাম দয়।

কলিকাতা।

৪টা জ্যৈষ্ঠ হইতে চারি দিবস ৭ চালদা বাগান সাধারণ হরি সভার নবম সান্দংগিক উৎসব সমারোহ পূজক সম্মান হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে মধ্যাচার্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন ও শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নীলকান্ত গোস্বামী মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও মূল্যবান ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতের পূজা, অষ্ট প্রহর

নাম গঙ্কীর্তন, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সেবা এবং অষ্ট অষ্ট দিগকে অন্ন বস্ত্র দান করা হইয়াছিল। সম্মানক শ্রীযুক্ত নবরুদ্র কর এবং মন্মোহনসাহী শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ কর মহাশয় দয়াকে তাঁহাদিগের যত্নপূর্ণ এতদ্ব্যয়ভার বহন জন্য, আমরা শতশঃ সাধুবাণ প্রদান করি। ইতি

পায়রাগাছা।

৩১ এ বৈশাখ হইতে ১৫ জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত একগুনকার হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার অষ্টম বার্ষিক মহাশিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই উৎসব কালে শ্রীমদ্ভাগবতের মোড়শোপচারে পূজা প্রদান অপরাহ্নে শ্রীমদ্ভাগবতীয়া কথা, হরিনাম গঙ্কীর্তন, কয়েক দিন শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দিগের বিদায়, ব্রাহ্মণ ভোজন ও দীন পরিদ্রুপিককে অন্ন বিতরণ হইয়াছিল।

শ্রীমদীনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

শিমলাপাহাড়।

শিমলা সমান্তর মন্ত্রাঙ্কনী সভা কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া কুমার-পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী জল-ন্ধর হইতে এখানে সমাগত হইয়াছিলেন। তিনি এখানে ১২ দিন মাত্র অবস্থতি করেন এবং যুক্তি, জ্ঞান ও ভক্তি পূর্ণ ৭ টা মধুর বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা ৩ টা বাঙ্গালা ভাষায় এবং হিন্দুধর্ম ও পঞ্জাবী গণের অমুরোধে অপর চারিটা হিন্দী ভাষায় হইয়াছিল। যদ্যপি রক্ষা, আশ্রম ধর্ম, আদ্য শাস্ত্র, কৃষ্ণ লীলা, যুক্তি ও ভক্তি, প্রভৃতি মধুরাশয়-পূর্ণ ব্যাখ্যান রাশি শিমলা নিবাসী গণকে অননুভূতপূর্ব আনন্দ দান করিয়াছে। দয়ানন্দী দল তাহার স্তম্ভিত সংযুক্তিপূর্ণ মূর্তী পূজাদির অমুকুল বক্তৃতা শ্রবণে স্তম্ভিত ও চমকিত হইয়াছে। বলিতে কি, শিমলা পাহাড়ে হিন্দু ধর্মের একরূপ সম্মানসূচী নিপুল আন্দোলন আর কখনও হয় নাই। স্বামীজীর বক্তৃতার সাধুয্যে এখানকার কি বাঙ্গালী পুত্র পঞ্জাবী সকলেই মুগ্ধ হইয়া তাহার বিয়োগ-বৈধুর্য্য ক্রোধ অনুভব করিতে-

ছেন। এখানে অনেক প্রশিক্ষিত লোক আছেন, তাঁহারা সকলেই পরিভ্রাজক মহাশয়ের উপদেশ শুনিবার জন্য আফিস হইতে বাজী যাইবারও অবকাশ পাইতেন না। সকলেই আফিসের পরিচ্ছদে রাত্রি ৮ টা, ৯ টা পর্যন্ত একাত্রে চিত্তে সভায় উপস্থিত থাকিতেন। স্বামিকীর শুভ সমাগমে পঞ্জাবী দিগের “সনাতন ধর্ম সভা” ও বাঙ্গালী দিগের “সনাতন ধর্ম রক্ষণী সভায়” একটু বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিত। কালীধামে পরিভ্রাজক মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত বেদবিদ্যালয়ের প্রতিবন্ধনাথ দশান হইতে যথা সাধ্য অর্থ সংগ্রহ পূর্বক সম্বরেই পাঠাইবার বাসনা আছে। ইতি

শ্রীউপেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।

বারাণসী।

১৯ এ হইতে ২২ জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত হরিনাম আদায়িনী সভার দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব আতিসমারোহ পূর্বক সম্পন্ন হইয়া গেল। এই উৎসবে অম্পূর্ণ, ঐশ্বন্যাদির পূজা, বেদ পাঠ, পণ্ডিত বিদায়, শ্রীযুক্ত দীন নাথ বেদান্ত বাগীশ মহাশয় কর্তৃক শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ কর্তৃক “ধর্মরাজ্য” বিষয়িনী বক্তৃতা এবং নগর সংকীর্তন হইয়াছিল। আর হইয়াছিল, সম্পাদক শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মজুমদার মহাশয় কর্তৃক সভায় বার্ষিক বিবরণ ও যুগধর্ম ও যুগাবতার বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ এবং “মধুরেণ সমাপয়েৎ” কুমার শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামিকী পরিভ্রাজক কর্তৃক “ভগ্নোমধ” বিষয়িনী জ্ঞানগর্ভ ও ভক্তিরস মাখা বক্তৃতা।

বেদ বিদ্যালয়ের আয় ব্যয় সাহ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮।

মুষ্টি ভিক্ষার আয়।

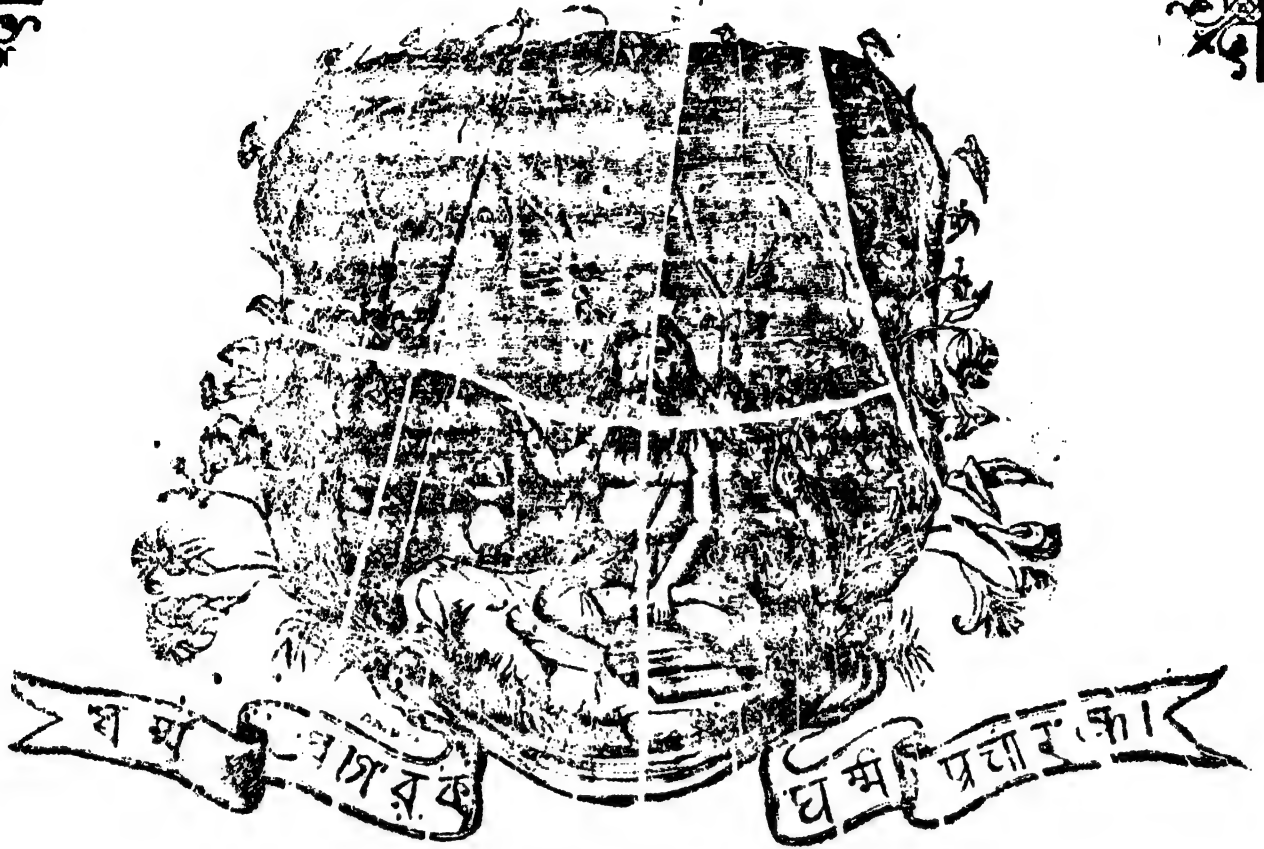
	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ
শ্রীকেশবচন্দ্র রায় সরস্বতী, মৈমনসিংহ	৩।০	
“জগদম্বু দত্ত লালাবাজার শ্রীহট্ট,	১।০	
“গৌরহরেন্দ্র সেন দ্বুতপুর্ন দুমকা	১৫।	

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ

“কালীচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিলমাড়িয়া	১৫।০	
“হরিনাম বন্দ্যোপাধ্যায় বারাসভ	৫।০	
“লালা শিতলপ্রসাদ দুমকা	২।০	
“রাখালদাস সেন জামালপুর	৩।	
“দুর্গাদাস চক্রবর্তী পালরা কেম্‌ব্রী	২।	
“বিজ্ঞানেন্দ্রনাথ সাম্যালভালুকা		
“রামগোপালপুর	১৫।	
“হরিনাম সরকার ভোরিয়া চৈত্র পূর্ণিয়া	১।০	
“আদ্যনাথ বিশ্বাস লোকনাথপুর	১।০	
“হরিনাম সেন শিলচর	৪।	
“বিপিন বিহারি রায় গয়া	১০।	১০
“প্রসন্নকুমার দাস কাছাড়	১০।	
“দীননাথ পাণ্ডে রামপুরহাট	৩।০	১০ ৪।০
“কালীপদ পাল শ্রীফলা প্র	১।১০	
“মহেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী দ্বুতপুর্ন বীরভূম	৪।০	
“হরলাল দাস গুপ্ত ধুবড়ি	৬।০	
“কালীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গদাইপুর	১।০	
“বনমালী মুখোপাধ্যায় সেনড়া মুজাপুর	১৫।০	
“রমণীমোহন বসু দিনাজপুর	৮।০	
“শ্যামাচরণ চক্রবর্তী ভালাইপুর নদিয়া	৭।	
“বকসি রামদাস গোলা হাজারিবাগ	১৮।০	
“গোবিন্দচন্দ্র সুর শ্যামপুর বরীশাল	৩।০	
“ভুবন মোহন সেন আমিনপুর ঢাকা	১।০	
“জয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বরীশাল	১০।	
“কালীধামের ফাহুগ ও চৈত্র সাহার	৩৪।৫	
শ্রীতারকচন্দ্র সেনগুপ্ত মালিখা	১০।	
“জগদম্বু মজুমদার নারায়ণগঞ্জ	১০।	
“বিশ্বেন্দ্র সেনগুপ্ত গাউয়াখালী বাথরগঞ্জ	৩।	
“মধুসূদন দাস গোয়ালপাড়া	১০।	
“প্রসন্নকুমার পাণ্ডা চাকলা ২৪ পং	৮।০	
“নবীনচন্দ্র দে হবিগঞ্জ শ্রীহট্ট	৫।	

	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ
" যামিনী মোহন খেয় কোম্বাটী ঢাকা	১১/০	
" কৃষ্ণচরণ ধর ক্রীঃট	১/০	
" কৈলাসচন্দ্র মৈত্র ও যজ্ঞনাথ সাহা		
চৌধুরী ভাঙ্গা পাড়া	৭	
" রামসুন্দর দে নেত্রকোনা সয়মনসিংহ	১	
" কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায় কুণ্ডলা বীরভূম	২৪	
" যজ্ঞনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ইরিকার্টী ফরিদপুর	১৬/০	
" যোগীন্দ্রনাথ বিশ্বাস কলিকাতা	১০	
" কালীচন্দ্র ভট্টাচার্য্য পিলমাড়িয়া	৫	
" নবিনকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য তেজপুর	২	
এক কালীদান প্রাপ্তি।		
	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ
কালীচরণ সেন গোহাটী	১/০	
" কালীচরণ পাল ক্রীঃট	১০	
" ভূতনাথ হালদার শিঃপুর	২	
" হরেন্দ্রকিশোর দাস ঝাঃ	২০	
" মহেন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ণিয়া	১	
" গোবিন্দচন্দ্র স্তর আম্রপুৰ বরীশাল	৩	
" আম্রাচরণ মুখোপাধ্যায় ভবানীপুর	১	
" সারদাসুন্দরী দেবী কালীদাম	১	
" মাতাময়া দেবী ঐ	১১	
" সামান্যদান রামপুরহাট	১০	
মাসিক রুতি।		
শ্রীযুক্ত স্বারভাঙ্গাধীশ দঃ মার্চ ও		
এপ্রেল ও মেই	৪০	২০

	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ
" কাকনীমাণীশ দঃ লবঙ্গসুন্দরী		
রুতি চৈত্র ও বৈশাখ		২০
" বসন্ত কুমার মৈত্র নং ১২৯৬		
ফাল্গুন হইতে ১১৯৭ চৈত্র তক		১৫
	১৮৪১১০	১৭৮৬/৫
বায় :		
মাসিক দক্ষিণা	৫২	৩৭ ২৭১০
ছাত্র রুতি		১১ ৩৪৬১০
নিম্নশ্রেণীর কলচারি	৮	১০
মাসুল	১৬৮/০	৬
সুদ্র বায়	১১৫	২৮/১০
জমা	৮০০	১৫০
ছাত্রোদাস খরচ		৩৩৬/১৫
ছাপাই খরচ		১
	৮৩৫/৫	২৩৬৬/১৫
মোলাসা।		
জমা		গরচ
মাস বৈশাখ	১৮৪১১০	মাস বৈশাখ ৮৬৫৮/৫
চৈত্র মাহার উঃ ত	৮১৮/৫	মাস জ্যৈষ্ঠ ২৩৬৬/১৫
মাস জ্যৈষ্ঠ	১৭৮৬/৫	১১৩১১০
১১৮১১১০		সকল তহনীল ৪২৬৬/১০
		১১৮১১১০
		শ্রী তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
		লেখাধ্যক্ষ।



मासिक पत्र

“सर्वो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, सर्वोऽपि पापं नृदति, सर्वोऽसर्वं प्रतिष्ठितं,
तस्मादस्य परमं वदति ॥” अतिः

काशी—भारतवर्षीय आर्य धर्म प्रचारिणी मंडल हस्ते प्रकाशित ।

पृष्ठ ।

विषय				पृष्ठ
शास्त्रव्याख्या	(सम्पादक)	३५
जीवन क मरण	३५
कर्मफल	(श्रीमद् भिक्षुक श्रीयज्ञेश्वर त्रिपाठी)	३५
अनुसन्धान	(श्रीमद् भगवत्पाद काव्यातीर्थ)	३५
वेदविद्यालय	(श्रीश्रीकृष्णानन्द शर्मा)	३५

१४५ भाग । ४४ संख्या ।

आवर्ण मास, १९१३ ।

वाराणसी, धर्मसूत्र मन्त्रालये मुद्रित ।

নিম্নলিখিত পুস্তকাদি "বারাণসী ধর্ম্মায়ত্ত বস্ত্রালয়ে"
প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পুস্তকের নাম।	ডাকমাণ্ডুল সহ মূল্য
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (শাকর ভাষ্য, আনন্দগিরীটীকা, রামানুজ ভাষ্য, স্বামী- কৃষ্ণ টীকা, মধুসূদন সরস্বতীর টীকা, কুমার শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজক কৃত বঙ্গানুবাদ ও 'গীতার্থ সমীপ- নী' নামক উপাদেয় ভাষ্যাত্মপর্য্য ব্যাখ্যা সহিত। ৭। ভক্তি ও ভক্ত (৩য় সংস্করণ) ... ৪/০ নিত্য কর্ম্মেন্দু কোমুদী (২য় সংস্করণ) ৬০ স্বপ্ন তত্ত্ব (২য় সংস্করণ) ... ৬/০ রাম গীতা (মূল ও অনুবাদ) ... ১০ মনিরত্ন মালা (মূল ও অনুবাদ) (৩য় সংস্করণ) ১০ আকৃতত্ব (৩য় সংস্করণ) ... ১০ হরেন্দ্রমৈব কেবলম্ (২য় সংস্করণ) ১০ সন্ন্যাসী ... ৬/০ পরিব্রাজকের সঙ্গীত ১ম ২য় ৩য় ৪র্থ ভাগ (২য় সংস্করণ) ৬/০ গীতা যাহাওয়া (মূল ও অনুবাদ) ... ১০ একতাত্রিত কাব্য ... ৬/০ নীতিরত্ন মালা ... ১০	

বক্তৃতা ১ম খণ্ড (শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজক মহোদয় কর্তৃক কৃত) ... ১০/০ অন্নপূর্ণাদির স্তোত্র (২য় সংস্করণ) ১০/০ গোড় পাদীয় আগম (বঙ্গানুবাদ সহ) ১০/০ যোগ মকরন্দ (পাতঞ্জল যোগ শাস্ত্রের সংস্কৃত ব্যাখ্যা সহ) ... ১০/০ ধর্ম্ম প্রচারক (মাসিক পত্র) উত্তম কাগজে মুদ্রিত ... বার্ষিক ৩০/০ মধ্যম ঐ ঐ ... ২১/০ সাধারণ ঐ ঐ ... ১১/০ পঞ্চায়ত্ত ... ১/০ শিবলিঙ্গ-পূজনবিধি (২য় সংস্করণ) ১০ শ্রীমতি ও শ্রমতী উপাখ্যান (বাঁহা ৫২ তাঁহা ৫৩) ১০ গীতাঞ্জলি ... ১০ তত্ত্বতত্ত্ব ... ৭ ৮ অন্নপূর্ণার ছোট ছবি (৬ কাডের উপর সুন্দর রূপে চিত্রিত—৫ খানির অধিক লইলে ডাকমাণ্ডুল লাগিবে না) মহাত্মা জৈলঙ্গ স্বামীর ফটোগ্রাফ ১০/১০ ষট্চক্র ... ১০ বক্তৃতা ২য় খণ্ড (শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন পরিব্রাজক কৃত) ১০	
--	--

চিঠি লিখিবার কাগজ দেবদেবীর মূর্তি ও প্রণাম শ্লোক সহিত

প্রত্যেক প্যাকেটে ৫ দিল্লী।

কড় আকারের মূল্য ১০ ডাক মান্দুল—১০ মোট—১০

ঐ বর্ণের জল দেওয়া মূল্য ১০ ডাক মান্দুল—১০ মোট—১০

কিছু ছোট আকারের মূল্য ৬১০ ডাক মান্দুল—১০ মোট—১০

ঐ বর্ণের জল দেওয়া মূল্য ১০ ডাক মান্দুল—১০ মোট—১০

মূর্তি হীন কেবল পাচরকা ৫ দিল্লী প্যাকেট

বড় আকারের মূল্য ৬০ ডাক মান্দুল—১০ মোট—১০

ছোট আকারের মূল্য ৬১০ ডাক মান্দুল—১০ মোট—১০

নিম্নলিখিত ঠিকানার মূল্যাদি পাঠাইতে হইবে।

বস্ত্রাধ্যক্ষ

বারাণসী ধর্ম্মায়ত্ত বস্ত্রালয়ে পাওয়া যায়।

৩ নমো ভগবতে বাচস্পতিঃ ।

—.....o#o.....—

ধর্ম প্রচারক ।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা নমুস্কা পুণ্যবতী চ তেন ।

অপার সন্নিং সুখসাগরেস্মিন্, লীনং পরে ব্রহ্মণি নয়া চেতঃ ॥"

১৪শ ভাগ

৩র্থ সংখ্যা

"এক এব চতুদশ্যা নিমনেহপ্যযুযাতি যঃ ।

শরীরেণ সমমাশং সর্কসনাতু গচ্ছতি ॥"

শ্রী ১৮১৩

শ্রাবণ মাস

মাজনস্কা-সংহিতা ।

(পূর্বায়ুক্তি)

মাজনস্কা-সংহিতাঃ গাং নান্যিবেণ বিশেষকৃতিঃ ।

ন রাজ্যপ্রতিপত্তীয়াঃ পুরুষোচ্ছ্রাজ্যং গতিম্ ॥

কলপান নিরত গানীকে উচ্চাঙ্ক করিবে না,
কৃপণ দিয়া কোথাও প্রবেশ করিবে না এবং মুক ও
শাস্ত্র বিরুদ্ধ-পথচারী রাজার দান গ্রহণ করিবে না ।

যানিগ্রহে স্মিচাক্ষর্য্যে কলিবেশ্যা নবাগিপায়া ।

চুস্তাদশমুখং পূর্ব্বাং পূর্ব্বাদেতে যথাক্রমঃ ॥

কশাউ, তৈলকাব, শুশিক, বেয়া এ রাজ্যে একে
পাঁচ জনের দান গ্রহণে প্রথম অপেক্ষা দ্বিতীয়ে ৩
তিনীয়াপেক্ষা চতুর্থীয়ে একে কৃপণ লগ্নায়ুয়ে দশ দশ ও
অধিক দোষ হইয়া থাকে ।

অমায়ানাম্যপাকস্যা শ্রাবণমাসঃ শ্রবণেন বা ।

হস্তেনোসমি ভোনে বা পক্ষমাসঃ শ্রাবণমাসঃ ॥

বেদাম্যায়ন বা ত্রৈময় মেবন আরম্ভ করিতে হইলে
আবনী পূর্ণিমা বা শ্রবণানক্ষত্র যুক্ত অন্য দিনে অথবা
হস্তানক্ষত্র যুক্ত আবনী পক্ষমাসে কারবে ।

পৌষ মাসস্ত রোহিণ্যঃ মর্ত্তকায়ামথাপবা ।

জগান্তে হস্তমাসঃ কুর্ধ্যাত হুৎসর্গং বিধিবাহঃ ॥

পৌষমাগীয়া রোহিণী নক্ষত্রে অথবা অশ্বেমী তিথিতে
গ্রামের বহির্ভাগে জলাশয় সমীপে বিধি পূর্ব্বক
বেদোৎসর্গ করা কর্তব্য ।

আহং প্রোহেদ্বনম্যায়ঃ নিম্যহিগ্ণং গুরু বন্ধুযু ।

উপাকর্ষ্য্যনি চোৎসর্গং সশাখা ত্রোক্ত্রয়ে তথা ॥

শিম্য, অধিক গুরু ও বন্ধুর মরণ উপস্থিত হইলে
বা মরিলে বেদের নিজ বা পরকীয় শাখার গুঠনারম্ভ
বা উৎসর্গ কালের তিন দিন অনম্যায় করিবে ।

মজ্জাগজ্জিত নিযাত ভুকশ্বেদ্যাক্তা নিপাতনে ।

সমাপ্যবেদং ত্র্যনিশমারম্যাক মদীতা চ ॥

মজ্জাগজ্জিত বজ্রপাতি, ভূমিকল্যা বা উচ্চাপাতি
হইলে, বেদাম্যায়ন সমাপ্ত হইতে অথবা আব্র্য্যাক শেষ হই
হইয়া বাউক, একদিব রাত্রি অনম্যায় কারবে ।

পক্ষমাস্য চ চতুদশ্যামস্টম্যাম বাহসূর্য্যকে ।

অহুসন্ধিযু ভুতাবা প্রাক্কিকং প্রতি গৃহ্য চ ॥

অমাবশ্যা, পূর্ণিমা, চতুদশী, অশ্বেমী, চন্দ্র বা সূর্য্য
গ্রহণ, অহু সন্ধিকালে এবং যদি প্রাক্কাম ভোজন বা
দান গ্রহণ করিয়া থাক, তবে এক দিব রাত্রি বা
অনম্যায় করিবে ।

পশুমণ্ডক নকুল মাজ্জার ঋতিমুমিকৈঃ ।

কৃতেন্ত্রেহহোরাত্র্যঃ শক্রপাতে তথোচ্ছ্রয়ে ॥

‘শক্রোহু গর্দভোবুধ, সামবীণার্থ নিঃশব্দে ।
 অমেধাশব শৃঙ্গাস্তা শ্মশান পতিতাস্তিকে ॥
 দেশে শুচাবাসিনি চ নিত্যাং স্তনিত সপ্নবে ।
 ভুক্তাঈপাণি রম্ভোস্তরঙ্গরাত্রেতি মারুতে ॥
 পাশুবর্ষে দিশাঃ দাহে পক্ষ্যানীহার ভীতিষু ।
 মানত পুতি গন্ধে চ শিঙে চ গৃহে মাগতে ॥
 খরোক্রিয়ান হস্ত্যশ্চ নৌবৃক্ষে রিণ-রোহণে ।
 সপ্তজিঃশবদুধ্যায়ানেনতাঃ স্তাংকানিকান্ বিচুঃ ॥
 অধ্যয়ন বা অধ্যাপনার সময় যদি পঠন পাঠন শীল
 ব্যক্তি গণের মধ্যে দিয়া পশু, ভেক, নেউল, কুকুর,
 মার্জার, সর্প চলিয়া যায় আর ইন্দ্রধ্বজ উঠ বা নিম্ন
 করে, তবে এক অহোরাত্র অনধ্যায় করিবে । যদি
 কুকুর, শৃগাল, গর্দভ, পেচকের ও মাগবেদবংশীর ধ্বনি
 বাকাহার ও আর্তনাদি শ্রুতি গোচর হয়, কিংবা যদি
 শূদ্র, অস্ত্রাজ, শ্মশান, আর পণ্ডিত ব্যক্তি নিকটবর্তী
 হয়, অথবা স্থান ও দেহ যদি অপবিত্র থাকে, বারম্বার
 বিদ্যাবিকাশ মেঘ গর্জন হয় বা ভোজনাস্ত্রে আর্দ্রহস্ত
 বা জনমধ্যে দণ্ডায়মান থাকে, যদি অর্ধ নিশিতে অতি-
 নাক্ত প্রবাহিত হয়, যদি ধূলি বৃষ্টি বা দিগদাহ হয়, যদি
 প্রাতঃ সন্ধ্যায় নীহার পাতের আশঙ্কা হয়, কেহ
 দৌড়িতেছে, বা গর্জনক আসিতেছে, অথবা কোন ভয়
 অভ্যাসিত যদি কেহ সমাগত হইয়া থাকেন আর
 যত দিন গর্দভ, উষ্ট্র, রাথ হস্তী, অশ্ব, নৌকা আদিতে
 আরোহণ করিয়া যাইতে হয়, এই ৩৭ ব্যাপারে অন-
 ধ্যায় করিবে ।

ক্রমশঃ ।

জীবন ও মরণ ।

মনুষ্য বাঁচিতে চায় কেন ? কি হুখে কি আশা
 ভরণায় ‘সোহিত হইয়া মানুষ এ কর্মক্ষেত্রে দীর্ঘ
 জীবী হইতে চায়, একবার সহস্রের কেহ স্পষ্ট ভাষায়
 বলিতে পারে না । হুঃখ দুর্বিপত্তির বজ্রাঘাতে মনঃ

প্রাণ অবিরত শীর্ণশীর্ণ হইতেছে, অবসাদ নৈরাশ্যের
 নিবিড় কালিমাস্তূপে অন্তরাত্মা ডুবির। রাহিয়াছে,
 তৃষ্ণিত্যর্ভীত বৃষ্টিক দংশনে অন্তস্তল কুরিয়া ২
 খাইতেছে, তথাপি মানুষ বাঁচিবার জন্য লালায়ত !
 সংসার সংগ্রামের ভীষণ ঝটিকার ঘূর্ণাবর্ত নিপতিত
 ভূণের শ্যাম এ জীবন তরণি প্রতি নিয়ত বিঘূর্ণিত
 হইতেছে, কর্মরাশির ঘর্ঘর চক্রে অবিশ্রান্ত মনুষ্য-
 জীবন পিষ্টে পেষিত হইতেছে, নিরাম নাই, বিজ্ঞান
 নাই, কণেকের জন্য ও স্থির হইবার যো নাই, কেবল
 চাকল্যমগ্ন পরিবর্তন তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতে হইতেছে,
 তথাপি মনুষ্য প্রাণে বাঁচিবার সাম ! আশ্চর্য্য প্রহে-
 লিকা ! প্রতি পলে প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনের তীত্র
 প্রবাহ জীব জীবনকে কোথায় উদাও করিয়া লইয়া
 যাইতেছে, আশ্রয় নাই, অলম্বন নাই, হুড় ২ চড় ২
 করিয়া হুকুল ভাসিয়া কাল প্রবাহ মনুষ্য জীবনকে
 কোথায় টানিয়া লইয়া যাইতেছে, কত মরু প্রান্তরের
 উপর দিয়া কত শব্দকাল পুরিত শ্মশান ভূমির উপর
 দিয়া কত কৃমিকীটের কিলিকিলিময় প্রেত গল্পিত,
 কত ফলস্ত অঙ্গার স্তূপের উপর দিয়া ভিতর দিয়া
 ভ্রমিবার্য্য অদৃষ্ট চক্রে কেশাকর্ষণ পূর্বক মনুষ্য
 জীবনকে হুড় ২ করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে, এত
 যাতনা এত লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াও মনুষ্য সংসারে
 স্থিতিশীল হইতে চায়, চিরদিন দারুণ দাবাঙ্গি পরি-
 নেষ্টিত হইয়াও মনুষ্য জীবনের ভিখারী ! তপ্ততৈল
 পূর্ণ কটাহে চির দিন কাটা কৈ মাছের মত ছুটপট্
 করিয়াও মানুষ বাঁচিবার বাসনা কেন করে, একবার
 উত্তর কেহ দিতে পারে না ।

মনুষ্যের জীবন একটি কঠোর তপস্যা ।’ এমন
 তপস্যা বুঝি আর হয় না । আর্ঘ্য ঋষি যে তপস্যা
 করিতেন, আমাদের মত সংসারী জীবের জীবন
 তপস্যা তাহাকেও হারাষ্টয়া দিয়াছে । কচ্ছ সাধনাই
 ত তপস্যা, গভীর কষ্টের হ্রদে নিমগ্ন হইয়া কোন

উদ্দেশ্য সাধন করিবার চেষ্টাই ত তপস্যা । ইহাট যদি তপস্যার লক্ষণ হয়, তাহা হইলে আমাদের মত সংসারী জীব অপেক্ষা তপস্বী গার কে আছে ? ধনজন সম্পত্তিরূপ সুখময়ী-বিকার আশায় আমরা কিনা করি ? আমরা সাগর ছেঁচিয়া মাগিক উঠাঠেতে চাই, শত বজ্রাঘাত সহ্য করিয়াও আমরা অর্ধোপার্জন করিতে লালায়িত হই। সংসারের প্রথম সূর্য্য করণের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা সর্পিদাই ত পক্ষতপা । আমরা এই তপস্যার বিনিময়ে চাই সংসারের ক্ষণিক সুখ । আর্ঘ্য যদি তপস্যার বিনিময়ে চাহিতে না নিত্য স্থির সুখ । সুতরাং তাহার উদ্দেশ্য সুখের তুলনায় তাহার তপস্যার কষ্ট লঘুতর, অতএব তাহার তপস্যা ততটা গুরুতর কঠোর নহে । কিন্তু আমরা যে সুখের ভিখারী, তাহার তুলনায় আমাদের তপস্যার কষ্ট অনেক গুরুতর, সুতরাং এমন কঠোর তপস্যা আর হইতে পারে না, তাই পূর্বে বলিয়াছি, আর্ঘ্য যদি অপেক্ষা আমরা কঠোর তপস । এক জন সত্ৰাট এক জন ফকীরকে বলিয়াছিলেন আপনি বেশ ত্যাগী পুরুষ, আপনার মত ত্যাগী পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায় না । ইহাতে ফকীর হাসিয়া বলিলেন, আমি ত্যাগী পুরুষ নহি, আপনিই প্রকৃত ত্যাগী পুরুষ । আপনার ত্যাগ-শক্তির কাছে আমরাও পরাজিত । সত্ৰাট বিস্মিত হইয়া বলিলেন ইহার তাৎপর্য্য কি ? আমার মত পরম ভোগী পুরুষকে আপনি ত্যাগী বলিলেন কিরূপে ! ফকীর বলিলেন, আমরা অমূল্য সম্পত্তি ব্রহ্মপদ পাইবার জন্য সামান্য তুচ্ছ সংসার সুখকে ত্যাগ করিয়াছি বটে, কিন্তু ইচ্ছা ক্ষুদ্র ত্যাগ, কিন্তু আপনি অমূল্য ব্রহ্মপদকে তুচ্ছ বোধে ত্যাগ করিয়া সামান্য সংসার সুখে মগ্ন হইয়াছেন, সুতরাং আপনার ত্যাগ বড় । আপনি ক্ষুদ্র সম্পত্তির জন্য মহান সম্পত্তিকে ত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং আপনার ত্যাগ শক্তির কাছে আমাদের ত্যাগ শক্তি পরাজিত । ককিরের ভাবে বুঝিতে হয়, সংসারী

জীবের জীবন তপস্যাই প্রকৃত কঠোর । কেননা ইহা বর্তমান ও উত্তরকালে চারিদিকেই কর্মময় । আর্ঘ্য কবির তীব্র তপস্যা ততটা কঠোর নহে, কেননা তাহার পরিশ্রমে সুখ আছে ।

ভোগ কালে ও পরিশ্রমে যাহা কেবলই দুঃখময় সেই জীবনের প্রেমে কিংজানি কেন জগৎমুগ্ধ । জীবন জীবন করিয়া জগৎ পাগল ! পশু পক্ষী তরু লতা, পাখাড় পর্ব্বত নদ নদী গ্রহ নক্ষত্র চেতন অচেতন সকলেই জীবনের জন্য লালায়িত । সকলেই স্থিতি-শীল হইতে চায়, ধ্বংস কেহ চাহেনা । সকলেই অবিদ্যমান হইতে চায়, অমর হইতে চায় । বুঝি না জীবনে কি অমৃত আছে, কি কুহক আছে, তাই তাহার টানে জগৎ মাতোয়ারা । কি ধনী, কি দরিদ্র, কি সম্রাট কি ভিখারী সকলেই সমান ভাবে জীবনকে ভালবাসে । কুঠ রোগে যাহার সর্পিঙ্গ গলিয়া গিয়াছে, তীব্র যন্ত্রণায় সর্পিগ্রস্থি যাহার ধসিয়া যাইতেছে, আ-জীবন অন্তর্নিহিত অগ্নিরাশির ছালা গালায় গেল পুড়িয়া থাকে হইতেছে তাহার পক্ষেও জীবন যেমন স্পৃহনীয়, কলকণ্ঠী কামিনীর ভুলপাশে জড়িত নিলাগী যুবরও জীবন তেমনই স্পৃহনীয়, জীবনের মিস্ততা জগৎকে ভুলাইয়া রাখিয়াছে, জীবনের মাধুরী জগৎকে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, ভিখারীর জীর্ণ কুটির হইতে রাজ রাজেশ্বরের বিলাস মন্দির, পর্যাশ্র জীবনের সর্ব্বত্র সমান আধিপত্য । ধনজন পূর্ণ সমৃদ্ধিশালী নগরীতে জীবনের দীপশিখা যেমন প্রজ্বলিত হইয়া থাকে, জীবনের উপকরণ রাশি যেমন প্রতিভাত হইয়া থাকে, ঘোর গহন কাননের নিবিড় নীরবতার মধ্যেও সেই রূপ সমান ভাবে জীবনী শক্তি ক্ষুধা পাইয়া থাকে । জীবনকে পাইবার জন্য জীবনের ক্ষেত্রকে পরিসর করিবার জন্য জীবনের অনুপান রাশিকে বাড়াইবার জন্য জীব জগৎ অবিরত চেষ্টা পরায়ণ ; মরণকে ভাড়াইবার জন্য জগতে চির দিন সংগ্রাম চলিয়া

আগিতেছে । মরণের ঘোর বিভীষিকাময়ী মূর্তির দিকে জগৎ মভয় চকিত নেড়ে তাকাইয়া থাকে । মরণের নিমাত্মক স্পর্শে হৃদেদা প্রসূরময় প্রাচীর দিয়া জগৎ আটকাইয়া রাখিতে চায় । মরণকে দূরে রাখিয়া জীবনকে সামনে গম্মেহে আলিঙ্গন করিবার জন্য জগৎ ব্যস্ত ।

কিন্তু বাস্তবিকই কি মৃত্যু এত কয়েক জিনিষ ! মৃত্যু রাজ্য বাস্তবিকই কি এতই ভীষণ ? কে জানে ! কে বলিতে পারে ? মৃত্যু ভয় হইতে যদি কেহ ফিরিয়া আসিয়া বলিত মৃত্যুর ভয়ানকত্বের মাক্য দিত, তাহা হইলে সে প্রাকৃতিক প্রমানের উপর আর কোন কথা চলিত না । কিন্তু কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া মৃত্যুর একটা নিকট মূর্তি জগতের সম্মুখে যদি ধরা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে যে অনুমান সে মুক্তি কতটা টেকসই, কতটা অবাধ্যনীয়, তাহা একবার দেখা চাই । প্রাকৃতিক তত্ত্ব বড়ই দূরবাহ । পরিবর্তন শীল বুদ্ধির উপর প্রাকৃতিক তত্ত্বের শিক্ষাসুভিত্তি স্থাপন করা আর বাস্তবিক উপর অট্টালিকা নির্মাণ করা একই কথা । আজ তোমার কল্পনা অপরিপুষ্ট চিন্তা যে তত্ত্বকে যে ভাবে ব্যাখ্যা করিল, কল্যা দেখিতেছি তাহার পরিবর্তন হইয়া যাউতেছে, সুতরাং তোমার অপরিপুষ্ট চিন্তার উপর অনুমিতের উপর বিশ্বাস কি ? নিজের মনকে এবং অপরকে কোনরূপে বুঝাই চ পারিলেই যে সেট বলাব কি'নমটা পূর্ণ সত্য হইয়া উঠাইবে এমন কথা কেহ শপথ করিয়া বলিতে পারেন না । মৃত্যু সম্বন্ধে যেট কথা । আজ মৃত্যু-তত্ত্ব সম্বন্ধে যে রূপ চিন্তা, যে রূপ ধারণা প্রসারিত হইতেছে, কল্যা যে তাহার পরিবর্তন হইবে না তাহা বলিল ? সুতরাং মৃত্যু সম্বন্ধে যে মুক্তি হইয়া উঠিবে একটা বিভীষণ চিত্র পাড়া করিয়াছ, তাহাই যে ঠিক, তাহাই যে অকাট্য সত্য, একথা তুমি শক্তবার বুক ফুলাইয়া বলিলেও আমি মানিতে পারি কৈ ?

এখন মৃত্যু তত্ত্ব একটু বিচার করা যাক । আর্থ্যা শাস্ত্র বলেন, আত্মার (লিঙ্গ শরীরের) সহিত দেহ-স্বরের সংযোগের নাম জন্ম, আর দেহোজ্জয়ের সম্পর্ক হইতে বিচ্ছতির নাম মৃত্যু । সুতরাং মোক্ষা কথায় আত্মার অবস্থান্তর প্রাপ্তি ছাড়া মৃত্যু আর কিছুই নহে । আত্মার ভৌতিক দেহ অবস্থায় স্থিতির মাস জন্ম, আত্মা তদ্বিচ্ছতির নাম মৃত্যু । মৃত্যু কালে আত্মা এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে যায় যাত্র, একটা পরিবর্তন হয় যাত্র । শাস্ত্র দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, 'মেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া পুরুষ নতুন বস্ত্র গ্রহণ করেন, সেই রূপ পুণাতন দেহ পরিত্যাগ করিয়া আত্মা নতুন দেহ ধারণ করেন । সুতরাং বস্ত্রান্তর গ্রহণের নাম আত্মার দেহান্তর গ্রহণের নাম মৃত্যু । অতএব পরিবর্তন ছাড়া অবস্থান্তর প্রাপ্তি ছাড়া মৃত্যু আর কিছুই নহে । এই পরিবর্তনকে মানুষ এত ভয় করে কেন ? যে পরিবর্তন যে পরিণাম-বাদ দৃষ্টি তত্ত্বের মূল নীতি, প্রাকৃতিক পদার্থের প্রতি অণু পরমাণুতে যে পরিণাম রেখা বিজড়িত, সেই সম্ভাব সূত্রে চির অভ্যস্ত চির পরিচিত নিয়মের উপর মানুষের এত ভয় কেন ? বাল্যাবস্থা পরিবর্তিত হইয়া যখন যৌবনাবস্থায় উদ্ভব হয়, আবার যৌবনাবস্থা পরিবর্তিত হইয়া যখন বৃদ্ধাবস্থায় উৎপত্তি হয়, তখন সে অবস্থা পরিবর্তনকে তা মানুষ ভয় করে না । বালক যৌবনাবস্থায় মরিয়া যায়, যুবা বৃদ্ধাবস্থায় মরিয়া যায়, কৈ এ মৃত্যুকে তা কেহ ভয় করে না । সেই রূপ বৃদ্ধাবস্থা মরিয়া গিয়া আত্মা যদি কোন নতুন অবস্থা প্রাপ্ত হন তাহা হইলে তাহার জন্য ভয় হইবে কেন । দেহ ছাড়া মৌহাবা আত্মার সত্যত্ব অস্তিত্ব প্রীকার কবিনা, বাঁচাদের মতে দেহের ধ্বংস হইলেই সব ফুরাইয়া গেল, মরণকে তাহার ভয় করিতে পারেন, কিন্তু আত্মাদী তন্দু আত্মার প্রকৃত অস্তিত্বে বিশ্বাস-শীল হিন্দু মরণকে ভয় করিতে পারেন না । বাঁচার দৃষ্টি শক্তি বিরাট জগাথকে ব্যাপিল থাকে, তাহার

চক্ষে সূর্য্য যেমন কখনও অস্ত যান না, এক স্থানে অস্ত যাইলেও অন্য স্থানে সূর্য্য যেমন উদিত হইতেছেন, সেই রূপ আত্ম-চক্ষু হিম্মুর চক্ষে আত্মা এক দেহে এক স্থানে অস্তমিত হইলেও অন্যস্থানে অন্যদেহে অন্য যোনিতে উদিত হইতেছেন । সূর্য্যের উদয় অস্ত যেমন ব্যাপার, আত্মার দেহ মারণ ও দেহ পরিত্যাগ রূপ জীবন মরণও তেমনই একটা ব্যাপার মাত্র, সুতরাং আত্মকের পক্ষে কোন ভয়ের কারণ নাই । যুগ্মের পর পাণীর নরক যন্ত্রণা ভোগ হইয়া থাকে, পুণ্য এই রূপ একটা ভয়ের কথা বলিয়া থাকেন । কিন্তু বাস্তবিকই তাহাতেও ত কোন ভয়ের কারণ নাই । আমরা মনুষ্য হইয়া মখন জন্মিয়াছি, তখন পাণ্যশ ও পুণ্যশ উভয়েই আমাদের আছে । যদি পাণ্যশ কিছু মাত্র না থাকিত, তাহা হইলে দেবতা হইয়া জন্মিতাম, যদি পুণ্যশ কিছু মাত্র না থাকিত, তাহা হইলে পশুপক্ষী ভীষাগাদি নীচ যোনিতে জন্মিতাম । সুতরাং পাপ ও পুণ্যের অংশ লইয়া মখন জন্মিয়াছি, তখন পরজন্মে এই পাপ ও পুণ্যের ফল ভোগ আমাদের করিতেই হইবে । বর্তমান জীবনে যেমন পুণ্য-জন্মের পাপ পুণ্যের ফল ভোগ করিতেছি, আগামী, জন্মোত্ত সেই রূপ পাপ পুণ্যের ফল ভোগ করিব । ইহ জীবনে যেমন সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছি, পর জীবনেও তেমনই সুখ দুঃখ ভোগ করিব । ইহ জীবনে যেমন কামিনী কাঞ্চন লইয়া সুখ ভোগ করিতেছি, আগামী জীবনে সেই রূপ রজ্জা তিলোত্তমা পারিজাত লইয়া আনন্দ ভোগ করিব । আবার ইহ জীবনে রোগ শোক দুঃখ ছালা যন্ত্রণায় যেমন পুড়িয়া মরিতেছি, আগামী জীবনে সেই রূপ কুস্তীপাক রৌরবের দুঃখ যন্ত্রণায় জ্বলিয়া মরিব । ইহ জীবনের দুঃখ যাতনা যেমন আমাদের সহ্য হইয়া যাইতেছে, তেমনই পর জীবনের দুঃখকষ্টও সহ্য হইয়া যাইবে । ইহ জীবনের দুঃখ কষ্ট সহ্য করিবার জন্য যেমন আমাদের

অমুভব শক্তি তদ্রূপযোগী রূপে প্রস্তুত হইয়াছে, পর জীবনেও সেই রূপ হইবে । মনুষ্য হইয়া নিষ্ঠার রস অনুভব করিতে গেলে দারুণ কষ্ট হইতে পারে নাট, কিন্তু বিষ্ঠার কাট হইয়া নিষ্ঠার রস আশ্বাস করিলে তাহাতে দুঃখ হইবে কেন ? সুতরাং যুগ্মকে ভয় করিতে হইবে কেন ? বর্তমান জীবনে এমন কি সুখের সাংগমে ভাসিতেছি, যে পর জীবনে তাহা ঘটিবেনা বলিয়া ভীত হইবার কারণ আছে । দুঃখ চারিদিকেই ত আমাদের ঘিরিয়া রহিয়াছে, আমাদের প্রেত মূর্তি চারিদিকেই ত নৃত্য করিতেছে । যখন যে দুঃখ আসে, তখনই তাহা তীব্রাতিতীব্র বলিয়া বোধ হয় । তোমার এক মাত্র পুত্র মরিয়া গিয়াছে, তোমার এক মাত্র জীবনের প্রবতানা কালের বজ্রাঘাতে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে তোমার সারের মন তোমার বক্ষে শূলানাত করিয়া কে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, তুমি যে যাতনায় প্রভূত হই, বল দেখি তোমার যে যাতনা সে কষ্ট শত সহস্র নৌবন নরকের যাতনা অপেক্ষা ওরফত কি না ? তোমার সমস্ত রাজ্যের অধিপতী দেবতা প্রাণের প্রাণিণী স্ত্রী আজ হয়ত মারা গিয়াছে, তোমার হৃদয়োদ্যানের ফুটন্ত ফুল কালহস্তীর পদ-তলে হয়ত বিনশিত হইয়াছে, তোমার ধোমের পুন্দরী নোহাগের সামগ্রীকে ভরপু দগ্ধাতে ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে, যে মুখপদের দিকে তাকাইতে তোমার দাব-দক্ষ হৃদয় মরফেতে শীতল জলাভোতস্রী প্রবাহিত হইত, আজ সেই শশান তলবিলুপ্তিত মুখখানিকে বুকে রাখিয়া মরণের অশ্রুজলে ভুগি ভুগি তল মিলিত করিতেছ, বল দেখি নরকের কোন কষ্ট তোমার এ সম্ম শেদনার সমান হইতে পারে ? তাই বলিতেছি, দুঃখ আমাদের পক্ষে কোন নূতন জিনিস নয়, ইহা আমাদের সম্পূর্ণ পরিচিত । এই জানা শুনা চেনা পদার্থের সহিত পরলোকে যদি আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়, তবে তাহার জন্য ভয় কিমের ?

মৃত্যুর সাগরে আমরা ডুবিয়া রহিয়াছি । এক
তিলক্ষ সঙ্গ আমরা মৃত্যু ছাড়া নই । কল্যাণে আমি
বিন্যাসন তিলাম, অন্য সে আমি আর নাই ।
সে আমায় সঙ্গিয়া গিয়াছে । আমার অন্য যে আমি
বর্তমান আছি, আগামী কল্যাণ আমি থাকিব না ।
সুতরাং, মুহূর্ত্ত আমায় মৃত্যু হইতেছে, বিষয়
কাল মরণ আমাকে মুহূর্ত্তঃ গ্রাস করিতেছে । মৃত্যু
রূপ অজাগর গগণের একাধ উদয়ে আমরা ঘিরে
এবেশ করিতেছি । আমায় পক্ষাঘাত বর্ষ বয়স
হইয়াছে, যদি আমার পরমায়ু উৎকলংখা পরিমাণ
পক্ষাঘ বর্ষ হয়, তাহা হইলে কাল অজাগর আমাকে
অধিক গিলিয়া ফেলিয়াছে । এই রূপ কাহাকে বা
সিকি, কাহাকে বা অধিক, কাহাকে বা পূর্ণরূপে
মৃত্যু গ্রাস করিতেছে । সুতরাং একটু ২ করিয়া কণে ২
মৃত্যু আমাদিগকে কবলিত করিতেছে । অতএব মৃত্যুর
কামড় আমরা সর্বদাই ত সহ্য করিতেছি । তবে শেষ
কামড়ের জন্য এত ভয় কেন ? যে মুহূর্ত্তে আমরা
সাহস্বে হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছি, সেই মুহূর্ত্তেই মৃত্যু
আমাদিগকে গিলিতে আরম্ভ করিয়াছে, সুতরাং মৃত্যুর
মুখে আমরা সর্বদা উত্তর রহিয়াছি, মৃত্যু যদি বাস্তবিকই
আমাদের ভয়ের জিনিস হয় তাহা হইলে মৃত্যু আমা-
দিগকে এত খানি গিলিয়া ফেলিলেও আমরা ভয়ে
জীত্কাইয়া উঠি না কেন ? আমাদের এত খানি বয়স
গিলিয়া গিয়াছে, অগতঃ জীবনের প্রকৃত কোন কার্যই
হইল না । কৈ ইহার জন্ম ত ভয়ে আমাদের অন্তরাঙ্গ
শুকাইয়া উঠে না । সুতরাং মৃত্যুর জন্ম ভয় আমাদের
অনশঙ্কিত হইয়া থাকে । মৃত্যুকে ভয় করিবার ভেতন
কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না । যে মৃত্যু
স্পন্দাই আমাদের সঙ্গে ২ রহিয়াছে, এমন চির-
সঙ্গী চির-পরিচিত প্রিয়মিত্রকে ভয় করিতে হইবে,
ইহা বড়ই আশ্চর্যের কথা । এক মুহূর্ত্তের ভয়েও
সাহস্বে সহিত আমাদের বিচ্ছেদ নাই, এক নিমেষের

জগৎ সাহস্বে বিতর যজ্ঞা আগাদিগকে সহ্য করিতে
হয় না, এমন চির দিনের সঙ্গী চিরভ্রাতৃ প্রিয় মিত্র-
কে ভীতি সঙ্কচিত নয়নে দেখিতে হইবে, ইহা বড়ই
বিচিত্র কথা । জগতের ভয়ে মৃত্যু বিচলিত করিতেছে,
ফল ফলে পল্পবে, মৃত্যুর ভয়মা জাগিয়া উঠিতেছে,
এই মুহূর্ত্ত মৃত্যুর বিজয় চক্ষুভি জগতে ঘোষিত
করিয়া কালের অনন্ত ক্ষোভে বিলীন হইতেছে,
সুতরাং মৃত্যুর সহিত জগতের এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক
থাকিলেও মৃত্যুরাজ্য একটা অপরিচিত, কি জানি,
কিস্ত-কিম্বাকারময় বলিয়া জগৎ তথায় যাতে
ভীত হয় কেন ?

যাহাঁতা বলিয়া থাকেন, শরীরের ধ্বংস হইলেই
সব ফুরাইয়া যায়, মৃত্যুর পর বিশ্ব ভ্রাতৃগণে আর
আমাদের চিহ্ন মাত্র থাকে না, তাহাদের মতেও ত
মৃত্যুকে ভয় করিবার কোন কারণ দেখিতে পাই না ।
মৃত্যুর পর আমরা যদি একবারেই অস্তিত্ববিলোপ
হইয়া যায়, তাহা হইলে ত আমি, বাস ২ জন্মগ্রহণ
পূর্বক জঠর যন্ত্রণার দায় চর্চিতে নিরুত্তি পাই । তাহা
হইলে আর আমাকে সংসারে পুনরাবর্ত্ত হইয়া বার ২
দুঃখ যন্ত্রণা ত ভোগ করিতে হয় না । সংসারে পুনরা-
বর্ত্তির নামই ত বন্ধন । বার ২ জন্ম পরিগ্রহ করার
নামই ত বন্ধন শৃঙ্খল । এই বন্ধন হইতে যদি আমি
জাগ পাই, তাহা হইলেই ত আমি মুক্তি মুখের অধি-
কারী হইলাম । আশাশ্রয় ইত্যাদিকেই “মুক্তি” বলিয়া-
ছেন । কিন্তু বাস্তবিকই যদি ভৌতিক শরীরের ধ্বংস
হইলে, “আমার” ধ্বংস হইত, তাহা হইলে আর
কোন ভাবমা ছিল না । যে দিন আমার মনোময়
শরীর ধ্বংস হইয়া যাইবে, যে দিন আমার এ ক্ষুদ্র
আত্মা অনন্ত পরমাত্মায় ডুবিয়া যাইবে, যে দিন এ ক্ষুদ্র
বদ্বন্দ অনন্ত সাগরের উন্মুক্ত বক্ষে বিলীন হইয়া
যাইবে সেই দিনই আমার প্রকৃত মৃত্যু । ঘটাবছিন্ন
আকাশ যেমন ঘটভয় হইয়া গেলে, অনন্ত আকাশে

মিথিয়া যায়, সেই রূপ আমাদের শরীর ও অন্তঃকরণ, চির আশা শরীরাদি দিনেই হইয়া গেলে যে দিন অথও পরমাঙ্গার সত্য নিময় হইয়া যাইবে সেই দিনই আমার প্রকৃত মৃত্যু । যে দিন আমার ইন্দ্রিয় গ্রাম মতিয়া যাইবে, যে দিন আমার বুদ্ধিমানি নিলুপ্ত হইয়া মনোপ্রাণের গতিত আত্মার সমস্ত সম্বন্ধ মিটিয়া যাইবে, যে দিন শরীর চির দিনের জন্ম মূচিয়া যাইবে, সেই দিনই সুখি আমার প্রকৃত মরণ হইয়াছে । যে মৃত্যু হইলে সংসারে আসিয়া আর পুনরায় জন্মিতে বা মরিতে হয় না, যে মৃত্যু হইলে শরীরেই মনঃ প্রাণের সাহায্যে আত্মাকে ভবঘূর্ণে মাজিয়া আর কণী ক্ষেত্রে ঘুরিতে হয় না, যে মৃত্যু হইলে আত্মিক, মায়া, মমতার বিরহ যজ্ঞগায় আর অনন্তকাল কলিয়া পুড়িয়া মরিতে হয় না, তেমন মৃত্যু ডিখারি নাকি? যে মৃত্যু পাইবার জন্ম যোগী যোগ সমাধিতে হয় হইয়া গিয়াছেন, জ্ঞানী জ্ঞান নীতে ভাসিয়াছেন, তেমন মৃত্যুর কাঙ্গাল জগতে নয় কে? মৃত্যুই ত অমৃত ধাম, মৃত্যুই ত অমর মন্দির । মৃত্যুই জগতে অক্ষয় পদার্থ । মৃত্যুর মঙ্গলময়ী মূর্তি আর্থ্য শাস্ত্রই জগতে প্রথমে অঙ্কিত করিয়াছেন । বেদান্তের অষ্টমত নাম মৃত্যুধামে অগ্রসর হইবার জন্যই জীবকে গভীর তত্ত্ব কথায় ইঙ্গিত করিয়াছেন, বেদান্ত শাস্ত্র ছাড়া মৃত্যুর শাস্ত্র আর নাই । বেদান্তের ভাষা ছাড়া মৃত্যুর ভাষা আর নাই । বেদান্তের ভাষা ছাড়া মৃত্যুর তেমন ভাষা আর কোথাও পরিস্ফুট হয় না ।

মৃত্যুর জন্য বাস্তবিকই ততোটা উদ্দিগ্ধ হইবার কারণ নাই । ভৌতিক দেহের মৃত্যু কালে ইন্দ্রিয়াদি সংস্কৃতি হইয়া যায়, অমৃত্যু শক্তি অভিভূত হইয়া যায় স্তব্ধতা বাহিরের লোকের মনে করিলেও মুমূর্ষু মরণের তীক্ষ্ণ যজ্ঞগায় অনুভব করিতে পায় না । ঘোর অমৃত্যুকালে ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া রহিত হওয়ার যেমন

স্তব্ধ হইয়া কিছুই অনুভূত হয় না, মরণ কালেও সেই রূপ হয় না, ইহাই ত বিধাতার বিচিত্র লীলা । অতএব মৃত্যুকালে ঘোর কষ্ট হইলেও তাহা যখন অনুভূত হয় না, তখন কষ্ট হওয়া না হওয়া একই কথা । স্তব্ধতা মৃত্যু কষ্টের কষ্টের যে একটা ভয়, তাহা অমূলক । কিন্তু ইহার উপর আর একটা ভয় আছে । আগম মৃত্যুর ক্রিয়াকাল পূর্বে যদি মনে হয়, হায় ! এষ্ট প্রায় সংসারকে ছাড়িয়া কোথায় যাইতেছি, যাহা-দিগকে “আপনার” বলিয়া এত দিন ভাল বাসিয়া আসিয়াছি, ও আমার অভাবে তাহাদের কি দশা হইবে, এই গাছ পালা ঘর ভ্রমার বিষয় আশা কত কষ্টে তৈয়ার করিয়াছি, এই সমস্ত আমার সাধের সম্পত্তি কি হইবে, কে ভোগ করিবে, ইত্যাদি চিন্তাব-নাম মুমূর্ষুর চিত্ত যদি ব্যাকুল হয় তাহা হইলে বাস্ত-বিকই সে ভয় সাংঘাতিক সে কষ্টের আর তুলনা নাই । প্রকৃততঃ মায়া মমতার কষ্টই মৃত্যুকালে ভয়ের সামগ্রী । ইহা ছাড়া মৃত্যুতে আর ভয়ের অংশ কিছুই নাই । এই টুকু কাটাইতে পারিলেই মৃত্যুর বিতীর্ণ হই আর কিছুই থাকে না । সংসারী জীবের পক্ষে মায়া মমতা থাকা অবশ্যাবশ্যকীয় । মায়া মমতা না থাকিলে সংসার জীর্ণ কঙ্কাল বসিয়া বোধ হইত । মায়া মমতাই সংসারের দুঃখময় অংশকে আবৃত করিয়া মধুর করিয়া রাখিয়াছে । মায়া মমতাই সংসারের বিকট মূর্তিকে স্বর্গের বরণীয় করিয়া উপাদেয় করিয়া তুলিয়াছে । বৈদান্তিক মায়া মমতার অন্তকে পদাঘাত করিতে পারেন, কিন্তু সংসারী জীব মায়া মমতার আশ্রয় লইতে বাধ্য । যে অভাবের সূত্রে আমন মায়া মম-তাকে পাইয়াছি, সেই অভাবের বশেই যদি ইহ সংসারের মায়া মমতার বন্ধন আমাদের পাকিত করিতে হয়, ত তাহার জন্য আমাদের দুঃখ বা ভয় হইবে কেন? মায়া মমতায় মুগ্ধ হওয়াটা যেমন আশা-দের স্বাভাবিক লক্ষণিক, মায়া মমতার পরিহার টা

মেই রূপ সহজ সাধ্য করিয়া লইতে পারিলে আর ত কোন স্থানা যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না । গাঙ্গতীয় লতা যদি প্রস্তুতের তলদেশে ভেদ করিয়া গভীর ভাবে বন্ধ মূল হয়, ত মে গাঢ় সংবন্ধ শিকড়কে উঠান বড় সহজ কথা নহে, কিন্তু মেই লতা বালুকাস্তপের উপর বন্ধমূল হইলে তাহাকে উপড়াইতে বেশী বেগ পাইতে হয় না । মেই রূপ নানা সমতাকে সংসারের গভীর গর্ভে বজ্রবৎ দৃঢ় কপে প্রোথিত না করিয়া যদি তাহাকে বালুকাস্তপের উপর ভাসা ভাসা রূপে বসাইয়া রাখি, তাহা হইলে কায়কালে তাহাকে উৎপাটন করিতে আর কোন চেষ্টা হয় না । কথাটা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝান যাউতেছে যখন কোন মিডিল-যান্নুমায়েব জেলার নতুন মাজিস্ট্রেট হইয়া আসেন, তখন তাহাকে বসবার কদিনেই জনা একটি মনোমত বাংলার আশ্রয় লইতে হয় । কত পড়শমই ঘর কমার আগ্নাব তাহাকে কিনিতে হয় । গাড়ি ঘোড়া পছন্দ করিয়া রাখিতে হয় । মনোহর উদ্যানটি পছন্দ করিয়া পুষ্পরঞ্জে সাজাইতে ওজাইতে হয় । প্রিয়তম চাকর বাকর খানসানা আদিকে শিখাইয়া পড়াইয়া কাষোপ-যোগী করিয়া লইতে হয় । তাহাকে একটি রীতিমত সংসার পাতাইতে হয় । কিছু দিন বাদে মায়েবের কার্যকাল ফুরাইয়া যখন বিনাতি যাইবার প্রয়োজন হয়, তখন মায়েব ঘর কমার সমস্ত জিনিষ পত্র মিকি-মূল্যে নিলামে বিক্রী করিয়া তিনি বাড়ি যাইবার জন্য প্রস্তুত হন । তাহার সাধের ছুড়ি গাড়ি তাহার আদরের ঘোড়া তিনি অল্পান বদনে বিদায় করিয়া দেন । কত যত্নে যে সমস্ত জিনিষ বাড়িয়া ২ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, মায়েব নিঃস্বন্দ্র হৃদয়ে মে গুলিকে পরিত্যাগ করিয়া যান । মে গুলির দিকে একবার ক্ষেপণ করেন না । এই সমস্ত জিনিষ পরিত্যাগে মায়েবের বিন্দু মাত্র কষ্ট হয় না । কেননা মায়েব জানিতেন, গত দিন তাহাকে কার্য ক্ষেত্রে থাকিতে

হইবে, ততদিনই এই সমস্ত জিনিষ পত্রের সহিত তাহার সম্বন্ধ । কার্য কাল ফুরাইলেই সমস্ত সম্বন্ধ মিটিয়া যাইবে । সুতরাং এই সমস্ত জিনিষের উপর তাহার মায়া মমতা ছিল বটে, কিন্তু তাহার সহিত তাহার পূর্বোক্ত চিন্তা সর্বদাই সূক্ষ্মভাবে নিজড়িত থাকিত । কামেই তাহার মায়া মমতা ততটা বন্ধমূল হইবার অবকাশ পায় না । তাই মে গুলি পরিত্যাগ করিবার সময় তাহার ততটা চেষ্টার উদ্রেক হয় না । মাজিস্ট্রেট মায়েবের মত সংসারী জীব আমরাও এ কক্ষক্ষেত্রে কক্ষ করিতে আসিয়াছি । কক্ষকাল ফুরাইলেই আমা-দিগকে স্থানান্তরে প্রস্থান করিতে হইবে । আমাদের যদি মনে থাকে যতদিন সংসারে কক্ষ করিব ততদিনই সংসারের জিনিষ পত্রের সহিত আমাদের সম্বন্ধ, কক্ষ কাল ফুরাইলেই সমস্ত সম্বন্ধ মিটিয়া যাইবে । এই চিন্তা অন্তঃসলিলা ফল্গুনীর মত আমাদের অন্তরে জাগরক থাকিলে মায়া মমতা বন্ধমূল হইতে পার না । তাহা হইলে মরণ কালে ঘর ছাড়ার স্ত্রী পুত্র পরিবার পরি-ত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া অত্যাংকট বিভীষিকায় ভীত হইতে হয় না । পূর্বোক্ত চিন্তার বালুকাস্তপে মায়া মমতার ভিত্তি যদি রটনা করিতে পারি, তাহা হইলে মরণকালে সে ভিত্তিকে টলটলায়মান করিতে আর বেশী বেগ পাইতে হয় না । মায়া মমতার ঐন্দ্রজালিক প্রলোভনের হাত এড়াইবার ক্ষমতা কাহারও নাই । আমক্তির মোহন ছাব আলিঙ্গন করি-বার জন্য যেমন আমরা বাস্ত, তেমনই প্রয়োজন হইলে তাহাকে পরিহার করিবার জন্যও আমাদের সর্বদা প্রস্তুত থাকা চাই । সংসারী জীবমাত্রেরই এ অভ্যাস টুকু প্রয়োজনীয় । এই অভ্যাস টুকু থাকিলেই আর মৃত্যুভয়ে কাঁপিতে হয় না, সংসারের কোন ডালাই তাহা হইলে আর আমাদের স্পর্শ করিতে পারে না ।

কস্ম. দর্শন ।

আদিরহিত চৈতন্য দ্বাত্ত ও কানাক্ষক আত্মা, কাল, দিক ও গন্ধ মহাহৃত (ক্ষিত অণ, তেজ, মল্লং, ঘোম) জ্বা পদার্থ হেতু গুণ ও ক্রিয়াস্তর যোগে মাত্ত কেন্দ্রে প্রণিষ্ট হইয়া স্বীয় ২ ও মিলিত সামান্যাবচ্ছিন্ন ধর্ম্মানুসারে প্রভাব বিস্তার করিলে, মন আদি-রাহিত চৈতন্য দ্বাত্ত আত্মার সর্গীয় একটা জ্বা পদার্থ হেতু তৎকালে সময় পাইয়া মৎ সংজ্ঞক চেতঃ রূপে জানিয়া মিলিত হইলে তাহাদের স্বীয় ২ ও মিলিত সামান্যাবচ্ছিন্ন ধর্ম্মানুসারে ইন্দ্রিয়াদি অবস্থানোপযোগী স্থান নির্মাণ কার্য্য সমাধা করিয়া, চেষ্টার প্রবৃত্তি করিলে, নিরুত্তির হেতু তাহাদিগেরই সামান্যাবচ্ছিন্ন ধর্ম্মানুসারে মাত্ত গর্ত্ত হইতে বর্গিত ইণ্ডনাস্তর প্রথমতঃ শব্দ করিয়া 'কার্য্য' প্রবৃত্তি হইয়া মাত্ত কেন্দ্রানুসারী ইন্দ্রিয় গঠিত অথবা ইন্দ্রিয় ঘটিত কার্য্যের তারতম্য-ানুসারে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার কার্য্য অভাবনীয় অচিন্তনীয় ভাবে ভাবময়ীর কার্য্য সম্পাদন করিয়া, ভাবধাত্রী, কত্রী বিধাত্রী সানর্নি সাধিত্রী, বৈদগাতা গায়ত্রী, শক্তি রূপা ত্রঙ্গাণীর " একোহং বহুশ্চাম্ " এই মূল সার্থক কথার প্রত্যক্ষ ফল প্রত্যেক পদার্থ দ্বারা প্রতিপন্ন করিতেছে ।

এই মৎ সংজ্ঞক চেতঃ মন একটা জ্বা পদার্থ । শরীরের কর্ত্তা, অথবা ইন্দ্রিয় কার্য্যের কারণীভূত । প্রত্যেক জীব দেহে একই ভাবে ইন্দ্রিয় কার্য্যের কারণীভূত হইয়া ইন্দ্রিয় গঠিত এবং ইন্দ্রিয় ঘটিত কার্য্যের তারতম্যানুসারে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার কার্য্য জীব দেহে করিয়া বিভিন্ন প্রকার দৃষ্ট হইয়া থাকিলেও, ইন্দ্রিয় কার্য্য হইতে কণেক সময়ের জন্য নিরুত্তি হইলেই স্বীয় ভাবে অবস্থান হেতু ধর্ম্মাধর্ম্ম পণ্যবেক্ষণ করিতেও সক্ষম হইয়া থাকে । ইন্দ্রিয় কি ইন্দ্রিয় কার্য্য না থাকিলেই যে মনের কার্য্য হয় না, ইহা অসম্ভব বলিয়া শোধ হয় । গন্ধ ইন্দ্রিয়

ভূতর্পি । স্পর্শন শক্তি দ্বারা ইহার কার্য্য সম্পাদন হইয়া থাকে । মন সামান্যাবচ্ছিন্ন ধর্ম্মানুসারে মড় দ্বাত্ত (ক্ষিত, অণ, তেজ, মল্লং, ঘোম এবং আত্মা) গঠিত লিঙ্গ, পুরুষ ও বায়ু অগ্নি সোম, অথবা মনুষ্য দিগের দেহস্থ বায়ুপিত্ত কফ অস্ত্রায় করিয়া ইন্দ্রিয় কার্য্যের কারণীভূত হইয়া পুরুষ কার্য্যের চিন্তা কার্য্য করিয়া থাকে । যে হেতু মনঃ সংযোগ করিলেই ইন্দ্রিয় কার্য্য করনে সমর্থ হইয়া থাকে । পরন্তু ভৌতিক পদার্থ জ্যেষ্ঠ বায়ু অগ্নি সোম, তন্মতে স্পর্শাৎ ভোগ সম্বন্ধে বায়ু পিত্ত কফ, যখন যে পুরুষে যে ভাবে অবস্থান করে মনের চিন্তা কার্য্য সে পুরুষে সেই ভাবেই হইয়া থাকে । বায়ু অগ্নি সোম, তন্মতে বায়ু, পিত্ত কফ, গুণা-স্তর যোগে দূষিত হইয়া ইন্দ্রিয় বুদ্ধি প্রদায়িনী হুস্ম ২ স্মায়ু পুঞ্জের স্পর্শন শক্তি কার্য্যের গতি রোম করিয়া বুদ্ধি বিধাতের কারণ হওয়া বশতঃ, পুরুষ কর্ত্তক মনসৎ কার্য্য সম্পাদনের কার্য্য চিন্তা মন সামান্যাবচ্ছিন্ন ধর্ম্মের বাধ্য হইয়া করিয়া থাকে । আশিচ দৈখা ও যান, বধির ও অন্ধাদি জীবের মন ইন্দ্রিয় হীন হইলেও জ্ঞান নিহিত গন্ধতত্ত্ব চিন্তা অথবা শাপ পুণ্যের চিন্তা কার্য্যের কোন ব্যত্যয় হয় না । সেই প্রকার সর্কেন্দ্রিয় লোপ হইলেও মনের স্বীয় চিন্তা গুণের কোন ব্যত্যয় হয় না । মন, বায়ু, অগ্নি সোম তন্মতে বায়ুপিত্ত কফ, ও সংবৎসর রূপ কালের শান্তিকুল সাহায্যে, দেহে বিরাজমান থাকিয়া গন্ধতত্ত্ব ঘটিত অনন্ত জ্ঞান চিন্তা কার্য্যে নিলিপ্ত হইয়া অপরূপ ভাবে ভাব সাগরে ভাসত নন্দোপরি নিশ্চল নির্ব্বাত প্রদীপের ন্যায় হইলে, আত্মা ভাবময়ীর ভাব দর্শন করিয়া ভোলা হইয়া মৃত্যুঞ্জয় হইতে পারে । আর এই মন, বায়ু অগ্নি, সোম, স্পর্শাৎ ভোগ সম্বন্ধে বায়ু পিত্ত কফ এবং কাল গুণাস্তর যোগে বিরুদ্ধ হইয়া স্মায়ু সকলের স্পর্শন শক্তি উত্তব ইন্দ্রিয় বুদ্ধির লোপ করিয়া জ্ঞান হীন করিলে, বায়ু পিত্ত কফেরই ধর্ম্মানুসারে নিরাশ্রয় হেতু পুরুষ

স্মৃতি, উদ্যম হয়, এবং কারণের হেতু পাইয়া পুরুষ কর্ম ফলের অংশ অতি ভয়ঙ্কর দেখায়। সঙ্গে সঙ্গেই, বায়ু পিত্ত কফ হইতে বিচ্যুত হয়। মনের এই প্রকার ভয়ঙ্কর দেখায় অবস্থা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। কর্ম পাশে বদ্ধ জীবের এই প্রকার অবস্থা হইতে উদ্ধার পাওয়া শক্তই হ্রস্বত । এই ভয়ঙ্কর অসত্যোদ্ভিয়ার্থ সংযোগ (অর্থাৎ ইন্দ্রিয় কার্যের অতিযোগ, অযোগ, মিথ্যাযোগ) প্রজ্ঞাপরায়ণ, (অর্থাৎ বাচনিক, মানসিক এবং শারীরিক কর্মের অতিযোগ, অযোগ, মিথ্যাযোগ) এবং পরিণাম, (অর্থাৎ কালিক বিপর্যয়) হইতে উৎপন্ন হেতু অজ্ঞাত পুরুষ-নির্দিষ্ট উপদেশ এবং স্বকীয় বুদ্ধির উৎপত্তি দ্বারা ক্রমে দোষের ক্ষয় ওণের যোগ করিয়া দোষের ক্ষয় করিয়া ওণের বৃদ্ধি করিবে ; এবং মনের সহিত ইন্দ্রিয়ের অনুপত্তাণের নিমিত্ত এবং উপতত্ত্ব ইন্দ্রিয়ের প্রকৃত ভাবে যত্ন করিলে; যাহাতে প্রকৃতি বিকৃত হইয়া বুদ্ধি বিষাক্তের কারণ না হয়। মন আহার, আচার এবং চেষ্টা দ্বারা বায়ু পিত্ত কফের অথবা বায়ু অগ্নি, সোমের বিকৃত স্বভাব হইতে নিষ্কৃতি পাইলে, দীর্ঘায়ু, সমৃদ্ধি, সৌন্দর্য্য, স্বাস্থ্য, সন্তোষ ইয়া সম্পাদন করে, এবং সেই পুরুষকে ধর্ম, অর্থ কামনা উত্তম রূপে আচরণ করাইয়া ইন্দ্রকাল এবং পর কালের মঙ্গল ভাগী করে । আর বায়ু পিত্ত কফের সহিত বিকৃতি প্রাপ্ত থাকিলে, পুরুষের দ্বারা উক্তার্থ সকলের বিপরীত ভাষ আচরণ করায়, এবং সেই ধর্ম, অর্থ কামনা, বিরুদ্ধ রূপে আচরিত হইলে, ও বিরুদ্ধ শাক্ত হইলে, কুপিত বায়ু পিত্ত কফাদি কর্তৃক মন ক্ষুদ্রাশ্ব প্রাপ্ত হইয়া নানাবিধ প্রকারের অন্ত ইত্যাদি সম্পাদন করে । অতঃপাশ্চাত্ত্য, যাহােই কিল-কিলী, মারা-মারী, বকা-বকা, বকা-বকা, চুণী চামারী না করিয়া স্বীয় প্রতিষ্ঠার সহিত স্বীয় অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া আপন উৎপত্তির সহিত কর্ম চিন্তা করিবে, এবং কথিত আহার আচার চেষ্টা সকল আত্ম ওণের অবিকৃত ব্যবহার

দ্বারা দেশ কাল মন ও ইন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ দ্বারা উত্তম রূপ বিবেচনা করতঃ সর্বতোভাবে সম্পাদন করিবে । ইহাতে এক কালিন আরোগ্য এবং ইন্দ্রিয় জয় লাভ করিতে সক্ষম হওয়া যায় ।

ক্রমশঃ ।

• শ্রীযুক্ত রাজা গ্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুরের লামু যত্ন ও চেষ্টায় কলিকাতায় “ ধর্ম মণ্ডলী ” গঠিত হইবার উদ্যম হইতেছে । কলিকাতায় বিতাড়িত বর্তমান ভারতের হিতার্থী বন্ধু তাঁহারাই, যাহারা মনোহন ধর্মকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াস করিবেন । এই রূপে ভারতবর্ষীয় আর্থ্য ধর্ম প্রচারিণী সভার স্বেচ্ছা কার্য কেন্দ্র পশ্চিমোত্তর প্রদেশেও পঞ্জাবে “ ভারত ধর্ম মহা মণ্ডল ” ও বলদেশে “ ধর্ম মণ্ডলী ” আদি দ্বারা সম্প্রসারিত হইতেছে দেখিয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইলাম । ভগবান ক্রমে রাজা রমের লামু উদ্যম ও গুরুতর উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তা করুন ।

অনুমোদন ।

ক্ষুদ্রানন্দিনী ক্ষুদ্র রোগ্যথও হামাইলে তাহার অল্প আমরা কতই অনুমোদন করিয়া থাকি; যদি তাহা প্রাপ্ত না হই তাহা হইলে মনো মনো কতই পরিতাপ হয়, কিন্তু একবারও ভাবিনা যে এই সামান্য মনে কতকাল পর্যন্ত শাস্তি লাভ করিতে সমর্থ হইব । কিন্তু হায় যাহা অভ্রভেদী হিমালয় শৃঙ্গ পারমিত স্রবর্ণাদি হইতে ও বহুমূল্য, অনন্ত নৈমিত্ত হইতেও অনন্ত অধিক কি রত্নাকর সমুদ্রের যিনি সৃষ্টি কর্তা, যাহাকে পাইলে স্বালা বর্ষণায় সংসারেও অনন্ত শাস্তি লাভ করিতে পারি, যাহাকে পাইলে হৃদয়ে অনির্বচনীয় আনন্দামৃতব করিতে পারি, যাহাকে পাইলে অনন্ত কাল ব্যাপিয়া অনন্ত সুখ লাভ করিতে পারি, কই! দিনান্তে একবারও তো তাঁহাকে অনুমোদন করি না । পাণ হইতে

আমি কত দূর বিরক্ত হইয়াছি, দর্শনপথে আমার কত দূর মতি হইল, দিনান্তে এক বারও তো তাহা অনু-
সন্ধান করি না । যখন বিষয় কন্ঠের বিরাম হয়, যখন
আমোদ কোলাহল আর শ্রুতি গোচর হয় না, কই,
তখন ও তো আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করি না, যে
আমার জীবন এবাহে এক অধিক দূর অগ্রসর হইল,
কিন্তু মনুষ্য নামের কত দূর উপযুক্ত হইলাম মন কত
দূর নিম্নল হইল, সম্মুখে ভীষণতম ভাব সমুদ্র পার
হইতে হইবে, তাহার জ্ঞান কি সম্ভব করিলাম, যে
নরকের বর্ণনা পুস্তকে পাড়িলে ভীষণ ভীতিতে চক্ষু
স্পন্দন হয়, গর্ভ শরীর কাঁপিয়া উঠে, হৃদয় হ্রস্ব
ভ্রু করিয়া উঠে, তাহা হইতে রক্ষা পাইবার কি উপায়
করিলাম ।

হে কার্যদক্ষ পুরুষ ! স্বীকার করিলাম যে তুমি
বিষয় কন্ঠে অতি সূচক, কিন্তু যে চক্ষুর্তার কণ
নিত্যকাল ব্যাপিয়া উপভোগ করিতে পারিবে, যে
চক্ষুর্তা কত দূর অগ্রসর করিলে ? " যা লোক হয়
গাধনী তদুচ্ছৃঙ্খলঃ সা চাকুরী চাকুরী " । হে বিদ্বান্ ! আমি
স্বীকার করিলাম যে তুমি নানা শাস্ত্রে ব্যাংগ, কিন্তু
যে বিদ্যার দ্বারা আপনার চরিত্রকে পরিষ্কৃত করিতে
পারি যাই, যে বিদ্যার দ্বারা আপনার চিত্তকে, সেই
কল্পনাময় পরমেশ্বরের প্রিয় আবাসক্ষেত্র করিতে পারি
যাই সে বিদ্যায় তোমার কতদূর প্রাপ্ত হইয়াছে,
তাহা কি দিনান্তে এক বারও অনুসন্ধান কর ! অনু-
সন্ধান করিলে তাহা অবশ্যই পাইতে পারিবে । কিন্তু
এ অনুসন্ধান, পুস্তকোক্ত সত্য গোপ্য যন্ত্রের অনুসন্ধানের
ক্রম অনুসন্ধান নহে, তাহার অনুসন্ধান মন প্রাণ এক
করিয়া অনুসন্ধান । এই অনুসন্ধানে হৃদয়ের প্রেমাবেগ
মাথা থাকে চাই । এই অনুসন্ধানের দ্বারা এই এক দিন
শিশু ক্রম ভগবানকে লাভ করিয়াছিলেন । এই অনু-
সন্ধানের বসীকৃত হইয়াই এক দিন ভগবান প্রফুল্ল-
কে শুভ মন্ত্ৰ দেখা দিয়াছিলেন এই প্রেমাবেগ

হইলেই পাপ সকল হৃদয় হইতে আপনিই দূরে
পলাইয়া যায়, জ্বালা সন্তানাময় সংসারে থাকিয়াও
শান্তি লাভ করিতে পারা যায়, পাপ জলন মালা
অপমৃত হইলেই হৃদয় নভোমণ্ডলে ত্রিবিম্ব শারদীয়
শশপর উদয় হন, ত্রিবিম্ব কোমল পান করিয়া মানস
চকোরের পিণ্ডায়া মিটিয়া যায় ।

হে দয়াময় ! তলে তলে নভোমণ্ডলে সর্বত্রই
তুমি বিরাজমান, আমাদের চক্ষুর সম্মুখে পাপাবরণ
কুলিতেছে, তাই তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না ।
এতো ! সংসার পথে বিচরণ করিয়া আমরা শ্রান্ত
হইয়াছি । হৃদয়ে কিছু মাত্র শক্তি নাই, সেই জন্য
তোমাকে অনুসন্ধানও করিতে পারি না, এতো !
আমাদের দুর্বল হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার কর, যে শক্তি
দ্বারা শক্তিমান হইয়া শিশু ক্রম গমন বনে তোমার
অনুসন্ধান করিতে করিতে ভীষণ ব্যাস্তাদিকে দেখিয়া
" আমার পক্ষ পলাশ লোচন হরি আসিলে " বলিয়া
আলিঙ্গন করিতে যাইয়াছিলেন, যে শক্তি দ্বারা মহাত্মা
চৈতন্য দেব নিশীথ সময়ে পতিপ্রাণা স্ত্রী ও জননীকে
কাঁদাইয়া নন্দন দামকে গভীর শোকে নিমজ্জিত
করিয়া, তোমার অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছিলেন,
এতো সেই শক্তি আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়া
আত্মাকে শীতল কর, তাহা হইলে মিন্চয়ই আমরা
তোমাকে অনুসন্ধান করিয়া লাভ করিতে পারিব এবং
তাহা হইলে চক্ষু হইতে পাপাবরণ আপনিই সরিয়া
যাইবে । তখন তোমার দিব্য যুষ্টি দেখিয়া প্রণাম
করিয়া বলিব —

ভূমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্বমস্ত্যবিষয়া পরঃ নিধানম্ ।
বেতামি বেদ্যক পরক দাম ত্বয়া ততঃ বিশ্বমনস্তরূপম্ ॥

বায়ু যমোহয়িবরুণঃ শশাঙ্কঃ

প্রজাপতিত্বঃ অগিতামহংচ ।

নমোনমন্তেহস্ত মহশ্চ কৃষ্ণঃ

পুনশ্চ কৃয়োহগি নমোনমন্তে ।

বেদ বিদ্যালয় ।

আমরা জানি গৎকাণ্ডে বিদ্য অনেক, জানি আত্মর-
প্রকৃতি কলির করাল কাল দণ্ডে বিভাঙিত হইয়া
বেদ ও কৈদিক ধর্ম সঙ্কুচিত হইবে, কিন্তু ইহাও জানি
অমাদি পুরুষের নামে নির্ভর করিয়া সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত
হইলে তাহা অসিদ্ধ হয় না, এই জন্যই কালের বিপাকী
শ্রোতে অগ্রসর হইতে সাহস ও সংকল্প করিয়াছি। কাল
সর্বোপরি প্রবল হইলেও কাল বহু বাধা নিম্ন জাল
বিহার করিলেও সর্গ অমপূর্ণ নামের বিজয় নিশান
ধরিয়াই বাহাতে বেদ বিদ্যার পুনঃ প্রচার হয়, সাহাতে
জন্মেব জ্ঞান জ্ঞান জ্ঞান জ্ঞান পুনরুদয় হয়, সাহাতে
বিলুপ্ত প্রায় শ্রোত ও শ্রোতা কণা কণা পুনঃ প্রচারিত
হয়; সাহাতে বর্ণাশ্রম ধর্মের পুনঃস্থাপন পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়,
তজ্জনা নামের নামে মায়ের নামে বেদ বিদ্যালয় সংস্থাপিত
হইল। কৃত্যব্য মহাকাশে সন্নিবিষ্ট সূচক
মণীমা মঙ্গল পুরুষগণ অনেকটী সমাশ্রয়তা সত্বে সহ্য-
য়তা ও সহায়তা করিতে অগ্রসর হইলেন।
সত্বে ২ মৎ গৃহস্থ বর্গ মিতা মুষ্টি ভিক্ষা দানে ও অস্থান্য
কেহ-কেহ এক কালীন না মাসিক ব্রহ্ম দানে বিদ্যা-
লয়ের উন্নতি কল্পে মুক্ত হইয়াছেন, আচার্যগণ ও
মহাপ্রাণি অধ্যাপনা পূর্বক বিদ্যালয় বর্গকে শিক্ষা দান
করিতেছেন, আজ বাঙ্গালী নারকের মুখে বেদ গান
কুমিয়া কত লোকে কুমিয়ারে শুভাকাঙ্ক্ষা করিতে
ছেন ইহা দেখিয়া শুনিয়া মনে কত আশ্লাপ হইতেছে
নলিতে পারি না। বঙ্গ দেশীয় সনাতন ধর্মাবলম্বী
গণ! আপনারা পৈত্রে কায়ো সহস্র ২ মুদ্রা দায়
করিয়াও একটি বেদজ্ঞ জ্ঞানকে ভোজন করাইয়া পিতৃ
লোকের পরিতোষ সাধনের কোন ব্যবস্থা করিতে
পারিতেছেন না, আজ সেটী হনুমান নিমোচনের শুভ
দিনও যে মাসিকট হইতেছে, ইহা দেখিয়া আপনারদেরও
আশ্লাদের সীমা নাই। ভগবান ভারতীয় আর্ষ
জ্ঞান চির সহায় থাকুন।

বেদ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা জন্য অর্থের সঙ্গে ২
কএই ৩:৩০ হইয়াছে, আশা করি বুদ্ধিমান ব্যক্তি-
গণের গতি হইয়া দীর্ঘই মিটিয়া যাইবে। যে সকল
অধ্যাপক নিচক্ষণ, ওদর্শী ও সদেশ হিতৈষী, তাঁহা-
দের কথা বলিতেছি না, অনেক বেদাধ্যায়ন বর্জিত,
নামে জ্ঞান পণ্ডিত, পাছে বেদ বিদ্যালয়ের জ্ঞানবর্গ
যেদ বিদ্যায় সন্নিপুণ হইয়া সমাকে প্রতিষ্ঠা লাভ করে,
পাছে তাঁহাদের মিত্যাভিমানের লক্ষ্য নির্মিত কপাট
ভাঙ্গিয়া যায়, এই ভয়ে তাঁহারা বেদ বিদ্যালয়ের
সাহাতে ব্যাতি প্রতিপত্তি নিন্দে হয় তজ্জন্য চেষ্টা
করেন। আমরা বিনয় পূর্বক বলি, যে ভাবিয়া দেখিলে
তাঁহারা মুখিতে পারিবেন, যে এ বিদ্যালয় তাঁহাদেরই
ভবিষ্যৎ কুলের কল্যাণার্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বেদ
বিদ্যালয় তাঁহাদের সময় মুষ্টি আশা করেন।

আমরা এক কথা বেদ বিদ্যালয়ের মুষ্টি ভিক্ষা সংগ্রহ
করিবার জন্য কত লোকে মুষ্টি "মঙ্গল ঘট" লিপি
ও ভিক্ষালিপি ডাকে চাহিয়া লইয়া গিয়াছেন, কিন্তু
ধর্ম প্রচারকে প্রতি সাঙ্গে ২ যে মহাকাশের নাম
মুষ্টি হয়, তাঁহারা ভিন্ন অন্য একটি কলঙ্ক ও এখানে
পাঠান না, অথচ লিপিতে পাই অনেক পত্রিতে এই
রূপে অর্থ সংগৃহীত হয়, কিন্তু সংগৃহীত পন যে কি হয়
কোণায় যায়, তাহা ভগবানই জানেন। আশাকরি
এই ভিক্ষার টাকা কেহ যেন অপব্যবহার না করেন।

গৃহস্থ গণ! সকলেই দয়া ক্রিয়া "মঙ্গল ঘট" গৃহে ২
রক্ষা করুন। বেদ বিদ্যাকে স্মরণ করিয়া মা অন্ন পূর্ণার
নাম ক্রিয়া কালীতে বেদজ্ঞ জ্ঞান বর্গের সেবার্থ এক
এক মুষ্টি প্রতি দিন একা করুন ও নিজ ২ বক্ষু বর্গকে
রাগিতে হৃদয়োগ ও উপদেশ করুন। সাঙ্গে ২ সঞ্চিত
তগুলোর সাপাচিত মূল্য বিদ্যালয়ের লেখাপত্রের
নিকট পাঠাইয়া দিবেন। বেদ-বেদ্য পুরুষ সকলের
কল্যাণ সাধন করুন।

দীনাতীন্দ্র
শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ।

বন্দোবস্ত

১। গত মাসে বারানসী বালসজ্জিনী সভার মহামহোৎসব হইয়া গেল। কুমার পরিব্রাজক মহাশয় এই উৎসবে "জীবনের সার্থকতা" বিষয়ে একটি সমোচ্ছাসিত বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভার অতিশয় জনতা বশতঃ অনেক লোকে স্থানান্তরে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। বালক বর্গকে সৎ-শিক্ষা দানই এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য।

২। এই হইতে ৭ই আষাঢ় পর্য্যন্ত সাঁওতাল পরগণায় ফতেপুর হরিসভার বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। এই উৎসবে শ্রীমন্তা গবতব্যাখ্যা, পরিব্রাজকের সঙ্গীত ও ২৪ গ্রহের হরিসঙ্গীতম হইয়াছিল। এই সমারোহপূর্ণ উৎসবে লোকের অতিশয় উৎসাহ বর্জিত হইয়াছে।

শ্রী কীর্তিচন্দ্র সেন তপ্ত।

৩। ১৭ ই হইতে ২২ এ আষাঢ় পর্য্যন্ত মহম্মদ বাজার-কাঁইজুলী (বীরভূম) হরিসভার ৫ম বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে গ্রাম্য দেবতার পূজা, শাস্ত্রব্যাখ্যা, সংকীর্তন ও বক্তৃতা হইয়াছিল। নিকটবর্তী গ্রাম সমূহ হইতে বহুজন-সমাগমে সভা লোকাধীর্ণ হইয়াছিল। অজ্ঞানপন্থিত শ্রীবৃদ্ধ অম্বিকা চরণ বিদ্যারত্ন মহাশয় ৫ দিন সত্বপদেশপূর্ণ বক্তৃতা ও ব্যাখ্যান দ্বারা লোক সমূহকে পরমানন্দ দান করিয়াছেন। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের "সংসার-সমুদ্র" বিষয়ী বক্তৃতাটি অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল।

শ্রী পাঁচকড়ী সরকার।

বেদবিদ্যালয়ের আষাঢ় মাসের আয় ও ব্যয়।

মুষ্টি তিক্কার মূল্য।

শ্রী কালীকুমার রায় শ্রী পুর, ঢাকা	১৫০
" কৈলাস চন্দ্র ওঝা পাটদহ	১১০
" কেদার নাথ গোস্বামী বড়া শ্রীরামপুর	১২১
" রমণীমোহন বসু দিনাজপুর	৮৫০/০০
" বৈকুণ্ঠ নাথ দত্ত মাটবাড়ীয়া	২১০
" শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় ডুমুরদহ	৪৫০
" শ্রীনাথ শর্ম্মনঃ সরকার দিনহাটা	৪১
" তান্মাশ্রম বন্দ্যোপাধ্যায় গৈদাবাদ	২১
" গোপাল দাস বসু সালিখা	১০
" ষারকা নাথ গুপ্ত মাহিগঞ্জ রঙ্গপুর	১০
" কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় গদাইপুর	১৫
" হরি দাস সরকার ভেরিয়া ডিন্ডী	১১
" বনয়ারি লাল সিংহ সাবলদহ	৪১০
" নলিন চন্দ্র রায় মোক্তার সিরাজগঞ্জ	১১
" দীন নাথ পাণ্ডে রামপুরহাট	৪৫০
" কালী চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিলমাড়ীয়া	১০১
৮ কালীধামের বৈশাখ মাহার মুষ্টি তিক্কার মূল্য ১৭/০	
শ্রী হরেন্দ্র কুমার সাম্মাল মীরপুর ঢাকা	৫১০
৭৮৫০/৫	

এক কালীন দান প্রাপ্তি।

শ্রী নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় গদাইপুর	৫৫
" মহেন্দ্র নাথ দাস	নিম্নলা পাহাড় ১১
" প্রিয় নাথ রায় চৌধুরী	ঐ ১১
" কালী দাস বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ ২১
" মাধন লাল ঘোষ	ঐ ১১
" নৃত্য গোপাল সরকার	ঐ ২১

" এক জন ব্রাহ্মণ	সিমলা পাহাড়	১০
" শ্রীনাথ বসু	ঐ	২
" কুচিল মোহন দাস	ঐ	১
" রাম গতি মৈত্র	ঐ	১
" ক, খ, গ,	ঐ	১০
" এ, বি, সি,	ঐ	৪
" কৃষ্ণ লাল ঘোষ	ঐ	২
" দাম্ব কুমার চট্টোপাধ্যায়	ঐ	১০
" দেবেন্দ্র নাথ ঘোষ	ঐ	১০
" কেশব নাথ ভট্টাচার্য	ঐ	১০
" নৃত্য লাল দত্ত	ঐ	১০
" কাশীই লাল দত্ত	ঐ	১০
" অতুল চরণ মুখোপাধ্যায়	ঐ	১
" হারান চন্দ্র	ঐ	১
" শ্রী গোপাল মুখোপাধ্যায়	ঐ	১
" অতুল চরণ চট্টোপাধ্যায়	ঐ	১০
" কৈলাস চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	ঐ	১
" মহেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়	ঐ	২
" উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	১
" নারায়ণ চন্দ্র গুপ্ত	ঐ	১
" অবিলাস চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	ঐ	১
" যত্ন নাথ বসু	ঐ	১০
" উপেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়	ঐ	১০
" জয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	ঐ	১
" জয়দয় নাথ ঘোষ	ঐ	১
" বেনীমাধব ঘোষ	ঐ	১
" আদিত্য প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	৫
" যত্ন নাথ সিংহ	ঐ	১
" সনাতন ধর্ম সভা	ঐ	২১

" মহেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	সিমলা পাহাড়	১
" ঈশ্বর চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	ঐ	১
" গোপাল চন্দ্র মল্লিক	ঐ	১
" কুমুদ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	ঐ	১
" চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় ঢাকা		১/৫
" বিপিন বিহারী বায় গয়া		১০
" যত্ননাথ মহায় ছাপরা		১০

১০৪ ১১/১১

মাসিক বৃত্তি ।

✓ লবঙ্গ সুন্দরী বৃত্তি, কার্জনীয়ার মহারাজার	
প্রদত্ত মাহ জৈষ্ঠ	১০
" নীরেশ্বর মুখোপাধ্যায় সিমলা পাহাড়	৫
" সত্যীশ চন্দ্র রায়	১০
" শ্রী শ্রী মহারাজা দরভাঙ্গা	২০

৩৫৫

বাৎসরিক দান ।

" শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় সিমলা পাহাড়	১
" মোট দান	২১২৫/১১

বায়া ।

" আচার্য্য গণের দক্ষিণা, ছাত্র বৃত্তি	৫৭১/৫
" ছাপাট খরচ	১৩
" মাসুল খরচ	১৫১০
" বাজে খরচ	৩১/৫

মোট বায়া

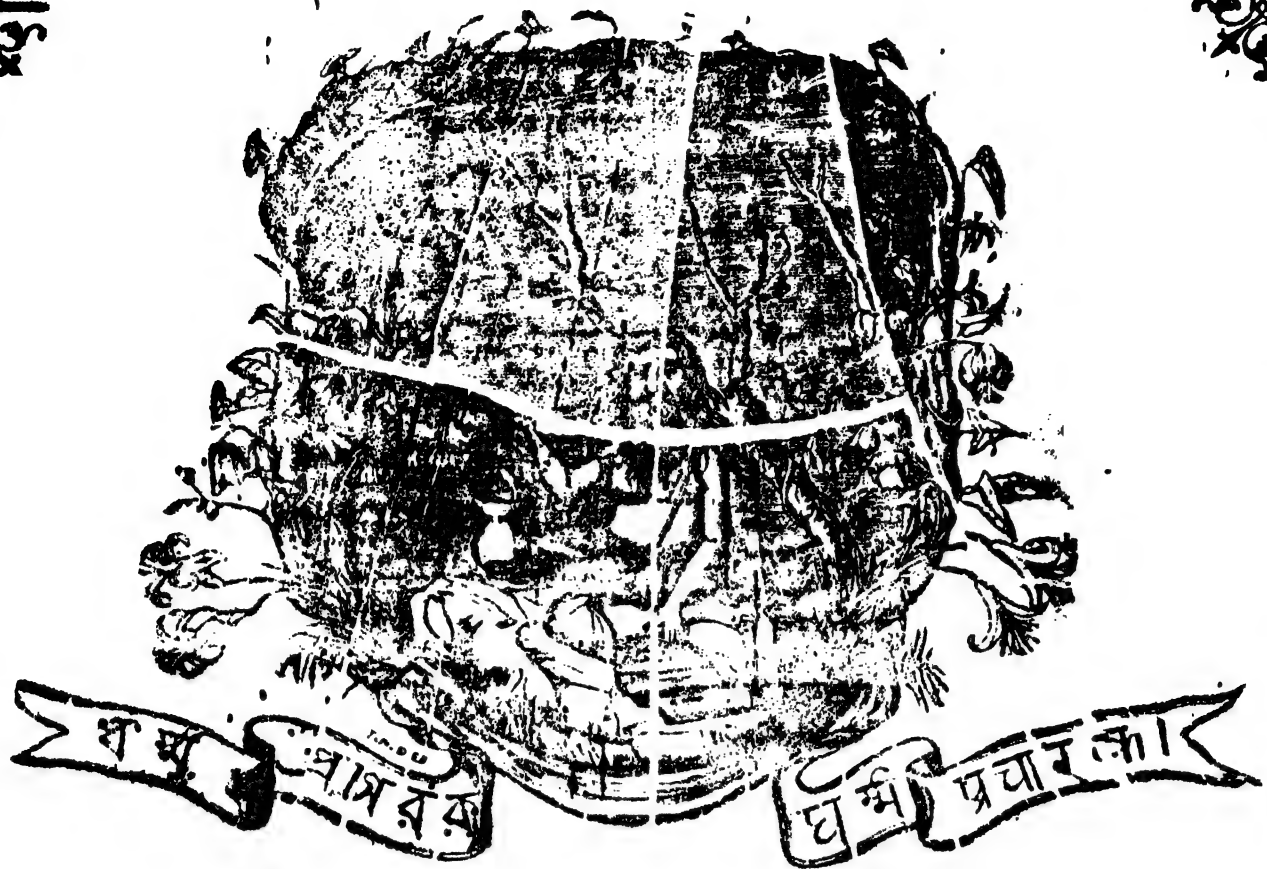
৭৪১/১৫

বাকী

১৪৫

শ্রীতারা প্রথম মুখোপাধ্যায়

লেখাপক্ষ ।



मासिक पत्र

"धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, धर्मोऽपि पापं नुदति, धर्मोऽसर्वं प्रतिष्ठितं,
तस्माद्द्वयं परमं वदति ॥" अतिः.

काशी—भारतवर्षीय आर्य धर्म प्रचारिणी सभा हस्ते प्रकाशित ।

मूति ।

विषय				पृष्ठा
याज्ञवल्क्य-विष्णु	(सम्पादक)	६०
कामाक्षी	(श्रीगुरु पीठकडि बनेनापामायि)	३०
एकनाथ महाराज-चरित	(श्रीगुरु दीननाथ गज्जनापामायि)	३०
काशिक कानागा सदा	(परित्राजक श्रीकानानन्द शर्मा)	३०

१४१ भाग । ५२ संख्या ।

भाद्र मास, शः १८१३ ।

वाराणसी, धर्मार्थ यज्ञालये मुद्रित ।



७ कालीधाम ॥

ধর্ম প্রচারক ।

“কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী, চ তেন ।
অপার সখিং সুখসাগরোন্মিনু, লীনং পরে ব্রহ্মণি যমা চেতঃ ॥

১৪শ ভাগ

৫ম সংখ্যা

“এক এব শুদ্ধকর্মো নিগনেহপ্যমুয্যতি যঃ ।
শরীরেণ মমমাশং সর্বমন্যতু গচ্ছতি ॥”

শকাব্দ ১৮১৩

ভাদ্র মাস

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা ।

(পূর্বস্মরণি)

দেবহিক স্রোতসান্যায়, স্রোতসং ভাষাঃ পরস্মিনাঃ ।

নাক্রাশেহু ওপিনু মৃত্যু জীমনোদ্যুনাতি চ ॥

দেবতা, পুরোহিত, স্রোতক, আচার্য্য, রাজা ও পর-
জী ইহাদেব ভাষা এবং স্রোত, বিষ্ঠা মৃত্তা নিষ্ঠাবন ও
পাত্রমল ইহাদিগকে উল্লঙ্ঘন করিবে না ।

বিপ্রাহি কত্রিয়াহ্মানো নাবজ্জয়াঃ কদাচন ।

আমৃত্যোঃ প্রিয়মাকাজ্জেষ্ম কবিং মঙ্গলি স্পৃশেৎ ॥

ব্রাহ্মণ, মর্প, কত্রিয়া ও নিজাচার প্রতি কখনও
অবজ্ঞা করিবে না । মৃত্যু কাল পর্যন্ত স্রোতসিক
আকাজ্ঞা করিবে । কাহাকেও মঙ্গলীড়ক হুংখ দিবে
মা ।

দূরাত্তচ্ছিন্তে পিন্মৃত্তে পাদাস্তাসি সমুৎসৃজেৎ ।

অতিশুচ্যুদিতঃ সম্যগ্ নিতামাচারমাচরেৎ ॥

উচ্ছিন্তে মল, মৃত্তা ও পাদ প্রক্ষালন-কল দূরে
নিক্ষেপ করিবে । অতিশুচি ও শুচি কথিত আচারমাশ
নিত্য নিয়মিত রূপে অনুষ্ঠান করিবে ।

গোব্রাহ্মণানসামানি নোচ্ছিন্তো ন পদা স্পৃশেৎ ।

ন নিন্দাতাড়নে কুর্য্যাৎ স্ততঃ শিষ্যক তাড়য়েৎ ॥

গো, ব্রাহ্মণ, অগ্নি, ও অম ইহাদিগকে অশুভা-
বহায় কিম্বা পদ দ্বারা স্পর্শ করিবে না । কাহারও
নিন্দা বা তাড়না করিবে না । কেবল পুত্র ও শিষ্যের
তাড়না করিবে ।

কর্মণা মনসা বাচা যজ্ঞাকর্মং সমাচরেৎ ।

অশ্বর্গ্যং লোকবিধিষ্ঠং ধর্ম্যমপ্যাচরেন্নতু ॥

কর্ম, মন ও বাচ্য দ্বারা যজ্ঞ পুণ্যক ধর্ম্যাচরণ
করিবে । যাহাতে স্বর্গ লাভ হয় না, ও যাহা লোক-
বিধিক, তেমন ধর্ম্যম আচরণ করিবে না ।

মাতৃশিউতিথি ভ্রাতৃ ভাষি সমস্ক মাতুলৈঃ ।

বৃদ্ধ বালাতুরাচার্য্য বৈদ্যসংশ্রিতবাক্কবৈঃ ।

ঋত্বিক্ পুরোহিতাপতা ভাষ্যানাস মনাতিথিঃ ।

বিবাদং বজ্রমিহাতু সর্বান্-লোকান্ জয়েৎ গৃহী ॥

মাতা, পিতা, অতিথি, ভ্রাতা, সখ্যা জী, সমস্কী,
মাতুল, বৃদ্ধ, বালক, ভ্রাতা, আচার্য্য, বৈদ্য, আশ্রিত
বাক্কব, ঋত্বিক্, পুরোহিত, পুত্র, ভাষ্যা ও মহোদর
ইহাদেব সহিত বিবাদ যে গৃহস্থ পরিবর্তন করেন,
তিনি সর্বলোকজয়ী হন ।

পঞ্চ পিতৃনশুকৃত্য ন স্রায়াৎ পরবারিষু ।

স্রায়ান্নদী দেবথাত হুদ প্রত্সবণেষু চ ।

অন্যের জলাশয়ে পঞ্চ পিতৃকৃতি মৃত্তিকা না

উঠিয়া স্নান করিবে না । নদী, দেবখাত (পুকুরাদি) হ্রদ ও বারগার জলে স্নান করিতে হইলে উক্ত নিয়ম মানিবার প্রয়োজন নাই ।

পরশম্যাসনোদ্যান গৃহগানানি বর্জয়েৎ ।

অগ্নিহোত্রবিহীনস্য নামমদ্যাদনাপদি ॥

আপৎকাল ভিন্ন অন্য সময়ে অশ্রুয়তি ব্যতিরেকে অন্যের শয্যা আসন উদ্যান, গৃহ ও যান কদাচ উপভোগ করিবে না । এবং অগ্নিহোত্রবিহীন ব্যক্তির অন্ন বিপত্তি কাল ভিন্ন ভোজন করিবে না ।

ক্রমশঃ ।

জন্মান্তর ।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান দর্শনাদি আমদানী হইবার পূর্বে ভারতবর্ষের হিন্দু মাত্রেই পরলোকে কেবল বিশ্বামী ছিলেন । তাই একজন চার্লস-শম্বা, এবং নাস্তিক নৈয়ায়িক পরলোকের অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দেহান্বিত হইয়া রথ বাগ্জাল বিস্তার করিয়া নিজ ধৃষ্টতা এবং পাণ্ডিত্য দেখাইত । পরন্তু তৎকালের সমাজের তত্ত্বি এই পারলৌকিক বিশ্বাসের উপরই স্থাপিত ছিল—স্বতঃ সিদ্ধির ন্যায় সকলেই অবনত মস্তকে ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করিত । সমাজের শাসন-ব্যবস্থাও এই বিশ্বাসের পরিমাণে নির্মিত ছিল । সে মরল বিশ্বাসের দিন আর নাই ; পাশ্চাত্য প্রত্যক্ষবাদের প্রবল প্রবাহে হিন্দুর কোমল এবং মল্লহ প্রকৃতি বক্র এবং উগ্র হইয়াছে । এখন সকল কথার প্রমাণ প্রয়োগ চাই ; প্রত্যেক আচার ব্যবহারের উপকারিতা এবং উপযোগিতা জনে ২ সকলকেই বুঝাইয়া দিতে হইবে ; নচেৎ উচ্ছৃঙ্খল, উদ্ধাম শিক্ষিত হিন্দুযুবক ভ্রষ্টাচারে দেশ ডুবাইয়া দিবে । যে মহাভয়ে লোক ভ্রান্ত এবং শিক্ষিত হইয়া পাণকার্য্য হইতে এবং সমাজের রুচিবিরুদ্ধ ব্যবহার হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইত, বাহার অন্য হিন্দু সাধু, শাস্ত্র এবং নিষ্ঠা-

বাস ছিল ; সেই মহাভীতি-চিত্ত শিক্ষিত হিন্দু দৃষ্টির সম্মুখ হইতে অপসারিত করা হইয়াছে । কাগেই আর তেমন গিহয়-বিনয় ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না । এবং আধুনিক শাস্ত্রব্যখ্যাতা আচার্য্যগণ সমাজ-রক্ষার উদ্দেশে জন্মান্তরের উপর পুনঃ বিশ্বাস সংস্থাপনের আশায় যুক্তি বিচারের অবতারণা করিতেছেন । পরন্তু প্রত্যক্ষবাদের দ্বারা আমাদের বুদ্ধি অত্যন্ত বিকৃত হইয়াছে, এখন আর Apriori reasoning (অর্থাৎ প্রথমেই কারণ নির্দেশ করিয়া কার্য্যফলের অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত করা যায় যে যুক্তি দ্বারা) করিলে আমাদের বিশ্বাস হয় না ; এখন সকল বিষয়ই যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা-করিয়া, দেখাইয়া, শুধাইয়া বুঝাইয়া দিলে তবে বিশ্বাস হইবে । কিন্তু জন্মান্তরের কথা যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষিত এবং নির্দোষ হইয়া কঠিন, স্তব্ধতাঃ আমাদের গণের মাটির উপর বিশ্বাস করা কঠিন হইয়া পড়িতেছে । সম্প্রতি প্রাণিতত্ত্বের (Biology) এবং মনস্তত্ত্বের (Psychology) অনেক গুলি মতন বাপার আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং সেই জন্য ইউরোপের বিজ্ঞানবিদ পাণ্ডিত্যগণের মধ্যে আবার জন্মান্তর লইয়া বিবাদ বিতর্ক আরম্ভ হইয়াছে । আমরা সেই সকল তর্কবিচার কিছু ২ অনুবাদ করিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-প্রিয় শিক্ষিত গণকে উপহার দিব বাসনা করিয়াছি । এই প্রবন্ধে তাহার স্কুল ২ সিদ্ধান্তগুলিই সমিবেশিত হইল ।

নানা পদার্থের সমাবেশে সমুদ্যমেই নির্মাণ হইয়াছে । এই সকলের সমষ্টি-শক্তি হ্রাস হইলে দেহান্ত হয়, স্তব্ধতাঃ নিরবয়ব স্বাধীন আত্মা বলিয়া সমুদ্যমেই কিছুই নাই । সমুদ্য পদার্থনিচয়ের রাসায়নিক শক্তি ফল মাত্র । কিছু দিন পূর্বে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদগণের মধ্যে সমুদ্য-সৃষ্টি-বিষয়ে এই বিশ্বাসই ছিল । স্তব্ধতাঃ তাঁহারা বুঝিতেন এবং দর্শনজনে বুঝাইতেন যে সৃষ্টাই জীবনের পারিসমাপ্তি ; পরজন্ম

ধর্ম্মস্বাক্ষরগণের প্রবন্ধনার কথা মাত্র। কিন্তু বর্তমান শারীরতত্ত্ববিদগণের নিকট শুনা গিয়াছে যে জীব-মাত্রেরই, বিশেষত স্তন্যপায়ী (Mammalia) জন্তুগণের সৃষ্টি জীবগুণ সম্মিলনের দ্বারা হইয়া থাকে। মাতৃগর্ভে ক্ষুদ্র ২ জীবগুণ (Spermatozoa) মাতৃগর্ভের (ovum) সহিত সংযুক্ত হইয়া জরায়ু কোঠেরে স্নায়ুগুণ অবলম্বন করিয়া সম্ভ্রান সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই দুইটিই সজীব। বৃহৎ মনুষ্য অথবা হস্তিশরীরে জীবনের যে সকল ক্রিয়া হইয়া থাকে, পুরুষ জীবগুণ (sperm) দ্বারাও সেই সকল কার্য্য হয়। উহারা আহাৰ করে নিশ্বাস ত্যাগ করে, উহাদের গতি আছে ; অথচ আকারে, উহারা জীবাণুতীর অণুসীকণ দ্বারা দশলগ্ন। এতই ক্ষুদ্র। অতএব বুঝা গেল যে জরায়ুকোঠে চূর্ণ এবং হরিদ্রার সমাবেশের ন্যায় দুই তরল পদার্থের সংমিশ্রণে জীবসৃষ্টি হইল না ; তদনন্তর দুইটি সজীব সম্ভ্রান কীটগুণ আলিঙ্গনে পুরোৎপত্তি হইল। তবেই স্বীকার করিতে হইবে যে তড়িৎ আদি পদার্থশক্তির ন্যায় মনুষ্য জীব কেবল মাত্র ক্ষুদ্র শক্তি নহে। অবস্থা-বিশেষে, স্থানের গুণে এক ক্ষুদ্রজীব সম্ভ্রানিত, সংরক্ষিত এবং সংপুষ্ট হইয়াছে। মনুষ্যাকার হইবার পূর্বেই জীবসৃষ্টি হইয়াছে। জ্ঞান বিকাশের পূর্বেই বটনীজনিত বুদ্ধিশক্তির ন্যায় জীবগুণ মাতৃশক্তি-প্রবাহিত রক্তস্রোতকে ঘনীভূত, মাংসল এবং মাংসয-করিয়া দেয়। অথবা বলিধি কি যে জীবগুণের উৎপত্তি অনাদি, অনন্ত, অজ্ঞেয়। কারণ এখন ইহা সম্যক প্রমাণিত হইয়াছে যে বৃক্ষ, লতা, পাতা, পশু, পক্ষী আদি স্থাবর জন্তুসমূহ সকল জীবন্ত পদার্থই জীবগুণ (Protoplasm) সম্মিলনে—সমষ্টিতে উৎপন্ন হইয়া থাকে ; জীবের সহায়তা ব্যতীত প্রাণী সৃষ্টি হইতে দেখা যায় না। কেবল জড়পদার্থের সমাহারে সজীব, সম্ভ্রান, মচল কিছুই উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব। এবং যখন পৃথিবী রাশ্মির ফুটন্ত জলপূর্ণ ছিল, তখনও

সেই জ্বলিত প্রচণ্ড উত্তাপের মধ্যেও সজীব পদার্থ বাস করিত ; সে আজ একাটি ২ বৎসর হইয়া গেল, কত যুগ-যুগান্তর উল্টাইয়া গেল। স্তব্ধতা বলিতে পারা যায় যে, যে অপূর্ণ সামগ্রী দ্বারা কীটগুণ সজীবিত, তাহা ক'ট শরীর হইতে সম্পূর্ণ স্বাদীন, অথবা যে জীবগুণের প্রাণশক্তি দ্বারা মনুষ্যসদেহের উৎপত্তি তাহা উহার স্বাদীন নহে, অনেকাংশে স্বাদীন।

অতঃপর Heredity পৈত্রিকত্বের কথা বুঝিতে হইবে। যে শক্তি দ্বারা পুঁজু পিছপিতামহের আকার, প্রকৃতি রোগাদি গ্রহণ করিয়া থাকে তাহাই Heredity অথবা পৈত্রিকতা। পিতা মাতার অনেক দেহ-গুণ আমরা পাইয়া থাকি। অনেক চিকিৎসক বলেন যে তিন চারি পুরুষ উদ্ভেদে যে রোগ বা স্ত্রী-রোগ প্রকাশিত ছিল তাহাদের আবার প্রাপৌত্রে অথবা প্রাপৌজ-পুত্রে বিকশিত হইতে দেখা যায়। পিতা, পিতামহ যে গুণ পাইলেন না। যে সকল রোগ ভোগ করিলেন না ; হঠাৎ এবং বিনাকারণে প্রাপৌজ সেই সকলের অধিকারী হইল। ইহার প্রকৃত কারণ খুঁজিয়া শির করা কঠিন। কেবল মাত্র নিজের পদার্থ সকলের সংমিশ্রণে এমনটি হইতে পারে না। তাই বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিৎ হার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) বলেন যে “Two factors must be recognised at work during the development of any organism, a combination of internal forces that expend themselves in working out a structure in equilibrium with the forces to which ancestral organisms were exposed ;” অর্থাৎ জীব সৃষ্টির জন্য দুইটি শক্তি আবশ্যক। প্রথমতঃ জীবগুণের সংমিশ্রণ, দ্বিতীয়তঃ আন্তরীণ এমন গুটিকতক শক্তি আবশ্যক যাহারা দেহোৎপত্তি করিবার সময়ে গৈতুকসত্তাকে সামঞ্জস্য ভাবে রাখিতে পারে। প্রাচীন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও বলিতেন যে অণুসংযোগে [আধুনিক জীবগুণ আলি-

মনে] এবং পৈত্রিক সত্য সহায়তায় জীবসৃষ্টি হইয়া থাকে । স্তম্ভ্যং বুঝিতে হইবে যে পৈত্রিকই একটি ভিন্ন সামগ্রী । রাসায়ন শাস্ত্রে আছে যে দুইটি প্রাতি-পদিক পদার্থের সংযোগে যে যোগরূপি অথবা দৌগিক সামগ্রী উৎপন্ন হইবে তাহাতে উৎপাদক প্রাতি-পদিকের গুণ থাকিলেও থাকিতে পারে । পরন্তু দেহেৎপত্তি ব্যাপারে যে দুই জীবাণু সম্মিলনে জগৎসৃষ্টি হয় তাহাদের মধ্যে প্রথমেই যে কোন রাসায়নিক ক্রিয়া হয় ইহার, কোন প্রমাণ মাই । উহার ন্যূনতম হইলে পরে দেহরক্ষা এবং সংবর্ধনের জন্য নানা প্রকারে রাসায়নিক ব্যাপার ঘটিয়া থাকে যটে । কায়েই বলিতে হইবে জীবাণুগণ পিতৃসত্তা-বাহী । কেননা আবিরূত এবং সর্বজন-সমাদৃত কোন জড়বিজ্ঞানের কোন ঘটনা দ্বারা ইহার অন্যথা হইতে পারে না এবং জীবলোক বাতীত অন্য কোন প্রাকৃতিক ঘটনায় এমন আশ্চর্য্য সম্মিলনকাণ্ডও দেখা যায় নাই । প্রথম পুরুষে যে গুণ বা ব্যবহার প্রকাশিত ছিল, তাহা কোন মহাশক্তির রূপায় যষ্ঠ বংশধর পাইলেন, যুক্তি কোমলের দ্বারা ইহার স্থির সিদ্ধান্ত করা অসম্ভব কিন্তু আয়তানীন নহে । অতএব এখন ইহা এক প্রকার সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করা যায় যে সৃষ্টি এবং প্রস্তুত 'মলাটয়া - মিশাটয়া' একটি দেহ নিম্নিত হয় ; অথবা দুইটি সজীব, সচল, সজ্ঞান প্রাণী চির—আলিঙ্গনে একটি দেহসৃষ্টি । এবং পৈত্রিক রাসায়নিক শক্তি নহে, ইহা এমন কিছু যাহা এখনও বুঝায় না ;—ইহা অপূর্ণ—অনন্সৃত ।

এখন বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত ল্যামার্কের (Lamarck) "অবস্থাবাদ" বিষয়ের একটু আলোচনা আবশ্যক । "The infinite delicate variations in the world of organic beings are owing to the intense irritability and susceptibility to molecular changes of protoplasm, and the consequent action

of the environment upon it. Natural selection evoked some unknown forces vaguely of the nature of will." অতি সামান্য কারণেও যদি পারমাণব ব্যবস্থা সঞ্চালিত হইয়া যায় তাহা হইলে জীবাণুগণের পরিবর্তন সম্ভবে । পারিপার্শ্বিক অবস্থাবিশেষের গুণে জীবদেহে মানসিক শক্তির (will force) নাম কোন বিবর্তনশীল শক্তি প্রকাশিত হয় । সামান্য তাপে অথবা শৈত্যে অথবা তড়িৎ শক্তির যৎসামান্য সংপ্রসারণে পারমাণব জগতে একটা বিরাট বিবর্তন ঘটিয়া থাকে । প্রাতি পলে ২ বিঘের অনন্ত পরমাণু বিস্তারে প্রায় কাণ্ড হইতেছে । এবং জীবাণুগণ (Protoplasm) এই পরমাণুর গোলমাল বড়ই অশুভব করিয়া থাকে । উহাদের একটু উলট—পালটে জীবাণু অস্থির হইয়া পড়ে । পূর্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি যে সৃষ্টি জগতের যাবৎ জীবলোকই এই জীবাণুগণের সংযোগ, সংমিশ্রণে এবং সমাহারে উৎপন্ন হইয়াছে । জীবাণু (Protoplasm) আর কিছুই নহে কেবল ("The elementary form of living matter, the basis of life both in animals and plants. ") জীবন্ত পদার্থের আদিকারণ—পুষ্টিজনক বিশুদ্ধ জন্তু এবং পাদপগণের প্রাণিদের সৃষ্টি কৰ্ত্তা । স্তম্ভ্যং জীবাণুর পরিবর্তনে বৃহৎ প্রাণীরও পরিবর্তন অবশ্যস্বামী । অর্থাৎ জল বায়ুর, অথবা স্থানীয় কোন বিশেষ কারণে যে প্রাণীর পরিবর্তন হয় তাহা কেবল রাসায়নিক ক্রিয়াফলই নহে, জীবাণুগণের বিকার মাত্র । এবং এই পারিপার্শ্বিক বিবর্তনের জন্য মানসিক শক্তির (will power) ক্ষুধি অথবা পরিপুষ্টি হয় । দূরত্ব নিচারণ, বর্ণ-নিচারণ, অশুভুতি, ক্ষুধি, স্মৃতিশক্তি আদি কেমন করিয়া পারিপার্শ্বিক পদার্থ সম্মুখিত প্রকৃতি হইয়া থাকে, তাহা মনস্তত্ত্বের আলোচ্য বিষয় । আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সকল কথার বিস্তার বিবরণ অসম্ভব । আপাততঃ মানিয়া লওয়া যাউক যে মনের বিকাশ

বাহ্যাবস্থা বাহ্যিক লাইনার 'ও'নে হয় । তাপতেজের সাহায্যে কোন রাসায়নিক পদার্থ-শক্তি জন্য মনের বিকাশ হয় না, পরন্তু পরিমাণের সঞ্চালনে জীবগুণের বিকাশ জন্য । এই জীবগুণকে মনস্বী এবং স্বেচ্ছাযুক্ত বলিয়া মনে হয় । উদাহরণ্য গাতিশীল, জীবনধারণ-যোগ্য কার্য্যপটু ; এবং যতদূর পরীক্ষিত হইয়াছে এই সকল ক্রিয়া প্রবৃত্তি ও ইচ্ছাশূন্য হয় না । তবেই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে অবস্থার সজ্ঞাতে জীবগুণ বিকশিত জন্য বৃহৎপ্রাণীর মনের উৎপত্তি । কেননা ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে জীবগুণের সমষ্টিতে মনুষ্যাত্মার সৃষ্টি—মনুষ্যদেহের উৎপত্তি । এবং যদি পরিমাণের পরিবর্তনে জীবগুণের আঘাত প্রাপ্ত হয় এবং ক্রেশা বোধ করে, তাহা হইলে সর্গষ্টি-শক্তিতেও সেই ক্রেশা-মুভব সঞ্চালিত হইবে । জীবগুণ বাহ্যিক গুণ সমষ্টিতে থাকিবেই । এই ক্রেশামুভব সমষ্টি মনুষ্যাত্মা এবং মনুষ্য শরীরে সংক্রামিত হইলে, মাঝাতে এই যন্ত্রণা বিদূরিত হয় তাহাবই জন্য মনুষ্য চেষ্টা করিবে । এই চেষ্টা (Natural selection) হইতেই মনঃশক্তির বিকাশ । কেননা গুণক্রিয়া প্রকৃতির অনুকূল অবস্থা সন্নিবেশ হইলেই ক্রটিব এবং প্রবৃত্তিব প্রস্ফুটন হইবে । ক্রমেই বলিতে হয় যে জীবগুণ মনঃ সমষ্টিতে বৃহৎ প্রাণীর উচ্চার বিকাশ ।

ইহা এখন প্রশ্নগম্য হইল যে নিকট পদার্থ সংযোগ জন্য রাসায়নিক ক্রিয়ার কল মনুষ্যদেহ এবং মনুষ্যাত্মা নহে । জীবগুণের সম্মিলনে এক স্বাভাবিক উপায়ে জীবসৃষ্টি । সুতরাং পক্ষে পক্ষ মিশিলে যে জীবাত্মা বিলীন হইবে ইহা সত্য সিদ্ধান্ত নহে । এবং মেদ-মাংসবসাপূর্ণ শারীর-ক্রিয়া হইতে মনুষ্যের উচ্চাশক্তি যে স্বাধীন—স্বতন্ত্র তাহা প্রমাণ করিতে পারিলে আমাদের বিচারা বিষয়ের সংসিদ্ধান্তে অনেকটা অগ্রগতি হইতে পারিবে । আমাদের দেশের মুকালের বুদ্ধগণ “বাড়ফুক” ব্যাপার বড়ই বিশ্বাস করিতেন । ইদানীং খিওমফীর,

কল্যাণে ‘Mesmerism’ ‘Hypnotism’ আদি বস্তুপার অনেক চক্ষে দেখিয়াছেন, এবং কেহ কেহ নিজেরাই উহাতে পটু । এই মেস্মেরিজমদ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে “our normal consciousness as representing only a fragment of the activity going on in our brains. No known form of human consciousness manifests or comes near to manifesting the total self; and consequently, that the empirical or superficial consciousness, with which we habitually identify ourselves, can only discover, indirectly and inferentially, by experiment and artifice, the extent of our intellectual being. We know not what fraction of ourselves it may be which till now we have taken for the whole.” (Prof. Myers) আমাদের এই সাধারণ এবং স্বাভাবিক ক্রিয়া দ্বারা আমরা যে দেখিতে শুনিতে, বুঝিতে পারি, যে অনুভূতিজ্ঞান আমাদের আছে, তাহা আমাদের মস্তিষ্কস্থিত এক পূর্ণজ্ঞানের অংশ মাত্র । এই মেস্মেরিজম—মুষ্টি-শক্তি শালী, স্বথ-শাস্তি বিলাস-বৈতর্ক্য ভোগী আমাদের সাধারণে প্রকাশিত আদিভূজ্ঞান ইহা পূর্ণা-জ্ঞান কতটুকু অংশ তাহা বলা যায় না । অনেক রোগী পরীক্ষা করিয়া, অনেককে মেস্মেরোইজ করিয়া, ইউরোপের প্রধান ১ পণ্ডিত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন । তাঁহারা বলেন যে আমাদের মস্তিষ্কের দুইটি স্তর আছে ; একটি সংকুচিত এবং অপরটি প্রকাশিত । মেস্মন দুইটি মানুষ একঘরে শয়ন করিয়া আছে, একজন গাঢ় নিদ্রাভুক্ত এবং অপর জন জাগ্রত ও ক্রিয়াশীল । নিদ্রিত ব্যক্তির ঘুম ভাঙ্গিলে সে উঠিয়া, সজাগ বক্তৃতা বিস্তার দিবার জন্য ঘুম পাড়াইতে পারে । তেমনি আমাদের সংকুচিত স্তর বিকশিত এবং প্রফুল্লিত হইতে পারে, এবং অপরটি সংপুটিত হইয়া যায় । উৎকট বোগ শাস্তির পরে অনেককে নূতন মানুষ হইতে দেখা গিয়াছে ; নূতন

ধৃতি, নৃতন, স্মৃতি সবই নূতন । ফরাসীস পণ্ডিত De Puységur প্রথমে আধুনিক বৈজ্ঞানিক নিয়মে এই আত্মতত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ করেন । তাঁহার দেখাদেখি এবং তাঁহার বিচারে পরাজিত হইয়া অনেক বিজ্ঞ এবং প্রাচীন পণ্ডিত ইহার আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন । কেবল উপরোল্লিখিত তবুই প্রকাশিত হয় নাই । আর একটি মানসিক অদ্ভুত-ব্যাপার উদঘাটিত হইয়াছে । উহার নাম Telepathy টেলিপ্যাথি । The direct action of mind upon mind at a distance without the agency of the recognised organs of sense is a fact in Nature. স্বভাবিক মধ্যস্থ বিময় ব্যতীত একটি মনের উপর দূরস্থিত আর একটি মনের ক্রিয়া হইতে দেখা যায় । পরীক্ষা করিয়া দেখান হইয়াছে যে একজন বন্ধুর প্রতিমূর্তি বিদেশস্থ অন্যবন্ধুর চিস্তাসম্মুখে প্রতিভাত করা যায় । পুস্তকের মৃত্যুর কিঞ্চিদূরপূর্বে দূরস্থতা মাতার মেন চক্ষের সম্মুখে মৃত্যুসঙ্গী-চঞ্চল কাতরতামাখান পুত্রমুখ প্রতিবিস্ত হইয়াছে । এই দুই স্থলেই বন্ধু এবং মাতা পরীক্ষার এবং পুস্তকের মৃত্যুর কোন সংবাদই জানেন না । ফরাসীস বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ রাইবট সাহেব [M. Ribot] মার্কিন প্রোফেসর জেমস, [Professor James of Harvard] এবং বিলাতের প্রোফেসর সিজউইক [Professor Sidgwick of Cambridge] ইহার বিশেষ অনুসন্ধান এবং আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন । তার পর আরও একটি মানসিক অদ্ভুত ব্যাপার জানা গিয়াছে । উহাকে "Automatic phenomenon of the mind" বলে । উহা চিত্তের নিরবলম্ব এবং স্বায়ম্ভুব কার্যশক্তি । যাহা একবার চিত্তে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা আবার প্রকাশিত হইবে । যাহা মনুষ্য বিশেষের অজ্ঞাত, কিন্তু বন্ধুর অপবা পরিজন বর্গের জানা থাকায় প্রথম মনুষ্যবিশেষের চিত্ত হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে । এবং যাহা কাহারও জানা

নাই, কোন বন্ধু জানে না, বহুদিনের মৃত ও অজ্ঞাত কোন ব্যক্তি জানিত তথাঃ মনঃশক্তির দ্বারা সেই সকল ব্যাপার বিকশিত হয় । এই তিন প্রকারের (Automatic action) নিরবলম্ব মানসিক ক্রিয়া আছে । পদার্থতত্ত্বে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে কোন পারমাণব বিময় মধ্যস্থ না থাকিলে ক্রিয়ার বিকাশ অসম্ভব । জড় এবং শক্তি অঙ্গাঙ্গীভাবে রহিয়াছে । যাহা শক্তি ক্রিয়া, তাহা জড়মধ্যস্থ পরিচালিত এবং প্রস্ফুটিত ক্রিয়া । পরস্তু উপরে মেস-মেরিজম্, টেলিপ্যাথি, অটোম্যাটিক ক্রিয়াদির যে বিবৃতি দিলাম তাহা কোন জড়মধ্য দ্বারা বিকশিত হয় না—উহার নিরবলম্ব এবং স্বতন্ত্র । তাই মনঃশক্তি অন্য মনের উপর ক্রিয়া করিতেছে অন্যমনকে ভাবাইতেছে, হাঁসাইতেছে, বাহা ইচ্ছা তদনুরূপ তাহাকে নাটাইতেছে । মানসিক ক্রিয়ার ক্ষুদ্রী জড়-শক্তি দ্বারা হয় না । তাই প্রোফেসর মায়ার্স [Professor Myers] বলিতেছেন যে "The study of cases of this type has gradually convinced me that the least improbable hypothesis lies in the supposition that some influence on the minds of men on earth is occasionally exercised by the surviving personalities of men departed." এই সকল দেখিয়া অনিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছে যে মৃত এবং পরলোকগত ব্যক্তিগণ জীবিত এবং পৃথিবীবাসীগণের মনের উপর বিশেষ ক্রিয়া করিয়া থাকে । নহিলে অন্য কোন উপায়ে এই সকল ব্যাপার বুঝান যায় না । বড় ২ বিজ্ঞ পণ্ডিতে এই সকল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা এই সব নূতন তত্ত্ব জগতে ব্যাখ্যা ও প্রচারিত করিয়াছেন । তবেই স্বীকার করিতে হইবে যে জন্মান্তর আছে, পরলোক আছে, এবং জীবাত্মা অজড়, অপার্থিব, অজ্ঞেয় ও অ-শরীরী । কারণ পদার্থ-বিদ্যার যে জ্ঞানের পুঁটুলি আমাদের আছে তাহা দ্বারা এই সকল সাম্প্রতিক

আবিষ্কৃত ব্যাপার বুঝান এবং নির্দেশ করা যায় না। বিশেষতঃ ইংরাজী তর্ক বিচারে a posteriori বিচার প্রশস্ত। অর্থাৎ দশ স্বামে, দশাবস্থায় দশ প্রকার পদার্থের পরীক্ষা করিয়া একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যাহার দ্বারা। পাশ্চাত্য জগতে যত কিছু আবিষ্কার উদ্ভাবনা হইয়াছে তাহা এই উপপত্তি বিধি দ্বারা। জড়তত্ত্বের যতটুকু আমরা জানি, যে সকল শক্তির গতি এবং পরিণতি গণনায় নির্দ্ধারিত করিতে পারি সে সকল কোন সিদ্ধান্ত দ্বারায় নবা বিষ্কৃত মানসিক ব্যাপার বুঝান যায় না। এবং জন্মান্তর, আত্মা ইত্যাদির বিষয় প্রাচীন ঋষিগণ নাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা গ্রাহ্য করিলে এই সকল ব্যাপারের সত্য সামঞ্জস্য হয়। এতদ্ব্যতীত তর্ক শাস্ত্রানুসারে জন্মান্তর অস্বীকার করিলে, জন্মান্তরও নাই। কারণ বর্তমান বিশ্বতত্ত্বের ইহা প্রধান সিদ্ধান্ত যে স্বাভাবিক কোন ক্রিয়াই স্বতন্ত্র ঘটনা নহে, সকল পরিদৃশ্যমান ব্যাপারগুলিই একটা বিরাট বিশ্বপ্রথার (universal system) আংশিক প্রস্ফুরণ মাত্র। সুতরাং মানসিক এই সকল ব্যাপারগুলিকে একলা ছাড়িয়া দিলে হইবে না, ইহাদিগকে বিশ্বপ্রথার সহিত মিলাইয়া মিশাইয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে।

যদি স্বীকার কর যে মেসমেরিজম সত্য, টেলিপ্যাথি সত্য, ক্লেয়ারভোয়েন্স সত্য, অটোম্যাটিক ক্রিয়া সত্য, জীবাণু আলিঙ্গনে প্রাণিসৃষ্টি সত্য, তাহা হইলে স্বীকার করিতেই হইবে যে জন্মান্তর আছে। স্বীকার করিতে হইবে যে এই চমৎকার বিরাট সমুদায়ী ক্রিয়া জলবৃক্ষের ন্যায় “ফুটিল আর নিভিল” ব্যাপার নহে। ইহা পরস্পরাগত, নিয়মাদীন এবং সন্মতন। শুধু তাহাই নহে, পরলোকগত আত্মা ইহলোকের প্রাণীর উপর কাৰ্য্য করে—ক্রিয়া সমাপ্তি হয় না। পরিশেষে আমরা একটা পুৰাতন কথার আলোচনা করিব। ইহা বিখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত সফ্রেতীস(Socrates)

এবং তাহার প্রিয় শিষ্য প্লেটো [Plato] মহোদয়ের “Doctrine of Reminiscence” অর্থাৎ সংস্কার তত্ত্ব। তাহারা বলিতেন যে সত্যঃমস্তিষ্কান, সংগীত অনুভূতি শক্তি রূপ এবং মাধুর্য্যাত্মকবস্তু সকল পূর্বে জন্ম-সংস্কার। সে কারণ লোকে জন্মান্তর মানিত কাগেই তাহাদের একথা সকলেই অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু পরে পাশ্চাত্য জগতে জড়তত্ত্ব প্রচারিত হইল, লোকেও জন্মান্তরের কথা ভুলিল। এবং ইহাদের কথাও সকলে হাঁসিয়া উড়াইয়া দিল। সম্প্রতি জগদ্বিখ্যাত জীবতত্ত্ব বাণীগণের শিরোমণি প্রফেসর পণ্ডিত ওয়ালেস(Professor Wallace) প্লেটোর এই সংস্কার তত্ত্ব প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি বলেন যে “These sudden increments of faculty—mathematical, musical, and the like, which occur without apparent hereditary cause, indicate some access of energy out side the order of purely terrene evolution.” এই হঠাৎ প্রাপ্ত বৃত্তি সকল কোন অপার্থিব শক্তি দ্বারা উদ্ভূত হইয়া থাকে। কারণ পৈত্রিকত্ব [Heredity] দ্বারা ইহার কারণ নির্দেশ করা যায় না। প্লেটো আরও একটা কথা বলিয়া গিয়াছিলেন, যাহা একদিন অনাদৃত ছিল। আবার সত্য এবং প্রকৃত বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তাহার ব্যাখ্যাত “close connection of psychosis and neurosis or to every observable thought or emotion of man there corresponds some change or movement in the material substance of the brain.” অর্থাৎ মানসিক পরিবর্তনানুযায়ী মস্তিষ্কের তরল পদার্থের পরিবর্তন হইয়া থাকে। যেমন ২ মনের উন্নতি অথবা অবনতি হইবে মস্তিষ্কের গঠনপ্রণালীও তদনুরূপ স্ফীত অথবা কুঞ্চিত হইতে থাকিবে। অন্য-কথায় বলিতে হইলে বলিব যে মানসিক শক্তি মস্তিষ্কে পরিচালিত করে। যেমন সুগায়ক ভগ্ন বীণায় সংগীত করিতে অক্ষম, তেমনি মন বিকৃত

মস্তিষ্ক লইয়া কার্য্য করিতে অপটু । মন কৰ্ত্তা, মস্তিষ্ক করণ এবং অনুভূতিনিচয়কর্য্য । সুতরাং মন স্বাধীন, এবং যে নিয়মে জড় জগৎ পরিচালিত হয়, যে নিয়মে নিজস্ব পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি ও পরিণতি হইয়া থাকে ; সেই নিয়ম প্রণালীতে মন শাসিত' এবং সংপৃক্ত হয় না । সুতরাং একটী মনোময় জগৎ অনুমিত কল্পিয়া মনের স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকার করিলে উপপত্তি-বিমিতে কোন দোষ ঘটে না । তাই 'আধুনিক, চিন্তা-শীল, বিজ্ঞ পাশ্চাত্য শাস্ত্রাবলম্বণ দীর্ঘ ২ মনের এবং আগ্রার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছেন । এখনও প্রাণী-বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান শৈশবাবস্থায় রহিয়াছে । কত কথা জানিবার, কত বিষয় বুঝিবার, কত ব্যাপার দেখিবার আছে । কিন্তু যতটুকু জানা গিয়াছে তাহাতেই পরলোকে বিশ্বাস করা যাউতে পারে ।

আমরা এতক্ষণ আধুনিক প্রাণীতত্ত্বের এবং মনস্তত্ত্বের অনেক গুলি বিষয়ের স্কুল আলোচনা করিলাম । এবং যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহাতে কন্মাস্ত্রের বিশ্বাসী হইলে নৈজ্ঞানিক জগতে অপদম্ব হইতে হইবে এমন বোধ হয় না । কেননা বড় ২ বিজ্ঞান-গুরু, যাঁহাদের কণায় পাশ্চাত্য-জগৎ পরিচালিত হইতেছে, তাঁহারা জ্বলে ২ পরলোকের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছেন ।

ফ্রেন্সের মায়ের "Nineteenth century" নামক বিলাতী বিখ্যাত মাসিক পত্রিকায় থোমাসের মায়ার্স "Science and Future life" শীর্ষক এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন । তাহার লিখিত অনেক উক্তি আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করিয়াছি, এবং তাঁহারই নিজস্ব অবলম্বন করিয়া আমরা এই কন্মাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি । "ধর্ম প্রচারকের" অঙ্গে এত পাশ্চাত্য বাদ বিতণ্ডা, জড়াইতাম না ; যদি ইহা দূর দূরীণ না থাকিত যে ইংরাজীর দোহাই নাগিলে শিক্ষিত বিদ্যাগর্ভিত হিন্দু যুবক গণের আসন টলে না । যাঁহারা প্রকৃত হিন্দু,

তাঁহারা পরলোকের জন্ম সদাই চিন্তিত, এবং মাধু ও সংপথ্যবলম্বী । তাঁহারা পার্থকে পরিভাগ করিতে চেষ্টা করেন, নরকের ভীষণ চিত্রে চিন্তিত ও ভীত হইয়েন । তাঁহারা সামাজিক সকল মদগুণ রাশি ধারা সমলঙ্কৃত । পরন্তু যাঁহাদের চিত্ত পাশ্চাত্য বিদ্যা প্রভায় প্রজ্বলিত হইয়াছে, যাঁহারা শিক্ষিত, অন্ধ বিশ্বাস-শূন্য, স্বাধীনচিত্ত, তাঁহারা সংস্কৃত বচন প্রমাণ দিলে ত বুঝিবেন না । তাঁহাদের জন্ম বিলাতী কথা চাই ।

একনাথ-মহারাজ-চরিত ।

চারি শত বৎসর পূর্বে, পৈঠনে বা প্রতিষ্ঠান-পুণ্ডী নামক স্থানে এক জন-ব্রাহ্মবেদী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন । ইহার নাম ভাসুদাক । ইনি ভক্তিমান ও সদাচারমণ্ডল ছিলেন । ইনি অধ্যাত্মিগ্ন ছিলেন না, কিন্তু একটা ঘটনাতে অনেকের কাছে পরিচিত হইলেন । একদা বিজয় গ্রামের মুসলমান রাজা পাণ্ডারপুর ভট্টাচাৰিঠোবা দেবের মূর্তিটী উঠাইয়া লইলে পর, ভাসুদাক তাঁহার সম্মুখানে গমন করত অনুমতি বিনয় সহ অনেক বস্তুইয়া ঐ মূর্তিটী পুনরানয়ন করত তাহা নিদ্রিষ্ট স্থানে স্থাপিত করেন । তাঁহার প্রভু চক্রপাণি সচ্চরিত্র ও বিশ্বভক্ত ছিলেন । চক্রপাণির প্রভু সূর্য্য নারায়ণ । ইনিই একনাথের পিতা ছিলেন । কিন্তু একনাথের শৈশব-অবস্থায় ইহার অর্গ লাভ হওয়াতে তাহার প্রতিপালনের ভার চক্রপাণীকে অর্পণ করিতে হইয়াছিল । ১৪৭০ শকাব্দে [১৫৪৮ খৃষ্টাব্দে] একনাথ পৈঠনে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । একনাথের প্রকৃতি অতি শাস্ত ছিল । বাল্যাবস্থাতেই ইহা প্রকাশ পাইয়াছিল । বালক সভাবতঃ ক্রীড়াপরতন্ত্র । কিন্তু একনাথ কখনও খেলা করিতেন না । তাহাকে দেখিলে বোধ হইত যেন কি এক অগাধ চিন্তায় চিন্তিত আছেন । তিনি যদ্যো ২ গোদাবরীতীরে গমন করত, কোন স্থানে প্রস্তর খণ্ড স্থাপন করিয়া তাহাকে পূজা করিতেন ।

পুষ্পের অভাবে, ক্ষুদ্র ২ প্রস্তর গণ লইয়া তদ্বারা তাঁহার স্থাপিত দেবতাকে পূজা করিতেন, এবং অস্পষ্ট শব্দে মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন । কখন মামু হাবিদামকে অনুকরণ করিয়া কথকতা করিতেন, এবং কোন প্রকার বাদ্য যন্ত্রের অভাবে কুশী বাজাইতেন । এই প্রকারে তাঁহার শৈশব অবস্থা অতিবাহিত হইল । চক্রপাণি বিবেচনা করিলেন যে, একনাথকে বিন্যাস ভাষা কখন আবশ্যক । তিনি নিজের এ কামের ভার গ্রহণ করিলেন । একনাথের দারদ্র্যশক্তি এত প্রবল ছিল যে একবার মাহা শিক্ষা করিতেন তাহা কখন বিস্মৃত হইতেন না । সেখান পড়ায় কিছু অগ্রসর হইলে, চক্রপাণির চিন্তা হইল যে হাতের পেন্সিলটিকে পেন্স অধ্যয়ন করানি। এই অভিপ্রায়ে তিনি হাতের পেন্স যৎসর পরমে মস্ত উপনীত করিলেন । পরে, এক জন জ্ঞানাপন্ন অধ্যাপকের কাছে একনাথকে পাঠাইয়া দিলেন । একনাথ একাগ্র চিত্তে বেদ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন । তাঁহার অসামান্য বুদ্ধির প্রভাবে একনাথ শীঘ্র বেদবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিলেন । অধ্যয়ন-কালে, মাধবশ মতে তিন কথা ও পুরাণ শ্রবণ করিতেন । এই প্রকারে, তিনি অনেক পৌরাণিক বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন । মাদুগণের জীর্জনীপাঠ তাঁহার একটা বিশেষ কার্য ছিল । তিনি মহাজনদিগের কার্য কলাপ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন এবং তাঁহাদের অনুকরণ করিবার জন্য যত্নবান হইতেন । ব্রহ্মজ্ঞান লাভ তাঁহার অন্তঃকরণের একটা প্রবল আকঙ্ক্ষা হইয়া উঠিল । তিনি তৎসম্বন্ধে বড় ২ অধ্যাপক মহাশয়দের সহিত আলোচনা করিতেন, তৎ সম্বন্ধে নান্য প্রকার প্রশ্ন করিতেন এবং জটিল বিষয় সকল বুঝাইয়া লইতেন । এক ২ সময়ে তিনি এ প্রকার প্রশ্ন করিতেন যে, অধ্যাপক মহাশয়দের তাহা মীমাংসা করিয়া দেওয়া কঠিন হইয়া উঠিত । কিন্তু সকল বিষয়েই তিনি এমন স্বীকৃতি প্রকাশ করিতেন যে কেহ কখন

তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইত না । প্রত্যুত, সকলেই তাঁহার মদগুণের প্রশংসা করিত । তাঁহার এ প্রকার-সহিষ্ণুতা ছিল যে, তাঁহার সম-বয়স্ক কোন ব্যক্তি তাঁহাকে বিক্রম করিলে কিম্বা তাঁহার প্রতি কোন প্রকার কটুবাক্য প্রয়োগ করিলে তিনি স্থির ভাবে থাকিতেন । বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিগণের প্রতি তিনি কৃত্তি প্রকাশ করিতেন । তিনি তাঁহার পিতৃমহের একান্ত গণ্যত ছিলেন, এবং তাঁহার পিতামহীর সেবা করিতেন । মদ্যে ২ তিনি প্রায়শঃ বাঁচিতে কোন নির্জন স্থানে বসিয়া মস্ত হস্তে আলোচনা করিতেন । কি উপায়ে ভগবানকে লাভ করিলেন এত চিন্তা তাঁহাকে অস্থির করিত, তলিত

একদা একনাথ গ্রামস্থ একটা শিব-মন্দিরে বসিয়া ঈশ্বর সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে এই দৈব বাণী শুনিতে পাইলেন—“দেবগড়ে জনাঙ্গন পন্ড নামে এক জন মহাপুরুষ আছেন, তাঁহাকে গুরু রূপে বরণ করিলে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে । এই বাক্য শুনি শুনিয়া একনাথ চমকিয়া উঠিলেন । কোথা হইতে এই আদেশ-বাণী আসিল তাহা স্থির করিতে পারিলেন না । পুরাণ পাঠে দৈববাণীর কথা অবগত ছিলেন । ইহাকে ঈশ্বরের আদেশ করিয়া স্থির করিলেন । দৈববাণী পাছে বিস্মৃত হন, এই বিবেচনা করিয়া তাহা লিখিয়া রাখিলেন, এবং বারম্বার তাহা উচ্চারণ করিতে লাগিলেন । দেবগড়ে মাইবার কন্যা তিনি উৎসুক হইলেন কিন্তু গৃহ ত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিল । তাঁহার পিতামহ ও পিতামহীর বন্ধাবস্থা ও দৈবদর্শনা এবং তাঁহার প্রতি তাঁহাদের স্নেহ ও সমতার বিষয় যত চিন্তা করিতে লাগিলেন তত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন । কিন্তু পাথর বস্ত্র নশ্বরতা এবং ব্রহ্মজ্ঞানের অতুল আনন্দ অনশ্বর করিয়া তিনি গৃহ ত্যাগ করা উচিত বিবেচনা করিলেন । এক দিন প্রভাতে উঠিয়া প্রতিষ্ঠান পুরী ত্যাগ করত

দেবগড় অভিযুখে যাত্রা করিলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম আঠ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। কেবল এক জন পৌরাণিক ব্যতীত তাঁহার অভিপ্রায় কেহই অবগত ছিল না। বালকের পক্ষে পদভ্রজে গমন করা সহজ ব্যাপার নহে। একনাথেরও কষ্টের এক শেষ হইয়াছিল। তিনি দিবসে ভ্রমণ করিতেন এবং রাত্রে কোঁচ বৃক্ষের তলে শয়ন করিয়া থাকিতেন। ফল মূল খাওয়া তিনি ক্ষুধা নিবারণ করিতেন। নিষ্কর ক্রেশের প্রতি তিনি দৃষ্টিপাত করিতেন না। জনার্দন পন্থের দর্শন-লাভই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। কত দিনে এবং কি প্রকারে সেই সাধুর দর্শন পাইবেন এই চিন্তাই তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল। পৈঠন হইতে দেবগড় (তাঁহার মণির নাম দৌলতাবাদ) ২০ ক্রোশ। এক নাথ ৫ দিনে এই পথ অতিক্রম করিলেন।

এ দিকে চক্রপাণি ও তাঁহার স্ত্রী একনাথকে দেখিতে না পাইয়া অতিশয় ব্যাকুল হইলেন। প্রতি-বাসী গণকে একনাথের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারিলেন না। যে ২ পণ্ডিত গণের কাছে একনাথ গমন করিতেন, তাঁহাদিগকেও জিজ্ঞাসা করা হইল, কিন্তু কেহই তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারিলেন না। যে পৌরাণিকের কাছে একনাথ তাঁহার অভিপ্রায় জানাইয়াছিলেন, তিনি স্থানান্তরে গিয়াছিলেন, সুতরাং একনাথের কোন সংবাদই পাওয়া গেল না। একনাথ গ্রামস্থ সকলেরই প্রিয় ছিলেন। তাঁহার জন্য সকলেই ব্যাকুল হইলেন, এবং সকলেই তাঁহার সন্ধান লইতে লাগিলেন। গিরিগুহা, নদীতীর, বন ও দেবমন্দির প্রভৃতি সকল স্থানেই তাঁহার তত্ত্ব লওয়া হইল, কিন্তু কোন খানেই তাঁহার সন্ধান পাওয়া গেল না।

এক নাথ দেবগড়ে উপনীত হইয়া জনার্দন পন্থের আবাস স্থানের অনুসন্ধান লইলেন। পন্থজী খ্যাতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন, সুতরাং তত্ত্ব লইয়া মাত্র সমুদায়

অবগত হইলেন। এ স্থানে জনার্দন পন্থের সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যিক। পন্থজী দেশস্থ আশ্রমায়ন ভ্রামণ ছিলেন। চুল্লিগ গ্রামে * তাঁহার নিবাস ছিল। বিদ্যা ও বুদ্ধির প্রভাবে তিনি মুসলমান রাজার অধীনে উচ্চ ২ পদ পাঠিয়াছিলেন। শেষে তিনি দৌলতাবাদের প্রধান কৃষাক্ষের পদে অতিথিত হইয়াছিলেন। পন্থজীর শারীরিক বল এবং সাহসও বিশাল ছিল। তিনি অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। তাহাতে দীর্ঘতা ও বীরতা বিরাজ করিত। আবাস তিনি এক জন সাধক ছিলেন। প্রতি বৃহস্পতিবারে তিনি দস্তাবেজের ৮ পূজায় ব্যাপৃত থাকিতেন। সুতরাং সে দিন তিনি বিষয় কার্য হইতে অবসর লইতেন, এবং তাঁহার সম্মানের জন্য রাজাদেশে সমুদায় কার্যে লয়ই সে দিন বন্ধ থাকিত। অনান্য দিবে, বিষয় কার্য সমাধার পর, তিনি সন্ধ্যা পূজা ও ধর্ম আলোচনার সময় অতিবাহিত করিতেন। তিনি যোগের প্রভাবে দস্তাবেজের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন।

একনাথ, জনার্দনপন্থের বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এক জন কৃত্যের দ্বারা তাঁহার আগমন বাক্তি পন্থজীকে জানাইলেন। এই সংবাদ পাইয়া জনার্দন পন্থ উঠিয়া আসিয়া বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন ভ্রমচাকীর বেশধারী একটা গাণক দ্বারের এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান। একনাথের দৃষ্টি জনার্দন পন্থের উপর নিপতিত হইল। দেখিয়া মাত্র তিনি বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া পন্থজীর চরণ তলে পতিত হইলেন। জনার্দন পন্থ একনাথকে নিকটে বসাইয়া যুদ্ধ মধুর বচনে তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। জনার্দন পন্থের তেজঃপুঞ্জ শরীর এবং সৌম্য ভাব

* প্রথমে জি, দাঁট, পি, বেল ও জঙ্গল একটা চেশম আছে।

† দস্তাবেজ—তিনি গিরি মন্দির পুত্র এবং ভগবানের অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ। দাক্ষিণাত্যে অতি সমারোহে ইঁহা পূজা হয়। ইঁহার জন্মদিনে মহোৎসব হইয়া থাকে।

দেখিয়া এবং তাঁহার মিস্তি বাক্য শ্রবণ করিয়া এক-
নাথ পরম আনন্দ লাভ করিলেন এবং নির্ভয়ে তাঁহার
মনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন । তিনি বলিলেন যে,
শাস্ত্র অধ্যয়ন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ এবং ঈশ্বরদর্শনের জন্য
তিনি বাকুণ হইয়াছেন । সে দৈববাণী শুনিয়াছিলেন
তাঁহার উৎসাহ করিয়া বলিলেন যে, দেবতার আদেশেই
তিনি এখানে আগমন করিয়াছেন । একনাথের কথা
শুনিলে শুনিয়া জনার্দন পক্ষ পরিতপ্ত হইলেন । জনার্দন
পক্ষ একনাথকে শাস্ত্র অধ্যয়ন করাষ্টতে লাগিলেন ।
একনাথ প্রাচীন কালের রীতি অনুসারে গুরুসেবা
করিতে লাগিলেন । একনাথের প্রাথমিক কার্য এই
রূপ ছিল । তিনি অতি প্রত্যুষে উঠিয়া মুখ প্রক্ষালন
করত তাঁহার গুরু দেবের গৃহ ও দেবগৃহ উভয় রূপে
পরিদ্রা করিতেন । তদনন্তর জনার্দন পক্ষের সেবা
করিতেন । প্রথমে তাঁহার মুখ প্রক্ষালনের আয়োজন
করিতেন, পরে স্নানের জন্য জল প্রস্তুত করিয়া রাখি-
তেন । তদনন্তর পূজা আয়োজন করিতেন । বেল পত্র,
ভুলগী পত্র এবং নানা প্রকার ফুল নিজের চয়ন করিয়া
আনিতেন, এবং পূজার ঘরে সমুদায় সাজাইয়া রাখিতেন ।
ধূপ, দীপ, চন্দন প্রভৃতিও প্রস্তুত করিতেন । স্নানের
পর জনার্দন পক্ষ সে বস্ত্র পরিভাগ করিতেন, একনাথ
তাঁহা ধোত করিতেন । জনার্দন পক্ষ গৃহেতেই থাকুন
কিন্তু রাজ কাষে গমন করুন, দেবালয়ে থাকুন বিম্বা
রণক্ষেত্রেই গমন করুন, একনাথ ছায়ায় ন্যায় তাঁহার
অনুগামী হইতেন, এবং যথাসাধ্য তাঁহার সহায়তা
করিতেন । একনাথের শরীর সবল ছিল, স্বতরাং তিনি
পরিশ্রম করিতে কাতর হইতেন না । একনাথের প্রতি
জনার্দনপক্ষ সজ্জম হইলেন । তিনি তাঁহাকে ঘরের
সহিত নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করাষ্টতে লাগিলেন । এক-
নাথের বুদ্ধিধাতব দেখিয়া জনার্দন পক্ষ চমৎকৃত
হইলেন । বেদ উপনিষদ্ ভাদি প্রাচীন গম্য গ্রন্থ ব্যতীত
একনাথ অমৃত * অমৃতভব ও জ্ঞানেশ্বরী অধ্যয়ন করি-
লেন । একনাথ অধ্যয়ন বিষয় সম্বন্ধে নানা প্রকার

প্রশ্ন করিতেন, এবং জনার্দন পক্ষের কাছে গুরুতর
পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিতেন ।

ক্রমশঃ ।

কামরূপ কামাখ্যা যাত্রা ।

(পৌর্নমী সন্ধ্যার পর)

ত্রিলোকতারিঙ্গী মা 'দাক্ষিণ্য' শ্রীমন্ত শ্রীমন্ত
শ্রীমন্ত শ্রীমন্ত শ্রীমন্ত হটলেও তদগত গুরুজনকর্তৃক শৈল-
শিখরাদিতে স্থিতি বশতঃ ক্রমশঃ, কন সমাগয়ের
বিরলতা হটল, তদ্ব্যবস্থাস্থান সমুদ্র লোকসমূহের
অনিদিত হইয়া উঠিয়াছিল । কোন পীঠ কোথায়
আছে, তাহা শাস্ত্রেই নিবন্ধ থাকিল ; লোকে পুস্তকে
পড়িতে লাগিল, শুনিতে লাগিল, বলিতে লাগিল,
কিন্তু তদগত স্নানের নিরূপণা ভাবে কেহ তথায় গমন
করিতে হইতে পারিল না । কয়েকিছু দিনের মধ্যে
লুপ্ত প্রায় হইয়া উঠিল । আবার এখন সময়ে-
পরম ভক্ত মহাপ্রভব মহাশয় গণ জন্মিতে লাগিলেন, তখন
ক্রমশঃ আবার তীর্থপীঠ প্রকাশিত হইতে লাগিল । এই
মহাপীঠ পুনঃপ্রকাশের যেরূপ কিসদম্বী আছে, পাঠক-
গণের বিদিতার্থ তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল ।

কুচবিহারের পূর্বতন পরমভক্ত শ্রদ্ধাধর মহারাজা
তদ্ব্যবস্থায় যায়ের যজ্ঞপীঠের অতি মহিমা পাঠ করিয়া
দেখিলেন পীঠস্থান তাঁহারই রাজ্যের কোননা কোন
শৈলশিখরে সংস্থিত । কিন্তু মহাসা তাতা নিরূপণ করা
সকটিন হইলেও ভক্তের মন মানিল না, শৈলশিখর-
বাসিনী মাকে দেখিবার জন্য ভক্তের শ্রাব্য কাঁদিয়া
উঠিল, কোথায় কোন্ দিকে গমন করিলে স্নানের
পূর্ণ হইবে ভক্ত মহারাজা তাঁহার অনেক সন্ধান
বিচার করিয়া যাত্রা করিলেন । বনে ২ পক্ষতে পক্ষিতে
পরিভ্রমণ করিয়া শৈলশিখরবাসী বন্য জাতিব
যাহার সঙ্গে দেখা হয়, তাহাকেই বাকুল পদে
যায়ের তত্ত্ব ও সন্ধান জিজ্ঞাসা করেন, কেহই বিস্তৃত
তাঁহার মনের মত উত্তর দানে সমর্থ হইল না । কেবল
কতিপয় লোকে বলিল, যে আগরা তো কামাখ্যা বা
কামরূপ কিছুই জানি না, তবে আমাদের যখন কোন
বিপদ বিভাট, খীড়া আদি হয় তখন ঐ ব্রহ্মপুত্রতটে
উচ্চশীর্ষ শৈলশিখরে যে একটি ক্ষুদ্র স্থান দিয়া
গুপ্ত গঙ্গার স্বায় ধীরে ২ জলধারা প্রবাহিত হইয়া

* দক্ষিণাত্যের ত্রিগুণাতি সাধু জ্ঞান দেব প্রণীত ।

আমরা গভীর শোকের সহিত জানাইতেছি, ভারতবর্ষীয় আৰ্য্যধৰ্ম্মপ্রচারিণী সভার সভ্য ৮ কাশী-নিবাসী শ্রেষ্ঠিপ্রবর বাবু গোবিন্দচন্দ্র অকালে কাল-কবলিত হইয়াছেন। তাঁহার ভ্রাতা বিখ্যাত হিন্দীকবি বাবু হরিশ্চন্দ্রও এই বয়সেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা পিতামহাদিরাও এই বয়সে গতাস্ব হইয়া-ছেন। বংশপরম্পরাগত নির্দিষ্ট যুত্বসময়ের গীর্ষ্য কেহই অতিক্রম করিতে পারেন নাই। অবটন ঘটন-পটীগামী মহামায়ার অদ্ভুত লীলা কে বুঝিবে? তাঁহার অনির্বচনীয় ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করিবার সামর্থ্য আমাদের কোথায়? বাবু গোবিন্দ চন্দ্র নানা গুণে বিভূষিত ছিলেন। তাঁহার মত অমায়িক, বৈষ্ণব মন্ত্রে পরম-নিষ্ঠাবান, বিদ্যানুশীলনে বিশেষ অনুরাগী, ধর্ম্মগতা সমিতিতে উৎসাহী ব্যক্তি এখানকার সম্রাস্ত্র ধনী মহাজনদের ভিতরে, প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। মহাত্মা নিজ পুণ্যবলে ৬ কাশীলাভ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার জন্য ভগবৎসমীপে কামনা করিবার আর কিছুই নাই। সর্বদুঃখনাশিনী মা অন্নপূর্ণা তাঁহার অশান্ত পরিবারে শান্তি আনিয়া দিউন, বিপদের অকূল সাগরে কূল দেখাইয়া দিউন, ইহাই প্রার্থনা।

ধর্ম্মপ্রচারকের পাঠক বর্গ বোধ হয় অবগত আছেন, দিল্লীতে বিগত বারের ভারত ধর্ম্মমণ্ডলের অধিবেশনে পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ শংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপনের এক প্রস্তাব করেন। মহামণ্ডলে উক্ত প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছিল। উক্ত প্রস্তাবানুসারে এক্ষণে অর্থসঙ্কটের চেষ্টা হইতেছে দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি। সম্পাদক দীনদয়াল আমাদিগকে সম্বাদ দিয়াছেন যে লখনৌএর যুন্সি নবলকিশোর এক লক্ষ টাকা ও কপুর থলার দেওয়ান মধুরাঙ্গ বাহাদুর পাঁচশ

হাজার টাকা উক্ত সাধু কার্যের জন্য দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আশা করি উক্ত মহাত্মাদ্বয় নিজ অঙ্গীকার কার্যে পরিণত করিয়া আমাদিগকে সুখী করিবেন।

বেদবিদ্যালয়ের আয়-ব্যয় শ্রাবণ মাস ১২৯৮।

যুষ্টিভিকা।

শ্রীকৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়	কুণ্ডলা বীরভূম	২০৭
" ভুবন মোহন সেন	আমিনপুর ঢাকা	১০/১০
" রাখালদাস সেনগুপ্ত	জামালপুর	৪১০
" পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	বর্ধমান	২৭
" কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী	গোয়ালপাড়া -	৭৫
" অক্ষয়চন্দ্র আচার্য্য	কুমড়াবাদ ত্র্যমকা -	৬০
" মধুসূদন দাস	গোয়ালপাড়া	৮১০
৮ কাশীধামের মাস জ্যেষ্ঠ		১৭৫৮
" রজনীচন্দ্র সিংহ	চুট্টা ত্রিপুরা	৩৮০
" জৈশানচন্দ্র রায় সরারচর	ময়মনসিংহ	৪৭
" জয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	বরিশাল	১০৭
" অতুল বাবু	ফুলবন মুরশিদাবাদ	২৭
" রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শিলচর	৬৫০
" দুর্গাপ্রসাদ বাবু	ছাপরা	৮৭
" কেশবচন্দ্র ঘোষ	ধরজামতৈল সাহাজাদপুর	২৫৭
" মতিলাল ভাট্ট	টালাবাগান কলিকাতা	৫৭
" বিশ্বেশ্বর সেন গুপ্ত	পটুয়াখালী বাথরগঞ্জ	৬৭
" ভারতচন্দ্র চক্রবর্তী	ধানঘড়া রায়গঞ্জ	৯০
" দীননাথ পাত্র	রামপুরহাট	৫৫০
" ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়	সাতঘরা হাওড়া	৯০০
" লাল শীতলপ্রসাদ	ছাপরা	৩৭
" রমনীমোহন রায়	দিনাজপুর	৭১০
" জগবন্ধু গুপ্ত	সুনামগঞ্জ	৪৮০

সিমলা বালুগঞ্জ বাজার মাং
 " শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় } ৩৯০
 -এ ছোট সিমলা এ ১৯৬০
 শ্রীতারকব্রজ সেন গুপ্ত মালিখা ১৩৬০
 এক কালীন দান প্রাপ্তি।

শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় ভরানীপুর কলিকাতা ২৯
 " বিপিন বিহারি রায় বাঁকুড়া ৬০
 " গোপীপ্রসন্ন রায় রাজকলেজ বর্ধমান ১৯
 " প্যারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় হাফুম ১৯
 " হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কমি: জে: এ ১৯
 " গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এ ১৯
 " শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় হোম আপিস এ ২০৯
 " পরমেশ্বর রায় এ ২৯
 " অঘোর নাথ মুখোপাধ্যায় এ ২৯
 " গঙ্গাধর দত্ত এ ১৯
 " রামচন্দ্র মিত্র এ ১৯
 " হরিদাস গুপ্ত এ ১৯
 " উপেন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র মিলিটারি ড্রাইফটম্ এ ২৯
 " নগেন্দ্রনাথ মজুমদার স্ট্যানিটারি কমিসনারস এ ২৯
 " অক্ষয়কুমার সরকার প্রাইভেট সেক্রেটারিস এ ১৯
 " হেমচন্দ্র সরকার এ ১৯
 " গিরিশচন্দ্র রায় এ ১৯
 ছাপাখানা এ ২১০
 শ্রী ভৈরব প্রসাদ সিংহ এ ১৯
 " কালীপদ ঘোষ এ ১৯
 " ভূতনাথ ঘোষ এ ১৯
 " ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় এ ১৯
 " ওমরাও সিংহ এ ২৯
 " বৈদ্যনাথ রায় চৌধুরী করেন আপিস এ ১৯

" কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায় এ ২৯
 " বেনীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় মিউটরি সেক্রেটারিস এ ৫৯
 " হরপ্রসন্ন ঘোষ মিরাত এ ৫৯
 " উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সে: প্রেস সিমলা ৩০৯

মাসিক বৃত্তি

শ্রীযুক্ত কাকিনার মহারাজা দত্ত }
 " লবঙ্গসন্দরীবৃত্তি মাহ আঘাট } ১০৯
 " মহারাজা ভারতাসা মাহ জুলাই ২৯
 " বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায় করেন আপিস }
 " সিংলা মাহ আঘাট ও আঘাট } ১০৯
 " সত্যীশচন্দ্র রায় ফাইন্যান্স আপিস মাহ এ এ ১০
 বাৎসরিক বৃত্তি আঘাট ১২৯৮ হইতে।
 শ্রীধীরকৃষ্ণ সরকার প্রাইভেট সেক্রেটারিয়েট সিমলা ৫৯
 " সম্মর্থ নাথ ঘোষ এ ১৯
 " বামাচরণ গুপ্ত এ ১৯
 " ত্রৈলোক্য নাথ মজুমদার এ ৩৯
 " বিধুভূষণ চৌধুরী এ ১০
 " কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় এডিকং আপিস এ ৩৯

জমা—খরচ—

মুষ্টি ভিক্ষা ১৭৮৬৬ আচার্য্যগণের দাক্ষিণ্য ৪২৯০
 এক কালীন ২৫১৬০ ছাত্র বৃত্তি ২৯৯
 মাসিক বৃত্তি ৪০৯০ ছাত্রাবাস ৬৮১০
 বাৎসরিক বৃত্তি ১৩৯০ মাশুল খরচ ১৮১০
 ৩২৮১০ খুচরা ব্যয় ১০৮১০

নিম্নশ্রেণীর কর্মচারি ৩০১৬০

১১৮৬৮১০

বাকী তহবিল মজুদ—২০৯১০

শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

লেখাপক্ষ।



মাসিক পত্র

“সম্মো বিশ্বস্ত জগতঃ প্রতিষ্ঠা, সম্মোণ্য পাপং নুদতি, সম্মো সত্বং প্রতিষ্ঠত.
তস্মাদস্মাৎ পরমং বদতি ॥” স্মৃতিঃ

কালী—ভারতবর্ষীয় আৰ্য্য ধর্ম প্রচারিণী সভা হইতে প্রকাশিত।

মুদ্রিত।

বিষয়				পৃষ্ঠা
রাজবন্দ্যসংহিতা	(সম্পাদক)	৬১
মায়ী মমতা	(সম্পাদক)	৬২
সুখ	(শ্রীযুক্ত পট্টকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়)	৬৫
কামরূপ কামাখ্যা	(পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ শ্রামী)	৭০
মৃণা গুণগোল	(কুমার প্রভাশনাথায়ন শ্রায়)	৭৩
আবাহন	(সম্পাদক)	৭৪

১৪শ ভাগ । ৬ষ্ঠ সংখ্যা ।

আখ্যন মাস, শঃ ১৮১৩ ।

বারাণসী, ধর্ম্মায়ত বঙ্গালয়ে মুদ্রিত ।

সুসমালা।

(যন্ত্র)

দেব দেবীর স্মরণ ২ যুব এট পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। শিব তর্গী জগদ্ব্যক্রামা গঙ্গা বিষ্ণু সূর্য্য গণপতি আদির মনোহর স্তব রাশি পাঠ করিলে পাষণ্ড প্রাণেও ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হয়। লতারা স্তব-পাঠ মনকে পবিত্র করে। জগৎের কালি কুলি মুছাইয়া পরিষ্কার করে। কবিতা দেয়। সিদ্ধ মহাভাগ্য গেমোজ্জ্বলিত হৃদয়ে পরমপাত্রের যে স্তব-গাথা গান করিতেছেন, তাহা পাঠ করিতে ২ হৃদয়ে যে স্তব-গাথা বর্ণিতা থাকে, তাহা তাবুকে মাত্রেই অবগত আছেন। স্তব-গাথা ইহার গরিষ্ঠ অবশ্যক।

চণ্ডী ও পকেট গীতা।

(যন্ত্র)

চণ্ডী ও গীতা পাঠে ঐহিক ও পারলৌকিক অশেষ ফল লাভ হয়। ইহা হিন্দু মানেই অবগত আছেন। ইহার অর্থ জ্ঞান অপেক্ষা পাঠের ফলই অধিক। যে গৃহে চণ্ডী বা গীতা প্রত্যহ পঠিত হয়, সে গৃহে আধি বাধি বিপদাদির শাস্তি হয়—আধা ঐহিক আধি পারলৌকিক আধি-ভৌতিক উপদ্রব রাশি তিরোহিত হইয়া যায়। যে স্থান পর্য্যন্ত চণ্ডী বা গীতার পাঠধ্বনি উদ্‌গীত হইতে থাকে সে স্থানের আকাশ পবিত্র হয়, মর্ত্তিমতী পবিত্রতার শক্তি সে স্থান অধিকার করিয়া থাকে স্তব-গাথা প্রত্যেক গৃহে একখানি চণ্ডী ও গীতা থাকা আবশ্যক। অর্থ অপেক্ষা পাঠের ফল যখন অধিক তখন পাঠের শুদ্ধতার প্রতি মৌলিকতার প্রতি বিলক্ষণ লক্ষ্য রাখা উচিত। মৌলিক পাঠ পরিচাল্য করিয়া

প্রাপ্তি বা স্বকণ্ঠে করিলে পাঠ অবলম্বন করিলে কোন ফলই হয় না। স্বদেশে বসে কলি চণ্ডী প্রচলিত আছে, উহার মতো অনেক স্থলে প্রাপ্তি পাঠ সরিষা হইয়াছে। পুস্তকগুলির স্থলে স্থলে পাঠের অনেকা দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। আমরা বিশেষ স্বল্প পুস্তক ৬ কাশীস্থ পণ্ডিত মণ্ডলীর সাহায্যে পাঠের মৌলিকতার প্রতি—শুদ্ধতার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া মাকণ্ডের চণ্ডী প্রকাশিত করিতেছি। চণ্ডী শুদ্ধ রূপে পাঠ করিলে বংশ লোপ হয়। স্তব-গাথা যাতে কিছু মান অশুদ্ধ না হয়, সে বিষয়ে আমরা বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছি। আমাদের প্রকাশিত চণ্ডীতে আর একটি নুতন আছে। যে সমস্ত ক্রম ও পদ্ধতির সহিত চণ্ডী পাঠ করিলে ফল লাভ হয়, স্বদেশের কোন চণ্ডীতেই তাহা নাই। সেই সমস্ত ক্রম ও পদ্ধতি আমরা চণ্ডীতে সরিষা করিয়াছি। পুস্তক নীচেই প্রকাশিত হইবে। পকেট গীতাও মুদ্রিত হইতেছে।

সুসমা-কার্য্য। বড় ২ নতুন অনুরে স্তব-গাথা কণ্ঠে সম্পন্ন হইতেছে। বীরাই কাব্যও স্মরণ হইবে। পুস্তক সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইলে মূল্য নির্ধারণ করিয়া আমরা গ্রাহকগণকে জানাইব।

শ্রীকৃষ্ণ-পূজাঞ্জলি।

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর যে সমস্ত উত্তমোত্তম ধর্ম্ম ও সত্য বিবরণ গ্রন্থ দ্বারা প্রচারিত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই পুস্তকাকারে সংগৃহীত। নীচেই প্রকাশিত হইবে।

সাধু মহাত্মাদিগের ফটোগ্রাফ।

নিম্ন লিখিত প্রসিদ্ধ সাধু মহাত্মা দিগের ফটোগ্রাফ (প্রতিকৃতি) আমার নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠ হওয়া যায়।

১ মহাত্মা জৈলঙ্গী স্বামী ফটোগ্রাফ [কার্ড সাইজ] ১/১০
২ ভাকরানন্দ স্বামীর ঐ ১/১০

শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী (৩০০০ বর্ষের প্রসিদ্ধ ধর্ম্মবক্তা চিত্র-কুমার শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পরিব্রাজক মহাশয়ের) ফটোগ্রাফ (কার্ড সাইজ) ১/১০

শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী বড় আকারের ফটোগ্রাফ ১/১০

উপর্যুক্ত প্রত্যেক ফটোগ্রাফ সহিত এক খানি অম্পূর্ণ ছোট ছবি উপহার দেওয়া যাইবে।

শ্রীরাধিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ধর্ম্মমুখ বজ্রালয় ৬ কাশীধাম।

ওঁ নমো ভগবতে বাজ্জদেবার।

— ... ০*০ ... —

ধর্ম প্রচারক।

“কুলং পবিত্রং জননী কৃত্য। বশুকরা পুণ্যবতী চ তেন।

অপার সমিৎ সুখসাগরেস্মিন্, লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ ॥

১৮শ ভাগ

“এক এব শুভকৃত্যো নিমনেহপ্যমুয্যতি যঃ।

সংস্কৃত ১৮১৩

৩৪ সংখ্যা

শরীরেণ সমস্যাং সর্বসমনাদ্ গচ্ছতি ॥”

আশ্বিন মাস

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা।

(পূর্বানুষ্ঠান)

অনর্চঃ ব্রথামাঃ সঃ কেশা কীটসংস্মিতম্।
শক্ভঃ পয্যু্যমিতোচ্ছিষ্টং অস্পৃষ্টং পাক্তিকৈকিতম্।
উদকাস্পৃষ্টং সংযুক্তং পদ্যামাশক্যং বজ্রমেৎ।
গোহ্রাতঃ শকুনোচ্ছিষ্টং পদা স্পৃষ্টকং কামতঃ।
অম্নং পয্যু্যমিতং ভোজ্যং স্নেহাক্তং চিরসংস্মিতম্।
অস্নেহা অপি গোধূম যব গোরস বিক্রিয়াঃ।

অনাদর পূর্বক প্রদত্ত অম্ন, ব্রথামাংস, কেশা কীট-
যুক্ত অম্ন পয্যু্যমিত উচ্ছিষ্ট, কুক্কুরস্পৃষ্ট, পতিত কর্তৃক
দৃষ্ট রক্তস্রাব্য কর্তৃক স্পৃষ্ট, গোকর্ভক আশ্রিত
পক্ষীর উচ্ছিষ্ট, ইচ্ছা পূর্বক পদস্পৃষ্ট অম্ন
কদাপি ভোজন করিবেনা। কিন্তু যে অম্ন যত্রাক্ত,
তাহা বাগি হইলেও ভোজন করিবে! গোধূম, যব
ও গোহুস্ত দ্বারা যে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহা যদি
স্বতন্ত্র না হয়, তবে বাগি হইলেও ভোজন করিবে।

সন্ধিন্যানির্দশাবৎসাগোপায়ঃ পরিগজ্যেৎ।

ঐক্ৰমৈকশক্যং জৈগমারণ্যকমথাবিকম্।

গর্তিনী অবস্থায় যে গাভীর একবার হুস্তদোহন

হয়, এবং অপরের বৎসসাহায়ে যাহার হুস্তদোহন
হয়, এবং যে গাভীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর দশ
দিন অতিক্রান্ত হয় নাট, ও যে গাভী বৎসশূন্য-
তাহার হুস্ত পান করিবে না। উষ্ট্র, একখুরবিশিষ্ট ও
বন্য পশু এবং ভেড়ার হুস্ত পান নিষিদ্ধ।

দেবতার্থং হবিঃ শিশু লোহিতান্ ব্রশ্চনাং স্তথা।
অনুগাকৃত মাংসানি শিঙ্কানি কবকানিচ।
ক্রবাদ পক্ষি দাতুহ শুক প্রভৃদটিটিকান্।
সারসৈকশফান্ হংসান্ সর্বাংশ্চ গ্রামবাসিনঃ।
কোয়ষ্টিপ্লব চক্রাস্থ বলাকাবক বিক্রিরান্।
ব্রথা কুশর সংযাব পায়সাপূপশকুলীঃ
কলম্বিকং মকাকোলং কুরং রজ্জুদালকম্।
জালপাদান্ খঞ্জরীটান্ অজ্ঞাতাংশ্চ যুগবিজান্।
চামাংশ্চ রক্তপাদাংশ্চ মৌনং বল্লুরমেবচ।
মংগ্যাংশ্চ কামতো জঙ্ঘা মোপবাগজ্জাহংবসেৎ।

দেবতার জন্য আনীত ঘৃত, ব্রশ্চন ও শিশু বৃক্ষের
লোহিত [আটা] অগজ্জীয় মাংস, বিষ্ঠাস্থানোৎপন্ন
পদার্থ ও ছত্রাক, শিকারী ও আগমাংসভোজী পক্ষী,
শুক, চাতক, টিটি, সারস, একখুর বিশিষ্ট হংস এবং
গ্রামবাগী পক্ষী, কোয়ষ্টি (পক্ষি বিশেষ) জলকুক্কট

চক্রবাক, বক, প্রামাণ্যকুট, চড়ুই, জোণকাক, কুরুর, বুকুটক, (কাটিঠোকরা) ছাতার পক্ষী নীলকণ্ঠ এই সমস্ত পক্ষীর মাংস, ও কুশাই কর্তৃক হত পশুর মাংস ও শুক মাংস ও মংসা এবং দেবতাকে অনিবেদিত পুণী পার্শ্বাদি মিষ্টান্ন যে ব্যক্তি জ্ঞান পুষ্টক ভোজন করিবেন, তিনি তিন দিন উপবাসী থাকিবেন।

ক্রমশঃ ।

মায়ামমতা ।

হৃৎপূর্ণ সংসার এত রমণীয় বোধ হয় কেন ? ~~কোমল~~ সন্তানময়ী জগৎ এত মধুর বলিয়া মনে হয় কেন ? নিরাশার উষ্ণ নিশ্বাস সাহায্য মজ্জাগত ধর্ম, নির্যাতনার হা ছত্যা সাহায্য নিরাম ২ নিহিত, এমন বিষম বিষমর অমৃতপূর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হয় কেন ? মায়ামমতার প্রলোভন আছে বলিয়া । মায়ামমতা আছে বলিয়াই সংসারের চিত্তভঙ্গ স্বপ্নেরেণু বলিয়া বোধ হয় । মায়ামমতা আছে বলিয়াই এ প্রেতভূমে শূণ্যালের হুঙ্কার কোকিলের ঝঙ্কার বলিয়া বোধ হয়, মায়ামমতা আছে বলিয়াই এ ঘোর গহন অরণ্যগণী বিলাসময় ক্রীড়াকানন বলিয়া বোধ হয় । মায়ামমতা আছে বলিয়াই এ কটু কঠোর দুর্ভেদ্য বস্ত্র স্নানকোমল কুসুমাস্তরণ বলিয়া মনে হয় । সংসার-রূক্ষে মায়ামমতাই সুদেব ফুল, 'সংসার-মরুভূমে মায়ামমতাই অমৃতের নিকরিনী । সংসার-কালরাত্রির করাল অন্ধকারে মায়ামমতাই শুভ্রজ্যোৎস্না । মানুষের এত গারিগ্রাম, এত কষ্টময় জীবন-সংগ্রাম সমস্তই মতিয়া যাইতেছে, মায়ামমতার জন্য । মমতার প্রশান্ত কোড়ে নিদ্রিত হইয়া মানুষ সংসারের সকল কষ্ট ভুলিয়া যায়, সংসারের সকল ব্যথা মমতার অমৃত-নিষেকে মানুষের মর্ম্মতল হইতে মুছিয়া যায় ।

কর্ম্মক্ষেত্রের শ্রম-জনিত অবসাদ সমতার মদিরা-পানে কাটিয়া মানুষ নবোৎসাহে জীবন্ত হইয়া উঠে । মানুষের শিথিল মর্ম্মগ্রন্থি মমতাভিমুক্ত হইয়া পুনরায় মর্ত্তিক সরস হইয়া উঠে । সুতরাং মমতার শক্তি মন্যম্পর্শিনী ।

মায়ামমতা বলিতে সাধারণতঃ আমরা বুঝি, ধন কর্ম্ম, পরিবারাদির প্রতি আন্তরিক টান । ইহাকে আসক্তিই বল, ভালবাসাই বল, একই কথা । দার্শনিক ভাসায় বুঝিতে হয় যে বৃত্ত পরকে আপনায় পরিয়া লইতে চায়, বিভক্তকে সংযোজিত করিয়া লইতে চায়, পৃথককে সম্মিলিত করিয়া লইতে চায়, বিভিন্নকে আত্মীয় করিয়া লইতে চায়, তাহাই আসক্তি বা মায়ামমতা । সাধারণচলিত অর্থে মায়ামমতার গভী মর্ফী হইয়া আসে । দার্শনিক অর্থে মায়ামমতার গভী ব্যাপক হইয়া দাঁড়ায় । দার্শনিক অর্থ যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে দেখিতে পাই মায়ামমতার হস্ত হইতে কাহারও পরিভ্রাণ পাইবার ঘো নাই, মায়ামমতার প্রাণাল গর্ভে অনন্ত ভ্রমার রহিয়াছে । ভ্রমার হইতে সম্রাট পর্যন্ত গৃহস্থ হইতে অরণ্যবাসী উদাসীন পর্যন্ত সমুদায় হইতে দেবলোক পর্যন্ত মমতার দাম নয় কে ? অপরকে আত্মসাৎ করিবার জন্য—অপ্রাপ্তকে প্রাপ্ত হইবার জন্য, ভালবাসার সামগ্রীকে করামলকবৎ করিবার জন্য জগতে চেষ্টিত নয় কে ? গৃহী ধন জন পরিবার পাইবার জন্য লীলায়িত, বিদ্যার্থী বিদ্যা পাইবার জন্য ব্যগ্র, সম্মানার্থী সম্মান পাইবার জন্য উৎসুক, জ্ঞানার্থী জ্ঞান পাইবার জন্য ব্যস্ত, দেবতা অমৃত পাইবার জন্য ব্যাকুল । নিঃসম্মল ভিখারি এক খানা জীর্ণ বস্ত্র পাইলেই আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করে । ভালবাসার ধনকে পাইবার জন্য আবেগ, প্রিয়তম পদার্থের সহিত মিলিত হইবার জন্য আন্তরিক টান ইহাই ত মমতা । এ মমতার উপাসক জগতে

নয় কে? সুখের সামগ্রীর প্রতি অনুরক্তি জগতে কাহার
নাই? প্রিয়তম বস্তু পাঠ্যের পিপাসা জগতের সকলেরই
সমান। এ অংশে কাহারও সহিত কোন পার্থক্য
নাই। পার্থক্য কেবল প্রিয়তম চিত্র লইয়া—সুখের
আদর্শ লইয়া। অর্থহীন, জীব আমার অর্থকেই সমস্ত সুখের
আদর্শ মনে কর, তাই অর্থের প্রতি আমাদের মায়া
মায়া। টাট্টকে বাতাসকে খেলেনা দেখিয়া বালকের
মন ভুলিয়া যায়, খেলেনা পাঠলে মারা দিন সমস্ত
ভুলিয়া সে তাহাতে মজিয়া থাকিতে পারে, খেলেনার
জন্য সে মাকে ভুলিতে পারে, পিতাকে ভুলিতে পারে,
আহার নিদ্রাকে ভুলিতে পারে, খেলেনার এমনই
মাহাত্ম্য, তাই বালকের খেলেনার প্রতি মায়া, সমতা।
যুবতীর হাসিমাখা মুখখানিকে যুবক সুখের মাত্র
সমস্ত মনে করেন, এই যুবতীর জন্য যুবকের মায়া
সমতা বা আসক্তি। আমার অতুল্যকট দার্শনিক
পুরুষ নিজের উক্ত চিন্তাকেই মাংসারিক, সমস্ত সুখের
বরণীয় বলিয়া মনে করেন, তাই গভীর চিন্তার
প্রেমে তিনি পাশল, সেই চিন্তার প্রতিষ্ঠা তাঁহার
মায়া সমতা বা আসক্তি। একটা মাত্র ঘটনা
মনে হইতেছে। নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রের যখন
বিশেষ চর্চা ছিল, সেই সময়কার একজন বিশিষ্ট
নৈয়ায়িকের কথা বলিতেছি। তিনি একদিন নিজ
কুটিরে বসিয়া শাস্ত্র-চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন, এমন
সময় একজন মনী জমিদার তাঁহার সহিত মাফাক
করিতে আগিলেন। একজন সম্ভ্রান্ত মনী গৃহে উপস্থিত
হইয়াছেন দেখিয়া নৈয়ায়িক-পত্নীর বড়ই আনন্দ হইল,
অদ্য কিছু লাভ হইবে, ভাবিয়া তাঁহার মন উৎকর্ষ
হইল। জমীদার নৈয়ায়িকের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।
নৈয়ায়িক তখন একখানি ন্যায়শাস্ত্রের পুঁথি 'নিবন্ধ'-
মনে দেখিতেছিলেন। তিনি শাস্ত্রের গভীর চিন্তা-
মাগরে নিমগ্ন। বাহু জগতের প্রতি তাঁহার খেলাল
নাই। সুতরাং জমীদারের দিকে তাঁহার ভ্রক্ষেপই

হইল না। গুরুগ্রাহী জমীদার কোন রূপ আদর
অভ্যর্থনা না পাওয়া ক্রুদ্ধ হইলেন না। আনন্দ ক্রম
দাঁড়াইয়া ফিরিয়া যাইবার সময় করমোড়ে নৈয়া-
য়িককে বলিলেন, মহাশয়! আমি জমীদার, আপনি
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। আপনার গৃহে আগিয়া কিছু দান না
করয়া আমার মায়া উচিত নহে। আপনার মাহা
বিশু অভাব অনুপপত্তি আছে, জানাইলে আমি তাহা
পূরণ করিতে প্রস্তুত আছি। জমীদারের কথা শুনিয়া
সেই চিন্তা-বিশ্রাম নৈয়ায়িক তৎক্ষণে সম্মুখস্থ পণ্ডিত
খানির এক খানি পাতা ভুলিয়া কন্যাবাবের হাতে দিয়া
বলিলেন, পুস্তকের এই স্থানটা ভাল রূপ বুঝিতে
পারিতেছি না। বহু চিন্তা করিয়াও অর্থ লাগাইতে
পারিতেছি না, ইহাটে আমার অভাব অনুপপত্তি
দয়া করিয়া আমার কষ্ট মোচন করিতে ইচ্ছুক হইয়া
ছেন, তাই এই স্থানটা আমায় বুঝাইয়া দিউন, তাহা
হইলেই আমার সমস্ত অভাব অনুপপত্তি মিটিয়া
যাইবে। নৈয়ায়িকের আর্থনা শুনিয়া জমীদার
সুস্থিত হইলেন, সম্মান সহ পুনরায় বলিলেন, মহাশয়।
এ অভাব পূরণ করিবার সামর্থ্য আমার নাই। অন্য কোন
মাংসারিক অভাব বলিলে আমি তাহা পূর্ণ করিতে
পারি। নৈয়ায়িক বলিলেন, আমার মাহা অভাব,
তাহা এই মাত্র আপনাকে বলিলাম। ইহা ছাড়া আর
কোন মাংসারিক অভাব আমার নাই। ব্রাহ্মণীও শুনে
মাংসারিক কোন কষ্টই আমার নাই। তিনি অতিমাত্র
সহিত শাকাম প্রতিদিন রন্ধন করিয়া প্রস্তুত করেন,
আমি তাহা পবমানন্দে ভোজন করিয়া থাকি। সুতরাং
আপনার কাছে আর আমার কিছু চাহিবাব নাই।
ব্রাহ্মণী কিঞ্চিৎদূরে দাঁড়াইয়া সাগীর এই সকল কথা
শুনয়া বড়ই অসন্তুষ্ট হইতেছিলেন। সদাশয় জমীদার
যাইবার সময় ব্রাহ্মণীকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ দিয়া
মস্তক করিয়া গেলেন।

তুমি আমি অর্থকে যেমন ভালবাসি, বালক

সুখ ।

সুখ কি ? “ অনুকূলবেদনীয় সুখম্ ” । সাহা
আজ্ঞার অনুকূলবেদনা, যে অবস্থায় অনুভব-শক্তি
সকল অবশ্যে এবং অনর্গলিত ভাবে প্রবাহিত হইতে
থাকে, যখন ইন্দ্রিয়গণ আত্মানুকূল কার্য্য করিতে
থাকে, যে অবস্থায় প্রবৃত্তি প্রবাহ আত্মানুকূল, যখন
বাসনা আকাঙ্ক্ষাদি কোন দুষ্ট শক্তির দ্বারা প্রতিরুদ্ধ
না হয়, যে অবস্থায় সাহা চাহিব, যে বস্তুর জন্য আশ্রয়
করিব, তাহাই পাইব, তখন সেই অবস্থাকে সুখের
অবস্থা বলা যায় । মনুষ্য এমন দিন পাইলে সুখী হয় ।
সুখ আজ্ঞার অবস্থা বিশেষ মাত্র, আজ্ঞার কোন গুণ
নহে, কোন ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া নহে, কোন আত্মীয় শক্তির
প্রাক্করণ নহে । উহাকে, আজ্ঞার সর্ব শক্তির, সর্ব
ক্রিয়ার সামঞ্জস্যের অবস্থাকে বলা মাইতে পারে ।
কারণ একাধারে দুইটি বিশেষ, বিরুদ্ধ এবং বিপরীত
শক্তির ক্রিয়া সমভাবে ও একই সময়ে হইতে পারে
না । শক্তি ক্রিয়াশীল হইলেই অন্যান্য শক্তিকে সম্যক
সম্বাহিত করিয়া চাপিয়া রাখিয়াছে বুঝিতে হইবে ।
মনুষ্যের ইন্দ্রিয় শক্তি সকল পরস্পর বিরোধী এবং
ভিন্ন ভাবাপন্ন । একের বিকাশে অন্যানের হ্রাস হয় ;
এবং একের বৃদ্ধির সময়ে অন্যান্য শক্তি সকল তাহাকে
সংযত ও সঙ্কুচিত করিতে চেষ্টাও করে । সুতরাং
ঠিক অবাধিত রাত্ত প্রবাহ মনুষ্য-শরীরে হওয়া অসম্ভব ।
এই ক্ষণেই অনেকে শক্তিশামঞ্জস্যের অবস্থাকে সুখের
অবস্থা বলিয়া নির্দেশ করেন । পরন্তু যদি সুখ অন্তর্ভূত-
গম্য হইল, তবে ক্রিয়াহীন সামঞ্জস্যের অবস্থাকে সুখ
বলি কেমন করিয়া ।

বিচার—তর্কের কথা মাউক ; সুখ কি তাহা প্রথমে
সম্যক বুঝা উচিত । মোটা কথায় যখন আমরা অত্যন্ত
খুসি হই, যখন আমোদে নাঁচিয়া উঠি, আচ্ছাদে গলিয়া
যাই, যখন উৎসাহে ফুলিয়া উঠি, হাসিয়া তলিয়া পড়ি,
যখন দেহ রোগাক্রান্ত হয়, চক্ষের তারায়ুগল বিস্তৃত

হইয়া পড়ে, মুখানয়ন পানিবদ্ধিত হয়, মাংসপেশী সকল
এলাটয়া যায়; সে, মুখহীন, সে শরীরের বিশেষ অবস্থা
যে দেখে সেই বলে আনন্দ উপলব্ধি পাইতেছে, সুখের
মাগরে ভাগিতেছে, তখনই তাহাকে সুখী বলা যায়,
এবং সেই অবস্থাকে সুখের অবস্থা বলে । সুখ অনু-
ভবের সামগ্রী ; সুতরাং যে কর্তনও সুখানুভব করে
নাই তাহাকে বুঝান কঠিন । যে যেমন প্রকৃতির লৌক
সাহার যেমন প্রবৃত্তি, যে মেকপা শিক্ষা পাইয়াছে তদনু-
যায়ী ভিন্ন ২ বিষয়ে ভিন্ন ২ অবস্থায় তাহার সুখানুভব
করিয়া থাকে । উৎসাহ জীবকাল সুখের সময় মনে
করে, আমরা শীতাগমে আমোদিত হই । এমন সকল
বিষয়ে, সকল ব্যাপারে প্রত্যেক লোকই নিজ ক্রটি
অনুযায়ী সুখী হয় । তবে মনুষ্য মাত্রেরই জ্ঞানানু-
ভূতি এক প্রকারের, সুখবোধ সুকলেরই সমান । এবং
এই অনুভূতিই আলোচ্য । এবং ইহার নানাধিক্যানু-
যারে ইহার শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে । ভগবান্ গীতায়
বলিয়াছেন—

“ সুখং ত্রিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ ।

অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তক নিগচ্ছতি ॥ (৩৬)

যতদগ্রে বিষমিব পরিণামেহমুতোপমম্ ।

তৎসুখং সাদ্রিকং প্রোক্তং আত্মবুদ্ধিপ্ৰসাদজম্ (৩৭)

বিসয়েন্দ্রিয় সংযোগাৎ যতদগ্রেহমুতোপমম্ ।

পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্ (৩৮)

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ ।

নিদ্রাশস্ত্রমাদোখং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ (৩৯) ”

গীতা-১৮ শ অধ্যায় ।

সুখ তিন প্রকারের (১) সাদ্রিক, (২) রাজসিক
(৩) তামসিক । “ (১) ক্রমিক অভ্যাস দ্বারা অনেক
কক্ষে যে সুখের [সমাদি সুখের] সম্ভোগ করা যায়,
বিষয়-সুখের ন্যায় যাহা সদ্য লাভ করা যায় না, যে
সুখ লাভ করিতে পারিলে সমস্ত দুঃখের অবসান হইয়া
যায়, বিষয়-সুখের স্থায় বাহার সঙ্গে কিন্না অন্তে কোন

একারণে দুঃখের অপেক্ষা থাকে না, যাহা আয়াসসাধ্য উপায়ের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় একান্ত অতি-বিধেয়ের নাম মনে হয়, এবং পরিণামে অমৃতোপম হয়, যাহা আশ্রিত-বিশয়িনী বুদ্ধির এসমস্তাবস্থায় বিকসিত হয়, সেই সুখই সাত্বিক সুখ। (২) বিষয় এবং ইন্দ্রিয়-সংযোগাধীন যে সুখ উৎপন্ন হয়, যাহা প্রথমতঃ অমৃতোপম মনে হয়, কিন্তু পরিণামে অতীব কষ্টদায়ক তাহাই রাজস সুখ। [৩] নির্দ্রা, আলস্য এবং প্রমাদ দ্বারা যে সুখ উৎপন্ন হয়, যাহা এই ক্ষণে এবং পরিণামে আত্মার মোহ ব্যতীত আর কিছুই উৎপাদন করে না তাহাকে তামস সুখ বলে। " সাত্বিক সুখের কথা এখন থাকুক; অগ্রে রাজসিক ও তামসিক সুখ কি তাহা বুঝা যাউক। ইন্দ্রিয় ও বিষয়াধীন সুখ যাহা তাহাই রাজসিক সুখ। কামাদির অবাধিত উপভোগে যাহা সুখোৎপত্তি, তাহাই রাজসিক সুখ। সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া, সুস্বরযুক্ত গীত শ্রবণ করিয়া, মধুরাস্বাদপূর্ণ খাদ্য দ্রব্য আহার করিয়া যে সুখ হয় তাহাই রাজসিক সুখ। মনুষ্য মাত্রেই এই সুখাশভাগী, এবং এই সুখ লাভেচ্ছায় সতত চেষ্টিত। সুখ বলিলে এই রাজসিক সুখের ধারণাই সকলের হইয়া থাকে।

তবে রাজসিক সুখের প্রধান বাধা অতৃপ্তি। যতই প্রযত্নের বেগ ছাড়িয়া দিবে, শতমুখী হইয়া, সর্বব্যাপী হইয়া যতই বাসনার লোলজিহ্বা প্রসারিত হইতে থাকিবে, ততই তৃষ্ণার তীব্র যাতনা কোটিগুণে বদ্ধিত হইবে। সে বিষম গুলুকা ত্রস্তাও গ্রাস করিয়াও পরিভূত হইবে না। সহজেই মনুষ্য চিরসুখের আকাঙ্ক্ষা করে, সদানন্দের ভিখারী হয়। এই অতৃপ্তি ভাগ করিতে চায়, পিপাসা মিটাইবার জন্য ব্যস্ত হয়। পরন্তু দেখা উচিত কেন রাজস সুখে এমন অতৃপ্তি থাকে। পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে ইন্দ্রিয় ও বিষয়াধীন সুখই রাজসিক সুখ। অর্থাৎ এ সুখ প্রদানতঃ শরীরকেই অপেক্ষা করে; কায়েই অতৃপ্তির ভাব শরীরজ। সুতরাং

যত দিন শরীর থাকিবে, ততদিন এ সুখের সুখী হইতে হইলে অতৃপ্তিকে সঙ্গে লইতে হইবে, উহা চিরস্থায়ী থাকিবেই। ইহা প্রমাণ করিতে হইলে শরীর কায়া-খালী বুঝা উচিত। পরিমাণন জগতে আমরা প্রদানতঃ দুইটি শক্তির ক্রিয়া বুঝিতে পারি। এক অপসারণতা (Expansion) দ্বিতীয় সংকর্ষতা (adhesion)। তাপ-ত্বের ক্রিয়া দ্বারা অণুপুঞ্জ চড়াইয়া পড়ে, আপনা-আপনি পৃথক হইয়া যায়। সংকর্ষতা দ্বারা [শৈত্য বশতঃ] উহারা আবার একত্রিত ও সম্মিলিত হইয়া থাকে। এখন তাপের আদিক্য থাকে তখন পদার্থ মাত্রেই বিস্তৃত, একটু প্রসারিত হয়, শীতের সময়ে উহারা সংকর্ষিত কুঞ্চিত হইয়া পড়ে। এই দুই শক্তি-সামঞ্জস্যে বস্তুর উৎপত্তি, অবয়বের—আকারের সৃষ্টি। তবে পদার্থ মাত্রেই উষ্ণতা আকর্ষণ করিতে অদিক পটু। যে বস্তু অধিকতর উত্তাপযুক্ত, তাহার তেজ হরণ করিবার জন্য শীতলতর সামগ্রী সকল বিশেষ চেষ্টা করে। এবং পরিণামে সে উত্তাপ অপহৃত হইয়া যায়। জীবদেহ জড় পদার্থ হইতে অদিক উত্তাপযুক্ত। উষ্ণতা প্রাণী দেহে জীবন ধারণের এক প্রধান কারণ। তাই আমাদের এই মনুষ্যদেহের তাপ পারিপার্শ্বিক সকল সামগ্রী সর্বদা হরণ করিতেছে—আকর্ষণ করিয়া লইতেছে। এবং পলে ২ আমাদের শারীরিক Tissue (পোষক দাতু) নষ্ট হইতেছে; দশ জনকে বিলাইতে ২ নিজের ভাণ্ডার খালি। এই অভাবের পূরণ করিবার জন্য আমরা আহার করিয়া থাকি। পাকস্থলীভুক্ত সামগ্রী লইয়া দিবারাত্রি পচন কার্য্য করিতেছে, এবং যে কারণে যখন শরীরের দাতুক্য হইতেছে তখনই তাহার স্থাব মোচন করিতেছে। আমাদের শরীরে এই হরণ পূরণ কার্য্য নিয়তই হয়। পরন্তু স্বভাবের নিয়ম এই যে যেখানেই গতি, যেখানেই ক্রিয়া, সেইখানে তাপের বৃদ্ধি হইবে, সুতরাং ক্ষয়ও অধিক হইবে। কায়েই আমরা এমন অবকাশ পাইব না যখন কতি

নাই, পৃথিই সব । কেননা ক্রিয়াধীন ক্ষয়, পৃথিকার্যাও
ক্রিয়া জন্ম ; কাগেই সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষতি । এই ক্ষতি-
পরিপৃথি-চেষ্টাই প্রবৃত্তির পিপাসা—গমনার তৃষ্ণা ।
যাহা আমার ছিল তাহা এখন নাই, অথবা মনে হয়,
চেষ্টা করিলে যাহা পাইলেও পাইতে পারি তাহাই
পাইবার জন্য ইচ্ছা হয়, উদ্যোগ হয় । পরন্তু যেমন
পরমাণুপুঞ্জের মধ্যে একটা ইরান্বিত কার্য্য হইলে, পুনঃ
পুনঃ গতি ক্রিয়া হইলে সেই গতির পৌনঃপুন্য হয়,
তাহার নিকাম মরে না । তক্ষণ শরীরে বার ২ একটা
কার্য্য হইলে উহার এক সংস্কার মস্তিষ্কে স্থাপিত হইয়া
যায়, স্মৃতিপটে একটা দৃঢ় ধারণা লিখিত হয় । শরীরের
পোষক শাতুর ক্ষতিপৃথির কার্য্য পালে ২ হইতেছে,
ইন্দ্রিয়গণ নানা দিকে প্রসারিত হইয়া নিবিদ প্রকারের
অভাব সৃষ্টি করিতেছে, পূর্ব্বক্ষ স্মৃতি পুণাতন কথা
ভুলিয়া মৃতন আন্দার যোগাটতেছে তাই আমরা সদাই
ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি । যে দিন ভূমিষ্ঠ হইয়াছি সেই
দিন হইতে হারের কাছে খেলিতে হইতেছে, লোক-
মানের ব্যবসায় চালাইতে হইতেছে । স্ততরাঃ অভাব
আর মিটিতেছে না । শরীর লইয়া নাড়াচাড়া যতদিন
করিব ততদিন মিটিবেও না । ভগবান্ গীতায় বলিয়া-
ছেন—

“যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখোন্নয়ন এন তে ।

আদ্যন্তবন্তঃ কোন্স্তুয় ! ন তেষ রমতে বুদ্ধাঃ ॥” (২২)

(৫ম অধ্যায়)

“যাহা বিষয়ে সংসর্গজনিত এই যে সকল সুখ, তৎ
সমস্তই দুঃখ বিমিশ্রিত এবং ভবিষ্যৎ দুঃখের কারণ
হইয়া থাকে । কেননা ঐ সকল সুখ আদি এবং অন্তবন্ত;
অর্থাৎ উৎপত্তি এবং বিনাশশালী, অতএব, ঐ সুখের
বিনাশ হইলে দুঃখ অবশ্যস্বাবী, এই জন্ম হে কোন্স্তুয় !
ঐ সকল সুখের দ্বারা পণ্ডিতগণ পরিতৃপ্ত হয়েন না । ”
স্ততরাঃ বাহ্যিক বিষয়-জন্য সুখ, ভোগ্য-ভোগী-সম্বন্ধ-
জন্য সুখ রাজসিক সুখ, দুঃখের কারণ । অতএব

বুদ্ধিতে হইবে যে ঐ সুখে অতৃপ্তি অবিশিষ্ট থাকিবে,
তৎকালে নবনীতের ন্যায় রাজসিক সুখে দুঃখ ওষ্ঠপ্রোত
ভাবে বিরাজিত থাকিবে । সুদু তাই কি ? তোমার
কল্পনাচক্ষে যে অপকপ সুন্দরীর স্যাবশ্যচুড়া দেখিয়া
মার্ত্তিয়া উঠ, বাহ্য জগতে যে নয়নার মত কয়জন তেমন
সুন্দরী কামিনী দেখিয়াছ ? জদয়ের গুপ্ত গবাক্ষে
বসিয়া ভূমি নিভর্জনে বিলাসের এবং ঐশ্বর্য্যের যে চিত্র
অঙ্কিত কর এই জীবনে কখনও কি তেমন সুখের সাগরে
ভাসিয়াছ ? কখনই নহে ! পথের ভিখারী হইতে কোটী-
খর হও, সামান্যভোম মন্ত্রাট হও, কল্পনার স্বপ্নে যাহা
কখনও দেখ নাই তেমন সম্পদ লাভ কর, তত্ৰাচ
তোমার দুঃখের দ্বার বন্ধ হইবে না, রক্তবর্ণের চিতার
আয় তোমার দুঃখের চিতা অহরহী ভুঁই
থাকিবে । জড় জগতের নিয়মানুগ ভূমি, দেহী ভূমি,
শরীর-পথে যে সাধ মিটাইতে চেষ্টা করিবে তাহাই
বাদিত এবং রুদ্ধ হইবে । কামের বুদ্ধিতে রোগ,
ক্রোধের বুদ্ধিতে রোগ, লোভের বুদ্ধিতে রোগ, মদ
মাৎস্যের বুদ্ধিতে রোগ—উন্মত্ততা এবং সকলের পরি-
ণাম উৎকট যন্ত্রণাময়, বিভীষিকাপূর্ণ যুহা । যেমন
দাহজ্বরের সময়ে কক্ষার মুখে মত কল পান করিলে,
জিহ্বা আরও শুষ্ক হইয়া উঠিলে, তক্ষণ শত গুণে বদ্ধিত
হইবে, দেহজ্বালায় ওষ্ঠাগত প্রাণ হইবে । পরিশেষে
যুহাতেই সকলের নিরুত্তি । তেমনি মানুষ যতদিন
মানুষ থাকিবে, যতদিন রক্তমাংসের জবরদস্তি থাকিবে
ততদিন তেত্রিশ কোটী দেবতার কাছে মাথা কুটিলেও
অতৃপ্তির ভাব দূর হইবে না ।

তামস সুখ সাফাৎ কোন অনুভূতিসাধ্য ব্যাপার
নহে । উহাকে ইংরাজীতে “Negative function” বলা
যায় । রাজস সুখে ইন্দ্রিয় বিশেষের তৃপ্তি চেষ্টা আছে ।
তামসে তাহা নাই, উহা সার্বব্যয়বিক সুস্থতা জ্ঞান,
তাহাও ক্ষণিক ও অতি-সামান্য । স্ন-নিদ্রার পরে
একটা যে প্রফুল্লতা হয়, আলস্য-রশতঃ একটা যে

আয়েস বোধ হয় তাহাই তামস স্বথ । ইহাতে চৈতন্য নাই ও উদ্যোগ নাই । রাজস স্বথে ক্ষণকাল থাকিয়াও হইতে হয়, তামসে আত্মবিস্মৃতি নাই । রাজসে প্রহ্লাদিনী শক্তি আছে, তামসে আত্মার মুক্ততা নাই, অবসন্নতামাত্র আছে । তামস স্বথ কেবল Analogy লক্ষণায় মুখ্য, বাস্তব স্বথ ইহাতে নাই ।

সাদ্বিক স্বথের যে বিবর্ত ভগবান্ দিয়াছেন তাহা আমাদের কায়িক-দুঃখ-দুঃকালীর পক্ষে অক্ষয় ও অনন্ত-ভূত । তবে রাজস স্বথের স্বখী হইয়া কখনও কখনো কালের জ্ঞান যে তীব্র আনন্দানুভব করি, তাহাকে চিরস্থায়ী করিয়া অনন্তরত প্রবাহিত করিয়া যে সদা-নন্দের চিত্র কল্পনার পটে অঙ্কিত করি তাহাই সাদ্বিক স্বথ-ভাগ্যী স্থিতি কাল্পনিক না হউক, তবে কট-সাদ্য এবং সাধারণের অনুভব্য নহে । পরন্তু যদি ব্যতিরেকী ব্যাখ্যা দ্বারা রাজস ও তামস স্বথকে কণিক ও পরিণামে স্থায়ী দুঃখ বলিয়া দুঃখের প্রথমাবস্থা নির্দেশ করা যায়, তাহা হইলে সাদ্বিক স্বথকে প্রকৃত স্বথ বলিয়াই বুঝিতে হইবে । পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহাকে Sumum Bonum বলিয়া থাকেন । ইহাই পরমানন্দ এবং পরম পদার্থ । অপিচ "মূকা-দ্বাদশবৎ" । যিনি বুঝিয়াছেন তিনিই মজিয়াছেন, ভোমার, আমার সমস্তাগ করিবার যো নাই । এখন প্রশ্ন এই হইতেছে যে স্থায়ী স্বথ সম্ভব কি না । দেহের কার্য-প্রণালীর যে বিবরণ দেওয়া হইল তাহাতে মনে হয় যে স্থির হইয়া কোন স্থানানুভব করিতে সক্ষম, ইহাই অস্বাভাবিক বলিয়া আপাতত বোধ হয় ।

বিশ্বন জীবনে অতৃপ্তিই সিন্ধু ব্যাপার, তখন স্বথের সঙ্গে যে দুঃখ মিশিয়া থাকিলে, আলোক-পশ্চাদ-বর্ত্তিনী ছায়া চিরদিনই থাকিলে তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই । বিশেষতঃ বিশ্বস্থিতির মধ্যে কোন ক্রিয়াই স্বাধীন এবং অব্যাহত নহে । অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে বিরাট শক্তিক্রিয়া, সংসৃত সংবন্ধ এবং নিয়মিত ভাবে

হটতেছে । উদ্ভব, উচ্ছ্বাস ব্যাপার নাই ; অনবরত, অব্যাহত প্রবাহ নাই । ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া আছে, অমৃতের পাশ্বে বিষ আছে, পুণ্যের কোলে পাপ আছে । তাহা হইলে সাদ্বিক স্বথ অসাম্য ব্যাপার । পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাহাদের ব্যাখ্যাত Sumum Bonum কে অসাম্য অসম্ভব বলিয়া চৈলিয়া রাখিয়াছেন । পরন্তু ভগবদ্ভক্তি হিন্দুর বুদ্ধিতে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না । সাদ্বিক স্বথ আছে এবং উহা সাদ্য ও অনুভবের আয়ত্বাধীন । তবে পাশ্চাত্য যুক্তিতে পরিণত গেলে চৈতন্য হইবে । এই ধানে আর্থ্য শাস্ত্রের চরণচূষন করিতে হইবে ।

গেমন বাহ্য জগতে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার খেলা আছে, তেমনি মনুষ্য দেহেও ভিন্ন প্রকৃতির পরস্পর বিরোধী শক্তি আছে । ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাহা, তাহাই শরীর ব্যাপিয়া কার্য্য করে, বাহ্য বিষয়ে নিম্মত হইয়া পড়ে । অত্যাশ্রয় এমন মনঃশক্তি আছে, যদ্বারা বাহিরের বিষয় হইতে রুচি আকর্ষিত হইয়া কোন অন্তঃকেন্দ্রে সঞ্চিত হয় । এই জ্ঞান দার্শনিকেরা "ব্যাখান" ও "নিরোদ" নামে দুই শক্তির কল্পনা করিয়াছেন । একের বুদ্ধিতে অন্য সঙ্কুচিত হইবে । কামাদি মূর্ডরিণী এবং নিয়ন্ত্রিত অম্ম রুচি সকল 'ব্যাখান' শক্তি দ্বারা কার্য্যকরী হয় । নিরোদ দ্বারা মন আত্মপথের পথিক হয় । নিরোদ যন্ত্রের ভিত্তি ব্যাখান অধঃপথের মূল । পরমাশ্রয় চিত্তদান আনন্দময় এ কেননা ভগবান্কে সাদ্য দেবতা করিতে হইলে সত্ত্ব ও মোপাদিক হইতে হইবে । তাই পুণ্যপাদ মহর্ষিগণ তাহাকে আনন্দময়, আনন্দরূপ—সদানন্দ—সকলস্ব স্বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ; নিরোদ মনকে এই আত্মানুগ করে—আনন্দ-মাগরে ডুবাওয়া দেয় । সে মাগরে ডুবিলে আর উঠিতে হয় না, কামেই চিত্তস্তরের স্থায়ী হওয়া যায়, সাদ্বিক স্বথ-ভাগী হওয়া যায় । কিন্তু ইহা মাধ্য ব্যাপার ; যক্ষ-প্রদেশস্থায়ী প্রবাহিনীকে সাগর পোখে ফিরাইতে

তাইনে এন্ট আয়াস স্বীকার করিলেও তখন কোন পথে সাহায্য দিওঁ কঠিন, কোন উৎকর্ষ প্রদান করিলে যে অসুখ আগের যথা উপদেষ্টা যায়, তাহাই বলিবার কথা। সুখাত্মক জন্ম দেখাওবার কথা অসম্ভব, অথবা শাস্ত্রানুসার পদ্ধতি রাখিয়াছে। সে পথের পট্টিক অনেক আছে, সে দেশের প্রজাতিগুলিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে প্রথমটি হলো, তাহাদের পদাঙ্ক-সংগঠন করিলে ক্রমবর্ধমান হইতেছে। পরস্পর অমুরাগী ন হইলে বিষয়ভোগ ততকৈ চিত্ত আকৃষ্ট না করিতে পারিলে সাধিক-সুখ-সামনা হয় না।

“ বিষয়া বিনিবর্ত্তেষু নিবাচ্যন্তাঃ সেনিনঃ ।

সমসংস্কৃতঃ সমোহপ্যস্ম পরঃ দৃষ্টো নিবর্ত্ততে ॥ ”

“যে ব্যক্তি পীড়াদি নিঃস্কম অথবা অসুখাদি দ্বারা অকালে নিবৃত্ত হইয়া যায়, তাহাকেই ইন্দ্রিয়গুলি শাসিত কঠিন-পড়ে, গিলীন প্রায় হয়, কিন্তু তাহাতে বিষয়াশু-ভোগের ক্রমবর্ধমান হইতে পারে না। আর যাহারা আশ্রয় কে দেখিতে পান তাহাদের অমুরাগের সহিত ইন্দ্রিয়াদির প্রতিসংহার হয়, অতএব পীড়াদি জনিত ইন্দ্রিয় শৈথিল্য কোন কার্যের নহে, অমুরাগের সহিত যে ইন্দ্রিয়ের লয় হয় তাহাই উন্নতির চিহ্ন।” অনেকে যেন করেন যে বিষয়ামুরাগকে না নষ্ট করিলে সুখের পথে বিচরণ করা যায় না। সেই কথার শব্দে ও মনকে নানা প্রকার পীড়ন করিয়া থাকেন। পরস্পর যদি সুখ ভোগ্য হয়, এবং অসুখ সমোচিত ভাবে দূরীভূত থাকিলে, ভোগ্য-ভোগী সমস্ত কাল দিন থাকিলে তাহা হইলে অমুরাগশূন্য হইয়া মনোবৃত্তির ভাগী হইয়া অসম্ভব ব্যাপার নয় কি? সুখের আশাশী হইলে অমুরাগযুক্ত হইতে, হইবে। তবে যাহা হইতে, সে বিষয় ভেদে ও অমুরাগের তিন প্রকার হইয়াছে এবং তাহাদেরই সুখ তিন প্রকারের। কিন্তু যদি কেহ সুখময়—আনন্দ-ময় হয়েন তাহা হইলে তিনি অমুরাগশূন্য হইবেন। কারণ এখানে ভোগ্য-ভোগী সম্বন্ধ নাই, যাহা ভোগ্য

তাহাই ভোগী-এক-অবৈত আনন্দময়। এ অসুখা-বিচার-তর্ক আলোচনা যোগ্য নহে, যুক্তি-পদ্ধতি এ পথে প্রবেশ অধিকার নাই। সুখের যাহা বিচার্য তাহা অমুরাগ অধীন বিষয়। কিন্তু অমুরাগী না হইলে সাধিক সুখের দানী করিতে পারে না। তাই সাধিক সুখ আয়াস কামা, উদ্যম কামা নিঃসঙ্গ হয়, উদ্যমে আত্মতৃপ্তি-বিষয়ী প্রকৃত প্রশমতা প্রাপ্ত হয়, উহা অপার্থিব, জড় জগতের—জড়ভোগের অতীত। সাধিক সুখ চিত্ত প্রশান্তি, চিত্তিক সুখ বিষয়-বিভ্রমময়, সাধিক সুখ বিষয়-বিভ্রমময়, বিষয়ী, রাস-মিক সুখ উদ্ভাল তরঙ্গ-ভঙ্গ ব্যাকুল, কলম-ক্লেশপূর্ণ। মনোদেশ প্রাণিনী বর্ষাকীতা আবাহনী; সাধিক সুখ ভ্রত নিয়ম পরায়ণ, সিদ্ধি সাধন বুড়া-শিথিলতা ভ্রমময়ী ভৈরবী; রাজসিক সুখ বিলাসিনী নৈজী। উঠে সুখ—এক স্বর্গের স্বর্থ, অপর নরকের স্বর্থ, এক স্বর্থ অ-সুখাল ব্যাপী, অন্য কলমায়ী ও জড়ামুসঙ্গিক। লোকে আমোদে উদ্ভ্রত হইয়া হাঁসে, আগার কাড়কুড় দিলেও হাঁসে। সাধিক সুখ আনন্দ বিষয়ের মুহূর্ত্তাধীন, রাজসিক সুখ কাড়কুড় জন্য বিকট শুষ্ক হো হো শব্দ।

পূর্বেই বলিয়াছি যে আধুনিক অনেক পণ্ডিত মর্কস-সামঞ্জস্যকে সুখ বলিয়া থাকেন। এবং এই মত পরিপূর্ণির জন্য ইতিমধ্যেই গীতাকে ও ধর্ম্ম পাকড়া করা হইয়াছে। মোটামুটি প্রমাণিত হইলে “সামঞ্জস্য” কথাটা ইংরাজী “Equilibrium” শব্দের অনুবাদ মাত্র। অর্থঃ যাহারা “সামঞ্জস্য” শব্দ আদিক ব্যবহার করেন তাহারা উহা বিলাতী ভাবেই প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যখন উঠি সমান ক্ষমতাশালী, সমবেগসম্পন্ন বল একে অপরকে করে, তখন উহাদের যোগে যেন চলাচল থাকে, সুখের জন্য বিলাতী হইয়া যায়। তাহাই “Equilibrium” অর্থাৎ, যখন বলের ভারত হইতেই সামঞ্জস্য গণিতে পারে। এই সামঞ্জস্য অনুবাদটি—

পূর্ণমঙ্গল ভয়ানক ভট্টয়া উঠিল, বিবসনা শিকট দগনা কত যে লগনা
কপের নীলা দূর তটল, তাহা বলা যায় না। পুজায় যে ছাণ বগিদান করা
হইয়াছিল, তাহার মস্তকটা লইয়া জলদঙ্গাবরণী করমালা যেন লুপিয়া
গুণিয়া কীড়া করিতে লাগিল। মাদক ভাও প্রচলিত হইলেন ও উদর
মাদককে ছায়াশুণ্ডা স্থানে স্থাপন করিতে বগিলেন। উদর মাদক
বগিল, এই ভািকনী যোগিনী গণের বীজ্যক্ষেত্র আম অগ্রসর হইল
পারিব না। মতামায়ার মায়াকে নিমোহিত মাদক নিকামন শাস
কনিয়া সমন অঙ্গ তাহা মনিত হইলেন অমনি যেন কে কঁকড়াইক
উক্কে পথে উড়াইয়া বক্ষপুত্রাভিমুখে কোপায় বইয়া গেল, তাহার কুমা
চাব আণ পাওয়া গেল না। যীশ্বর! মায়ের জৈকপ মাদনা করিয়া
পাকেন বাগিনিত হইলেন, তাহার শিশু এই ঘটনাটিন মতাম
নিবাস করতে হইতো অনেকের ভয়সা হইবে না।

লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে অম্বুবাচীর সময় যখন পূর্ণবী
রজস্বলা হইলেন, তখন মুদ্রাশীত ভট্টয়ে নাকি কদিব মাদার জায় ভবময়
প্রবাহ নির্গত হইল পাকে। আমি কামাখ্যানী বাক্ষণ গণকে উহার
কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলাম, তাহারা বলেন, যে অম্বাবা পিতৃ গিহাঃ
মুখে এইরূপ শুনিয়া আমিতোড়িয়া উক্ত রাক্ষস মল্লমজ ইতাপরীক্ষা
করিয়া অত একবার অম্বুবাচীর শীতস্থানে জলজ্ঞ বাগিয়া দিয়া
ছিলেন। উতা বক্তবর্ণ হয় কি না তহাৎ দেখিবার জ্ঞতা তাহাৎ উৎসাহ
ও ঐশ্বর্য্য জন্মিয়াছিল। রাক্ষস মদিন বজ্রবল করেন, সেইদিন রাবিরে
নাক্ষত্র বগে মিলিল, সা বলিত হইলেন বঙ্গ। কলিক আমার প্রাণক
নীলা কিছুই লকাশ কনিব না, কুমি মাতৃগনীকায় প্রবৃত্ত হইয়া জাল
কর নাই, একপ আর করিব না। কুমি অক্ল, কোমার বক্ষিত বসন
প্রাক্তে কথিত রেশাবৎ কিকি কোমার দূর হইবে মাত্র। বাক্ষ
তাহাৎ দেখিয়া কুতাব হইলেন আর পরীক্ষা করতেন না। সেই
সময় ভট্টয়ে অম্বুবাচীর দিন দিন নিতা পূজার অধিকারী যিনি, যিনি
শিশু পূজা করিতে আর কহ গাইতে পারেন না। কাকে দিন দু দিন
নাগি অবরুদ্ধ থাকে। পাণ্ডাগণ অম্বুবাচীর সময় বক্তবর্ণ গদ্যবঙ্গ রাশি
সেই স্থানে বক্ষা করিয়া থাকেন। মাতৃগণ অম্ববঙ্গ পাথনা করিল
জাতা ততক্ষণে একটু একটু জিঁড়িয়া দিয়া থাকেন। লোকের বিশ্বাস
এই যে জয়া বিজয়া পারমেশ্বর ভগবতীর এই বক্তবঙ্গ মস্তকে উল্লীশ
বাঁদিয়া যে কার্য্যে যাত্রা করিলে, সেই কায়াই জয়, সেই কায়াই
সিদ্ধ হইবে।

আমি একটি আশ্চর্য্য বিষয়বস্তী প্রচলিত আছে। বাক্ষণকে
(মার মন্দিরে উহার পারমাণুমুর্তি আছে) পবন ভক্ত ছিলেন। তিনি
মার নাট মন্দিরে প্রাণি নির্মিত বসিয়া বাদ্য বাজাতেন ও সঙ্গম
স্বরে মায়ের গুণগান করিতেন, মাও নরকি ভক্তবাহ্যকল্পতা, তাই
ভক্তিরসে মাতোয়ারা—মা বগিতে জ্ঞান হারা ভক্তকে কতাব করিবার
জ্ঞান নানারঙ্গলক্ষণ ও বিভিন্ন বসনে বিভূষিতা মা আমার হস্তযুগী

কুমারী বেশে মুষ্টিমণী ভট্টয়া বাদ্যের তালে তালে প্রাণি নির্মিত
মুগা কনিতেন। মন্দিরের ছাণ অবলম্ব প্রাকিক্ত। দীর্ঘায় মার
জন্মজন্মে তালে তালে চক্র ঘূর্ণা, তাহারি জীভা করিতেছে, যাব
উদাল অবরুদ্ধ বঙ্গ প্রেমিত হইতে, বায়ু, বাহিরেতে, জীবগ জন্ম জীবন
ব মরণ গান গাইতেছে, প্রাক আমায় সেই, মুগাকালী মা ভক্তের
মলে তালে তালিট নাচিয়েছেন। আজ বাক্ষণ! কোমারট বাদ্য
মুগা মার মন্দির মার মায়ের মস্তককে বক্ষ বক্ষিত পদাংকিন্দর
মুগা মন্দির গিয়া মিশিয়াছিল।

“ একবার নাচগো প্রাম!

একবার তেমনি তেমনি তেমনি কর নাচগো প্রাম!

বিষকপ কোমার কুমারী সেরে একবার নাচগো প্রাম!

ওমা এলোকেশে আলুপলুবশে একবার নাচগো প্রাম!

মা নাচিলেন, বাহিরের লোকে তাহার মতাম প্রাকিক্ত, শুনিত,
তাহার বাক্ষণের বাদ্যছাড়া এত বিভিন্ন নৃপুংঙ্গ প্রাণি শুনিতে পাট
উক্তবাক্ষা বাক্ষণের মা'র অবিত্যব বন্যচরন কত জিজ্ঞাসা করিতেন।
এ কথা কাচাকে বলিব না বাক্ষণের লক্ষি চক্ৰপ মাতৃক অধিক
ছিল। মাতার অমুরোধে বাক্ষণ বিবৃত হইল বলিল উহা আপাত
তো কোশলে পরীক্ষা করিতে পারেন। রাক্ষস মন্দিরের একটি কুত্র
ছিন্ন করিয়া রাবিরে দেখিতে লাগিলেন। মদিয়া কুমারী ভট্টলেন বাট
কিছু মা যখন কোপকথায়িত নজ্জ চক্ৰপ পূর্ণক বগিলেন, বক্তনা অত
চক্ৰে কোমার বংশের কোন বাক্ষি আর আমার এখানে আসিক
পারিব না, অগিলে বংশ কোমার হইবে। বাক্ষ অত হইতে কুমি
আমার লকাশ বনুনা দেখিতে পাটবে না। তখন উভয়েই স্থাভিত
নিক ও মুক্তবঙ্গ মাক্ষণ হইলেন। পুনঃ মারতেন হইয়া নিজীমক
অপগম জ্ঞা অম্বুবাচীনা করিতে করিতে উভয়েই চবিয়া গেলেন।
সেই অবধি কুচবিহারের রাজবংশের কেহ জৈমাত্যবানী শীর্ষশ্রম কপন
গমন করেন না।

মায়ের মন্দিরের ব্যবস্থাপক ভট্ট, জন অবৈজ্ঞানিক লোক আছেন।
মায়ের পূজার পুরোঁ বানীশ যে ভেট দুডাঠয়া পাকেন, উক্ত কক্ষের
জ্ঞা তাহারই বার্ষিক অংশ পাটয়া পাকেন। কুমারী ও বাক্ষণগণকে
মাতৃগণ যে বঙ্গালঙ্কার অর্ধ্যাদি দান করেন তাহা বর্ষকাল সঞ্চিত
পাকে, বঙ্গমাত্রে সেই সমস্ত, তদায় যক্ষাল কুমারী ও বাক্ষণ আছেন
সকল জালকে আগ করিয়া দেখা হয়। এই সম্ভাবতা পাণ্ডায় কেত
পাইল কেহ পাইল না একগ হইতে পায় না। অত্যাঙ্ক স্থানের তীর্থা
বাক্ষণ শাণ অগেফা এখানকার পাণ্ডাগণ কিছু ভাল মাহুষ বলিয়া
বোণ হইল।

কামাখ্যা শৈল শিখারর কোন কোন স্থানে কালী, মোড়শী
ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা ধূমাবতী, বগলা, মাতলী কমলা, আদিত্য
মন্দির আছে। ইহার মধ্যে কোন ২ মন্দির বনাকীর্ণ ও তজ্জবেত

বৃথা গুণগোল ।

আজ কাল ভাবতের নবোদয় মঙ্গলদায়ক নবা কতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। অনেকেরই মুদ্রিত পুস্তকাদি রচনা পাঠ করিয়া স্বীয় স্বীয় মত প্রকাশে বিদ্যা বুদ্ধি পরিচয় দিতে ক্রটি করিতেছেন না। আবার এনেকে দেশের কত সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ স্বীয় স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধি জন্য কিনা বলিতেছেন? কি না করিতেছেন? পরের নিন্দাবাদই একমাত্র অবলম্বন। নিজের কৃতকাণ্ডের কল কতদূর দাঁড়ায় তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া অন্যের কৃত কাণ্ডের কলাকলার বিষয়ে দোষা রোপ করিয়া থাকেন। বলে, ভলে, কোণে হঠাৎদের সম্প্রদায় মধ্যে আপন আপন প্লেটফর্ম দেখাতরা জন সমাজে বাণিজ্য বাণ্যার বিস্তার করতঃ সুবিধা করাই একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া দাঁড়াইয়াছে। এমত স্থলে সময় সময় একতা ভিন্ন কিছুতেই দেশের উন্নতি সাধন হইবার নয় এই বালগা যে চীৎকার করিয়া থাকেন তাহা কেবল ভান মাত্র। যে হেতু তাহার স্বপক্ষে একতার মূল্য কুঠারাবাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইহাতে দেশের মঙ্গল সাধন হওয়া দূরে থাক বরং আপন আপন সম্প্রদায় মধ্যে একটা ভুলবাপ্য গুণিতও উপস্থিত হইয়া কতক সময় ঐক্যেই বৃথা কাটিয়া যাইতেছে। এজন্য সম্পাদক মহোদয়গণেরও সূক্ষ্ম চিত্তের সমাপে আমার বিনীত ভাবে প্রার্থনা যে অন্যের কৃতকাণ্ডে কটনা ধারণা ও দোষারোপ না করিয়া বিচারের ভার পাঠকগণের উপরই জ্ঞাত করতঃ নিতক ভাবে নিজ নিজ মনোগত ভাব সকল প্রকাশ করিতে থাকুন। পাঠকগণ পাঠ অর সময়ের মধ্যেই লেখক দ্বন্দ্বের সমীচীনতা ও দূরদর্শিতায় পরিচয় পাইবেন। পরমানি পূর্ণ তক বা বাগ্ বিতণ্ডার আবশ্যক কি! বিবেচনা করিয়া দেখুন এই সনাতন হিন্দু ধর্মের আলোচনা ও দ্বন্দ্বের বিষয়ে যথাসা চারিযুগ ধারণা চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এ পর্যন্ত উপায়মত লক্ষ্য হইয়াছে কি! হইলে বুনিয়াদ সঙ্কটন। তবে যিনি যাহার উপাসনা করিতেছেন, তিনি তাঁহাকেই মনোযোগ অর্পণ করতঃ আমন্ত্রণ বিবর্ত্যে একমাত্র পূর্ণ এক জ্ঞানে চিত্ত স্থির করিতে পারিলে সিক মনোরম হইতে পারিবেন, কারণ "বিশ্বাসে মিলনে বস্ত তকে বহুদূর"। আজ কাল যে যে সংবাদ-পত্রিকাতেই ধর্ম ও ঈশ্বর বিষয়ক আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ যে ধর্মের জ্ঞান ও শাস্ত্রের বিস্তার ব্যাখ্যা, কল্যাণ আবার তাহারই নিন্দাবাদে পত্র-পত্র পরিপূর্ণ দৃষ্ট হয়। এবং সঙ্গে সঙ্গেই স্বীয় ভ্রম স্বাকারে জন সমাজে ক্রটিমান্যতার প্রার্থনা পত্রও মুদ্রিত হয়। এ সকল কি বাণ্যার! এই সনাতন আশ্রয় ধর্ম সহজ জ্ঞানময় নহে, রামা ক্ষেমার গম্য নহে যে ২টা কথা আদিক ওাদিক হইলেই বা কতি বুদ্ধি কি! এতটা সামান্য বিষয় নহে—ধর্ম। ইহা গহন্য আলোচনা করা বিশেষ গুণমান ও শাস্ত্রজ্ঞ, ভাস্কর্য্য ও জ্ঞানবান লোকের কাণ্ড। তাই! তোমার আমার মত লোকের কাণ্ড নয়, হিন্দু ধর্মের উপাসনা প্রণালীও এক প্রকার নয়।

এই উপাসনা পক্ষ প্রকার। যথা, শৈব, গাণপতি, শাক্ত, বৈষ্ণব ও সৌর। এই পক্ষ প্রকার ছাড়াও অনেক নিরাকার ত্রৈলোক্য উপাসনাও করিয়া থাকেন। মূল কথা ইহার মধ্যে যাহা যাহার মনে লাগিয়াছে ও শুদ্ধ কঠক উপাদষ্ট হইয়াছেন, তিনি সেই প্রাণালীতে নিজ উপাস্য-দেবের অর্চনা করিয়া থাকেন। কেহ বা নিরাকার ত্রৈলোক্য উপাসনা করিয়া থাকেন। এমত স্থলে তুমি যদি কোনটুকু গ্রহণ করিয়া অন্যটিকে কিছুই নয় এই রূপ উক্ত করিয়া দোষারোপ করিবার চেষ্টা কর তাহা হইলেই ভুল বিতণ্ডা উপস্থিত হইবে। আমরা যদি ভগবান্ বেদব্যাস কি জীবন্ত শুদ্ধ দেব যোগী রাজস্বয় শ্রীমত মহাশয়গণের সহিত তুলনায় কিংবা সত্য যোগ্য হইতে পারিতাম তাহা হইলেও ২০টা বিষয় গহন্য। কিছু কাল তক বিতর্ক করিলে চণ্ডিত। যাহারা আলোচন কোন মতটা সমস্তে ও কোন দেবত্ব বা মঙ্গলত্ব গুণী, এতাবৎ বিচারার্থ ঈশ্বরশ্রেণী অবতীর্ণ হওয়া পূর্ণ এক অবতার-লালায় পূর্ণ ঈশ্বরত্ব প্রকাশে ঈশ্বর-পদ-নাচা হওয়া ভারতকে দাব্য করিয়া গিয়াছেন, তাহাবাদ তো একটা শেক্ষণিকত্ব দ্বারা সকলকে আবদ্ধ করিতে পারেন নাহ। যদি পারিতেন তাহা হইলে সকল নানা মত কখনই হইত না। যদি বল ব্যক্তিগত নৈ পারায় একপন ঘটয়াছিল; আচ্ছা তাহা! তাহা হইলে পরিশ্রমে বৈদ্য গণল বান্ধব হইয়াছিল, সেই পণ্ডিতের অনুসরণ করতঃ সকলেই এক বাক্যে সাহিত সেই একমাত্র পূর্ণ ত্রৈলোক্য উপাসনাদিতে প্রবৃত্ত হইতেন। এবং তৎপরিণত তক সাধারণের সৌভাগ্য স্বায় যদি মতঃ সহিত স্বাকার-বাক্যে আপন আপন পুরাণাদি লক্ষ্য সমূহের সংশোধনে পরাক্রম হইতেন না এবং মঙ্গলবাদী মঙ্গল সম্ভাও যুক্ত এক ধ্যান গ্রন্থ রচনা করিতেও ক্রটি করিতেন না। তাহা না করিয়া গণি যাহার উপাস্যদেব, তিনি তাহারই বিষয় আলোচনা করতঃ তাহাকে ঈশ্বর-তাবনার মন জ্ঞাপক ও মঙ্গল আবেগ পরিজাতা স্বরূপে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। এবং যে কোন শাস্ত্রাদিতে স্বায় মতঃ অরূপে যে সমুদয় শ্লোক হত্যাদি দেখা গিয়াছেন তাহাই তৎকাল উক্ত করতঃ নিজ নিজ গ্রন্থে পোষকতায় যথা গানে সার-বিশিষ্ট কাব্যরচনা। সে স্থলে আমাদের ন্যায় অর গুণ মানবের দ্বারা ঈশ্বর বিষয়ক মীমাংসা ও ঈশ্বর যে কি প্রকার তাহা স্থির করা গহন্য নয়। অন্য পরে কা কথা কোন সময় স্বয়ং বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ব্রহ্মা তিনই একত্রে সমবেত হইয়া একাসনে উপবেশন করতঃ সর্ব সমস্তি ক্রমে দেবাদিদেব মহাদেব কঠক উপাস্য বিষয়ের মীমাংসা হইয়া তৎপ্রাণালী মুকর্গ একরূপে প্রচারিত হইয়াছে। আবার সময়ান্ত্রে বিষ্ণু স্বয়ং মীমাংসা করতঃ অন্যরূপ উপাসনাও তাবের সহিত প্রেম ভক্তি রূপ উপাসনারই স্রষ্টা হইয়াছেন। আবার কণিতে চৈতন্য দেব সকল প্রকার উপাসনারি ভাগ করিয়া কখনও ভক্তি যোগে নাম-মাহারোয় পণ্যকতা দেখাইয়া

গিয়াছেন। কপিতে ইহাতির অন্য উপাসনাদি কি যোগ ক্রিয়াদি কিছুই চটাই পারে না হুইই প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। অতএব নড়িয়া ওনিয়া বুঝিয়া হুইয়া ইখর শিকান্ত হুইয়া অকঠিন, শ্রদ্ধা পূর্বক ত্রিগুণ দত্ত বস্তুর আরাধনার নিযুক্ত হইয়া কার্য্য করিলে শুভ ফল হইবে, বুঝা গুণগোল ছাড়িয়া দাও।

আবাহন ।

হুঃখীর দেশে রাজরাজেশ্বরী মা আসিতেছেন, দীন হীন কাদালের দেশে দয়াময়ী মা দয়া করিয়া প্রভুগমন করিতেছেন, তাই দিকে ২ উৎসবের বজ্রনা বাজিতেছে। তিথারিণ জাগ্রণ কর্ত্তিরে দিব্যাম বাসিনী জগজ্জননী আসিয়া বিরাজ করিবেন, তাহ ক্ষণে আনন্দের লগ্নী উপনিষা উঠিতেছে। ঘোরাকবাব-সমাজের গভীর গিরিগুহায় বাসিয়া দানসময় যোগীও বাহার বিছাটবিকাশ ফণেকের জন্যও নইতব কারতে পান না, সেই চিদানন্দকাদাম্বিনী মহামায়া নিজ ভুবন, ~~.....~~ দ্বারা দিগ্দিগন্ত আঘোষিত করিয়া গতিত জনের উদ্ধারার্থ স্বয়ং প্রাণতীত হইবেন তাহ আশার আশ্রমে আশাচীন ভরসাচীন জীব আনন্দে না ভয়া উঠিয়াছে। নিম্নকল্প সমাদি আশ্রয় করিয়া মনোপায় করিতে না পারিলে বাহার সাক্ষাৎ লাভ হয় না, সেই চিদানন্দ-রূপিনী দেবতা আজ অধমনিস্তারিনী মা হইয়া দর্শন দিবেন, তাহ ভুবন পরিয়া আনন্দের কলোণ উঠিতেছে। প্রতি বাহাকে নির্ভণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, মন ও বাক্য, বাহার গোচরী ভূত হয় না, সেই নিম্নিকার নিরঞ্জন পরমায়ুগণিনী মা আজ গতিহীন অনাথের যুগের দিকে ডাকাইয়া করুণা-কল্পলতিকা হইয়া অবতীর্ণ হইবেন, তাই আজ দীন হুঃখীর ঘরে ২ আনন্দের গলারা বসিয়া গিয়াছে। নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হইয়া জগজ্জননী আজ করুণায় সদাশ্রিত-শালায় দশহস্তে হুঃখী কাদালের বাক্তিত সাপের সামগ্রী বিলাইবেন, তাই কামনার দাস আমরা আনন্দে আটখানা হইতেছি।

এস মা! এ রোগ-শোক-জরা জীর্ণ দেশে আরোগ্যবিদায়িনী হইয়া মা! তুমি এস! এ উজাড় অশান-প্রান্তরে গজীবনী চিহ্নায়ী শক্তি হইয়া মা তুমি এস! এ দাবদহন দক্ষমকহুমে অমৃতের আবাহিনী হইয়া মা তুমি এস! বহু আশায় বহু ভরসা মা! তোমার আবাহন করিতেছি। অর্দরের গুপ্তনিকেতনে শুধাইয়া ২ কত কথা লুকাইয়া রাখিয়াছি, মা! তোমার বলিবা হুঃখের কথা, আলাপত্রণার কথা, মর্দবেদনার কথা তোমাকে আমরা শুনাইব। সংবৎসরে মনঃপ্রাণের অন্তস্তলে যে চিত্তভঙ্গ জমিয়াছে, তাহাই তোমাকে উপহার দিব। কত শত অশান্ত-বাক্তনার আমাদের অস্থিরাজন থসিয়া পড়িতেছে, মা! তোমায় তাহাই নিবেদন করি। দোষ! এজগতে হুঃখীদের “আপনারা” বলিবার

কোই নাই। দূর হইতে হুঃখী ভিখারী বেশিগেই সকলদিক্ত দ্বারদেশ বন্ধ করিয়া দেয়। অগতঃ এক কালে স্থগিত—পদদলিত—শক্তিহীন যুগের জায় পড়িয়া রহিয়াছি। তাই শক্তি স্বরূপিনী মা! তোমার আশ্রয়াকলে মুগ লুকাইয়া প্রাণ ভরিয়া একবার কাঁদিতে চাই। মা! এবার তোমার পূজায় আমাদের হুঃখই কেবল উপকরণ হইবে। নয়নজল তোমার পাদ্য হইবে, কধির ধারা তোমার চন্দন কঙ্কম হইবে, জাপিও তোমার কুম্ভ হইবে, বিলাপ-গালা তোমার মঙ্গ হইবে। অস্তি মজ্জা মেদ মাংস মস্তারে নৈবেদ্য সাজাইয়া মা! তোমায় নিবেদন করিয়া দিব, বকস্থল উৎপাটন্ত করিয়া মা! তোমার হোমকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া দিব। অলস্ত যাতনার চিত্তানল দিয়া মা! তোমায় নীরাজনা করিব মা! আমরা জম্বুখী, হুঃখ ছাড়া আর আমাদের ভাণ্ডারের কোন সঞ্চয় নাই। তাই হুঃখময় সামগ্রী সম্বারেই মা! তোমার অর্চনা করিব। তোমাকে তাহাতেই পরিতৃপ্ত হইতে হইবে।

দ্রববহার আর বাকি কি? বল নাই, বুদ্ধি নাই, ধন নাই, সামর্থ্য নাই, কিছুই নাই, মনুষ্যের বাহিরে আসিয়া পাড়াগাত কুম্ভাস্ত কুকুর এক মুঠি অন্ন পাচলে যেমন চণ্ডিচাপ হুঃখা যায়, সেই রূপ কোন রূপে উদ্বারের সংস্থান করিতে পারিলেই আমরা কুৎসৃতার্থ হইয়া যাই। আর কিছু কামনার বস্ত্র জগতী খুঁকিয়া পাত না। এমনই মুঠি সঞ্চীর্ণ হইয়া গিয়াছে। দারুণ জীবন-মংগ্রামে পাড়িয়া জীবনের উচ্চ লক্ষ্য ভূমির দিন ২ মথলট হইতেছি। পরপদ-বাড়নে পাছও হইয়া শরীর মন আত্মার অধীনতা হারাওয়া ধূলিকণার ন্যায় মিশিয়া যাইতেছি। আশা নাই, ভরসা নাই, ক্ষুতি নাই, তেজ নাই, প্রোণের সেহলার মত উদ্দেশ্যহীন হইয়া কক্ষ্যাকরে ভাসিগেছি। সাধারণ উপর দিয়া শত বজ্রাঘাত বরিয়া বাহতেছে, বঙ্গদেশে মহাশূল ভীমবেগে প্রোথিত হইতেছে, জাগ্র শাণ অস্থিকঙ্কালময় দেহে প্রাণটি ধুক্ ধুক্ করিতেছে। আর বাঁচিবার আশা নাই মা! অস্তিম কালে নগেন্দ্র-নন্দিনি! একবার শিয়রে আসিয়া দাঁড়াও! জনমের মত ও জগদ্-ভুলান মাধুর্য্যমাপ্য মুখ খানি একবার দেখিয়া লই। মাথ মচাইয়া ও হুনমোহন প্রীতিমা দেখিয়া জুড়াইয়া যাই। মা! মরিণ, তাহাতে তুঃখ নাই। কিন্তু তোমার উপাসক হইয়া, ছেলয়া প্রক্কা বা তোমার পূজক হইয়াও আজ পৌত্তলিক হিন্দু মরিণ, ইহাতে তোমার কলক যে চারিদিকে রটিবে, তাহাই ভাবিয়া প্রাণ ফাটিয়া যারা মা! আর আমাদের বাঁচিয়া লাভ কি! মরণই আমাদের গণে মঙ্গলকর। জীবন যে জঞ্জালময় হইয়া উঠিয়াছে। এ কালা মুখ জগতের কাছে আর দেখাহতে পারি না। লজ্জায় ঘুণায় মর্দবেদনায় অধীর হইয়া উঠিয়াছি। মা! এ অবসাদময় জীবনভার ফুরাইয়া দাও। এ আলা-যন্ত্রণাপূর্ণ অস্থিরাজন অবসান করিয়া দাও। এ শত মংগ্র বৃষ্টিক মংগ্র-নের বাতনা হইতে অব্যাহতি দাও। ইহাই প্রার্থনা।

পূরী জগন্নাথ দেবের মন্দির সংস্থাপন সংক্রমে আমরা এক খানি অনুষ্ঠান পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। মন্দিরের পুণ্য সমস্ত স্থান সংস্থাপন-যোগ্য। তাহা ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে। ত্রিষ্র লক্ষ টাকা সংস্থার কার্যে লাগিবে এইরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে। জগন্নাথ দেবের মন্দির হিন্দু শিরনৈপুণ্যের অতুলনীয় কীর্তি। এ কীর্তি স্থায়ী করিতে হিন্দুমানুষেরই চেষ্টা করা উচিত। জাতীয় গৌরব-মান্যতার অতি ধোর ছত্রবস্ত্রের দিনেও মনে শান্তি আনিয়া দেয়। সুতরাং স্বদেশ-চিন্তাও মাত্রেই এ সংকল্পে সাহায্য করা উচিত। আর বাহারা পুণ্যার্থী, তাঁহারা সংকার্যে নাম করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিবার এমন শুভ মুহূর্ত্ত উপেক্ষা করিবেন না। বড়ই আশ্চর্যের কথা, কি বাঙ্গালি, কি গজাবী, কি বোম্বাইবাসী সকলেই যথাসম্ভব এ বিষয়ে অর্থ-সাহায্য করিতেছেন। ধর্ম্মই হিন্দু শম্মিলন-ক্ষেত্র।

আমরা শুনিয়া আশ্চর্য হইলাম বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট ও বোম্বাই গবর্ণমেন্ট শ্রীযুক্ত অধিনাশ চন্দ্র কবিদাস মহাশয়কে চাক ও স্কলার্শিপ মানা ভাষায় প্রচার সংক্রমে এক চাকর টাকা করিয়া সাহায্য দান করিয়াছেন। পঞ্জাব ও মাদ্রাজ গবর্ণমেন্টও সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। বিদেশীয় 'বিশ্ব ধর্ম্মজ্ঞান বার্তা' আয়ুর্ক্বেদের উন্নতি কল্পে অগ্রকূলতা করিতেছেন ইহাতে মনে অপরূপ আনন্দের উদয় হয়। "রাজা প্রসাদী হজনাং।"

আমরা সাহিত্য নামক নবপ্রকাশিত মাসিক পত্র দুই খণ্ড উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ইহার সম্পাদক। উপযুক্ত লোকের চেষ্টায় সম্পাদন ভার অর্পিত হইয়াছে। সংস্কৃত প্রদান ২ লক্ষ প্রতিষ্ঠা লেখকগণ ইহাতে লিখিয়া থাকেন। মানানন্দ প্রবাসী প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশিত হয়। কালে ইহা একদান প্রথম প্রেরিত মাসিক পত্র পরিণত হইবে এ কথা আশা করা যায়।

ধর্ম্মোৎসব ।

১। সাহেব গঞ্জ—৬ই ভাদ্র চিরকুমার পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজী মহোদয় দিনাজপুর জেলায় যাইবার পথে এখানকার সজ্জন মণ্ডলীর অনুরোধে "মানব জীবনের সার্থকতা" বিষয়িণী একটি অতি মূল্যবান বক্তৃতা করেন। শ্রোতৃবর্গের হৃদয় জ্ঞান ও ভক্তি পূর্ণ উপদেশে পরম মুগ্ধ ও তৃপ্তি লাভ করিয়াছিল। ইহা ছাড়া তিনি যতক্ষণ এখানে ছিলেন, লোকে সর্বদা তাঁহার নিকট অনেক সংশয়-ভঞ্জনী তত্ত্বকথা শুনিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল।

২। বাহিন—এখানকার জমীদার শ্রীযুক্ত ইন্দির চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় অতি সাধু স্বভাব ও উদার হৃদয়। তাঁহার বারম্বার অনুরোধে স্বামীজী মহোদয় সাহেব-গঞ্জ হইতে তথায় গিয়া ত্রিরাত্রি বাস ও ৩ই দিন নানা উপদেশ পূর্ণ বক্তৃতা করেন। রাইগঞ্জ, হরিপুর, দিনাজপুর আদি হইতে অনেক ধর্ম্ম শ্রোতৃসকল উপদেশ শ্রুতিতে উপস্থিত হইয়া ছিলেন। দুই দিন বাহিনে প্রেমের হিলোল বহিয়াছিল, বলিতে কি লোক সকল এ দুই দিন যে স্নেহের ছবি দেখিয়াছিল, তাহা আর কখনও ঘটিয়াছিল কিনা সন্দেহ। ঈশ্বর ৭৭ স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত বেদ বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ ২০ টাকা এক কানীন দান করিয়াছেন।

৩। ফুলবাড়ী—বাহিন হইতে স্বামীজী ফুলবাড়ী হরিসভার বার্ষিক উৎসবে গমন করিলেন। তথায় ৫ দিন জমাগত শ্রোতৃগণ শুষ্ক রহস্য পূর্ণ বক্তৃতা ও হরিনাম সংকীর্তন হয়; এক দিন নদী-পারবর্তী একাপুর গ্রামেও বক্তৃতা ও হরিনাম সংকীর্তন হইয়াছিল। স্বামীজীর উপদেশ শ্রুতিবার জন্য দিনাজপুর, পার্বতীপুর, রংপুর, নিরামপুর আদি দূর দূর স্থান হইতে অনেক ভক্ত লোক আসিয়াছিলেন।

৪। রঙ্গপুর—ফুলবাড়ী হইতে বারম্বার অনুরোধ হইয়া স্বামীজী রংপুর ধর্ম্ম সভায় গমন করেন। সভা অতি সমারোহ সহ তাঁহার অভ্যর্থনা চক্ৰ সূচক হইয়াছিল। প্রথম দিনে "হিন্দুমানী" ও ২য় দিন "সাকার উপাসনা" বিষয়িণী বক্তৃতা হইয়াছিল। প্রথম দিনে আশাতিরিক্ত অতিজনতা জন্ম সভা গৃহে শ্রোতৃ বর্গের ও বক্তার স্বাস্থ্যবিরোধ হইবার আশঙ্কা হইয়াছিল, দ্বিতীয় দিন সভার পার্শ্ববর্তী ময়দানে বক্তৃতা হয়, লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। ধীর গভীর ভাবে নীরবে তত বাঙ্গালী একত্রে দেখিয়া মনে বড় আশ্চর্য হইল। এখানকার স্মৃতি সঞ্চারিণী সভার যত্নে নগর-সংকীর্তনও হইয়াছিল। একজন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম

প্রায় চতুর্দশ হিন্দু ধর্ম পুনর্দীক্ষিত হইবার জন্য স্বামীজীর নিকটে সূত্রপনমর্শ লইলেন দেখিয়া বড় আহ্লাদ হইল । তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের অসার সর্বস্ব চক্কা-নির্নায়ে শিরক ৩টয়া হিন্দু ধর্মের চরণ-চুষনে পুনঃ প্রবৃত্ত হইয়াছেন । স্বামীজীর ধর্ম প্রচার অতিশয় শুভফল-প্রসূ হইতেছে । বেদ বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ রংপুর ধর্মসভা ১০০ টাকা ও ইকন কোটের জমিদার শ্রীমান কুমার হরকিশোরী ১০০ টাকা এক কালীন দান করিয়াছেন ।

৫। দিনাজপুর—স্বামীজী রংপুর হইতে দিনাজপুর হরিসভার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে গমন করেন । তথায় ৩ দিন হরিসভায় ও এক দিন শ্রীযুক্ত রায় রাধা-গোবিন্দ রায় সাহেব বাহাদুরের বাটীতে বক্তৃতা করেন । আর একদিন বিদ্যালয়ের বালকবর্গের বিশেষ্যমুরোদে “ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষ” বিষয়িণী বক্তৃতা হইয়াছিল । এই বক্তৃতায় শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার বিশেষ রূপে আলোচিত হইয়াছিল । শ্রোতামাত্রের বড় অধী হইয়াছিলেন । একদিন নগর সঙ্কীর্তনও

হইয়াছিল । এ দিন শত ২ সাক্ষির কণ্ঠ নিগাদে ও প্রে কুম্ভন ও নর্দানে দেশ টলমল করিয়া উঠিয়াছিল । তার-সভা বেদ-বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ এক কালীন ৪০০ টাকা ও রায় সাহেব বাহাদুর ৫০০ টাকা দান করিয়া-ছেন ।

৬। মল্লারপুর—স্বামীজী দিনাজপুর হইতে পূর্ণিমা নাইগঞ্জ আদিতে যাইবার জন্য অত্যন্ত অনুরক্ত হইলেও, যাটতে পারেন নাই । তিনি তথা হইতে সাহেবগঞ্জ হইয়া মল্লারপুরে মল্লনাথ মহাদেব দর্শনে গমন করেন । তথায় তাঁহার অনুগত ভক্ত সাধক গণের একত্র সমা-গমে “আনন্দ-মণ্ডলীর” মহাধিবেশন হয় । এই অধিবেশনে কলিকাতা, বীরভূম, কুণ্ডলা, মামুদবাজার সাহেবগঞ্জ, রামপুরহাট, মল্লারপুর আদি হইতে অনেক সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ভক্ত গণ উপস্থিত ছিলেন । দেবালয়ে পূজা, ভগবতীর ভোগরাগ, সঙ্কীর্তন, সঙ্কীত ও নিগূঢ় সাধন-তত্ত্বের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল ।

ও নমো ভগবতে বাসুদেবায় ।

— —

ধর্ম প্রচারক ।

“ কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন ।
অপার সন্ধিং সুখসাগরেস্থিন্, লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ ॥ ”

১৪শ ভাগ

৭ম সংখ্যা

“ এক এব স্নানকর্ম্মো নিধনেংপ্যনুযাতি যঃ ।

শরীরেণ সমগ্রাং সর্কমন্যন্তু গচ্ছতি ॥ ”

শকাব্দ ১৮১৩

কার্ত্তিক মাস

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা ।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

পলাণ্ডুং বিড়্‌বরাহুঞ্চ হ্রজাকং ঐম্যকুটম্ ।

লশুনং গৃঞ্জনকৈব জঙ্ঘা চান্দ্রায়ণকরেৎ ॥

পলাণ্ডু (পঁয়াজ) ঐম্যাকুট, হ্রজাক, ঐম্যকুট,

লশুন (রসুন) গৃঞ্জন (গাঁজর) এই সমস্ত ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে ।

ভক্ষ্যাঃ পঞ্চনখাঃ সেধা গোধাকচ্ছপ শল্লকাঃ ।

শশচ মৎস্তেষপি হি সিংহতুণ্ডকরোহিতাঃ ।

তথা পাঠীনরাজীব সশল্লশচ দ্বিজাতিভিঃ ।

অতঃ শৃগুধ্বং মাংসস্ত্রিবিধং ভক্ষণ বর্জনে ॥

পঞ্চনখবিশিষ্ট জন্তুর মধ্যে সেধা (ভল্লুক) গোধা

(গোসাপ) কচ্ছপ, শল্লক (সজার) শশক এই পঞ্চ

জন্তু ভক্ষণীয় । মৎস্তের মধ্যে সিংহতুণ্ডক (মৎস্ত বিশেষ)

রোহিত (রুই মাছ) পাঠীন (বান মাছ) রাজীব

(ঘোল মাছ) এবং সশল্ল অর্থাৎ অশিবিশিষ্ট মৎস্ত

দ্বিজাতি ভোজন করিতে পারেন । অতঃপর কি রূপ

মাংস ভক্ষণীয় এবং বর্জনীয়, তাহা বলিতেছি ।

প্রাণাত্যয়ে তথা প্রাক্ প্রোক্ষিতং দ্বিজকাম্যয়া ।

দেবান্ পিতৃন সমভ্যর্চ্য খাদন্ মাংসং ন দোষভাক্ ॥

জীবন হানির সম্ভাবনা হইলে মাংস ভোজন করিলে

দোষ নাই । প্রাক্কার্ষ্যে ব্রাহ্মণ ভোজনার্থ উৎসর্গীকৃত দেব ও পিতৃগণের উদ্দেশে নিবেদিত ও যজ্ঞীয় মাংস-ভোজন করিলে কোন দোষভাগী হইবে না ।

বসেৎ স নরকে ঘোরে দিনানি পশুরোমভিঃ ।

সন্মিতানি ছুরাচারো যো হন্ত্যবিধিনা পশুন্ ॥

যে ছুরাচার অবিধি পূর্বক পশু হনন করে, পশুর গাত্রে যত গুলি লোম থাকিবে, ততদিন তাহাকে ঘোর নরকে বাস করিতে হইবে ।

সর্কান্ কামান সমাপোতি হয়মেধফলং তথা ।

গৃহেপি নিবসন্ বিপ্রো মুনিশ্চামস বিবর্জনাৎ ॥

যে ব্রাহ্মণ মাংস-পরিত্যাগী, তাহার সমস্ত মনোরথ সিদ্ধ হয় । তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন । তিনি গৃহবাসী হইলেও মুনিতুল্য ।

ইতি ভক্ষ্যা ভক্ষ্য প্রকরণ সমাপ্ত ।

সৌবর্ণ রাজতাজানামূর্দ্ধপাত্র গৃহাশ্রনাম্ ।

শাকরজ্জু মূল ফল বাসো বিদল চর্ম্মণাম্ ॥

পাত্রাণাং চমসানাক বারিণা শুদ্ধি রিম্যতে ।

চরুশ্রব্ধক্ শ্রব সস্নেহ পাত্রাণ্যেকেন বারিণা ॥

সুবর্ণ এবং রজত নির্মিত পাত্র শঙ্খ ও মুক্তা আদি

জলজ পদার্থ দ্বারা নির্মিত পাত্র, গৃহস্থিত প্রস্তুত-নির্মিত

পাত্র, শাক, রজ্জু, ফল, মূল, বস্ত্র, বিদল (খনিজ)

চন্দ্রনির্মিত পদার্থ এই সমস্ত জল দ্বারা ধৌত করিলেই শুদ্ধ হয়। চুরুস্থানী, অক্ষ, অব, (তিনটি যজ্ঞপাত্র বিশেষ) সম্মেহ, অর্থাৎ তৈলবৎ পদার্থ যুক্ত চিকণ পাত্র উষ্ণজল দ্বারা ধৌত করিলে শুদ্ধ হয়।

ক্রমশঃ ।

শ্রামা-রহস্য ।

(রূপ-রহস্য)

যন্তে রূপরহস্যতত্ত্বমনিশং ধ্যান্যাপি নো যোগিনো,
জ্ঞাতা যৎশ্রুতিরপ্যচিন্ত্যমিতি সংপ্রোবাচ তন্ত্রং তথা ।

উচে ভীতমিবাস্কুটং জড়ধিয়ন্তব্রহ্ম যুদ্যম্মতেঃ,

—কস্তুব্র্যং জননীতি মে শিশুমতে বাচালতা দুষণং ॥

জগজ্জননি ! যোগিগণ! নিরন্তর ধ্যান ধারণা করিয়াও তোমার রূপের গূঢ়ত্ব অবগত হইতে পারেন নাই, তোমার রূপের যে গূঢ়ত্বকে শ্রুতি অচিন্ত্য বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তোমার রূপের যে গূঢ়ত্বকে তন্ত্র ভীত ভীত ভাবে অক্ষুট রূপে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, জড় বুদ্ধি আমি আজ তোমার সেই রূপের গূঢ়ত্বকে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ইহা আমার নিভাস্ত বাল চপলতা। আমি বয়সে বালক না হইলেও জ্ঞানে চির দিনই শিশু। শিশু সম্ভান মায়ের নিকটে কত চপলতা প্রকাশ করে, কত কি অসংলগ্ন কথা বলে, মাতা তাহা নিজগুণে ক্ষমা করিয়া থাকেন। অতএব এই শিশুমতির বাচালতা দোষ নিজ গুণে ক্ষমা করিবে।

শ্রুতি বলেন—“প্রণবোধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্য মুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ।” প্রণব (ঐওঁকার) ধনুঃ, শর আত্মা, ব্রহ্ম তাহার লক্ষ্য। অপ্রমত্ত চিত্তে সেই লক্ষ্য বেধ করিয়া তন্ময় হইয়া যাইবে। অর্থাৎ যোদ্ধৃগণ যেরূপ ধনুর্কে শর সংযোগ পূর্বক লক্ষ্য বেধ করে, সেই রূপ প্রণব রূপ ধনুকে আত্মরূপ শর সংযোগ করিয়া ব্রহ্মরূপ লক্ষ্য বেধ করিবে।

সবলে নিঃক্ষিপ্ত শর যেরূপ লক্ষ্যের অভ্যস্তরে ডুবিয়া তন্ময় হইয়া যায়, আর তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না, আত্মাও সেই রূপ ব্রহ্ম রূপ লক্ষ্যে ডুবিয়া তন্ময় হইয়া যাইবে, আর তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব থাকিবে না, দ্বৈত ভাব থাকিবে না, উপাস্ত উপাসক ভাব থাকিবে না। তখন তিনি সংসারের মায়া সমতা কাটাইয়া দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইবেন “চিদানন্দ রূপঃ শিবোহং শিবোহং”। ইহারই নাম নির্বাণ-মুক্তি। জগতের যত সাধক, যত ভক্ত, যত উপাসক সকলেই এই মুক্তির নিমিত্ত লাল্য-য়িত। সকলেরই চরম উদ্দেশ্য এই নির্বাণ মুক্তি। শর যেরূপ মলিন থাকিলে লক্ষ্য বেধ করিতে পারে না, সেই রূপ মলিনাত্মা (পাপাত্মা) ব্রহ্ম রূপ লক্ষ্যে ডুবিয়া অভিন্ন হইতে পারে না। এই জন্য শ্রুতি স্থানান্তরে বলিয়াছেন—“মহাত্মনঃ শরং ছপ্পেসা শাণিতং” সেই আত্ম-রূপ শরকে উপাসনা দ্বারা শাণিত (নিম্মল) করিয়া লইবে। উপাসনা দ্বারা আত্ম-শুদ্ধি হইলে সেই শুদ্ধা-ত্মাকে ব্রহ্ম রূপ লক্ষ্যে প্রবেশ করাইতে হইবে। তবেই আমরা তব যাতনা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিব।

কিন্তু লক্ষ্য আমাদের পরমাণু হইতেও সূক্ষ্মতম। চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতি কোনও ইন্দ্রিয়েরই বিষয়ীভূত নহেন। মন পর্যাস্ত তাহাকে ধারণা করিয়া লইতে পারে না। প্রথমাবস্থায় শিক্ষানবিশীর সময় এত সূক্ষ্ম লক্ষ্য কেহই বেধ করিতে পারে না। তাই হিন্দু শাস্ত্রে স্থলোপাসনার বিধান রহিয়াছে।

বহির্দৃষ্টিতেও আমরা দেখিতে পাই, বাহারা শর শিক্ষা করে, তাহারা কদলী বৃক্ষ প্রভৃতি কোনও একটা স্থূল লক্ষ্যকে ঠিক করিয়া লয়, প্রথম ২ তাহাও বেধ করিতে পারে না, বাণ (তীর) বাম দক্ষিণ দিক্ দিয়া চলিয়া যায়, কিছুতেই লক্ষ্যে পতিত হয় না। কিছু দিনে এই রূপ স্থূল লক্ষ্য ভেদ করিতে অভ্যাস হইলে ক্রমে ক্রমে হাত পাকাইয়া বহু দিনে, বহু পরিশ্রমে সূক্ষ্ম লক্ষ্য বেধ করিতে অভ্যাস হইয়া থাকে। অন্তর্জগতে লক্ষ্য বেধ

করিতে হইলেও ঠিক এই রূপ প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। তাই শাস্ত্রে প্রথমাদিকারীর স্থূল ভাবে সঙ্গুল ব্রহ্মোপাসনার ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে। জীবের রুচি ভেদে অথবা প্রকৃতি ভেদে এক ব্রহ্মই কালী তারা দুর্গা, শিব বিষ্ণু গণপত্যাদি রূপে স্থূল ভাবে উপাস্ত রূপে বিরাজিত রহিয়াছেন। তন্মধ্যে শক্তি বিময়ই আজ আমাদের সমালোচ্য। অতএব শক্তি-তত্ত্ব সম্বন্ধে যথাশক্তি শাস্ত্রাভিপ্রায় নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে। *

• শক্তি, মায়া, প্রকৃতি বিদ্যা, অবিদ্যা, ইহা সমস্তই এই পর্যায় শব্দ। দার্শনিকগণ এই শক্তিকে জড় পদার্থ বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কেবল দার্শনিক গণ কেন, আর্য্যদিগের ক্রতি স্মৃতি দর্শনাদি ভূবি ভূরি শাস্ত্রে এই শক্তি জড়া বলিয়া অভিহিত। ইত্যন্তে আপাততঃ বোধ হয় ঐহারা শক্তির উপাসক, তাঁহারা যেন জড় পদার্থের উপাসনা করিয়া থাকেন। শক্তি জড়া সত্য, কিন্তু জড় বলিয়া শক্তিগণ জড় পদার্থের উপাসক নহেন। কারণ শক্তিগণ কেবল শক্তির উপাসক নহেন। তাঁহারা যে ভাবে শক্তির উপাসনা করিয়া থাকেন তাহা কেবল শক্তি নহে। উণ চৈতন্যামিশ্রিত শক্তি।

ঐহারা ব্রহ্মের উপাসনা করেন তাঁহারাও কেবল ব্রহ্মের (নিগুণ ব্রহ্মের) উপাসক নহেন। তাঁহারা শক্তি মিলিত ব্রহ্মের অর্থাৎ সঙ্গুল ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন এবং ঐহারা শক্তির উপাসক, তাঁহারাও কেবল শক্তির উপাসনা না করিয়া ব্রহ্ম যুক্ত অর্থাৎ চৈতন্য যুক্ত শক্তির উপাসনা করিয়া থাকেন। নচেৎ নিগুণ ব্রহ্মের কোনও কতৃত্বাদি না থাকায় তিনি জড়বৎ ও অজ্ঞের, সুতরাং উপাসনার অযোগ্য। আবার চৈতন্যশূন্য শক্তিও জড়া বলিয়া উপাসনার অযোগ্য। যে রূপ দ্রব্ধ জল ও জলে দ্রব্ধ গিশান একই কথা, সেই রূপ শক্তিয়ুক্ত চৈতন্য ও চৈতন্যযুক্ত শক্তি একই কথা। সুতরাং শক্তিসাধনে ও ব্রহ্ম সাধনে তুল্য ফল লাভ হইয়া থাকে। এই জন্ত মহানির্বাণ তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“যথা ব্রহ্মোপদেশেন বিমুক্তাঃ সর্বপাতকৈঃ। গচ্ছন্তি ব্রহ্ম সাংসারং তথৈব তব সাধনাং।” তন্ত্র শাস্ত্র শক্তিকে চণকাকার রূপিনী বলেন। চণক যেরূপ উই অংশে একত্র জড়িত হইয়া রহিয়াছে শক্তিও ঠিক সেই রূপ প্রকৃতি পুরুষ অংশে জড়িত হইয়া উপাস্ত ভাব অবলম্বন করিয়াছেন। মহা ভাগবতে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে—“সাত মায়া পরা শক্তিঃ শক্তি মতাহ মীথরী।” সেই মায়া পরমা শক্তি, আমি সেই শক্তিময়ী ঈশ্বরী। “চিতিরূপেণ যাক্ষত্ব মেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ”, “যা দেবী সর্ব ভূতেষু চেতনেন্ত্যভিধীয়তে”, ইত্যাদি বাক্য দ্বারাও বুঝা যায় যে সেই মহাশক্তি চৈতন্যপ্রিত্তা শক্তি, কেবল শক্তি নহেন। যে রূপ অগ্নিতে

কেহ ২ গুণ মূর্ত্তি, ৩ গুণ বৈরাগী দিগের চণ্ড শাসন বশতঃ, কেহ বা স্বধর্মের মর্ম্মনা জানা বশতঃ, কেহ কেহ বা বৈদেশিক বিরুদ্ধ শিক্ষায় বিরুদ্ধ সংস্কার বশতঃ শক্তি সাধন সম্বন্ধে আজ কাল কেমন ২ একটা ভাব অবলম্বন করিয়াছেন। শ্যামারূপ ভয়ঙ্কর, শ্যামা-সাধন ভয়ঙ্কর, ইহাতে মেন একটা তামসিক ভাব আছে বলিয়া অনেকের অঙ্গ বিশ্বাস দেখিতেছি। শ্যামা মূর্ত্তি বড়ই ভয়ঙ্করী, এ মূর্ত্তি হৃদাসনে বসাইয়া শাস্তি সুখ লাভ করা যাইতে পারে না। ঐহাকে দেখিয়া মন ভুলিয়া যাইবে, তাহার জগৎ ভুলান রূপ হওয়া চাই, প্রশান্ত মূর্ত্তি হওয়া চাই এরূপ কথা বার্তা আমরা মধ্যে ২ বুদ্ধিমান লোকের মুখেও শুনিতে পাই। বস্তুতঃ শ্যামা রূপে বাহ্যিক চাকু-চিকোর লেশ মাত্রও পরিলক্ষিত হয় না বটে। ইহাতে ফুলের মালা, মুক্তার মালা, মকরকুণ্ডল, হীরার মুকুট, সোণার নূপুর প্রভৃতি অলঙ্কারের বিন্দু বিসর্গও দেখিতে পাই না বটে। এমন কি, মা উল্লিখিত, অঙ্গে বসন খানা পর্য্যন্ত নাই, তাই সংসারের কাঁট—বিষয়ের দারুণ বিলাসীর চক্ষে এ রূপ অতি ভয়ঙ্কর। সংসারী জীব হয়ত এরূপ লজ্জাকর, ঘৃণাকর, ভয়ঙ্কর ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইবেনা, কিন্তু ঐহারা ভক্ত, সাধক, জ্ঞানী, তাঁহারা দেখেন শ্যামারূপে কেবল প্রকৃতি পুরুষের বিহার, প্রকৃতি পুরুষের লীলা খেলা ভিন্ন আর কিছুই নয়। এ রূপ ভক্ত কল্পতরু, ভক্ত ইহার নিকট যাহা চান তাহা পান, যে ভাবে দেখেন সৌভাবে তাঁহা বাজা পূর্ণ হয়। যে মূর্ত্তির উপাসনা দ্বারা সাধকগণ কৃতার্থ হইয়া গিয়াছেন, যে সিদ্ধ মূর্ত্তির উপাসনা করিতে সদাশিব উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, যে মূর্ত্তির পদতল হইতে কেশাশ্র পর্ষ্যন্তে ব্রহ্মভাব—ব্রহ্ম-বিভূতি দেদীপ্যমান, সে মূর্ত্তির বাহ্যিক

আর অগ্নি দাহিকা শক্তিতে কিছু মাত্র প্রভেদ নাই। সেই রূপ শক্তি আর শক্তিমতীর অভেদ বিবক্ষা করিয়াই লোকে “শক্তির উপাসনা, শক্তির উপাসক, ইত্যাদি স্থলে কেবল শক্তির নামোল্লেখ করিয়া থাকে। বস্তুতঃ শক্তি বলিলে সেই চৈতন্যপ্রিত্তা মহা শক্তিকেই বুঝা যায়।

চাকচিক্যের কিছু মাত্রই আবশ্যক করে না। ভাবুক ভক্ত রূপক রূপের অভাস্তরে যে ভাব দেখিতে পান তাহাতেই তিনি কৃতার্থতা লাভ করিয়া থাকেন।

মহা কালীর ধ্যানে আছে তিনি শব শিবা রূঢ়। শব বলিলে আমরা মৃতদেহই বুঝি। শিবের মৃত্যু নাই, তিনি মৃত্যুঞ্জয়, যিনি মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন, তাহাকে শব বলিবার তাৎপর্য এই শিব শব্দে এখানে শুদ্ধ বুদ্ধ সচ্চিদানন্দ নিগূণ ব্রহ্ম। জীবের মঙ্গল দায়ক বলিয়া তিনি শিব পদবাচ্য। শ্রুতি বলেন তৎশুরু, তিনি শুরুবর্ণ অর্থাৎ অত্যন্ত নিশ্চল, তাই পুরাণাদি শাস্ত্রে রজত গিরিনিভ বলিয়া বর্ণিত। এই শিব (নিগূণ ব্রহ্ম) নিত্যজ্ঞ অকর্মণ্য পুরুষ। শ্রুতি ইহাকে নিশ্চেষ্ট মিস্কিয় বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যিনি চেষ্টাশূন্য, ক্রিয়াশূন্য, শক্তিশূন্য, তিনি জীবিত থাকিতেও মৃত। তাই কুজিকা তন্ত্রে বলা হইয়াছে “রুদ্রাণীকরুতে গ্রাসঃ নতু কুদ্রঃ কদাচন। অতএব মহেশানি। কুদ্রঃ প্রেতোন সংশয়ঃ।” রুদ্রাণীই জগৎকে গ্রাস করেন, রুদ্র কিছুই করিতে পারেন না, অতএব রুদ্র (নিগূণ ব্রহ্ম) প্রেত অর্থাৎ মৃত। যিনি মৃত তিনিই শব পদবাচ্য। অনাদ্যা মহাশক্তি এই শব রূপ শিবে আরুঢ়া হইয়া অর্থাৎ নিগূণ ব্রহ্মে সংযুক্তা হইয়া সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতেছেন, তাই মহা কালী শব শিবারূঢ়া। এই তাৎপর্যার্থ গ্রহণ করিয়াই মহাকাল-তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“পুরুষো দক্ষিণঃ প্রোক্তো বামাশক্তি নির্গদ্যতে। বামা সা দক্ষিণঃ জিহ্বা মহামোক্ষ প্রদায়িনী।” দক্ষিণ শব্দে পুরুষ (নিগূণ ব্রহ্ম) আর বামা শব্দে শক্তি। সেই বামা পুরুষকে জয় করিয়া অর্থাৎ নিশ্চেষ্ট পুরুষের উপরে স্বয়ং আধিপত্য দেখাইয়া কালী-রূপে মহামোক্ষদায়িনী হইয়াছেন। এই দক্ষিণকে জয় করাতেই মায়ের নাম দক্ষিণা কালী হইয়াছে। অতএব শ্যামারূপে প্রকৃতি পুরুষের সম্মিলনে সাক্ষাৎ মহেশ্বরী দেদীপ্যমানা রহিয়াছেন। সমস্ত ভূতকে যিনি কলন (গ্রাস) করেন তিনি মহাকাল, মহেশ্বরী প্রলয়ে মহা

কালকেও কলন করেন বলিয়া মহাকালী নাম ধারণ করিয়াছেন। * এই মহাকালী মহামেষের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। তন্ত্র বলেন, ষ্ঠেতপীতাদিবর্ণ যে রূপ কৃষ্ণবর্ণে বিলীন হইয়া যায় তদ্রূপ প্রলয় কালে মহাকালীতে সমস্ত ভূত বিলীন হইয়া থাকে। এই জন্য মায়ের কৃষ্ণ বর্ণ নিরূপিত হইয়াছে। মায়ের বসন নাই, তিনি বিবসনা। বস আচ্ছাদনে, এই বসন শব্দের অর্থ আচ্ছাদন, অর্থাৎ আবরণ। শক্তিময়ী আবরণ-শক্তিদ্বারা জীব জগতের চক্ষু ঢাকিয়া রাখেন, তাহারই আবরণে কোটা ২ ব্রহ্মাণ্ড আবৃত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাকে আর কেহই আবৃত করিতে পারে না, তিনি আবরণ-রহিতা, তাই বিবসনা। নচেৎ কুবের যাহার ভাণ্ডারী, কটাক্ষে যিনি মণি যুক্ত কাঞ্চনাদি পূর্ণ কোটা ২ ব্রহ্মাণ্ড সঞ্জন করিতেছেন তাহার বস্ত্রালঙ্কারের অভাব কিছুতেই যুক্তি-সম্মত হয় না।

দক্ষিণ করদ্বয়ে খড়্গ মুণ্ড, গলে মুণ্ডমালা, মুখে অট্টহাসি, মহাশক্তি এই ভয়ঙ্কর বেশে বজ্র নিনাদ-হুকারে অসুর-প্রকৃতি পাপী তাপীর বিনাশ সাধন করিতেছেন। আবার বামকর দ্বয়ে বরাভয় লইয়া মাঠে মাঠে রবে ভবভয়ে ভীত ভাবুক ভক্তকে অভয় প্রদান করিতেছেন। গভীর সাগরের ন্যায় একাধারে ভীমকাস্তুর ধারণ পূর্বক দুষ্ঠ দমন শিষ্ট পালনের দেদীপ্যমান ভাব দেখাইতেছেন।

আমরা এই স্থূল ভাব ছাড়িয়া আর একটু সূক্ষ্মভাবে দেখিতে পাই, মায়ের করে খড়্গ মুণ্ড, গলে মুণ্ডমালা, কর্ণে মৃত বালক, কটা দেশে করকাঞ্চী, বিকটদশনা বিলোল রসনার করাল বদনে অট্ট অট্ট হাসি বিরাজিত। এই ভীষণ বেশে জগদম্বা কোটা ২ জগৎ শাসন করিতেছেন। শ্রুতি বলেন, তিনি “ভীষণং ভীষণাং।” তাহারই ভয়ে ভীত হইয়া ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ খাটিতেছে।

* কলনাৎ সর্বভূতানাং মহাকাল ইতি শ্রুতঃ। মহাকালন্ত কলনাৎ বসাদা কালিকা পরা। মহানির্গাণ তন্ত্র ৩৭ উক্তাস।

এমন কি, মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহার ভয়ে ব্যতিব্যস্ত । * ইহা দেখাইবার নিমিত্তই মায়ের ভয়ঙ্কর বেশের অবতারণা ।

এই ভৈরবী মূর্তির কটাদেশে, করে, কর্ণে, কণ্ঠে, এমন কি যে দিকে তাকাও সেই দিকেই মৃত মানবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখিতে পাইবে । প্রতি দিন এই সংহার-মূর্তির স্মরণে, মননে, দর্শনে, হৃদয়ে মৃত্যুভয়—মৃত্যু ভাব উপস্থিত হইয়া থাকে । সংসারের অনিত্যতা, জীবনের অনিত্যতা মুহূর্ত্তঃ উপলব্ধি হইতে থাকে । এ রূপ দেখিবার মত দেখিলে, ভাবিবার মত ভাবিলে ধন মান রূপ যৌবনের অভিমান চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পাশেপাশে হৃদয়েও ঔদাস্যভাব—বৈরাগ্য ভাব উপস্থিত হইয়া থাকে । তখন জীব পাপ-যাতনা মৃত্যুযাতনা দূর করিবার জন্য কুমতি কুকার্য্য পরিহার পূর্ব্বক সাধন-মাগে অগ্রসর হইতে থাকে । হুঁতরাং সাধকের এই ভৈরবী মূর্তিতে যত উপকার, ফুলের মালা মুক্তার মালায় সাজান ইঁসি মাথা বাবুয়ানী মূর্তিতে তাদৃক উপকার হইতে পারে না । রূপ যদি সাধকের হিতের নিমিত্তই হইল, তবে যে রূপে সাধকের সত্ত্বর কার্য্য সাধন হয় সেইরূপে উপাসনা করাই যুক্তিসঙ্গত । তাই জগদম্বার ভয়ঙ্কর রূপ প্রকাশিত ।

প্রলয়ে সমস্ত ভূতকে গ্রাস করেন, কালরূপ দন্তে চর্ব্বন করেন তাই কালী করাল বদনা । +

তন্ত্র বলেন, চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি মায়ের নয়নত্রয়, তদ্বারা তিনি সমস্ত জগৎদর্শন করিয়া থাকেন । +

যিনি দেখেন তাহারই নাম সাক্ষী । মায়ের উক্ত তিনটি চক্ষুঃ নিখিল জগৎকে দেখে বলিয়া লোকে চন্দ্র সূর্য্য বহ্নিকে লোক-সাক্ষী বলে । সূর্য্যের এক নাম

সরিতা । সূর্য্য না থাকিলে জগৎ থাকে না, সূর্য্যালোকে জগতের নিখিল পদার্থের উৎপত্তি, স্ততঃ সূর্য্য জগৎকে প্রসব করিতেছেন । চন্দ্র অমৃতময় রশ্মি দ্বারা জগৎকে পোষণ (পালন) করিতেছেন । বহ্নি প্রলয় কালে প্রলয়ান্নি রূপে জগৎনাশ করিতেছেন । তাই ভাবুক ভক্তগণ বলেন, মায়ের কটাক্ষে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয় । জ্ঞানীগণ জগদম্বার কটাক্ষকে মানুষের চক্ষুচক্ষুর কটাক্ষের ন্যায় না বুঝিয়া তজ্জ্যোত্স্ন শশি সূর্য্যাগ্নি রূপ নৈত্রের বিজ্ঞান-গর্ভ কটাক্ষকেই বুঝিতেন ।

শ্রুতি বলেন ব্রহ্ম অদ্বৈত স্বরূপ । তন্ত্র বলেন, তাই জানাইবার জন্য ব্রহ্মময়ীর ললাটে অমৃত ময়ী শশিকলা দেদীপ্যমানা রহিয়াছে । *

শ্যামা মুক্তকেশী । অস্তর বধে ঘোররক্তেশ-বন্ধনের অবকাশ ছিল না, যাহারা স্থূলদশী তাহার বলে, মায়ের আললুলায়িত কেশজাল পাদ পদ্ম পর্য্যন্ত পড়িয়াছে । যে মায়ের পাদ-পদ্মের আশ্রয় লয়, তাহার কি আর বন্ধন-দশা থাকে ? তাহার বন্ধন-দশা চির কালের নিমিত্ত ঘুচিয়া যায়, সে অনন্ত কাল মুক্তাবস্থায় থাকে । ইহাই ভক্তগণকে জানাইবার নিমিত্ত মুক্তকেশী মুক্তকেশে বিরাজমানা রহিয়াছেন ।

এই রূপে কতক গুলি আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম তত্ত্ব লইয়া স্থূলাদিকারীর সাধন সম্পাদনের নিমিত্ত মহাকালীর স্থূল রূপ নিরূপিত হইয়াছে । যাহারা চক্ষুশ্রাব্য, তাহার এই স্থূল রূপের অভ্যস্তরে সূক্ষ্ম ২ তত্ত্ব অবলোকন করিয়া চরিতার্থতা লাভ করিয়া থাকেন । আর যাহারা অজ্ঞানান্ধকারাবৃত, অথবা কিছুত কিমাকারের উনবিংশ শতাব্দীর রুচিবাগীশ, তাহার বাহিরের আবরণ দেখিয়াই লজ্জায় ভয়ে অবসন্ন হইয়া পড়েন । তা'পড়ুন, যাহার এরূপ ভাল না লাগে তিনি অন্য রূপের উপাসনা

* ত্রয়াদভ্যাসিতপতি ত্রয়াদপতি স্বর্গাঃ । ত্রয়াদিত্ত চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ বহ্নিঃ । কটোপনিষৎ ৩৪ বকী । ,

+ গ্রন্থমাং সর্বভূতানাং কাল দন্তেন চর্ব্বনাং । নির্ঝাণ তন্ত্রং ।

+ পশুপত্যাগ্নিতিনৈত্রৈ রখিলঃ কালিকা জগৎ । সম্প্রতি যতন্তমাং করিতং নন্দনঃ । মহানির্ঝাণ ১৩ উল্লাস ।

* অমৃতত্বা ললাটেস্তাঃ শশিচিহ্নং নিরূপিতং । মহা নির্ঝাণ ১৩ উল্লাস—অমৃতঃ পশুপত্যাগ্নিঃ । মহাচারতঃ—মহতঃ পরমব্যক্ত মব্যক্তা-নৃতঃ পরঃ । অমৃতত্বা পরঃ কিকিদিচ্যাদি ।

করিতে পারেন। হিন্দুধর্মে রূপের অভাব নাই, তাহার যে রূপে ইচ্ছা, তিনি সেই পথ অবলম্বন করিয়াই একই গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইতে পারিবেন। কিন্তু সাবধান! একরূপে উপাসনা করিয়া অন্য রূপে ভেদ ভাব, বিবেচ্য ভাব, স্থগার ভাব, দেখাইয়া যেন অধঃপাতের সোপানে আরোহণ করা হয় না। কঠীওয়ালা মহাপুরুষ দিগের এ বিষয় একটু বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত।

ক্রমশঃ।

একনাথ-মহারাজ-চরিত ।

একনাথের বীরতা সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান আছে। তাহা এই—একনাথ শত্রু কর্তৃক দৌলতাবাদ আক্রান্ত হইল—এই সময়ে জনার্দন পন্থের ন্যায় বীর পুরুষ রাজার অধীনে ছিল না। সুতরাং পন্থজীর বীরতাই রাজার এক মাত্র ভরসার স্থল। তাঁহাকে আনিবার জন্য রাজা লোক প্রেরণ করিলেন। লোকটি আসিয়া দেখিল যে পন্থজীর গৃহদ্বার বন্ধ এবং বাহিরে একটি বালক দাঁড়াইয়া আছে। তখন পন্থজী সমাধিস্থ। রাজদূত বালকটির কাছে ইহা জানিতে পারিয়া প্রত্যাগমন করিল। যাইবার পূর্বে, একনাথ তাহার নিকট হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। একনাথ মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন যে, গুরুদেবের ধ্যান-ভঙ্গ করা উচিত নহে, অথচ তাহা না করিলে রাজ্যের বোর অমঙ্গল হইবে। এখন কি করা যায়। মনোমধ্যে এবম্প্রকার আন্দোলন করিতেছেন এমন সময়ে ভয়ঙ্কর তোপ-ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। আর তিনি তখন স্থির থাকিতে পারিলেন না। স্বয়ং যুদ্ধ যাত্রা করা পরামর্শ-সিদ্ধ বিবেচনা করিলেন। তাঁহার গুরুদেবের যে সাজ সজ্জা ছিল, তাহার দ্বারা সজ্জিত হইলেন। এক হাতে তরবারি, অপর হাতে বর্ষা এবং পৃষ্ঠদেশে ঢাল ধারণ করিলেন। সঙ্গে রণ-শিক্ষাও লইলেন। একনাথ মনোমধ্যে বিবেচনা করিলেন যে, যদিও যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে

জনার্দন পন্থের যশ বৃদ্ধি হইবে, আর যদি পরাজিত হইয়া যুদ্ধে জীবন দিতে হয়, তাহা হইলেও তাঁহার উত্তম গতি হইবে যে হেতু গুরু-কার্য্যে জীবন দান ভগবানের প্রীতিকর। পরে একনাথ এক টুকরা কাগজে সমুদায় বৃত্তান্ত লিখিয়া, গুরুদেবকে প্রণাম করত যুদ্ধ-যাত্রা করিলেন। কেল্লার নিকটে গিয়া দেখিলেন যে শত্রুগণ তোপের দ্বারা কেল্লা ভঙ্গ করিতেছে। রাজা ও তাঁহার অমাত্যগণ জনার্দন পন্থের প্রতীক্ষা করিতে-ছিলেন। সেনাও প্রস্তুত ছিল। একনাথ শিক্ষার রব করিলেন এবং সৈন্যগণ আনন্দ-ধ্বনি করত তাঁহার অনুগামী হইল। জনার্দন পন্থ যে প্রণালীতে যুদ্ধ করিতেন, একনাথ সেই প্রণালী অবলম্বন করিলেন। দুই দলে বোর যুদ্ধ হইতে লাগিল। শত্রুদল এরূপ রণ কৌশল প্রকাশ করিল যে রাজসেনা ভীত হইয়া পশ্চাৎপদ হইবার উপক্রম করিল। ইহা দেখিয়া, একনাথ তাহাদিগকে উৎসাহ-পূর্ণ-বাক্যে সম্বোধন করাতে তাহারা উত্তেজিত হইল, এবং প্রভূত বিক্রম প্রকাশ করিয়া শত্রু-দলকে পরাজয় করিল। একনাথ এই যুদ্ধে অসামান্য রণ-নিপুণতা দেখাইয়াছিলেন। তিনি বিপক্ষ দলের সেনা-পতিকে নিহত করিয়াছিলেন। নিজের দেহ শত্রুদের অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল। কিন্তু সে দিকে তিনি দৃষ্টিপাতও করেন নাই। তাঁহার গুরুদেবের কার্য্য সমাধা করিতে সক্ষম হইয়াছেন এই আনন্দ তাঁহাকে উৎফুল্ল করিয়া তুলিল। তিনি এক হাতে সেনাপতির মস্তক এবং অপর হস্তে তরবারি লইয়া জনার্দন পন্থের বাটীর অভিমুখে গমন করিলেন। এ দিকে পন্থজী সমাধি হইতে উঠিয়া বাহিরে নির্গত হইলেন। একনাথকে না দেখিয়া চিস্তিত হইলেন। পরে যে কাগজের টুকরা একনাথ রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি তাহা পাঠ করিয়া অতীব আনন্দ লাভ করিলেন। তাঁহার প্রিয় শিষ্যকে মনে মনে সাধুবাদ দিলেন। একনাথ বালক, তাহার দ্বারা কি এ রহৎ

ব্যাপার সমাধা হইতে পারে ? আর কি প্রিয় শিষ্যকে জীবদ্দশায় দেখিতে পাইব ? মনে মনে এই প্রকার আলোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে একনাথ তাঁহার সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং সাক্ষাৎ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন । জনার্দন পশ্চের আর আনন্দের সীমা রহিল না । তিনি একনাথের মস্তকে হস্তার্পণ করত তাঁহাকে অন্তরের সহিত আশীর্বাদ করিলেন । পরে তাঁহার শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন । একনাথের শরীর স্বস্থ হইলে, পশ্চুজী তাঁহার কাছে যুদ্ধের সমস্ত রত্নাস্ত্র অবগত হইয়া পরিতৃপ্ত হইলেন । সকলে জানিত যে জনার্দন পশ্চুই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন । তাঁহার স্তথ্যতি চারিদিকে ব্যাপ্ত হইল । রাজার আর আনন্দের সীমা রহিল না । তিনি খেলয়াই ও পাল্‌কী জনার্দন পশ্চকে পাঠাইয়া দিলেন । ১০..

• একনাথের একটি বিশেষ গুণ এই ছিল যে, যে কার্য গুলি কর্তব্য বলিয়া জ্ঞান করিতেন তাহা তিনি অসম্পন্ন রাখিতেন না । গুরুসেবা ব্যতীত একনাথ রাজ্য-সংক্রান্ত অনেক কার্য করিতেন । জনার্দন পশ্চ তাঁহাকে রাজ্যের আয় ব্যয়ের হিসাব রাখিতে দিয়াছিলেন । একদা রাজার নিকট হইতে আদেশ আসিল যে আগামী কল্য রাজসভাতে হিসাব দেখাইতে হইবে । একনাথ সেই দিন অন্যান্য কার্য সমাধা করিয়া, হিসাব প্রস্তুত করিতে লাগিলেন । রাত্রি তিনটা পর্যন্ত এই কার্যে ব্যাপ্ত থাকিলেন । হিসাব প্রস্তুত হইলে দেখিলেন, একটি পয়সা মিলিতেছে না । তিনি এজন্য অতিশয় চিন্তিত হইলেন । মনোযোগের সহিত সমস্ত হিসাব দেখিতে লাগিলেন । অবশেষে যখন ভুলটা বাহির হইল, তখন তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না । তিনি করতালি দিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন । জনার্দন পশ্চ শব্দ শুনিতে পাইয়া তাঁহার নিকটে গেলেন, এবং আনন্দের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । একনাথ সবিশেষ রত্নাস্ত্র তাঁহাকে জানাইলে জনার্দন, পশ্চ বিস্ময়াগ্নিত হইলেন । তাঁহার

কর্তব্য-পরায়ণতা ও অধ্যবসায়ের বিষয় মনোমধ্যে আলোচনা করিয়া তিনি একনাথকে সাধুবাদ দিলেন । এমন উপযুক্ত শিষ্য পাওয়াতে তিনি আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলেন । একনাথ একান্ত চিন্তে গুরু-সেবা করিতে লাগিলেন । জনার্দন পশ্চও মনের আনন্দে একনাথকে নানা শাস্ত্রে শিক্ষা দিতে লাগিলেন । একনাথ তাঁহার বুদ্ধির প্রভাব বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন । এইরূপে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইল । একনাথকে উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া জনার্দন পশ্চ তাঁহাকে ব্রহ্ম-মন্ত্র প্রদান করিলেন । তখন একনাথের বয়স ২০ বৎসর মাত্র । দৌলতাবাদ হইতে দুই ক্রোশ দূরে একটি পর্বত আছে । দত্তাত্রেয়ের পূজা করিবার জন্য জনার্দন পশ্চ প্রতি বৃহস্পতিবারে তথায় গমন করিতেন । ইহা যে দত্তাত্রেয়ের একটি মূর্তি আছে তাহা জনার্দন পশ্চ ব্যতীত আর কেহ জানিত না । একদা পশ্চুজী একনাথকে সঙ্গে লইয়া গমন করিলেন । পথে যাইতে যাইতে একনাথ মনোহর দৃশ্য সকল দেখিতে লাগিলেন । বিজন বনের অপূর্ব-শোভা ! ফুল সকল হাসা-আনন বিস্তার করাতে বনের আরো অধিক শোভা বিকীর্ণ হইতেছে । বায়ুর হিল্লোলে গাছের পাতা সকল নড়িতেছে । যেন বন-দেবতা অতিথি সংকার করিবার জন্য জনার্দন পশ্চও একনাথকে আহ্বান করিতেছেন । আবার কোন কোন তরুর শাখা সকল অবনত হইয়া রহিয়াছে । বোধ হইল যেন তাহারা জনার্দন পশ্চকে অভিবাদন করিতেছে । অদূরে পর্বত হইতে প্রশ্রবণ নির্গত হইতেছে । ইহা দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে, যাহার পাষণ্ড হৃদয়, তাহার পক্ষেও একা অবস্থিতি করা অতিশয় ক্লেশকর । এই জন্যই পর্বতটি প্রশ্রবণ-চ্ছলে রোদন করিতেছে, এবং ঝর ঝর শব্দে লোক সকলকে আহ্বান করিতেছে । এই আহ্বান-বাণী শুনিয়া উভয়ে পর্বতের নিকট গমন করিলেন, এবং ক্রমে তাহার উপরে উঠিতে লাগিলেন । পর্বতটি অতি উচ্চ । আবার নানা কারণে ইহা ভয়-

প্রদ হইয়াছে । বহু কালের বৃক্ষ সকল ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে । এক নাথ এই বৃক্ষ সকলের উচ্চতা দেখিতে লাগিলেন, আবার দরী সকলের গভীরতা বিলোকন করিয়া ভীত হইলেন । কিন্তু ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য সৃষ্টি-কৌশল ! সর্বত্রই ভীষণ ও কোমল ভাব মিলিয়া রহিয়াছে । এক নাথ যেমন ভয়ানক দৃশ্য সকল দেখিতে লাগিলেন, তাহার সঙ্গে ২ নয়নপ্রফুল্লকর ব্যাপার সকল তাঁহাকে পুলকিত করিতে লাগিল । যে ভীষণ বৃক্ষ দেখিয়া একনাথ ভীত হইলেন, সেই বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া যে বনরী বহিয়াছে তাহার পুষ্পগুচ্ছ সকল তাঁহাকে পরিভূক্ত করিল । আবার তরুর উপর স্থিত বিহঙ্গকুলের মধুর সঙ্গীত, নিম্নে ঝিঁঝি পোকের ঝিল্লিগর্জন এবং নিঝরের ঝর ২ শব্দ একনাথকে বিমোহিত করিল । তখন তাঁহার মনে এই ভাবের উদয় হইল যে প্রকৃতি বুঝি ভগবানের গুণ গান করিতেছে । এই প্রকারে কখন ভয়ে আকুল কখন বা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া একনাথ পর্বত-শিখরে গিয়া উপনীত হইলেন । ক্রিষ্ণে বিশ্রাম করিয়া, একনাথ এখানকার শোভা দেখিতে লাগিলেন । তথায় একটি উত্তম সরোবর রহিয়াছে । তাহার জল অতি নির্মল । সরোবরের চারিদিক নানা প্রকার বৃক্ষে সজোড়িত । নানা প্রকার পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া অপূর্ব শোভা বিস্তার করিতেছে, এবং চারিদিক সৌরভে আমোদিত করিতেছে । এই সকল বৃক্ষের মধ্যে একটি ডুমুরের বৃক্ষ আছে । এই বৃক্ষটি নানা প্রকার লতা গুল্মে বেষ্টিত হইয়া লতা মণ্ডপের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে । বৃক্ষের তলে এক খানি প্রস্তর রহিয়াছে, তাহার উপর দত্তাত্রেয়ের মূর্তি স্থাপিত । এই সকল দেখিয়া একনাথ অতীব আনন্দ লাভ করিলেন । ইহার পর জনার্দন পশু ও একনাথ সরোবরে স্নান করিলেন । পরে সন্ধ্যাদি সমাপন করিলেন । একনাথ ইতি পূর্বে পূজার আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন । জনার্দন পশু এক সহস্র শিবলিঙ্গ পূজা

করিলেন । তদনন্তর একনাথ নিকটস্থ একটি বৃক্ষতলে বসিতে বলিয়া জনার্দন পশু সমাধিস্থ হইলেন । জনার্দন পশু যখন নিজ বাটীতে যোগ সাধন করিতেন, তখন তাঁহার ঘরের দ্বার বন্দ থাকিত । সুতরাং একনাথ কখন তাঁহাকে যোগাবস্থায় দেখেন নাই । একনাথ এখন অদূর হইতে সমস্ত ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন । জনার্দন পশু বাঘান্বন পরিধান করত, গলে রত্নদ্রাক্ষ ও স্ফটিক-মালা ধারণ করিয়া, সর্বদা ভয় লেপন করিয়াছেন । দত্তাত্রেয়ের মূর্তি নানা প্রকার ফুল-সুশোভিত হইয়াছে । তাঁহার সম্মুখে ধূপ দীপ জ্বলিতেছে । সহস্র শিব-লিঙ্গ ফুল ও বেল পাতায় আচ্ছাদিত হইয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করিতেছে । জনার্দন পশু এখন প্রাণায়াম আরম্ভ করিলেন । পূরক রেচক এবং কুস্তক প্রক্রিয়া হইতে লাগিল । জনার্দন পশু কখন পূরক প্রক্রিয়ার দ্বারা দেহ মধ্যে বায়ু পূর্ণ করিতেছেন ; কিয়ৎ কাল এই বায়ু ধারণ করিয়া রাখিতেছেন । আবার তাহা ত্যাগ করিতেছেন । এই প্রক্রিয়া হইতে শব্দ উপস্থিত হইতে লাগিল । এই প্রকারে কএক বার প্রাণায়াম করিয়া, জনার্দন পশু ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন । এমন সময়ে মেঘ-গজ্জর্জন হইল, এবং আকাশ হইতে একটি ভীষণ মূর্তি নিম্নে আসিয়া জনার্দন পশুর সম্মুখে অবস্থিতি করিল । একনাথ এই মূর্তিটাকে দেখিয়া ভীত হইলেন । মেঘের গজ্জর্জনে জনার্দন পশুর ধ্যান ভঙ্গ হইল । তিনি সম্মুখে দত্তাত্রেয়কে দেখিয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ প্রণিপাত করিলেন । পরে একনাথকে নিকটে আসিতে বলিলেন । একনাথ তাঁহার গুরুদেবের আদেশ মত নিকটে আসিলেন । কিন্তু দেবতার সমক্ষে গিয়া প্রণাম করিতে ভয় পাইলেন । ইহা দেখিয়া, দত্তাত্রেয় সৌম্য মূর্তি ধারণ করিলেন । এই মূর্তির প্রভাবে চারিদিক প্রভাবিত হইল । মূর্তিটি এই প্রকার :—প্রফুল্ল হৃদয়ের ন্যায় তিনটি মুখ, বিস্তারিত ছয়টি নয়ন এবং ছয় হস্ত । তাঁহার পৃষ্ঠদেশে যুগাজিন রহিয়াছে এবং স্বর্গে ভিক্ষার ধূলি । এক হস্তে

শস্য, এক হস্তে চক্র, এক হস্তে গদা, এক হস্তে পদ্ম, এক হস্তে কমণ্ডলু, এবং এক হস্তে ডমরু শোভা পাই-
তেছে। কৌপীন বস্ত্রে তাঁহার অঙ্গ আচ্ছাদিত এবং
পায়ে খড়্গ রহিয়াছে। তাঁহার সঙ্গে একটা কামধেনু।
ফল কথা এই, একাধারে ত্রিদেব অর্থাৎ ত্রিজ্ঞা বিষ্ণু ও
মহেশ্বর বিরাজ করিতেছেন। ভক্তের কামনা পূর্ণ করি-
বার জন্য নিকটে কামধেনু রাখিয়াছেন। এই মনোহর
মূর্তিটী অবলোকন করিয়া একনাথের আর আনন্দের
সীমা রহিল না। তিনি তাঁহার জীবনকে ধন্য জ্ঞান
করিলেন। একনাথ এই পরম দেবতাকে প্রণাম করিবার
জন্য অগ্রসর হইলেন, ইহা দেখিয়া জনার্দন পশ্চাৎ তাঁহাকে
আপনার হস্ত ধারণ করিয়া দন্তাত্রেয়ের পদতলে নিক্ষেপ
করিলেন। দন্তাত্রেয় একনাথকে উঠাইয়া লইলেন,
তাঁহার মস্তকে হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন এবং
এই বর দিলেন যে, তিনি এক জন মহাপুরুষ রূপে
পরিগণিত হইবেন, এবং তাঁহার দ্বারা লোকের সমগ্ৰিক
মঙ্গল সাধিত হইবে। ইহার পর, দন্তাত্রেয় অস্তহিত
হইলেন। তখন একনাথ জনার্দন পশ্চকে বন্দনা করি-
লেন, এবং তাঁহার রূপায় যে তিনি ধন্য হইলেন একথা
বার ২ বলিতে লাগিলেন। তদনন্তর উভয়ে গৃহে প্রত্য-
গমন করিলেন। জনার্দন পশ্চ একনাথকে সর্ব বিষয়ে
উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া, তাঁহাকে যোগের নানা অঙ্গ,
সমাধির প্রকরণ, চিত্ত-শুদ্ধির উপায় এবং নিষ্কাম ভাবে
ভগবানের পূজার সম্বন্ধে সবিশেষ উপদেশ দিলেন।
পরে একনাথকে সঙ্গে লইয়া, জনার্দন পশ্চ নাসিক
নামক তীর্থে গমন করিলেন। পথি মধ্যে চন্দ্র ভট্ট নামক
এক জন পৌরাণিকের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল।
জনার্দন পশ্চ তাঁহার সহিত সদালাপ করিয়া তৃপ্তি লাভ
করিলেন। চন্দ্র ভট্টের ইচ্ছা হইল যে তিনি সর্বদা
পশ্চজীর সহিত অবস্থিত করেন। জনার্দন পশ্চ ইহাতে
সম্মত হইলেন। পরে তিন জনে গমন করিতে নাসিকে
গিয়া উপনীত হইলেন। গোদাবরীর তীরস্থ মনোহর

ঘাট ও দেবালয় সকল দেখিয়া একনাথ পুলকিত
হইলেন এবং নদীতীরে বিপ্রগণকে সন্ধ্যা বন্দন করিতে
দেখিয়া একনাথের আর আনন্দের সীমা রহিল না।
পরে, গোদাবরীর অপর পারে গিয়া পশ্চটী দর্শন
করিলেন, এবং এখান হইতে তপোবনে গমন করিলেন।
জনার্দন পশ্চ একনাথকে বুঝাইয়া দিলেন যে, লক্ষণ-
দেব এই বনে তপস্যা করিতেন, এবং প্রত্যহ কন্দ মূল
ও ফল সংগ্রহ করিয়া রাম সীতাকে পুষ্কবটীতে দিয়া
আসিতেন। লক্ষণ দেবের ভ্রাতৃত্ব ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া
একনাথ বিশ্বাসস্থিত হইলেন, এবং অন্তরের সহিত
তাঁহাকে বার ২ প্রণাম করিলেন। এবনটী অতি মনো-
হর। কোন ২ বৃক্ষ সুন্দর ২ ফুলধারণ করিয়া যেন
হাঁসিয়া বলিতেছে যে, হে ভক্তগণ! আইস এই সকল
ফুল চয়ন করিয়া বিভূর পদে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান কর, এবং
কোন ২ বৃক্ষ সুমিষ্ট ফল সকল ধারণ করিয়া দেবতাকে
নৈবেদ্য দিবার জন্য লোক সকলকে অঙ্গান করিতেছে।
এই বনটীর নিম্ন দিয়া গোদাবরী প্রবাহিত। তাহার
কল কল শব্দ যেন পথিক গণকে আহ্বান করিতেছে,
এবং তাহার সহিত যোগ দিয়া ভগবানের মহিমা ঘোষণা
করিবার জন্য অমুরোধ করিতেছে। এই বনটীর নিকটে
একটা দেবালয় আছে। ইহাতে লক্ষণ দেবের মূর্তি
স্থাপিত। বন মধ্যে স্থিত বিহঙ্গ কুলের কলরব, নদীর
কল ২ শব্দ এবং দেব-মন্দিরের ঘণ্টারব, এস্থানটীকে
আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে। একনাথ এখানকার
পবিত্র ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া পুলকিত হইলেন। এই
তপোবনে কএক দিন অবস্থিতি করিয়া তাঁহার ত্র্যম্বক
অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া কুশাবর্ত,
বিষ্ণক প্রভৃতি দেখিলেন। পরে স্নান করত এখানকার
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ত্র্যম্বকেশ্বর মহাদেবের দর্শন ও
তাঁহার পূজা করিলেন। যে পর্বত হইতে গোদাবরী
নিঃসৃত হইয়াছে, তাহার উপরে উঠিয়া নদীর উৎপত্তি-
স্থান দেখিলেন। ইহার পর তাঁহারা নাসিকে প্রত্যগমন

করিলেন, এবং পঞ্চবটীতে কিছু কাল অবস্থিতি করিলেন । এখানে অবস্থিতি কালে জনার্দন পন্থের আদেশে একনাথ ভাগবতের টীকা প্রস্তুত করিলেন । পরে তাঁহার শৈলতাবাদে প্রত্যাগমন করিলেন ।

দৌলতাবাদে উপনীত হইয়া একদিন বিশ্রামের পর, জনার্দন পন্থ একনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন হে শিষ্যপ্রবর ! ভগবানের কৃপায় তুমি নানা শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিয়াছ, ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছ এবং দত্তাত্রেয়ের দর্শন লাভ করিয়াছ । এখন তোমার নানা তীর্থ দর্শন করত, বিশ্বদেবের সৃষ্টি কৌশল অবলোকন করা, সাধু জনগণের সহিত সদালাপ করা এবং নানা দেশীয় লোকের আচার ব্যবহার দেখিয়া অস্বস্তি লাভ করা আবশ্যিক । এরূপ করিলে বহুদর্শিতা লাভ করিবে, তোমার অন্তঃকরণ উদার ভাব ধারণ করিবে এবং তোমার মন দৃঢ় হইবে । তীর্থদর্শনের পর পৈঠনে অবস্থিতি করত গৃহস্থাত্মম অবলম্বন করিবে । ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য যে সংসারকে ত্যাগ করিতে হইবে তাহার কোন কারণ নাই । শাস্ত্রে চারিটা আশ্রমের কথা আছে বটে কিন্তু গৃহস্থ আশ্রমকে সকল আশ্রমের সার বলিয়াই নির্দিষ্ট করা হইয়াছে । চেষ্টা করিলে সাধক সংসারে থাকিয়াই ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারেন । এতদ্বিম্ব অন্যান্য আশ্রমে যাহা সমাধা হইতে পারে না, সংসার আশ্রমে তাহা সুসম্পন্ন হইয়া থাকে । সংসারে থাকিয়া পিতা মাতা ও অন্যান্য গুরু জনের সেবা করা যায়, ক্ষুধিতকে অন্নদান, তৃষাতুরকে জল দান, এবং রোগীর শুশ্রূষা করা যায়, বিদ্যার্থীকে বিদ্যাদান, আপামর সাধারণকে উপদেশ দান এবং কুপথ-গামীকে সুপথে আনয়ন করা যায় । বিশেষতঃ সংসারে থাকিয়া একটা প্রকৃত বীরের কার্য করা যায় । এই কার্য ঘড়ু রিপুকে বশীভূত করা । সংসারে নানা প্রকার প্রলোভন আছে । যিনি এই সকলকে তুচ্ছ করিয়া ঈশ্বরে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিতে পারেন, তিনিই ত প্রকৃত ধার্মিক,

তিনিই ত প্রকৃত ধর্মবীর । নতুবা, যিনি এ সকল কার্য সমাধা করিতে না পারিয়া বনে গমন করেন, তিনি তরণে ভঙ্গ দেওয়া সিপাহী । সংসার ত্যাগ করিলে কেবল যে ভীৰুতা দেখান হয় তাহা নহে, কর্তব্য কর্মে অবহেলা জন্য পাপের ভাগী হইতে হয় । পিতা মাতা ও অন্যান্য গুরু জনের নিকট মনুষ্য নানা প্রকারে ঋণী । এ ঋণ পরিশোধ না করিয়া, সংসার ত্যাগ করা কোন মতেই উচিত নহে । তবে সাধ্য মতে পিতা মাতা প্রভৃতির সেবা করিয়া ইহাদের স্বর্গারোহন হইলে পর, উপযুক্ত পুত্রের প্রতি সংসারের ভার দিয়া, গৃহী ব্যক্তি সস্ত্রীক, কোন পবিত্র এবং প্রাকৃতিক শোভা সমন্বিত স্থানে, ঈশ্বরের আরাধনায় তাঁহার অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন । এ অবস্থায়, তাঁহার যে কর্তব্যের শেষ হইল তাহা নহে । তিনি তখনও আপামর সাধারণের সেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারেন । 'বাধ'ক্য-দশায় অধিক কিছু করিতে না পারেন, লোককে উপদেশ দানে তাঁহার সময়ের কিয়দংশ ব্যয় করিতে পারেন । এই সকল উপদেশ শ্রবণ করিয়া একনাথ জনার্দন পন্থকে সান্ত্বিত প্রণাম করিলেন । পন্থজী তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন - হে শিষ্যপ্রবর ! আমি তোমার গুণে বশীভূত হইয়াছি । তুমি অতি উপযুক্ত পাত্র । তোমার দ্বারা যে পৃথিবীর সমধিক মঙ্গল হইবে তৎপক্ষে সন্দেহ মাত্র নাই । গুরুদেবের আশীর্বাদ শিরোধার্য করিয়া একনাথ তীর্থভ্রমণে যাত্রা করিলেন ।

ক্রমশঃ ।

বিজয়া ।

বিজয়া অপূর্ব সামগ্রী—অসাধারণ এবং অপার্থিব । উহা আলোক ও অন্ধকারের সংযোগ, সূখ ও দুঃখের সঙ্গম, হর্ষ ও বিষাদের আলিঙ্গন, আহ্লাদ ও অবসাদের সমাবেশ, দেব ও দানবের সম্মিলন । বিজয়ার দিন হাঁসি ও কান্নার স্রোত একাধারে প্রবাহিত হয় । সে দিন

ছায়া ও উষা হাত ধরাধরি করিয়া প্রীতি-কথা কহে । এমন বিরুদ্ধ সংযোগ, এমন অসম্ভব ব্যাপার পৃথিবীর আর কোথাও সম্ভবে কি না জানি না, পৃণ্যভূমি ভারত-বর্ষে উহা বর্ষে ২ ঘটয়া থাকে । বিসর্জনের দিন আমাদের চোখে জল আইসে; আমরা কাঁদিয়া ফেলি । কেননা, এই দিনে দীন দুঃখীর সহায় জগন্নাথ, দয়াকরীয়া দরিদ্রের তমসাজ্জম গৃহ দিব্য হাঁসির বিদ্যুৎ-স্বিকাসে সমালোকিত করিয়া, অস্বখীকে স্বথের আশ্বাদ লিয়া চলিয়া যান । যাঁহার আগমন-প্রতীকায় বৎসরাবধি ভূষিত চাতকের ন্যায় উদ্গ্রীব এবং উৎকণ্ঠিত থাকিতে হয়, তাঁহাকে কোলের কাছে পাইয়া, সেই নয়ন-তারা তারাকে তিন দিন গৃহে রাখিয়া আদর যতন করিয়া আবার যে জলে ভাসাইয়া দিতে হয় ; তাই মনঃপ্রাণ কেমন করিয়া উঠে, যেন মতিচ্ছন্ন হয়, কেমন বিহ্বল বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াই । এই দিনে হিন্দুর গৃহ শ্মশান হইতেও ভীষণ । আমাদের পক্ষে এই দিন বড় দুঃখের, বড় যাতনার, বড় বিপদের । যে আশায় জীবন, যে আশায় মনুষ্যত্ব, সেই আশায় হঠাৎ যেন অদ্য ছাই পড়ে । হিন্দুর গৃহে এখন সঙ্কলান নাই । এই অস্বচ্ছন্দতার অবস্থা হইতে তিল তিল করিয়া সংগ্রহ করিয়া তবে নমো নমো করিয়া বৎসরান্তে এক প্রকার পূজা হইয়া থাকে । পূজার চিন্তা, পূজার আয়োজন, পূজার চেষ্টা বার মাসই থাকে । পরন্তু বিসর্জনের দিন মনে হয় যেন সকল চিন্তা সকল চেষ্টা সকল উদ্যোগ নষ্ট হইয়া গেল । যেন আশা ধসিয়া পড়িল, বড়ই সংঘমী হইলেও বিসর্জনের দিন বুক ছুর্ ছুর্ করে, চোখ ফাটিয়া জল আইসে ।

পঞ্চান্তরে বিজয়া—হিন্দুর বিজয়া । বিজয়ার দিন হিন্দুর কণ্ঠে বিজয়-রৈজয়ন্তী মাল্য শোভিত হইয়াছিল । বিজয়ার দিন হিন্দুর শত্রু, ধর্মের শত্রু, পবিত্রতার শত্রু, দেবতার শত্রু, মনুষ্যত্বের শত্রু রাক্ষস রাবণ নিহত হইয়াছিল । বিজয়ার দিন জীরামচন্দ্রের চির-

বিচ্ছেদের অবসান হইয়াছিল, এই দিনে তাঁহার কিশোর-মাথা মুখে হাঁসি দেখা দিয়াছিল । বিজয়ার দিন বিরাট রণ-প্রাক্কনে বিশ্বব্যাপী অরিহের উচ্ছেদ হইয়াছিল । এই শুভদিনে দেব দানবে আলিঙ্গন করিয়াছিল, নরবানরে কোল কুলি করিয়াছিল, প্রণয়ের সম্মিলনের পায়ুষ প্রবাহ ছুটিয়াছিল । এই দিনে বিবাদ নাই, বিষম্বাদ নাই । আমোদ আলিঙ্গন—প্রীতি—সোহাগ—স্নেহ—সৌহার্দ্য এবং উৎফুল্লতার ফোয়ারা ছুটিতে থাকিবে । এমন সার্বজনীন আনন্দোৎসবের দিন বৎসরের মধ্যে বুঝি আর নাই ।

তাই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, মা আনন্দময়ি ! তোমার সদানন্দের রাজ্যে আর কল্প স্থানে—এমন আলোক-আধার করিয়া রাখিয়াছ । আমরা ত-মা ! তোমায় রাবণবধের কারণ ডাকি না । তোমাকে দেখিব, তোমার কথা শুনিব, তোমার পূজা করিব, তোমায় মা বলিয়া ডাকিয়া মনের সাধ মিটাইব ; আর ভূমি হাঁসিবে, অধর প্রান্ত চাপিয়া ২ আকর্ণবিশ্রান্ত চক্ষের কোল ঘুরাইয়া ২ অন্যের অলক্ষ্যে দশ হস্ত কাঁপাইয়া, মুকুট নাড়িয়া ভূমি হাঁসিবে ; আরতির সময়ে ধূপধূনা গুণ্ণুলের চক্রাকার ঘন ধূমের মধ্যে, পঞ্চপ্রদীপের নৃত্যের তালে ২ আপনা ভুলিয়া, ত্রিভুবন ভুলাইয়া লুকাইয়া ২ ভূমি হাঁসিবে, তোমার হাঁসি দেখিয়া আমি হাঁসিব, দশজনকে হাঁসাইব—মাতাইব । আমার সকল দুঃখ, সকল জ্বালা, সকল ভাবনা দূরে যাইবে, আমি কৃতার্থ হইব, ধন্য হইব । এখন আমার সে দিন নাই, সে শক্তি নাই, সে প্রভাব নাই, আমার পক্ষে শত্রুবধ-আকাজ্জ বাননের চাঁদধরা মাত্র । আমি সার্ক-ভৌম সম্রাটের বংশধর হইয়াও এখন কুকুরপদদলিত । শক্তিরূপিণি ! শক্তি প্রার্থনা করিবার জন্য তোমায় ডাকিব কেন মা ? আমার কি আর শক্তি-ধারণের ক্ষমতা আছে ? আমি চাই তোমাকে—তোমায় দেখিতে । ভূমি দেখা দেও, কথা কও, সাধ মিটাও । এবং যাইবার

সময়ে কাদাইতে হাঁসাইয়া যাও ! এ বিচ্ছেদের ভীষণ মেঘের কোলে মিলনের অচঞ্চল চপলা হাঁসি অঙ্কিত করিয়া দিয়া যাও ! তোমার মহামহোৎসবের এই টুকুই চমৎকার, এই টুকুই আশ্চর্য্য প্রাহেলিকা !

কত পুরাতন কথা মনে পড়ে । সে পূর্ব্ব গৌরবের—
তেজের—স্পন্দার কত কথা মনে পড়ে । মনে পড়ে, এক দিন শ্রীরামচন্দ্র রাজবংশের হইয়াও জটাবঙ্কল ধারণ করিয়া ততিহীন দীন দুখীর বেশে সাগর-বেলা-ভূমি-সম্মিলনে তোমার পূজায় ব্যস্ত, অক্ট উর্দ্ধ শত নীলকমল লইয়া তোমায় অঞ্জলি দিতেছেন চারিদিকে বানর পাল নিস্তব্ধ-কর-যোড়ে দণ্ডায়মান । একে ২ সকল কমল তোমার রাঙ্গা পায়ে শোভা পাইতে লাগিল, কিন্তু বুঝি একটি কম পড়িল, পাতি পাতি করিয়া খুঁজিয়া কোথাও অপূর্ণত পদ্ম পাওয়া গেল না, কি হইবে, পূজা পূর্ণ কেমনে হইবে ? পরিশেষে মহাবীর রামচন্দ্র তাহার অপূর্ণ কোটীকমল প্রভা-পরাজয়ী নেত্রকমল উৎপাটিত করিবার মানসে শরাসনে শরযোজনা করিলেন, আর স্নেহময়ি মা ! তুমি তখন তোমার বালুকাময়ী মূর্তির অন্তরাল হইতে দিব্য মাহুরূপে আবির্ভূত হইয়া ভগবানের হস্তরোধ করিলে । তোমার আশীর্বাদে তোমার দিব্য শক্তিযোজনায় রাবণ নষ্ট হইল, সকল দুঃখ দূর হইল । সেই এক তোমার করুণার দিন ! আর আজ কত সব পণ্ডিতের মুখে শুনিতেছি যে মা তুমি জগন্মাতা, তুমি কাঁট পতঙ্গের বিশ্বচরাচরের অম যোগাও, তুমি না বলিতে সকলের সাধ মিটাও, তোমার কাছে প্রার্থনা কি ? তোমার কাছে কামনা কি ? কথাটা সত্য কি মিথ্যা তুমি জান, আমার সে অনুসন্ধান আবশ্যক নাই । কিন্তু মনে হয় এই শিক্ষার দোষে বুঝি আন্দার করিতে ভুলিয়াছি । তবুও মা তুমি ঘরে আসিলে তোমাকে সকল অভাব না জানাইলে, মন তৃপ্ত হয় না । যিনি সর্ব্ব-প্রর, তিনি তোমার কাছে প্রার্থনা না করিতে পারেন, আমিও মা সর্ব্বহারা, তোমার দুয়ারে আমি ভিক্ষা

করিব না ত অন্য কে করিবে ? অরণ্যচারী ভিখারী ভগবান রামচন্দ্রও নাকি তোমায় “ ধনং দেহি পুত্রং দেহি ” বলিয়া পূজা করিয়াছিলেন । আমরাও বলি মা তুমি আমাদের ধন দেও, পুত্র দেও, ঐশ্বর্য্য দেও, সম্পদ দেও, বিদ্যা দেও, বুদ্ধি দেও, বল দেও, বিক্রম দেও, চক্রি দেও, অঙ্কা দেও, স্নেহ দেও, পবিত্রতা দেও আর যাহা দিবার, তাহাও দেও । তুমি না দিলে আর কে দিবে মা ! তোমার কাছে না চাহিলে আর কাহার কাছে চাহিব মা ! তুমি দয়া করিয়াছিলে, তাই একদিন জগন্মান্য হইয়াছিলাম, আবার করুণা-দৃষ্টি করিলে পূর্ব্বপদারুঢ় হইতে পারিব ।

পূজার তিন দিন দাও দাও যে বলি নাই, ভিখারীর বেশে তোমাকে যে ব্যস্ত করি নাই তাহা নহে । সাধ্য অসাধ্য, সম্ভব অসম্ভব, কত সাধ তোমাকে জানাইয়াছি কত আন্দার তোমার কাছে করিয়াছি । তুমি সকল বাসনা পূর্ণ করিয়াছ কি না অথবা পরে কখনও করিবে কি না তাহা তুমি জান, সে সকলের হিসাব নিকাসের এ সময় নহে । এখন তুমি চলিলে, আবার তোমায় দেখিতে পাইব কি না, তোমার পূজায় ব্যস্ত থাকিতে পারিব কি না তাহা ভগবানই জানেন । এই বেলা আর একবার তোমায় নয়ন মন ভরিয়া দেখিয়া লই, চক্ষুর সাধ মিটাইয়া মনের বাসনা পূরাইয়া তোমার চাঁদ মুখ থানি দেখিয়া লই, বক্ষের উদ্বেগ চাপিয়া নেত্রনীর মুছিয়া তোমার জবাবে প্রতি অপকূপ রাঙ্গাচরণ দুখানি দেখিয়া লই ।

লোকে বলে মা ! তুমি চিন্ময়ী অরূপিনী । কিন্তু আমার ধারণা মা ! তুমি মূময়ী রূপশালিনী । তুমি আমাদের মা, যে ভাবে যাহা দিয়া তোমাকে নির্মাণ করিব, যাহা দিয়া সাজাইলে আমি পরিতৃপ্ত হইব, তুমি তাহাই । তুমি খড় মাটির পুতুল হইলে দোষ কি ? তোমাকে ডাকের সাজে সাজাইলে, চাল কলা খাওয়াইলে দোষ কি ? আমি পৌত্তলিক হইব, অতোপাসক হইব, অসত্য

বর্ষের মুখ হইবে, জগতের লোকে গায়ে ধুলা দিবে, ক্ষতি কি ! অপমানের, লাঞ্ছনার আর বাকী কি আছে ? যে গালি খাইতেছি, যে হুঁদশা ভোগ করিতেছি, ইহার অধিক আর কি হইবে ? আমি জানি না তুমি সাকার কি নিরাকার, তুমি সগুণ কি নিগুণ, তুমি আছ কি নাই । তবে আমার যাহা ভাল লাগে, আমার যাহা মনোমত, বাল্যকাল হইতে আমি যাহা শিখিয়াছি তুমি তাহাই । তুমি বিশ্বচরাচর, তুমি বিশ্বসৃষ্টি, তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি অনাদি, তুমি অনন্ত, তুমি জড়, তুমি শক্তি, তুমি শক্তি, তুমি ভার, তুমি ভক্তি, তুমি মায়া, তুমি মেধা, তুমি ছায়া তুমি উষা, তুমি অস্তি তুমি নাস্তি, তুমি উদ্বোধন তুমি শান্তি, তুমি পূর্ণ তুমি শূন্য, তুমি নীচ তুমি মান্য, তুমি মাতা তুমি পিতা, তুমি ক্ষুদ্র, তুমি বিধাতা, তুমি আমি, তুমি তুমি, তোমা ছাড়া আর কিছুই নাই, তুমি বৈ আর কিছুই নাই । হইলেই বা, মা ! তুমি খড় দড়ি বাঁস বাকারীর সমষ্টি । যাহা দিব, যাহা পরাইব, যাহা দিয়া তোমায় পূজিব, তাহা তোমারই সব, তুমিই সব । কারণ তোমা ছাড়া বিষয় হয় না, তোমা ছাড়া কথা সম্ভবে না । তবে এত গোলমাল কেন, এত বিতণ্ডা কেন ? আমি যাহা, তোমায় তাহাই হইতে হইবে, আমার যাহা আছে তোমায় তাহাই লইতে হইবে । এখন আমি ফকীর, আমার খড়-দড়ি-মাটি তুষ বই আর কিছুই নাই, আমার ডাকের সাজ বৈ অন্য আভরণ নাই, আমার চাল কলা ব্যতীত অন্য ভোজন-সামগ্রী নাই । তাই মা ! তুমি জগন্ময়ী হইয়াও আমার গৃহে আসিয়া যুগ্ময়ী হইয়াছ, রাজরাজেশ্বরী হইয়াও আমার মা হইয়া ডাকের সাজে অলঙ্কৃত হইয়াছ, অন্নপূর্ণা হইয়াও দরিদ্রের চালকলায় তোমার ভোগরাগ হইতেছে । আবার সুদিন হইলে তোমায় কণকময়ী করিব, দিব্যভরণ-ভূষণে সাজাইব, অযত্নভোগে তোমায় পরিতৃপ্ত করিব । এখন তুমি কাকালের মা, তাই কাকালিনী হইয়া-ভিখারিণী—স্নেহময়ী হইয়া আমার গৃহে আসিয়াছিলে ।

দেবি ! তুমি দীনবেশেই আসিয়াছিলে । দীনবেশেই, চলিয়া যাইতেছ । তোমার পূজা আমি ভুলিয়াছি, তোমার সেবা আমার দ্বারা আর হয় না, তোমায় আনিয়া তোমার দোহাই দিয়া, নীচ আমি পাপের শ্রোত প্রবাহিত করিয়া দিই—আমার পৈশাচিক পিপাসার তৃপ্তিসাধনে চেষ্টিত হই । বারে বারে তুমি কত প্রকার বিভীষিকা দেখাইয়া যাও, বারে বারে তুমি আমার দারিদ্র্যের পরিমাণ করিয়া যাও, বারে বারে তুমি ভারত-মহাশ্মশানের চিতা গণনা করিয়া যাও, কি বলিব পাষণী তুমি, বিধির বজ্রলেখ তুমি মুছিয়া দিলে না, ললাটের লিখন তুমি উল্টাইলে না । যাও মা ! আবার আসিও আবার এলি হাঁসি মুখে আমাদের হুঁদশা দেখিয়া যাইও !

এস মা ! তোমাকে 'যাও' বলিতে নাই, আমার অকল্যাণ হইবে । তোমার যাওয়া আসা এক ; তোমার বিসর্জনে তোমার আগমনী, বোধনে তোমার বিজয়ার সঙ্কেত । এস মা ! যথায় তোমার আগমন, তথায় তুমি আইস । গঙ্গাপর মহাদেব তোমার আগমন-প্রতীক্ষায় ছুয়ারে দাঁড়াইয়া আছেন । যুগ্ময়ী মা ! গঙ্গার পবিত্র সলিলে তোমার যুগ্ময় দেখ গলাইয়া, তোমার সপত্নী অঙ্গে অঙ্গ মিসাইয়া, আমাদের গৃহ শূন্য করিয়া, শূন্যের মধ্যে পূর্ণাভাস দিয়া, পরাজয়ের দিন বিজয়ার শতছন্দুভি-ধ্বনি ঘোষিত করিয়া এস মা ! ঐ আকাশে শারদেন্দু স্বধামাখা হাঁসি হাঁসিতেছেন, ধরাতলে তরঙ্গিনী মন্দাকিনী আমাদের নেত্রনীরের সহিত উছলি উছলি, শুভ্র জ্যোৎস্না-ছটা উথলি উথলি অযত্নধারায় তোমার যুগ্ময়ী প্রতিমা ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে, আর নদীতরঙ্গ-প্রতিঘাতী কোটী কোটী চন্দ্রকলা তোমায় লইয়া স্বধাশ্রোতে উলটি পালটি গলিয়া যাইতেছে । ঐ অদূরে বিস্তীর্ণ রামলীলা-ক্ষেত্রে নাট্যশালার নাট্যরঙ্গে প্রচণ্ড রাবণের প্রকাণ্ড চিতা জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাহার পৌরজনবর্গের হাহা-

ধর্মির সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের অগণিত নরবানরে জয় জয়
রবে দিগেশ বিকম্পিত করিয়া দিতেছে। মন্দোদরী
কাদিল, অনাধিনী হইল। আর সঙ্গে সঙ্গে সীতাদেবী
হাঁসিলেন—পতিসোহাগিনী হইবার আশায় আনন্দোৎ-
ক্লশনেই আনন্দের মুক্তামালা কপোল ও গণ্ড বহিয়া
গড়াইয়া পড়িল। মা! তুমি এস! তোমার আসার সহিত
কত আশা আসিয়া জুটে। আবার কত আশা চলিয়া
যায়। মা ক্ষুদ্র আমি, দুর্বল আমি, বিজয়ার এ বিপরীত
স্থিতি আমার ধারণা হয় না। তোমার বিসর্জনের দিন
তোমায় ভুলিয়া কেমন করিয়া আবার হাঁসিব! বল
মা এ হাঁসি—কান্নার চির বিরোধ কেমনে ঘুচাইব।

এস ভাই—আজ কাদিতে কাদিতে হাঁসিয়া
কোলিয়া, শূন্যে গৃহে পূর্ণতার পূর্ণ কল্লোল করিয়া আমরা
আপনা-আপনি-আলিঙ্গন করি। আমরা কাদিব,
কেমনা আমরা ছুঃখী, আমাদের মা বৈ আর কেহ নাই।
সেই মাহোরা আজ হইলাম; আমরা হাঁসিব কেননা
মা আসিয়া লক্ষ্মীছাড়া কে লক্ষ্মীমন্ত করিয়াছেন।
শ্রীরামচন্দ্রের শূন্য কক্ষ পূর্ণ করিয়াছেন, কোজাগরে

৩৩ জ্যোৎস্না বিলাইতে বিলাইতে মা লক্ষ্মীর আগমন
হইবে, অন্নহীনের গৃহে অন্নপূর্ণার আবির্ভাব হইবে।
আমি কাদিব কেননা তোমরা বুঝি কাদিতেছ, আমি
হাঁসিব কেননা আমার এ রোদনের বেগ ত আর
রোধ হয় না।

মা আবার আসিও! আবার—কাদাইও! আবার
হাঁসাইও! এস মা।

২৩ শে কার্তিক হইতে ৮ কাশীধামে ভারতবর্ষীয়
আর্য্যধর্ম প্রচারিণী সভার মহামাহোৎসব আরম্ভ হইবে।
১ লা অগ্রহায়ণে শেষ হইবে। প্রসিদ্ধ ধর্মবক্তাগণ
উৎসবোপলক্ষে বক্তৃতা করিবেন। ৮ চুণ্ডিরাজ গণেশ
কিষ্কিন্ধ্যাদির পূজা, বেদবিদ্যালয়ে বেদগান, সঙ্কীর্তন,
গঙ্গাবক্ষে জলধামে সঙ্গীত ইত্যাদি কার্য্য কলাপ
অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে ধর্মপ্রচারকের গ্রাহক
অনুগ্রাহক পাঠক বর্গকে আমরা নিমন্ত্রণ করিতেছি।
উৎসব-দর্শনের সঙ্গে যাহারা তীর্থদর্শনের ফল লাভ
করিতে চাহেন, তাঁহাদের ইহাই শুভ অবসর।

বিজ্ঞাপন।

আমার নিকটে সন্ন্যাসীজ্ঞত, বিবহ অর, প্রীতা ও বক্তৃৎসংযুক্ত অর, স্ততিকা অর, হৃদয় দৌরল্যা উদরী, মুক্তকণ্ঠ, শোণ, পাণ্ডু
চাবা, ধাতুকরজনিভ পীড়া, মেহ ও তৎসংক্রান্ত অর, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু ও অজর্গা দোষ, অর ও তৎসংক্রান্ত শূল, প্রদর, কাশ, ও
তৎসংক্রান্ত অর, হাঁপানী কাশী বম্বা পান্ডা দোষ, গোটো বাত প্রভৃতি রোগের ঔষধ আছে। এই ঔষধে কোন প্রকার হানিজনক
ত্বা নাই। ইহার দ্বারা আশ্চর্য্যরূপে রক্ত পরিষ্কার হইয়া অন্নদিন মধ্যে শরীরের পুষ্টি সাধন হয়। এমন কি সালু সা বা কুড়িভিত্তার
অরেল অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। যে কোন কারণে শরীর চর্কল হটুক না কেন অতি অল্পদিন মধ্যে ইহা ব্যবহারে পুষ্ট সাধন
করিবে। যদি কাহারও শরীরে কিকিম্বা জীর্ণনীশক্তি থাকে তবে আমার এই ঔষধ নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয়
আরোগ্য লাভ করিবে।

মূল্য নিম্নপণ।

কাশ ও প্রদর রোগে সপ্তাহ ২২ ডট টাকা। অস্ত্রাভ্র রোগে সপ্তাহ ১২ এক টাকা। যিনি নিরুপার, প্রমাণসহ
পত্র লিখিলে ও ডাক মন্তল দিতে স্বীকার করিলে বিনামূল্যে ঔষধ দিবে। সর্পদংশন-চিকিৎসা ও আবদৌতিক ঔষধাবলি।
প্রত্যেক পুস্তক মূল্য ৯/১০। পাণ্ডুলেখ মন্তোবধ। টকা দ্বারা সঙ্গরকার পাণ্ডল অল্পদিনের মধ্যে অরে গ্য হইবে। এক কোটার
৪০ টি বটিকা থাকিবে। মূল্য ৩২ টাকা।

প্রচারিণীচরণ রায়।

বড় বাজার—মুদৈর।

ও নমো ভগবতে বাহুদেবায় ।

ধর্ম প্রচারক ।

“কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন ।
অপার সন্ধিং সুখসাগরেষ্মিন্, লীনং পরে ব্রহ্মণি সম্য চেতঃ ॥”

১৪শ ভাগ

৮ম ও ৯ম সংখ্যা

“এক এব সৃষ্টিকর্মো নিধনেহপ্যনুযীতি যঃ ।

শরীরেণ সমগ্রাণং সর্বমন্যতু গচ্ছতি ॥” :

শকাব্দা ১৮১৩

অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাস

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা ।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ক্ষ্য সূর্য্যাজির ধান্যানাং মুসল্লোলুখলানসাম্ ।

খোক্ষণং সংহতানি বহুনাং ধান্যবাসসাম্ ॥

উক্ষণং নারীশৃঙ্গাণাং গোবালৈঃ ফলসংভূবাম্ ।

মার্জনং যজ্ঞপাত্রাণাং পানিনা যজ্ঞকর্ম্মণি ॥

যজ্ঞবস্ত্র, সূর্য্যাজির, (কুলা) ধান্য, উত্থল, মুসল ও শকট এই সমস্তও উক্ষজল দ্বারা শুদ্ধ হয় । পুঞ্জীকৃত ধান্য ও বস্ত্রের উপরে জল ছিটাইয়া দিলেই শুদ্ধ হয় । কাষ্ঠ ও শৃঙ্গনির্ম্মিত পাত্র তক্ষণ দ্বারা, ফল নির্ম্মিত পাত্র গো কেশ দ্বারা ও যজ্ঞপাত্র হস্ত দ্বারা পরিমার্জন করিলেই শুদ্ধ হয় ।

সোমৈ রুদক গোমূত্রে: শুক্লত্যাগিক কোশিকম্ ।

সশ্রীফলৈরং শুশ্রুটং সারিষ্ঠৈ: কুতপং তথা ।

সাজি মাটি, গোমূত্র ও জল দ্বারা কষল ও তসর আদি বস্ত্র শুদ্ধ হয় । বকুলনির্ম্মিত বস্ত্র বিব্বকল, সাজি মাটি, গোমূত্র ও জল দ্বারা এবং শাল দোশালা আদি বস্ত্র রীঠা, সাজি মাটি ও গোমূত্র দ্বারা শুদ্ধ হয় ।

সর্গোর সর্গপে: ক্ষৌমং পুনঃ পাকান্ মহীময়ং ।

ক্লারহস্তঃ শুচিঃ পণ্যং ভৈক্ষ্যং যোষিন্মুখং তথা ॥

রেশমী বস্ত্র গোমূত্র ও সাদা সর্গপ দ্বারা, মুন্সয় পাত্র পুনঃ অগ্নিপাক দ্বারা শুদ্ধ হয় । শিল্পী, ধোবা ও ব্রং প্রস্তুত কারীর হস্ত, বিক্রয়-দ্রব্য, ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য, ও সমস্তোগ কালে স্ত্রীর মুখমণ্ডল সর্বদাই স্বভাবতঃ পবিত্র ।

ভূশুক্চি মার্জনা দ্বাহাৎ কালাদগোক্রমণাতথা ।

সেকাতুরেখনান্নেপাদ্ গৃহং মার্জনেন পন্যং ॥

সম্মার্জনী দ্বারা পরিষ্কার করিলে, অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিলে, জল দ্বারা সিক্তন করিলে, খনিজ দ্বারা খনন করিলে, গোপাদক্ষেপ হইলে, এবং কিয়ৎকাল অতীত হইলে ভূমি শুদ্ধ হয় । গৃহ মার্জন ও লেপন দ্বারা শুদ্ধ হয় ।

গোহ্রাতেমে তথা কেশে মক্ষিকাকীটদূষিত্তে ।

সলিলং ভগ্নং হৃদ্বাপি প্রক্ষেতবাং বিশুদ্ধয়ে ॥

যদি অন্ন গো কষ্টক আহ্রাত হয়, কিম্বা কেশ, মক্ষিকা, ও কীট দ্বারা দূষিত হয়, তাহা হইলে তদুপরি সলিল, ভগ্ন, কিম্বা হৃদ্বাপি বিন্দু মাত্র ছিটাইয়া দিলে তাহা শুদ্ধ হয় ।

ত্ৰপুসীসক তাভ্রাণাং ক্ষারান্নোদক বারিভিঃ ।

ভস্মাঙ্ঘ্রিঃ কাংস্তলোহানাং শুদ্ধিঃ প্লাবো দ্রবস্তত্ ॥

পিত্তল, সীসা ও তাত্র, লবণাক্ত জল, অন্নজল ও

শুদ্ধ জল দ্বারা শুদ্ধ হয়। কাংস্য ও লৌহ ভস্ম ও জল দ্বারা শুদ্ধ হয়। ঘৃত ও তৈল আদি দ্রব পদার্থ ক্ষরণ মাজেই শুদ্ধ হয়।

ক্রমঃ ।

অহঙ্কার ।

আমরা পূর্বে প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, তীব্রতার তিরোভাব—দুর্বলতার আতিশয্যই পাপের ভিত্তি-ভূমি। শক্তিসম্পন্ন তেজের সম্মিথানে—ভাবের বিকাশ-ক্ষেত্রে—জ্ঞানভাবের আবির্ভাব একরূপ—একরূপ কেন, সম্পূর্ণই অসম্ভব ও অস্বাভাবিক। তাই মহাত্মা শুকদেব বলিয়াছেন—“তুজীয়াং ন দোমায় ।” কিন্তু সে তেজস্বিতা অখাদ্য আহার জনিত পাশব শক্তি নহে—তাহা বয়ঃস্থলভ রক্তস্রোতস্থিত উন্নয়নশীল মনোভাবের বিষয়বিষয় উন্নততা নহে—উহা অমানসিক ও অমানবিক—মনের অতীত দেশনিঃসৃত। শক্তিহীন শরীরে কুপথ্য তো রেশকর বটেই; স্বাস্থ্যের অখাদ্য ও বিষময় ফল প্রসব করিয়া থাকে—আলিঙ্গন তখন বন্ধন—বলিয়া বোধ হয়, সাধের অলঙ্কার গুরু ভারে বাদ সাধে, বর্ষা ঘণ্টাকারক এবং শিরস্ত্রাণ শিরঃপীড়ার কারণ হইয়া উঠে। দুর্বলপ্রকৃতির জীব আপনার শক্তিহীনতা-স্বীকারে ও অসমর্থ, তাই অপরের ক্ষক্ষে দোষারোপ করিয়া আপনার অসত্য মাধুর্যের পরিচয় দিতে চায়, অপরের দোষে নিজের দোষ ঢাকিতে গিয়া আপনাকে আরও দূষিত করিয়া ফেলে। কালি হাতে মুখের কালি মুছিতে বর্গিয়া স্বরূপ সকলকে আরও ভাল করিয়া দেখাইতে চেষ্টা পায়।

অহঙ্কার ও আনাদের অলঙ্কার, কিন্তু এ আভরণ সঙ্গীর্ণ অহনিকতা উদ্দীপনার জন্য নহে, অস্মদাদির উদ্ভগতি—উন্নতিকল্পে যজিত—ইহা জীবের শিবস্ব-

বিধায়ক। কিন্তু ব্যবহারদোষে অমৃত বিষ হইয়াছে, কণ্ঠের হার উদ্বন্ধন রজ্জু হইয়াছে—হস্তের বলয় চরণ-শৃঙ্খলে পরিণত হইয়াছে। অপব্যবহারে স্বর্ণবর্ণ কলঙ্কিত, উজ্জ্বলা ছুরাশা ও নিরাশায় পরিণত। উন্নতির দ্বারে অবনতির স্রোত প্রবাহিত, মুক্তির মূল বন্ধন শূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাই অহঙ্কৃতি বিকৃতি ভাব ধারণ করিয়াছে।

মঙ্গলময়ী শক্তি চিরশিবদাত্রী। স্বরূপত কিছুই অস্বথকর নহে—পার্থক্যই—ভয় ও দুঃখের কারণ (দ্বিতীয়াদ্বৈত ভয়স্বত্বতীতি প্রতিঃ) এবং ক্ষুদ্রতাই তাহার মূলদোষ। পূর্ণায়তনে কোন পদার্থই দোষ-স্পৃষ্ট হয় না, অসম্পূর্ণতা—অস্মতাই দোষের আকর, ক্ষুদ্র হইয়া পৃথক থাকিলে, দূষিত হইবে—তাই বলি বড় হইয়া যাও, নিতান্ত বড় হইতে না পার, তো তাহার আশ্রিত হও, তদনুবর্তী হইয়া তাদাত্ম্য ভাবে মিলিয়া মিশিয়া যাও—জলে জল হইয়া যাও, কিন্তু মাছ হইওনা আবার ধরা পড়িবে, পৃথক অস্তিত্ব রূপ লব্ধবিধায়ক শুদ্ধ অলাবু সঙ্গ লইওনা, তাহা হইলে ডুবিয়াও ভাসিয়া উঠিবে—বুদ্ধ সহ উপরে তুলিয়া ফেলাইবে—একেবারে পলিয়া যাও—আপনাকে ও তুলিয়া যাও—বড় হইবে তো আপনাকে বড়ই ভাব, লোককেও তাই ভাবিতে দেও—লোকে বড়ই-দেখুক, তোমাকে পৃথক যেন আর না দেখিতে পায়। বড় হইতে গিয়া আপনাকে আর পৃথক করিয়া ভাবিওনা, ক্ষুদ্র হইয়া বাইবে—পদে পদে ধিস্থদ পড়িবে। ছইরূপে বহুরূপী সাজিয়া সকলের সমক্ষে স্থণিত ও হাস্যাস্পাদ হইবে। দ্বিদল বতক্ষণ পেমণীর নাভিদেখে থাকে, ততক্ষণ নিম্পোশিত হয় না, কিন্তু পৃথক হইয়া দূরবর্তী হইলেই চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। প্রারব্ধজনিত বাসনা বায়ুবিভাজিত হইয়া অহঙ্কৃত বুদ্ধির বিকাশেই পার্থক্যের ও জীবের জন্মের ও ক্রেশের কারণ। ক্রিয়ার আধার-কেন্দ্র সदैব নিশ্চল, তাই কেন্দ্রে স্থিতি নির্ভয়, কিন্তু

কেদ্রাতিগ হইলেই ঘুরিয়া মরিতে হয় । বিচার-দৃষ্টিতে অহঙ্কার সরূপতঃ বাহ্যজগতের উন্নতি ও অন্তর্জগতের নিক্কি স্বরূপ । আত্ম-স্থিতি-জ্ঞান না থাকিলে কার্য-কুশল হওয়া যায় না, আন্তিক্য বৃদ্ধিরও উদয় হয় না । পাঠক ! অহঙ্কারের মলিন মূর্তি অনেকবার দেখিয়াছেন ও অনবরত দেখিতেছেন স্ততরাং সে বিষয়ে বিশেষ কিছু বলিবার আবশ্যক দেখি না ; কিন্তু যে ভাবে মহাত্মা রামপ্রসাদ বলিয়াছিলেন—“এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা, ছুটার একটা করে বাব ।” ইহার যদি নিগূঢ় তত্ত্ব জানিতে চাহেন—যদি এই দৈবী প্রতিমা দেখিবার ইচ্ছা থাকে, তবে একবার শাস্ত্রাদর্শে অবলোকন করুন ।

যোগবাশিষ্ঠে—

শ্রীরাম উবাচ ।

কিমা কুতিরহস্যাত্মঃ কথং সম্যজ্যন্ত্রে প্রভো ।

মশরীরোহশরীরো বা ত্যক্তে তস্মিংশ্চ কিং ভবেৎ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

ত্রিবিধো রাঘবাস্তীহ অহঙ্কারো জগজ্জয়ে ।

দ্বৌ শ্রেষ্ঠাবিতরন্ত্যজ্যঃ শৃণু তে কথয়াম্যহং ॥

অহং সর্বমিদং বিশ্বং পরমাগ্নাহমব্যয়ঃ ।

নান্যদস্তীহ সন্নিদ্ব বা পরমা সাহাঙ্ক্যত্বিঃ ॥

সর্বস্বাদব্যতিরিক্তোহং বালাগ্রশতকল্পিতঃ ।

ইতি বা সন্নিদেবাসৌ দ্বিতীয়াহঙ্ক্যত্বিঃ শুভা ॥

মোক্ষায়ৈমা ন বন্ধায় জীবমুক্তস্ত বিদ্যতে ।

পানিপাদাদি মাত্রেয়িমহমিত্যেব নিশ্চয়ঃ ।

অহঙ্কারস্তৃতীয়োমৌ লৌকিকহৃচ্ছ এব সং ॥

বর্জ্য এম ছুরাগ্নাসৌ স্কন্ধ সংসার সন্ততেঃ ।

অনেনাভিহতো জন্তুরবোধঃ পরিধাবতি ॥

অনয়া ছুরহংকৃত্য ভাবাং সন্ত্যক্তয়া চিরম্ ।

শিষ্টাহঙ্কারবান্ জন্তু ভগবান্ যাতি ব্রহ্মতাম্ ॥

প্রথমো দ্বাবহঙ্কারাবসীকৃত্য তু লৌকিকৌ ।

তৃতীয়াহঙ্ক্যত্বিঃ স্ত্যজ্য লৌকিকী ছুঃখদায়িনী ॥

এমা তাবৎ পরিত্যজ্য ভাঞ্জেনাং ছুঃখদায়িনীম্ ।

যথা যথা পুণ্যান্তিষ্ঠেৎ পরমেতি তথা তথা ॥

অহঙ্ক্যত্বিঃ দৃশ্যবেতে পূর্বোক্তে ভাবয়ন্ যদি ।

তিষ্ঠত্যভ্যেতি পরমং তৎপরং পুণ্যমোহনম্ ॥

ঐহ তে অপি সম্যজ্য সর্ক্বাহঙ্ক্যত্বিবর্জিতঃ ।

স তিষ্ঠতে তথাপ্যুচ্চৈঃ পদমেবাদিরোহতি ॥

শরীরাস্থায়্যাপুণ্যছুরহংকার বর্জনাং ।

অত্যন্ত পরমং শ্রেয় এতদেব পরং পদম্ ॥

শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন হে প্রভো ! অহঙ্কার কি প্রকার এবং কিরূপেই বা উহাকে ত্যাগ করিতে পারা যায় ? উহার কোন বাহ্যিক লক্ষণ আছে কি না, এবং তত্ত্যাগেই বা কি ফল ?

বশিষ্ঠদেব কহিলেন—হে রাঘব ! এই ত্রিজগন্মধ্যে ত্রিবিধ অহঙ্কার আছে, তন্মধ্যে দুইটি শ্রেষ্ঠ ও অপটু ত্যজ্য । আমি তোমার নিকটে ইহার সম্বন্ধে বলিতেছি, শ্রবণ কর । এ সমস্ত বিশ্বই আমি, অন্য আর কিছুই নাই । আমিই অবিনাশী পরমাত্মা এই প্রকার অন্তঃকরণের বৃত্তিকে পরম অহঙ্কার বলিয়া জানিও । আমি সকল বস্তু হইতে অতিরিক্ত, আমি বালাগ্র তৃণেরও শত ভাগের এক ভাগ—সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয়, এইরূপ জ্ঞানের নাম দ্বিতীয় অহঙ্কার, ইহাকে শুভজনক জানিবে । জীবমুক্তাবস্থাগুলি এইরূপ অহঙ্কার দ্বারা মোক্ষ হইয়া থাকে, বন্ধন হয় না । আমি পানিপাদাদি বিশিষ্ট শরীর মাত্র ইহা নিশ্চয়ই তুচ্ছ ও লৌকিক তৃতীয় অহঙ্কার । এই ছুরাগ্নাই সংসারমক্তির স্কন্ধ স্বরূপ, এই অহঙ্কারে অভিহিত জীবগণ অজ্ঞতা বশতঃ ইতস্ততঃ করিয়া থাকে, এইজন্য ইহা বর্জ্যনীয় । সর্বথা সাবধানে এ ছুরহংকার পরিত্যাগ ও সদহঙ্কারের আশ্রয় গ্রহণ করিলে জীব ঐশী শক্তি সম্পন্ন হইয়া মুক্তি লাভ করিয়া থাকে । প্রথমোক্ত দুই প্রকার অলৌকিক অহঙ্কারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, লৌকিক ছুঃখদায়ক তৃতীয় অহঙ্কার পরিত্যজ্য । ছুঃখদায়িনী

এই অহঙ্কৃতিকে পরিত্যাগ পূর্বক অবস্থিতি করিলে পুরুষ পরম শ্রেয় প্রাপ্ত হইতে পারে। হে অনঘ! পুরুষ পূর্বোক্ত উত্তম অহঙ্কার দুইটির ভাবনায় (পরোক্ষ জ্ঞান কালে) তৎপর হইলে পরম পদ পাইয়া থাকে, আর সর্বাহঙ্কারবর্জিত হইলে উচ্চ ব্রহ্মপদ তাদায়িত্যভাব লাভ হয়। শরীরের প্রতি আশ্রয় পাপ স্বরূপ অহঙ্কার। অতএব উহাকে পরিত্যাগ করিলে যে শ্রেয় লাভ হইয়া থাকে তাহাই পরম পদ বলিয়া জানিবে। শারীর-অহঙ্কার শূন্য ও স্বরূপ অহঙ্কার-সম্পন্ন হইয়া শম্বরাশ্বর—সজিত রাগাদিবিহীন, জরামরণ ভয়-রহিত, সমদৃষ্টি দানবগণও দেব সেনার দুর্ধ্ব্য হইয়া উঠিয়াছিল। সদহঙ্কারসংযোগে দানবও যখন দেবের দুর্জয় হইয়াছিল তখন অনুকূল গামী মানবও তদ্বারা যে সংসারাসক্তি অতিক্রমে সমর্থ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি! বলা বাহুল্য, লৌকিক অহঙ্কার শরীর, তাহার পরিণামও অসন্তোষ—অস্থখের আধার; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আত্মমর্যাদাবুদ্ধি সদহঙ্কারানুগত।

জলে যেমন শুষ্কতা নাই, গুরুভারে যেমন লঘুত্ব নাই, পূর্ণতায় সেইরূপ অভাব-অবকাশ নাই। যাহা যত পূর্ণ-তোমুখ, তাহা ততই অক্ষুণ্ণ ও অভাবশূন্য—নির্দোষ। বৃত্ত যতই ক্ষুদ্র হইবে, তাহার পরিধির বক্রতাও তত অধিক দেখা যায়, আর ব্যাসের বৃদ্ধির সহিত পরিধির বক্রতা হ্রাস হইয়া আইসে। আমাদের ক্ষুদ্র চক্ষে পৃথিবী অতীব বৃহৎ, তাই তাহার অবয়বের বক্রতা অনুভূত হয়না—সর্বত্রই সমতল বলিয়া শোধ হয়। যাহা পূর্ণ তাহা দোষশূন্য, দোষ থাকিলে তাহা পূর্ণ হইল কৈ? ভেদ-বুদ্ধিতে দোষ দেখিলেও সে দোষ পূর্ণ পদার্থকে স্পর্শ করিতে পারে না, তৎসম্বন্ধে উহা তো তদংশজ, দোষের সেখানে দ্বিতীয় অস্তিত্ব নাই—

* অপরোক্ষ জ্ঞান লাভের পর অমনসাবস্থার দ্বিগুণের অবিদ্যামানে দ্বিতীয় পদার্থের অভাব হেতু অহঙ্কৃতিক স্বরূপ অনন্তত্ব।

হুতরাং দোষ (অভাব) পূর্ণতাকে দূষিত করিতে পারেনা, বরং স্বয়ংই (দোষ দর্শীগণ) পৃথক হইয় দূষিত ও দলিত হয়। পূর্ণ পদার্থ প্রেমময়—আনন্দময়—ব্রহ্মপদবাচ্য। আমরাও দেখিলাম অহঙ্কৃতির পরিণতি ব্রহ্মপদপ্রাপ্তি। অহঙ্কারের প্রদীপ্ত প্রভা—পূর্ণাভিনব প্রজ্ঞানমানন্দমনস্তং ব্রহ্মোতি সমাপ্তি।

শ্যামারহস্য ।

নিরাকারে স্তূলাধিকারীর মন নিবিষ্ট হয় না, তাই সাকার ভাবে কালী দুর্গা শিব কৃষ্ণাদিরূপে সংসারাসক্ত জীবের উপাসনার বিধি ব্যবস্থা রহিয়াছে। এ কথা আমরা রূপ-রহস্যের প্রথমেই বলিয়াছি। কিন্তু এই রূপ কি ব্রহ্মের প্রকৃতরূপ, অর্থাৎ উপাসকের হিতের নিমিত্ত এক ব্রহ্মই কি উক্ত নানা রূপ অবলম্বন করিয়াছেন, কিম্বা মানবেই কুচিভেদে তাহার নানা রূপ কল্পনা করিয়া লইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব হইতেই এরূপ একটা কুতর্কের স্রোত চলিয়া আসিতেছে।

শাস্ত্রে আছে— “উপাসকানাং হিতায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা” এই বচন দেখিয়া কেহ কেহ বা কেবল ভাবে বিভোর হইয়া নিজ নিজ মার্জিত কদয়ের বিশ্বাসে বলিতেছেন, রূপটা কেবল মানুষেরই কল্পিত। ঈশ্বর কখনও সাকার হইতে পারেন না।

“ব্রহ্মণো রূপকল্পনা” এই কল্পনা শব্দ দেখিয়া বাহারা শ্বির করিয়াছেন—যে ব্রহ্মের রূপ মানুষের কল্পিত, তাহারা নিতান্ত ভ্রান্ত ও সংকৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ। ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা এ স্থলে ব্রহ্মণঃ এই বচী সম্বন্ধে নহে। কুদন্ত কল্পনা শব্দের যোগে কর্তৃকারকে বচী হইয়াছে। হুতরাং উপাসকের হিতের নিমিত্ত ব্রহ্ম কর্তৃক রূপ কল্পিত হইয়াছে। এস্থলে এই অর্থ বুঝাইতেছে। অতএব রূপ মানুষের কল্পিত নহে। উপাসককে কৃতার্থ করিবার নিমিত্ত, সাধুগণের পরি-

জ্ঞানের নিমিত্ত, অস্তরপ্রকৃতি পাপীর বিনাশের নিমিত্ত, ধর্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত, দেবতাদিগের কার্য উদ্ধারের নিমিত্ত এক ব্রহ্মই নানা রূপ অবলম্বন করিয়াছেন। কত কত সিদ্ধ পুরুষ এই সকল সিদ্ধ রূপের উপাসনা দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা দেখিবার উপযুক্ত পাত্র—প্রকৃত ভক্ত—প্রকৃত সাধক, তাঁহারা দিব্য চক্ষে এইরূপ-মাধুরী দেখিয়া কৃতার্থতা লাভ করিয়া গিয়াছেন।

অজ্ঞান রণক্ষেত্রে ভগবানের অনন্ত রূপ দর্শন করিয়া ভীত চকিতভাবে বিস্মিতচিত্তে করণ্ডটে বলিয়া ছিলেন প্রভো! তোমার অনেক নয়ন, অনেক মুখ, অনেক মস্তক, অনেক অঙ্গুষ্ঠ দর্শন, সকল, দিকেই তোমার অনন্তরূপ দেখিতেছি। বিশ্বরূপ! পূর্বে তোমায় সখা ভাবিয়া কত অপরাধ করিয়াছি, আজ তোমার দুর্দর্শন রূপ দর্শনে ভয় হইতেছে; ক্ষমা কর, তোমায় কোটা কোটা নমস্কার করি। এই বলিয়া কত স্তব করিয়াছিলেন।

শুভ্র দৈত্য যুত্মার পূর্বে রণক্ষেত্রে মহাশক্তির অনন্তরূপ-দর্শনে বলিয়াছিলেন দুর্গে! এ কি, তোমার একা যুদ্ধ করিবার কথা, এখন দেখি অনন্ত নৃতি রণক্ষেত্রে উপস্থিত! তখন জগদম্বা হাঁসিয়া বলিলেন, কৈ, আমি তো একাই বাট, আমি ভিন্ন জগতে আর কোথায় কি আছে? এই বলিয়া সেই অনন্তরূপিণী আদ্যাশক্তি সমস্ত শক্তিকে আশ্রদেহে লুকায়িত করিলেন। ঐব প্রহ্লাদ সুরথ সমাধি প্রভৃতি সাধক গণও আরাধ্য দেবতার রূপ দর্শনে কৃতার্থতা লাভ করিয়া গিয়াছেন। তোমার আমার পাপ চক্ষে দেখিনা বলিয়াই যে রূপ কল্পিত, ইহা কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত বলিতে পারি না। যিনি সর্ব শক্তিমান, তিনি রূপ অবলম্বন করিতে অক্ষম, এ কথা বলিলে ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্ত্ব অস্বীকার করিতে হয়। নিরাকার বাদিন, ! পুরাণাদি শাস্ত্র চিরদিনই

তোমার চক্ষুশূল। প্রক্ষিপ্ত আর কল্পিত এই দুই কথা তোমার আগ্নারামের কাটা। এই কাটির বলে তুমি ভূরি ২ শাস্ত্রকে আকাশে উড়াইয়া দিতে প্রস্তুত। তাই তুমি হয়তো বলিবে শাস্ত্রের সকলই কল্পনা। প্রহ্লাদ ঐব সুরথ অজ্ঞান প্রভৃতির রূপ দেখাও কবিকল্পনা, ঈশ্বরের রূপ থাকিও কবিকল্পনা। রূপ কল্পনা হইলে কালী, দুর্গা, শিব, হরি, দয়াময়, মায়ায়ময়, প্রভৃতি নামগুলিও অবশ্য কবিকল্পিত। ইহাতে কিন্তু তোমারও অব্যাহতি থাকে না। তুমিও মাঠে মারা যাও।

দ্বিতীয়তঃ তর্কের অনুরোধে স্বীকার করিলাম, রূপ দেখাও মিথ্যা, থাকিও মিথ্যা, শাস্ত্রের সকলই যেন মিথ্যা, কেবল তুমি যাহা বল তাহাই যেন সত্য, রূপ যেন মানুষের কল্পিতই হইল, কিন্তু তাহাতেও তো সাধকের কোনও হানি দেখিতে পাইনা। এই কল্পিত রূপে যদি উপাসকের বিশ্বাস থাকে, তবে তাহাতেই উপাসকের কার্য সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। অন্ধকার রাত্রে নির্জ্ঞান স্থানে কোন কোনও সময়ে কেহ কেহ ব্রহ্মাদিতে ভূতের বা মৃত মানুষের আকৃতি বোধ করিয়া থাকে। তখন ক্রমে ২ সেই ব্রহ্মের শাখা প্রশাখাদিতে হস্ত পদাদি কল্পিত হইয়া যখন দৃঢ় বিশ্বাস হয়, তখন প্রকৃত ভূত-দর্শনের যে ফল, এ কল্পিত ভূত দর্শনেও অবিকল সেই ফল উপস্থিত হইয়া থাকে। তখন তাহার স্বর-বিকৃতি, কম্প, স্তব্ধতা, মূর্ছা, এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে দেখা যায়। আবার যখন স্বপ্নাবস্থায় স্ত্রীসহবাস হয়, তখন তেও সকলই মিথ্যা। খাট মিথ্যা, শয্যা মিথ্যা, স্ত্রী মিথ্যা, কেবলই মনের কল্পনা মাত্র। কিন্তু তাহার ফল হয় সত্য। প্রকৃত স্ত্রীসহবাসের যে ফল, তাহাতেও রেতঃপাত রূপ সেই ফল উপস্থিত হইয়া থাকে।

যখন প্রত্যক্ষ প্রমাণে দেখিতেছি, বিশ্বাস থাকিলে কল্পনার ফলও সত্য হইয়া দাঁড়ায়, তখন রূপ কল্পিত

হইলেও তাহাতে বিশ্বাস থাকিলে উপাসকের কেন কার্য সিদ্ধি হইবে না ? এই জন্য মনস্তত্ত্ববিৎ মহাযোগী মহাবিগ্ন নৃসিংহ বলিয়া গিয়াছেন “ মাধকশ্চ চ বিশ্বাসাৎ দেবতাসম্মিধিবৎ ” । বিশ্বাসী ভক্তগণও বলিয়া থাকেন “ বিশ্বাসে পাইবে তাঁরে তকে বহুদূর ” অতএব আমরা যে দিক দিয়া কেন দেখি না, কিছুতেই সাকারোপাসনার বিফলতা দেখিতে পাইনা । এ বিষয়ে আর অধিক বলা নিশ্চয়োজন, সাকারোপাসনা প্রতিপাদন করা আমাদের অদ্যকার উদ্দেশ্য নহে । তবে কিনা রূপ-রহস্তের মূল ভিত্তিই রূপ । সেই ভিত্তির সারবত্তা দেখাইবার নিমিত্ত এবং বাবুদের রুচি পরিবর্তনের নিমিত্ত সংক্ষেপে দুই এক কথা বলিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসরণ করা যাইতেছে ।

পূজ্য রহস্য ।

রূপরহস্তে পূর্বপাণ্ডে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে আশঙ্কা হইতে পারে যে যদি শ্যামা রূপে এত গুঢ় তত্ত্ব থাকে, তবে আমরা পূজা করি কাহার ? শব্দশিবাক্রান্তা শ্যামা যদি প্রকৃতি পুরুষাত্মিকা জগদীশ্বরী হন, তবে আমরা আবাহন বিসর্জন করি কাহার ? ঈশ্বর সর্বব্যাপী ইহা সর্বদেশে ও সর্বশাস্ত্রে বলে । যিনি সর্বব্যাপী, প্রতি পরমাণুতে বাঁহার সত্তা বিদ্যমান রহিয়াছে, যিনি সর্বত্র সাক্ষাৎ দেদীপ্যমানা রহিয়াছেন, তাঁহার আবার আবাহন বিসর্জন হয় কি রূপে ? “ ইহা গচ্ছ ” বলিলেই বোধ হয় যেন এ স্থানে তিনি নাই, অথবা সর্বত্র যিনি আছেন, আমি যেন তাঁহাকে ডাকিতেছি না । তাই বলি তবে আমরা পূজা করি কাহার ? দ্বিতীয়তঃ আমরা বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করি কাহাকে । যিনি বিবসনা, বহৎ হইতেও বহৎ, বাঁহাকে কখনও কেহ আবরণ করিয়া রাখিতে পারেনা, তাঁহার আবরণার্থে পাচ হাত বস্ত্র প্রদান করায় কি অজ্ঞানতার পরিচয় প্রদান করা হয় না । তৃতীয়তঃ কোটী ২ ব্রহ্মাণ্ড বাঁহার রোম কূপে অবস্থান করিতেছে, সেই অনন্ত

জগতের আধার রূপিণীর স্নানার্থে এক কুশী জল দান করা কি বালকের ধূলা খেলার ন্যায় নহে । চতুর্থতঃ যিনি পূর্ণ, বাঁহার কোনও অভাব নাই, যিনি কত উপায়ে বস্ত্র দ্বারা জীব জগৎকে প্রতিপালন করিতেছেন, তাঁহার প্রীতির জন্য এক মুষ্টি তণ্ডুল প্রদান করায় কি উন্মত্ততার পরিচয় প্রদান করা হয়না ? “ বিরুদ্ধবাদী দিগের মধ্যে কেহ বস্তৃত্যয় কেহ ঐবন্ধে কেহা বা গানে এই রূপ নানা কুতর্ক দ্বারা হিন্দুর পূজাপদ্ধতির কুৎসা কীৰ্ত্তন করিয়া বেড়াইতেছেন । রাম মোহন রায়ের একটি গান আছে —

মনরে লাগি তোমার, আবাহন বিসর্জন কর তুমি কার,
যে বিহু সর্বব্যাপীকে, ইহা গচ্ছ বল থাকে
ইত্যাদি ।

এই সকল বালকতুলান কথা পূর্বের ২ অনেকের মন ফিরিত বটে; এখনও হয় তো অনেকের মনে সন্দেহ থাকিবার সম্ভাবনা, অতএব পূজা প্রণালীর স্থূল মর্ম্ম প্রকাশ করা যাইতেছে । অগ্রে আবাহনের কথাই বলিতেছি ।

ঈশ্বর সর্বব্যাপী বটেন, তিনি কোটী ২ ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি পরমানু ব্যাপিয়া সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপে সর্বত্র বিরাজিত আছেন বটে, কিন্তু আমি সেই অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড লইয়া তাঁহাকে ধ্যান ধারণা করিতে পারি কোথায় । শাস্ত্রে শুনি তিনি সর্বব্যাপী, তাই পড়া পার্থীর ন্যায় মুখে মাত্র বলি, ঈশ্বর সর্বব্যাপী । কিন্তু আমাদের জ্ঞান তাহা বুঝিয়া লইতে পারে কোথায় ? আমার মনই বা সেই সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম ভাব লইয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারে কোথায় । ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্ব যে দিন মনে মুখে বুঝিব, আর যে দিন সেই সূক্ষ্ম ভাবে তৃপ্ত হইয়া নিবিড়ানন্দ লাভ করিতে পারিব, সে দিন কেবল আবাহন বিসর্জন কেন উপাস্ত-উপাসক-ভাব পর্য্যন্ত থাকিবে না । সে জ্ঞান নাই বলিয়া, সেই সূক্ষ্ম ভাবে তৃপ্তি হয় না বলিয়া স্থূল ভাবে আবাহনের প্রয়োজন ।

বায়ু সর্বব্যাপী, বায়ু সর্বত্র না থাকিলে আমরা নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া মরিতাম । সুতরাং আমরা বায়ু-মাগরে হাবু ডুবু খাইয়া বেড়াইতেছি । কিন্তু তথাপি যখন বৈশাখ মাসের মধ্যাহ্ন সময়ে শরীর জ্বলিয়া যায়, মন অস্থির হইয়া উঠে, প্রাণ ছট্ ফট্ করিতে থাকে, তখন আর সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বায়ুতে কুলায়না, তখন, আর তাহাতে মনের আকাঙ্ক্ষা মিটেনা, প্রাণের পিপাসা ফুরায়না, দেহের উত্তাপ জুড়ায়না, তখন মন প্রাণ চায় স্থূল বায়ু । তাই আমরা পাখার বাতাস করি । বায়ু সর্বত্র থাকিলেও এক স্থান হইতে অন্য স্থানে আকর্ষণ করিয়া থাকি । সেই রূপ ঈশ্বর সর্বত্র থাকিলেও যখন পাপে তাপে আমাদের দেহ ঈর্ষণ জ্বলিয়া যায়, মন ছট্ ফট্ করিতে থাকে, রোগে শোকে ভয়ে অনুতাপে আমরা যখন অস্থির হইয়া পড়ি, চতুর্দিক্ অন্ধকার দেখিতে থাকি, তখন আর সেই দর্শনিকের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ত্র্যঙ্গে কুলায়না । তখন মন প্রাণ চায় সেই জগজ্জননীকে, যাঁহার রাঙ্গা চরণ হেরিয়া জীবন সার্থক করিতে পারিব, যাঁহার অভয় করের আশ্রমে ভবভয় দূর হইয়া যাইবে । যাঁহার করাল কৃপাণের শাসনে কামাদি অশ্রু নির্ঘাতন করিতে পারিব, মন প্রাণ চায় সেই মূর্তিমতী মাকে । মায়ের সূক্ষ্ম ভাবে সত্ত্ব সর্বত্র থাকিলেও বায়ু-আকর্ষণের ন্যায় উপাসনা-কালে সাধক স্থূল ভাবে জননীকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে আবাহন করিয়া থাকেন । সুতরাং একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে কিছুতেই ইহা দোষের বিষয় হয় না । যাঁহারা নিরাকারের রাঙ্গাচরণ শীতল ক্রোড়-প্রার্থী, তাঁহারাও তো বলেন প্রভো ! তোমার রাঙ্গাচরণ দেও, শীতল ক্রোড়ে স্থান দেও ইত্যাদি । যিনি সর্বব্যাপী, তাঁহার রাঙ্গাচরণ, শীতল ক্রোড় তো সর্বদাই তোমার মনঃ-প্রকৃতির প্রতি পরমানুভূতে লাগিয়া রহিয়াছে, নচেৎ তিনি সর্বব্যাপী নহেন । তবে আর তাঁহার কাছে প্রার্থনা কর কেন ? কিন্তু হিন্দুরা ইহা

দোষ-বুদ্ধিতে দেখেন না, বাহাদের বুদ্ধিবার, ভুল, তাহারাই কেবল পরের দোষ-কীর্তন করিয়া বেড়ায় ।

কঠোর যোগ সাধন ও তত্ত্বজ্ঞানোপার্জন ঈশ্বর-সাক্ষাৎকারের মুখ্য উপায় । মুখ্যযোগ সাধন (যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগসাধন) সংসারানন্ত ব্যক্তির হয় না । বাহারা 'গৃহস্থশ্রমী' বাহাদের ধন জন বধু বস্ত্রাদিতে মগন—আসক্তি রহিয়াছে, সেই সকল দুর্দলাধিকারীর উদ্ধারের নিমিত্ত যোগাঙ্গসমূহের কিছু কিছু অংশ লইয়া তন্ত্র পুরাণাদি শাস্ত্রে পূজা পদ্ধতির আবিষ্কার হইয়াছে । এই পূজা বিধানের ভক্তিযোগ, মন্ত্রযোগ; ধ্যানযোগ, কৰ্মযোগ, লয়যোগ এই পাঁচটা যোগই পরিলক্ষিত হইতেছে, সুতরাং এই পূজা দ্বারা সাধক ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল লাভ করিয়া থাকেন । ইহাতে যে প্রাণায়াম করিতে হয়, সেই প্রাণায়াম দ্বারা দেহ স্থির হয়, ইন্দ্রিয় মন নিশ্চল হয়, ধ্যানধারণায় সামর্থ্য হয়,

যজ্ঞাদির রোগ বিদূরিত হয় ও আয়ুঃ বৃদ্ধি হয় । শ্বাস প্রশ্বাসের নাম অজপা । এই অজপার একটা সংখ্যা আছে, সেই সংখ্যা পূর্ণ হইলেই জীবের জীবন বাহির হইয়া যায় । কুস্তক দ্বারা শ্বাস বন্ধ করিয়া রাখিলে অজপার সংখ্যার ন্যূনতা হয় বলিয়া প্রাণায়ামে আয়ুঃ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । আর্য্যঋষিদিগের আহার বিহারের কিছু মাত্র পারিশাট্য ছিলনা, তাঁহারা অনশনে পর্যাশনে বনে বনে শীত বাতাতপ সহ্য করিয়াও কেবল প্রাণায়ামের বলে দীর্ঘকাল জীবন ধারণ করিয়া গিয়াছেন, আর আমরা অষ্টপ্রহর পুষ্টিকর বস্ত্র ব্যবহার করিয়াও প্রাণায়ামের অভাবে দিন দিন অগ্নসত্ত্ব অগ্নায়ুঃ হইয়া যাইতেছি ।

পূজাগ্রো যে ভূতশুদ্ধি করিতে হয় ইহা এক প্রকার কঠোর যোগ সাধন-বিশেষ * তার পর অঙ্গন্যাস, কর-

* এই কৃত্তান্তে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের ২৩টা তত্ত্বকে ক্রমশঃ পর পর তত্ত্ব লয় করিতে করিতে পরম তত্ত্ব পরমাত্মার সমস্ত তত্ত্ব লয় করিয়া

ন্যাস কন্যাদিন্যাস প্রভৃতি আরও কতকগুলি ক্রম আছে, এই সকল অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত শ্রবণ ও নিঃশব্দ হইলে নানক শ্যামাপূজার অধিকারী হন ।†

ইহার পর ধ্যানের ব্যবস্থা । হৃৎপদ্মে ইষ্ট দেবতার রূপ চিত্তা করিতে করিতে সাধক তন্ময়ত্ব লাভ করিতে পারেন, তদ্ব্যুৎপন্ন রূপ ধ্যান করিয়া প্রাণ বহির্গত হইলে সাক্ষ্য মুক্তি লাভ হইয়া থাকে, এইরূপে বহু দৃষ্টান্তাদি দ্বারা যোগশাস্ত্রাদি এই ধ্যানের ভূমি ভূমি মহিমা কীর্তন করিয়া গিয়াছেন। ধ্যানের পর শতযুগসারে কাহারও পক্ষে পঞ্চোপচারে, কাহারও পক্ষে দশোপচারে কাহারও পক্ষে ষোড়শোপচারে পাদ্য অর্ঘ্য ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি দ্বারা ঈশ্বরের পূজার ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে । পূর্বেই আমরা বলিয়াছি যে এই ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি থাকায় হিন্দুর পূজা পদ্ধতিকে অনেকেই উপহাস করিয়া বেড়াইতেছেন। যিনি অনন্ত জগতের কর্তা, বাহ্যিক কিছুই অভাব নাই, হিন্দুরা তাঁহাকে সামান্য তণ্ডুলাদি দ্বারা বাধ্য করিতে চায়, ইহা আপাততঃ

কতকগুলি বীজমন্ত্র দ্বারা লিপ্যন্তর পূর্বক যৌগিক বিধানমুসারে বিশুদ্ধ মূর্ত্তন দেহ প্রস্তুত করিতে হয়। এই ক্রম দীক্ষিত মাত্রের অবগত আছেন, অদীক্ষিতের পক্ষে কর্কশ বোধ হইবে বলিয়া এতলে লিপিবদ্ধ হইল না ।

† অনুষ্ঠান গুলি সহস্রসংখ্যক নহে। সুতরাং সকল ভ্রমেরই যে শ্রামা-পূজা হয় ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। সকলের অধিকার নাট দলিলা গুরু পুরোচিত দ্বারা পূজা করিবার বিধি ব্যবস্থা রহিয়াছে । কালমাহাত্ম্যে অনেক গুরু পুরোহিতও আমাদের ন্যায় হীনশক্তি হইয়া উঠিয়াছেন। ইহা ব্যক্তিগত দোষ । ব্যক্তিগত দোষ সকল দেশে সকল সম্প্রদায়েরই আছে। ব্যক্তিগত দোষ আমাদের সমালোচ্য নহে, শ্রমের গুরু ভাব দেখানই—এই প্রবন্ধের মূখ্য উদ্দেশ্য। তবে এই মাত্র বলিয়া যে ক্রিয়াক্ষেত্রে যিনি যত অধিকারী, তাঁহার পূজা তত দূর ফলবানী হইবার সম্ভাবনা। যিনি কেবল ব্যবসা যক্ষার নিমিত্ত কিবা বাগ্যভরণ দেখাইয়া সমাজে প্রতিপত্তিলাভ করিবার নিমিত্ত পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহার পূজা প্রায়ই নিফল বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

উপহাসের বিষয় বলিয়াই বোধ হয় বটে। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত্রের একস্থানে আছে যে রাজা রামমোহন রায় এক দিন প্রত্যুষে নিজের পুষ্পোদ্যানের সম্মুখে পাদচারণা করিতে ছিলেন। এক ব্রাহ্মণ ইষ্ট-পূজার নিমিত্ত প্রতিদিনই সেই উদ্যানে পুষ্প চয়ন করিতে যাইতেন, সে দিনও গিয়াছিলেন। রাজা উদ্যানের দ্বারদেশে একটা স্তম্ভের উপরে ঐ ব্রাহ্মণের একখানী নামাবলি দেখিতে পাইয়া কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত তাহা স্থানান্তরে লুকাইয়া রাখিলেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ বস্ত্র না পাইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। যখন কোথাও না পাইয়া ব্রাহ্মণ হতাশ্বাস হইলেন, তখন রামমোহন রায় বস্ত্র খানি দিয়া বলিলেন, লেণ্ডাঠাকুর! এখন তো সন্তোষ লাভ করিয়াছ। ব্রাহ্মণ বলিলেন আমার বস্ত্র আমি পাইলাম, ইহাতে আর সন্তোষ লাভ করিব কেন? রাজা বলিলেন ইহা যদি তুমি বুঝ, তবে ঈশ্বরের ফুল ঈশ্বরকে দাও, ইহাতে তিনি সন্তোষ লাভ করিবেন কেন?

এই রূপ কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা হিন্দুর উপাসনার উদ্দেশ্য বিন্দু মাত্রও অবগত হইতে পারেন নাই। তাঁহারা ভাবেন, হিন্দুরা ঈশ্বরের তুষ্টিসম্পাদনের নিমিত্তই তাঁহাকে নানা প্রকার বস্তু প্রদান করিয়া থাকে। এই অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই তাঁহারা হিন্দুর উপাসনার পদে ২ নিন্দা করিয়া থাকেন। উপাসনা যে ঈশ্বরের উপকারের নিমিত্ত নহে, একথা নিতান্ত মূর্খের অল্পভব করিতে সক্ষম। সুতরাং হিন্দুরা ঈশ্বরকে বাহা দেয়, তাহা ঈশ্বরের উপকারের নিমিত্ত (অর্থাৎ ঈশ্বরের তুষ্টি সম্পাদনের নিমিত্ত কিম্বা তাহার কোনও অভাব দূর করিবার নিমিত্ত) নহে। ইহা কেবল নিজের ভিত্তি উত্তেজিত করিবার নিমিত্তই প্রদত্ত হইয়া থাকে ।

ঈশ্বর পূর্ণ—নিফল, ইহা আখ্যানবিগণই

জগৎকে শিক্ষা প্রদান করিয়া গিয়াছেন । সুতরাং তাঁহাদের আবিষ্কৃত পূজায় ঈশ্বরে যাহা সমর্পিত হইয়া থাকে, তাহা ঈশ্বরের, প্রীতির নিমিত্ত নহে, ঈশ্বরে নিজের প্রীতি স্থাপনের নিমিত্ত বলিয়াই বুঝিয়া লইতে হইবে ।

আমাদের আসক্তি ভালবাসা সমস্তই সংসারের দিকে । ঈশ্বরে কিছুই আসক্তি ভালবাসা নাই । এ দিকে নিজের সম্পত্তিও কিছুই নাই । দেহ, গন, প্রাণ, ফল, মূল, ফুল সকলই ঈশ্বরের । হিসাব করিয়া দেখিলে আমার আমিত্বে পর্য্যন্ত অধিকার থাকেনা । তবে আর অন্য বস্তুতে অধিকার থাকিবে কিরূপে ? তাই উপায় নাই বলিয়া গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজার ন্যায় তাঁহার বস্তু তাঁহাকে দিয়াই হিন্দুরা নিজের ভক্তি বৃদ্ধি উদ্ভেজিত করিয়া থাকেন । যাঁহারা ইহাতে উপহাস করিয়া বেড়ান, তাঁহাদিগকেও সুবস্তুতি দ্বারা কিম্বা সুললিত গান দ্বারা ঈশ্বরোপাসনা করিতে দেখা যায় । কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখা উচিত যে ঈশ্বর যে রূপ ফল মূলের কাকাল নহেন, তাহাতে বেরূপ তিনি ভুলিবার পাত্র নহেন, সেইরূপ ছোটো মিষ্টি কথায়ও তো তিনি ভুলিবার পাত্র নহেন, তিনি যে তিরস্কার পুরস্কার-বিবর্জিত । মিষ্ট কথায়ও তুষ্টি লাভ করেন না, আর কটু কথায়ও বিরক্তি বোধ করেন না । তবে তোমার সুবস্তুতি দ্বারা খোশামুদী করাও তো হিন্দুর ফলফুলদানের ন্যায় হইয়া দাঁড়ায় । তাই বলি, একটু তলাইয়া বুঝিতে হয় । বুঝিতে হয় যে মিষ্ট কথায় ঈশ্বরের সম্ভোয় উপকার না হইলেও আমাদের তাহাতে যথেষ্ট উপকার আছে । আবার ঈশ্বরকে গালাগালি করিলে তিনি তাহাতে রুষ্ট না হইলেও আমাদের তাহাতে মহাপাপ মহাপকারের সম্ভাবনা ।

তবেই দেখ, ঈশ্বরের সুবস্তুতি আর গালাগালী ঈশ্বরের তুষ্টি রুষ্টির কারণ নহে । উহা জীবের নিজের

উপকার অপকারের কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে । সুতরাং ফলমূলাদি ঈশ্বরে সমর্পণ করিলে ঈশ্বর তাহাতে তুষ্টিলাভ না করিলেও যে দেয় তাহার তাহাতে উপকার হইয়া থাকে । তাহার ভক্তি শ্রেয় একাগ্রতা আসক্তি পরিপূর্ণ হইয়া আত্মোন্নতি লাভ হইয়া থাকে । আর যে তাহা দেয়না, তাহার আত্মোন্নতি লাভও হয় না । ইহা ঈশ্বরের সেবার ফল, ঈশ্বরের তুষ্টি রুষ্টি-সাধনের ফল নহে ।

হিন্দুর সঙ্কল্প “ঈশ্বর প্রীতি কামনয়া” ইহার অর্থ ঈশ্বরের প্রীতি নহে । ঈশ্বরে নিজের প্রীতি নিজের ভালবাসা হওয়াই হিন্দুর সমস্ত ক্রিয়ার উদ্দেশ্য । যাহারা উদ্দেশ্যজ্ঞান রহিত, তাহারা হিন্দুর উপাসনার নিন্দা করিয়া বেড়ায়, আর যাঁহারা চিন্তাশীল ভক্ত, তাঁহারা পাদ্যাদি দ্বারা মায়ের পূজা করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিয়া থাকেন ।

ক্রমশঃ ।

বিসর্জন । *

লোকে অনেক বিষয় শুনিতে চায়—অনেক বিষয় দেখিতে চায় । যাহা দেখিবার, তাহা দেখিয়া লয়, যাহা দেখিবার নহে তাহা শুনিয়া লয় কিন্তু যাহা অতি উপাদেয়, তাহা লোকের দেখিবারও ইচ্ছা হয়—শুনিবারও অভিলাষ হয় । আজ আমার বক্তব্য বিষয় শুনিতে আসিয়া মহাশয়গণ এই পুণ্য তীর্থ দশাশ্বমেধ বাটে গঙ্গার তটে দাঁড়াইয়া মা জগদ্ধাত্রী মূর্তির বিসর্জন দেখিবেন ও আমার বক্তব্য “বিসর্জন” শুনিবেন । মায়ের ভুবনমোহিনী রূপ “দেখিয়া” মনের যে তৃপ্তি

* কাশীতল বাহিনী ভগবতী ভাগীরথীর তটে দশাশ্বমেধ বাটে—ভা, মা, ধ, প্র, সভার উৎসবোপলক্ষে শত ২২ নরনারী পরিবেষ্টিত হইয়া গঙ্গা জগদ্ধাত্রী পূজার বিসর্জনের দিন কুমার-পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন—তাহারই মধ্যাংশ উদ্ধৃত হইল ।

হইবে, আমার নীরস কথা শুনিয়া তত আহ্লাদ হইবার আশা নাই। শ্রবণ অপেক্ষা দর্শন অধিক প্রীতিকর, তাই লোকে অদ্ভুত বিষয় শুনিবা মাত্র দেখিতে চায়। দেখিলে যেমন বিষয়টি মগ্নে অক্ষিত হয়, শুনিলে তত হয় না। কিন্তু অগ্রে না শুনিলে, দর্শনের স্থখ হয় না, চূর্ভেদ্য তত্ত্ব বিদিত না হইলে, দর্শন করিলেও পদার্থের সার মর্ম গ্রহণ করা কঠিন হয়—তাই অগ্রে শুনিত হয় ও পশ্চাৎ দেখিতে হয়। “ শ্রোতব্যং মন্তব্যং নির্দিধ্যাসিতং পশ্চাৎ সাক্ষাৎকর্তব্যম্ ”।

বাহা দেখিবার, তাহা দেখায় কে? বাহা বুঝিবার তাহা বুঝায় কে? সপ্তর্ষি মণ্ডলী একবার ত্রিজগৎগুরু কৈলাসপতির নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব শুনিবার জন্য গিয়াছিলেন। ভূতভাবন-সংগবান্ বলিলেন, তোমরা সমাহিত চিত্তে বসিয়া তত্ত্ব বিষয় শ্রবণ কর। তাঁহারা সমাধিপূর্বক বসিলেন, বিশ্বনাথও সমাহিত হইলেন। জগতের কাহারও কর্ণে কোন কথা প্রবেশ করিল না, কি জ্ঞানী-কান্ হুরে কোন্ ভাষায় কি রূপে মহাদেব কি বুঝাইলেন, কণবিলম্বে সকলে উঠিয়া আনন্দে তাণ্ডব-নৃত্য—উল্লাসে অট্ট হাস্য করিয়া উঠিলেন। আমরা জগতের ক্ষুদ্র জীব এ গুপ্ত কথার গুপ্ত প্রাহেলিকা বুঝিতেও পারি না—বুঝাইতেও জানি না। সমাধিনৃত্যের ভিতর দিয়া বাঁহারা পরমাত্মা দর্শন করিয়া, থাকেন, তাঁহারাই এ নিগূঢ় কথা ইঙ্গিতে বুঝিয়া লইবেন। আমার কথা শুনিয়া স্থখী হইবার কাহারও আশা নাই।

আজ প্রথমে পূজার বাদ্য না বাজাইয়া একেবারে বিসর্জনের বাদ্য বাজাইলাম কেন! পূজা না হইতেই বিসর্জন, একথা নূতন। আমরা কলির জীব। পূজা অপেক্ষা বিসর্জন আমরা অধিক ভাল বাসি, তাই বিসর্জনকালে ঘাটে এত ধুম—এত লোক সমাগম। সে দিনও তো মা দশভুজার পূজা হইয়া গেল। পূজা-বাটীতে থাকে দেখিতে মায়ের পূজা করিতে—মায়ের

চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে কয় জন লোক গিয়াছিল! কিন্তু প্রতিমা বিসর্জনের দিন গঙ্গার ঘাটে ২ অগণ্য লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। তাই ভাবিলাম—আজকাল আমরা পূজা অপেক্ষা বিসর্জন যখন অধিক ভাল বাসি, তখন পূজার কথায় আর কাজ নাই, একেবারেই বিসর্জনের বাজনা বাজাইয়া দিই। মা যেন বিদায় হইলেই আমরা বাঁচি। তত্ত্ব যাঁহার চরণ পূজা করিবেন বলিয়া সম্বৎসর কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিয়া যত্ন করিয়া আয়োজন করেন, আমরা তাঁহার বিসর্জনের দিন সুসজ্জিত হইয়া ঘাটে মঠে তটে দাঁড়াইয়া থাকি। একেতো আমরা বিসর্জন ভালবাসি—তাহাতে আবার সকলে কাশীনিবাসী। কাশী—আনন্দ কানন হইলেও মহাশ্মশান। লোক সকল দিগ্দিগন্ত হইতে বিসর্জনের বাজনা বাজাইয়াই কাশীতে আসে। কাশীতে শরীর বিসর্জিত হইলে লোকে পুনর্বিবিসর্জনের দায় হইতে এড়াইয়া যায়। অন্য দেশে যে দেহা বিসর্জন গাল গালি, এখানে তাহাই পরম মঙ্গল। স্বতরাং কাশীতে পূজা অপেক্ষা বিসর্জনের সম্মান অধিক। তুমি পাপ তাপের দুর্দ্বন্দ্ব ভার লইয়া জরাজীর্ণ দেহে কাশী আসিলে—বিশ্বনাথ অমপূর্ণার পূজা করিতে পার আর নাই পার, মজ্ঞানে বা অজ্ঞানে জলে স্থলে বা অন্তরীক্ষে অথবা যে কোন অবস্থায় এখানে দেহ বিসর্জন করিতে পারিলেই তোমার আর জনন মরণের বিড়ম্বনায় পড়িতে হইবেনা, কাঁট পতঙ্গ তীর্থ্যাগাদি যে বোনিতে হউক এখানে একবার দেহ বিসর্জন করিতে পারিলে আর তাহার বিসর্জনের ভাবনা ভাবিতে হয় না, তাই বলিতেছি এই বিশ্বনাথ-পুরীতে বিসর্জনেরই মান অধিক। যেখানে বা যে কূলেই জীব জন্ম গ্রহণ করুকনা কেন, এইখানে মরিলেই আর জন্মিতে হয় না।

“জাতাস্ত এব জগতিজন্তবঃ সাধু জীবিতা।

যে পুনর্মেহ জায়ন্তে শিষা জঠরগদভাঃ ॥”

তাহারাই জগতে জন্মিয়াছে ও তাহাদের জীবনই

সাধু, যাহারা আর জন্ম গ্রহণ করিবে না। যাহাদিগকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে, তাহারা গর্ভভী গর্ভজাত সন্তানের ন্যায় ভার বহন করিতে আসে মাত্র। অতএব বিসর্জন যদি এই অবিমুক্ত ধামে হয়, তবে তদপেক্ষা পূজা ও শ্রেয়স্কর নহে। কেননা বহু যোগ যাগ পূজা পাঠ তপস্বাদিতেও যে “নির্ব্বাণ” সাধিত হয় না, কেবল কাশীতে দেহ বিসর্জনেই তাহা অবাধে হইয়া থাকে। তাই বলি কাশীতে বিসর্জনই প্রধানতম বিষয়। ব্রহ্মবৈবর্তে লিখিত আছে—

অষ্টাঙ্গাদিভিন্নৈশ্চ তপো যজ্ঞ ব্রতাদিভিঃ।

সাধিতেঃ পাক্ষিকী সিন্ধি রবিযুক্তে নিরর্গলা ॥ ”

মা নাকি সর্বত্র সর্বকার্য্যে, আদি অন্ত ও মধ্যে বিরাজমানা, মার নাকি যাওয়া আসা নাই—স্থিতি মাত্রই মায়ের নাকি প্রতিমা, তাই মাকে বিসর্জন দিলেও আবার আমরা বর্ষে বর্ষে তাঁহাকে দেখিতে পাই। যখন দেখি, আমাদের আঁধারময় হৃদয়ধারে মাকে আর রাখিতে পারিতেছি না, যখন দেখি হৃদয়পটে—মায়ের চিত্র আর সুস্পষ্ট লক্ষিত হয় না—তখন মনের দুঃখে শোকে অশান্তিতে অধীর হইয়া কন্যাকে শ্মশুরালয়ে পাঠাইবার মত বলিয়া থাকি—

“গচ্ছ গচ্ছ মহাদেবি! গচ্ছ দেবি! যদুচ্ছয়া।

সম্বৎসরে ব্যতীতেহু পুনরাগমনায় চ।

মাকে রাখিতে না পারিলেও ছাড়িতে চাই না, তাই বর্ষে বর্ষে ডাকিতে থাকি। মায়ের বিসর্জন—তিরোভাব না থাকিলেও আমাদের হৃদয় মনে তাঁহার আবির্ভাব তিরোভাব হইয়া থাকে। তাই তাঁহার আবাহন ও বিসর্জন। যত দিন না ব্রহ্মান্ববোধ দ্বারা মায়ের তৈল ধারার ন্যায় নিত্য নিরবচ্ছিন্ন একরস বিদ্যমানতার প্রবাহ না চলিবে, ততদিন আবাহন বিসর্জন হইতে থাকিবে। যতদিন বিন্দুতি, ভ্রাস্তি, বিষয়-বুদ্ধি প্রমাদাদি থাকিবে, ততদিন আবাহন ও বিসর্জন করিতেই হইবে। যাহারা

বলেন “মনরে ভ্রাস্তি তোমার—আবাহন বিসর্জন কর তুমি কার” সেই বাঙামাত্র ন্যাদী প্রমাদীগণ কি নিত্য নিরন্তর ব্রহ্মারাধনা করিয়া থাকেন? যিনিই উপাসনা করিতে বসেন ও আবার উপাসনা করিয়া উঠিয়া গিয়া অন্য কার্য্যে লিপ্ত হয়েন, তিনিইতো বাক্যে না মানিলেও কার্য্যে আবাহন ও বিসর্জন করিলেন, উপাসনার প্রারম্ভ কালই তাঁহার আবাহন, আর উপাসনা ছাড়িলেই তাঁহার বিসর্জন—তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিলেই তাঁহার বিসর্জন। অন্য কার্য্যে ব্যাপ্ত হইলেই তাঁহার বিসর্জন। আমরা পূজা করি আর নাই করি, বিসর্জন করিয়া বসিয়া আছি। আনন্দের ন্যায় হৃদয় হইলেই মানব বিসর্জন-প্রিয় হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষীয় মহর্ষি-রাজর্ষি মুনি ও গুণীগণ সত্যযুগে বেদমন্ত্রে যে ভাবের উদ্বোধন করিয়াছিলেন, ত্রেতাতে কঠোর তপোযোগে বাহার প্রতিষ্ঠা ও মহাপূজা হইয়াছিল, দ্বাপরে বাহার পরিচর্য্যায় ভারতবাসী মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন, কলিযুগে আমরা অবোধ অজ্ঞানী মানবগণ তাহারই বিসর্জন করিতে বসিয়াছি। ব্রহ্মচর্য্যে বাহার আরোজন করিতে হয়, গার্হস্থ্যে বাহার প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, বানপ্রস্থ্যে বাহার রসাদ্যাদ করিতে হয় এবং সন্ন্যাসে বাহার পরিপাক করিতে হয়, আমরা না বুঝিয়া না বিচারিয়া তাহাই বিসর্জন করিতে বসিয়াছি। মহাতেজা ব্রাহ্মগণ যে দেবদুর্লভ মহাপূজার জ্বলন্ত জ্যোতিতে জগৎ উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন, শূরবীর প্রতাপশালী ক্ষত্রিয় বর্ণ শৌর্য্য-বীর্য্য স্বকার্য্য দ্বারা বাহা সংরক্ষণ করিয়াছিলেন, নিজোচিত নিষ্ঠাপরায়ণ বৈশ্যবর্ণ বাহার পালন-ভার স্বহস্তে লইয়াছিলেন এবং শূদ্রগণ যে মধুর হইতে অমধুর কল্পলতিকার সুচারু চরণের সেবা করিয়া আসিতে-ছিলেন, আমরা সেই কল্পলতা উৎখাত করিয়া কন্দনাশার জলে বিসর্জন করিতে বসিয়াছি। আর্থ-

কূলে জন্ম গ্রহণ করিয়া আৰ্য্যদিগের প্রাণাৎ প্রিয়তর সামগ্রীকে বিসর্জন করিতে আসিয়া—মায়ের বিসর্জন-বান্দ্য শ্রবণ করিয়া হৃদয় বড় ব্যাকুল হইয়াছে। তাই বলি, . চতুর্বর্ণাশ্রমিগণ ! প্রাণের পুত্তলিকে—সাধের সামগ্রীকে—শাস্ত্রের বিধি বোধিত রীতিনীতি ও কর্মকে বিসর্জন দিবেন না। আলাদীনের পুরাতন প্রদীপের ন্যায় ইহা পুরাতন হইলেও অতি অদ্ভুত—অতিবিশ্ময়জনক ও পরম সিদ্ধিদায়ক। নব্যচাক্ চিক্যময় হাবভাব-তিলাসময় যৌবন-রঙ্গ-তরঙ্গ-ফুলঙ্গময় প্রদীপের পরিবর্তে যেন সেই পুরাতন জ্বলন্ত দীপ বিসর্জন করিও না। আবার ভাবি, আমরা বিসর্জন না দিলেও আমাদের দুর্দশাদোষে আমাদের দৌর্ভাগ্যদোষে আমরা রাখিতে পারি না বলিয়া মা বুঝি আপনিই চলিয়া যাইতেছেন।

সাধু মুখে শুনিয়াছি, একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ আপনাদের একটি মাত্র কন্যাকে একজন সম্পত্তিশালী ক্ষিত্রিপাল-পুত্রের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। গৃহে ব্রাহ্মণী ভিন্ন তাঁহার আর কেহ ছিল না। দরিদ্র ব্রাহ্মণ বড় ভক্তিমান ছিলেন; সম্বৎসর ভিক্ষা করিয়া যথা কথঞ্চিৎ দ্রব্য সংগ্রহ করিতেন ও শরদাগমে বর্ষে বর্ষে আর কিছু দিতে পারুন বা নাই পারুন, মনঃপ্রাণ ও চক্ষুর প্রেমাশ্রু জল দিয়া সচন্দন বিলুদলে মায়ের চরণ পূজা করিয়া কৃতার্থ হইতেন। স্বয়ং পূজা করিতেন ও ব্রাহ্মণী ভোগ পাক ও অন্যান্য আয়োজন করিয়া দিতেন। একবার পূজার পূর্বেই ব্রাহ্মণীর অতিশয় পীড়া হইল, ভোগরাগাদি প্রস্তুতির নিতান্ত নিরুপায় হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ ভাবিয়া আকুল হইলেন, সম্বৎসরের বাসনা পাছে অসিদ্ধ হয় এই জন্য ব্রাহ্মণ মনে মনে বলিলেন, মা! দুঃখী বলিয়া কি আমার ঘরে আবির্ভূত হইবে না? আবার ভাবিলেন চিন্তা কি! এবার কন্যাটিকে লইয়া আসি, তবেই সমস্ত সন্তোষ হইবে। বৃদ্ধ ধীরে ধীরে বৈবাহিকের ভবনে গমন করিলেন

এবং কন্যাটিকে এবার পূজার সময় পাঠাইতে হইবে এই প্রার্থনা বৈবাহিকের নিকট করিলেন। বনমদ-গর্বিত ভূস্বামী সম্পর্ক ভুলিয়া ভক্তের মনের ঐকান্তিক বাসনার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া বিরক্তি প্রকাশ ও তিরস্কার পূর্বক বলিল; তোমার দুঃসাহস বড়! তোমার তৃণকুটীরে একটু সামান্য পূজা দেখিবার জন্য হাত পোড়াইয়া ভোগপাক করিবার জন্য পরিচারিকা-পরিষেবিতা রাজকুলবধু রাজ গৃহের অতুল আনন্দময়ী পূজা না দেখিয়া বাটীতে কত আগোদ এমোদ হইবে, তাহা না দেখিয়া দীন হীনার ন্যায় তোমার বাটীতে গমন করিবেন! কখনই নহে, তুমি দ্বিতীয় বার একথা উচ্চারণ করিও না। বৈবাহিকের কথা শুনিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণের মস্তিষ্কে বড় আঘাত লাগিল—তথা হইতে ব্রাহ্মণ অমনি উঠিলেন, বাহিরে আসিয়া কাদিতে কাদিতে বলিলেন, মা! তবে কি এবার ত্রিপাদপদ্মে বিলুদল গঙ্গাজল দিতে পারিব না! মা দাসের আশা কি পূরাইবে না, মা দীনদয়াময়ি! আমার তুমি বই আর কেউ যে নাহি মা। * মা আর কি থাকিতে পারেন, ভক্ত ব্রাহ্মণকে রোরুদ্যমান দেখিয়া পথি মধ্যে একটি পুষ্করিণীর তটে দাঁড়াইয়া একটি হৃৎসজ্জিতা মেয়ে—ঠিক তাঁহারই মেয়ের রূপে তাঁহার মেয়ের কণ্ঠ স্বরে বলিলেন—বাবা! তুমি কোথা গিয়াছিলে? ব্রাহ্মণ ফিরিয়া দেখিলেন, যাহারই জন্য এত লাঞ্ছনা, সেই কন্যাই ডাকিতেছে। ব্রাহ্মণ দুঃখের তাবদ্বিবরণ কন্যাকে শুনাইলেন। কন্যা বলিলেন, বাবা, আপনি ভাবিবেন না। আমি চুপি ২ তোমার বাটী যাইব ও পূজায় ভোগপাক করিয়া দিব; আপনি বাড়ী যান। ব্রাহ্মণ বাটী গিয়া দেখেন—কন্যা পূর্বেই আসিয়াছেন ও রন্ধন-শালার যথাযোগ্য সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন মা! তুমি এত শীঘ্র কেমন করিয়া আসিলে! মা বলিলেন, বাবা আমি একটা গুপ্ত সোজা-পথ (ভক্তি মার্গ) ধরিয়া আসিয়াছি। মায়ের মায়া ব্রাহ্মণ

বুঝিতে পারিলেন না । আজ সদ্ভক্তকল্পলতিকা মা অন্নপূর্ণা ভক্তের মেয়ে সাজিয়া ভোগ পাক করিলেন । (বুঝি সাধকের সংসারের সমস্ত ভোগ পরিপাক করিবার জন্য মার আগমন হইয়াছিল ।) নিমন্ত্রিতগণ প্রসাদ পাইয়া বলিল, এমন উপাদেয় অন্ন কখনই খাই নাই । তিন দিন কাটিয়া গেল, ৪র্থ দিনে মেয়ের সাজে মা দীনদয়াময়ী বলিলেন, বাবা ! এখন তো তোমার কাজ (সাধন সিদ্ধি) হইয়া গেল, আমি চুপি ২ চলিয়া যাই । দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কদম্বিতে ২ মাকে বিদায় দিলেন—মনঃপ্রাণ মায়ের পশ্চাতে ২ চলিয়া গেল, ব্রাহ্মণ অচেতন হইয়া পড়িলেন, ব্রাহ্মণের চিরদিনের সাধ মিটিল—সংসার পাশ কাটিল ।

অভাগা আমরা তাই না শাস্ত্রীয় ব্রহ্মবিদ্যাকে জলাঞ্জলি দিতেছি—তাই না মা আজ দরিদ্রের কুটীর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন—রাখিতে কি পারিব না ! মা যদি তিন দিন (সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর) থাকিয়াই ৪র্থ দিনে (কলিযুগে) চলিয়া যাইবে, তবে মা ! একটি স্বার সম্মুখে দাঁড়াও, একবার প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লই, একবার মা বলিয়া ডাকিয়া লই—প্রাণের সাধ মিটাইয়া লই । মা ! তুমি বিসর্জিত হইবার পূর্বে আমরাই বিসর্জিত হইব । তোমার বিসর্জনের পর কি আর কাহারও অস্তিত্ব থাকে ! মা, তুমি বিদায় লইও না ; তুমি থাক, আমরাই বিদায় লই, তুমি আবার নিজ ভক্তমুখে স্নমধুর স্বরে তোমার পূজা পাঠ শ্রবণ কর । সভ্যগণ ! এক্ষণে বিদায় গ্রহণ করিলাম ।

একনাথ-মহারাজ ।

ইতি পূর্বে বলা হইয়াছে যে, চক্রপাণি ও তাঁহার স্ত্রী একনাথের কোন প্রকার সন্ধান প্রাপ্ত হন নাই । ইহা লেখা বাহুল্য যে, তাঁহার, যার পর নাই মনের কষ্টে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন । তাঁহার পুঞ্জ-শোকে কাতর ছিলেন । কিন্তু একনাথের প্রতি চাহিয়া

সে শোক সম্বরণ করিয়াছিলেন । তাঁহাদের একে বৃদ্ধাবস্থা, তাহাতে আবার দৈন্যদশা । কোথায় তাঁহার বাটীতে বসিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে অবস্থিতি করিবেন, না তাঁহাদের উদরামের জন্য লালসিত হইতে হইল । তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে, একনাথের দ্বারা তাঁহাদের সকল অভাব দূর হইবে । কিন্তু সে আশা বিফল হইল । কোথায় একনাথ অর্থ উপার্জন করিয়া আনিবেন এবং তাঁহার স্ত্রী রক্ষণ ও অন্যান্য গৃহ কার্য করিবেন না এ অসমর্থ-অবস্থায় চক্রপাণিকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হইল এবং তাঁহার স্ত্রীকে গৃহকার্য সম্বন্ধে করিতে হইল । এই ভাবে ত্রয়োদশ বৎসর অতিবাহিত হইল । একনাথকে পুনরায় পাইবার আশা তাঁহার ত্যাগ করিয়াছেন এমন সময়ে শুনিতে পাইলেন যে, যে পৌরাণিকের সহিত একনাথ সদা সর্বদা শাস্ত্রালাপ করিতেন, তিনি প্রত্যাগমন করিয়াছেন । ইহা শুনিয়া চক্রপাণি তাঁহার কাছে গমন করিলেন এবং একনাথের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন । পৌরাণিক মহাশয় বলিলেন যে, একদা একনাথ তাঁহাকে বলিয়াছিল যে, সে শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য জনার্দন-পস্থের নিকট গমন করিবে । বোধ হয় একনাথ দৌলতাবাদে পন্থজীর কাছে অবস্থিতি করিতেছে ইহা শুনিয়া চক্রপাণি বলিলেন যে, তিনি নিজে দৌলতাবাদে যাইতে সমর্থ নহেন, আর তাঁহার অবস্থাও এমন নহে যে অর্থ-ব্যয় করিয়া তথায় কোন লোককে পুনঃ প্রেরণ করেন । সুতরাং একনাথকে পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া একপ্রকার অসম্ভব । চক্রপাণির কাতর উক্তি শুনিয়া পৌরাণিক মহাশয় স্বয়ং দৌলতাবাদে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন । ইহা দেখিয়া চক্রপাণির মনে আর আনন্দ ধরিল না । তিনি পৌরাণিক মহাশয়কে সাধুবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে, তিনি যাবজ্জীবন তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞতা খাণে বদ্ধ থাকিবেন ।

পৌরাণিক মহাশয় দৌলতাবাদে গমন করত

জনার্দন পন্থের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পন্থজী তাঁহাকে সম্মানের সহিত নিকটে বসাইলেন এবং আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পৌরাণিক মহাশয় একনাথের কথা উত্থাপন করিলেন এবং তাঁহার অভাবে চক্রপাণি ও তাঁহার সহধর্মিণীর যে কি পর্যাণ্ড ছুরবস্থা হইয়াছে তাহা পন্থজীর সমক্ষে নিবেদন করিলেন। এই বৃত্তান্ত শুনিয়া জনার্দন পন্থ অতিশয় ব্যথিত হইলেন, এবং আশা জনক বাক্যে পৌরাণিক মহাশয়কে বালিলেন যে একনাথ সম্প্রতি ত্রক্ষবিদ্যা লাভ করত তীর্থ-ভ্রমণে গমন করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি আদেশ আছে, তীর্থাদি দর্শনের পর তিনি বাটতে প্রত্যাগমন করত গৃহস্বাস্থ্য অবলম্বন করিবেন। অতএব তাঁহার পিতামহ ও পিতামহী যেন মনঃকষ্টে কালযাপন না করেন। পৌরাণিক মহাশয় বলিলেন যে, একনাথ কতকালে প্রত্যাগমন করিবেন তাহার ত কোন স্থিরতা নাই। তিনি যদি ভারতবর্ষের সমুদায় তীর্থদর্শন করেন, তাহা হইলেও কএক বৎসর অতিবাহিত হইবে, এবং তাহা হইলে চক্রপাণি ও তাঁহার স্ত্রীর ক্লেশের এক শেষ হইবে। তাঁহারা ত্রয়োদশ বৎসর মহাক্লেশে জীবন যাপন করিয়াছেন। এভাবে আর অধিক দিন থাকিতে পারিবেন না। শোকে তাপে এবং অস্বাভাবে তাঁহাদের জীবন থাকা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এখনও যদি একনাথকে দেখিতে পান, তাহা হইলে তাঁহারা কিছু কাল মনের আনন্দে জীবন যাপন করিতে পারেন। এই সকল শুনিয়া জনার্দনপন্থ বলিলেন যে, একনাথ এখন উত্তর দিকের তীর্থ সকল দর্শন করিতেছেন। যখন দক্ষিণ-দিকের তীর্থাদি দর্শন করিতে গমন করিবেন, তখন তাঁহাকে পৈঠন হইয়া যাইতে হইবে। যাহাতে একনাথ অন্যান্য তীর্থে গমন না করেন, তিনি তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। এই বলিয়া, জনার্দন পন্থ একনাথের নামে একখানি পত্র লিখিয়া তাহা পৌরাণিক মহাশয়ের হাতে দিলেন, এবং বলিলেন যে, যখন এক-

নাথ পৈঠনে আসিবেন এই পত্র খানি যেন তাঁহার হস্তে দেওয়া হয়। তিনি চক্রপাণির নামে আর এক খানি পত্র লিখিয়া পৌরাণিক মহাশয়ের হস্তে দিলেন। এই পত্র দুই খানি লইয়া পৌরাণিক মহাশয় পন্থজীকে সাক্ষাৎ প্রণাম করত, পৈঠন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া চক্রপাণির হস্তে দুই খানি পত্র দিলেন এবং পন্থজীর সহিত যে সকল কথা হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করিলেন। চক্রপাণি তাঁহার নিজের নামের পত্র খানি পাঠ করিয়া অতীব আনন্দ লাভ করিলেন। এই পত্রে জনার্দন পন্থ তাঁহাকে অনেক সান্ত্বনা বাক্য লিখিয়াছেন এবং আশা দিয়াছেন যে একনাথের হস্তে অপর পত্র খানি দিলে তিনি আর অন্য তীর্থদর্শনে গমন করিবেন না। চক্রপাণি পত্র খানি পাঠ করিয়া অতীব আশ্লাদিত হইলেন, এবং মনের আনন্দে একনাথের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। একনাথ দৌলতাবাদ ত্যাগ করিয়া উত্তরাভিমুখে গমন করিলেন। নর্মদা তীর্থদর্শন করত প্রয়াগে গমন করিলেন। তথা হইতে একে একে কাশী, অযোধ্যা, মথুরা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, কেদার এবং বদ্রিনাথ দেখিয়া দক্ষিণাভিমুখে আগমন করিলেন। পরে দ্বারকা, জুনাগড় ডাকুর প্রভৃতি দর্শন করিয়া পৈঠন অভিমুখে গমন করিলেন। অন্যান্য তীর্থদর্শন করিতে হইলে পৈঠন হইয়া যাইতে হয়, এই নিমিত্ত একনাথকে তথায় যাইতে হইল। একনাথ কোন নগর বা গ্রামের ভিতর থাকিতেন না। তিনি অদূরে কোন দেবালয় কিম্বা ধর্মশালায় অবস্থিতি করিতেন, এবং কোন সাধু ব্যক্তির সন্ধান পাইবা মাত্র তাঁহার সহিত সদালাপে কালক্ষেপ করিতেন। পৈঠনের নিকটে আসিয়া তিনি একটা শিবমন্দিরে অবস্থিতি করিলেন। এই মন্দিরটা একনাথের অত্যন্ত প্রিয়। বাল্যকালে তিনি সর্বদাই এখানে আসিতেন এবং এই খানেই তিনি দৈববাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই দেবালয়ে অভ্যাগতদিগের ভোজনের কোন ব্যবস্থা

ছিলনা। এই নিমিত্ত একনাথকে নগরে গিয়া ভিক্ষা করিতে হইত। একনাথের ইচ্ছা ছিলনা যে তাঁহার পিতামহ ও পিতামহীর সহিত সাক্ষাৎ করেন, তবে কোন প্রকারে তাঁহাদের সংবাদ লইবার অভিপ্রায় ছিল। জনার্দন পন্থের পত্র পাইয়া অবধি চক্রপাণি একনাথের সন্ধান লইতে লাগিলেন। যেখানে তীর্থগাত্রীগণ একত্রিত হইত সেইখানে গিয়া সন্ধান লইতেন। সম্যাসী ও ব্রহ্মচারীর আগমন-বার্তা শুনিলে তাঁহাদের নিকট গমন করিতেন। তাঁহার প্রতিবাদীদিগকেও সন্ধান লইবার জন্য বলিয়া রাখিয়াছিলেন। সুতরাং চারিদিকেই একনাথের অনুসন্ধান হইতে লাগিল। একদা চক্রপাণি কোন দেবালয় দর্শন করিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিতে ছিলেন। কিন্তু শরীর ক্লান্ত হওয়াতে তিনি এক গৃহস্থের বাটীর বাহিরে উপবেশন করিলেন। এমন সময়ে, সেই গৃহস্থের বাটী হইতে একনাথ ব্রহ্মচারীর বেশে নির্গত হইলেন। তাঁহার সর্বদা ভস্ম লেপন, মস্তকে জটাভার, এক হস্তে ভিক্ষার পাত্র এবং অপর হস্তে ত্রিশূল। চক্রপাণি একনাথকে দেখিয়া প্রথমে বিবেচনা করিলেন যে, ইনি একজন মহাযোগী হইবেন, পরে তাঁহার প্রতি নিরীক্ষণ করাতে বিবেচনা করিলেন যে, ইনি একনাথ হইতে পারেন। একনাথ কিয়ৎদূরে গমন করিলে চক্রপাণি একনাথ বলিয়া ডাকিলেন। একনাথ চক্রপাণিকে দেখিয়া মাত্র তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। তাঁহার ছুরবস্থা দেখিয়া তিনি কাতর হইলেন। কেবল ব্রত-ভঙ্গ-ভয়ে তাঁহার নিকট নিজ পরিচয় দিলেন না। কিন্তু চক্রপাণির কাতর স্বর শুনিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তখনই চক্রপাণির নিকটে গমন করিলেন, এবং তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন। চক্রপাণি তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন এবং স্নেহ সহকারে আলিঙ্গন দিলেন। ইহার পর উভয়ে বসিয়া সদালাপ করিতে লাগিলেন। চক্রপাণি একনাথকে

জিজ্ঞাসা করিলেন যে এ প্রকার অবস্থায় তাঁহাদের রাখিয়া যাওয়া কি তাঁহার পক্ষে উচিত, হইয়াছিল? একনাথ ইহার কোন উত্তর দিলেন না। তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি চক্রপাণিকে বলিলেন যে তিনিই তাঁহাদের এত ক্লেশের কারণ এবং এ জন্য ক্রমা প্রার্থনা করিলেন। তদনন্তর শিবালয়ে দৈববাণী শ্রবণ এবং জনার্দন পন্থজীর কৃপায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ও দত্তাত্রেয়দর্শন এবং তাঁহার প্রসাদ প্রাপ্তি সম্বন্ধে আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। ইহা শুনিয়া চক্রপাণির মনে আর আনন্দ ধরিল না। তিনি আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলেন। পরে চক্রপাণি একনাথকে গৃহে অবস্থিতি করিতে বলিলেন। ইহা শুনিয়া একনাথ বিনীত ভাবে নিবেদন করিলেন যে, তাঁহার গুরুদেবের আজ্ঞা এই যে, তিনি সমুদায় তীর্থ দর্শন করিয়া গৃহস্থাস্রম অবলম্বন করেন। এখন দক্ষিণ দিকের কএকটা তীর্থ দেখা অবশিষ্ট আছে। ইহার প্রত্যাহারে চক্রপাণি কিছু না বলিয়া জনার্দন পন্থের পত্র খানি গৃহ হইতে আনয়ন করত তাঁহাকে পড়িতে দিলেন। পত্র খানির মর্ম্ম এই—তুমি পৈঠন ত্যাগ করিবার পর, তোমার পিতামহ ও পিতামহীর ক্লেশের এক শেষ হইয়াছে। তাঁহারা তোমাকে অবলম্বন করিয়াছিলেন, তোমার অভাবে তাঁহারা আশ্রয়হীন হইয়াছেন। একে তাঁহাদের বৃদ্ধাবস্থা, তাহার উপর আবার তাঁহাদের দৈন্য দশা। এ অবস্থায় তাঁহাদের তত্ত্ব লইবার ও সেবা করিবার কেহ নাই। এখন তাঁহাদের সেবা করাই তোমার পক্ষে প্রকৃত তীর্থ দর্শন। অতএব এই পত্র পাঠ মাত্র অপর স্থানে যাওয়া স্থগিত রাখিবে, এবং গৃহে অবস্থিতি করত তোমার পিতামহ ও পিতামহীর সেবা করিবে। গুরুদেবের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া একনাথ তীর্থ দর্শন স্থগিত রাখিলেন, এবং তাঁহার পিতামহ ও পিতামহীর সেবায় নিযুক্ত হইলেন। এই সেবাত্রত সমাধার

পর যে সময় পাইতেন, তাহা পৈঠন বাসীদের উপকারার্থে অতিবাহিত করিতেন । “যে স্থানে তাঁহার পিতা-মহের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেই স্থানে একনাথ একটা সামান্য মঠ প্রস্তুত করিয়া ভজন কীর্তন এবং শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন । পৈঠন বাসীগণ আনন্দের সহিত তাঁহার উপদেশাদি শ্রবণ করিতে লাগিল । ক্রমে লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে, স্থানের সম্মুখান হইত না, ~~একটি গাছের~~ সকলে অর্থ সংগ্রহ করিয়া একটি প্রশস্ত মন্দির নির্মাণ করিয়া দিল । এই মন্দিরটা নাথ-মন্দির নামে বিখ্যাত হইল । একনাথের খ্যাতি চারি দিকে ব্যাপ্ত হইল । নানা স্থানের লোক তাঁহার কীর্তনাদি শ্রবণ করিবার জন্য আগমন করিতে লাগিল । বিজয়পুরের এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার ছুহিতাকে একনাথের হস্তে অর্পণ করিবার জন্য উৎসুক হইলেন । এ সম্বন্ধে চক্রপাণির সহিত কথা চলিতে লাগিল । ~~এ সময়ে~~ বিবাহ ধার্য হইল । কন্যাকর্তা পাত্রীকে লইয়া পৈঠন পুরীতে আগমন করিলেন । এখানে একটি স্বতন্ত্র গৃহে অবস্থিতি করিলেন, এবং এই গৃহেতেই উদ্ধাহ-কার্য সমাধা হইল । পাত্রীর নাম গিরিজা বাই * রাখা হইল । একনাথ বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া শাস্ত্র-অনুসারে, গৃহী ব্যক্তির কার্য সকল সমাধা করিতে লাগিলেন । তাঁহার দৈনিক কার্য এই রূপ ছিল—স্নানের পর সন্ধ্যা বন্দনাদি করিতেন, তাহার পর পুরাণ পাঠ করিয়া অতিথিসংকার করিতেন । পরে ভোজন করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর, নাথ-মন্দিরে গমন করত শাস্ত্র-ব্যাখ্যা করিতেন । দিবা অবসান হইলে, সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপন করত, ভজন, কীর্তন ও শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেন । ভক্তবৃন্দ, কথা শুনিতে আসিয়া যে তণ্ডুল আদি দিত, তাহাতেই এক নাথের সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ হইত ।

কিয়ৎ কাল পরে চক্রপাণি ও তাঁহার সহবর্ষিণী

ইহলোক পারিত্যাগ করিলেন । জনার্দন পন্থ ও সমাধি লইলেন । এই সকল ঘটনা একনাথের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিজনক হইল সন্দেহ নাই । কিন্তু ভগবান্ যাহা করেন তাহা মঙ্গলজনক, এই বিবেচনা করিয়া, তিনি ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া রহিলেন । যাহাতে তাঁহার গুরুদেবের পরলোক-প্রাপ্তির দিনে প্রতি বৎসর উৎসব হয়, একনাথ তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন । এই সময়ে উর্দীন নামে একনাথের এক জন আত্মীয় তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিল, এবং তাঁহার সহায়তা করিতে লাগিল । একনাথের অসাধারণ বক্তৃতাশক্তি ছিল । তাঁহার বাক্যগুলি শ্রদ্ধা বর্ষণ করিত । তিনি শাস্ত্রের কোন ২ অংশ অবলম্বন করিয়া তাহা বিশদ রূপে বুঝাইয়া দিতেন । কথা কহিতে ২ উপযোগী আখ্যায়িকা সকল অবতারণা করিতেন, এবং মধ্যে ২ উপমার দ্বারা তাঁহার অভিপ্রায় শ্রোতাগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতেন । একনাথ একজন উত্তম কবি ছিলেন । ক্রুত রচনা তাঁহার একটি বিশেষ ক্ষমতা ছিল । কথা কহিতে কহিতে তিনি চমৎকার কবিতা রচনা করিয়া শ্রোতাগণকে শুনাইতেন । তিনি এমন সহজ ভাষায় শাস্ত্র ব্যাখ্যা এবং কথকতা করিতেন যে, অজ্ঞ ব্যক্তিগণেরও তাহা বোধগম্য হইত । তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতা, হুমধুর ভাষা এবং সরল বাক্য-বিন্যাস আপামর সাধারণ সকলকেই মোহিত করিত । একনাথ শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন, এবং তিনি তাঁহার বক্তৃতাতে ভক্তের প্রাধান্য সমর্থন করিতেন । নানা স্থান হইতে লোকে পৈঠনে আসিয়া তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিত । অবশেষে, শ্রোতার সংখ্যা এত অধিক হইল যে, মন্দিরে আর স্থান হইত না । ইহা দেখিয়া পৈঠনবাসীগণ, অর্থ-সংগ্রহ করত, একটি প্রকাণ্ড দেবালয় এবং তাহার সম্মুখে একটি নাটমন্দির প্রস্তুত করিলেন । দেবালয়ে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ স্থাপিত হইল, এবং এই নাটমন্দিরে ভজন, কীর্তন ও কথা হইতে লাগিল ।

* দক্ষিণাভ্যে প্রথা এই যে, শওরায়ণে নব বধু একটি নুতন নাম পাইয়া থাকে ।

এই সময়ে একনাথ এক খানি ব্যাখ্যা-পুস্তক প্রকাশ করিলেন। সাধু জ্ঞানদেব-প্রণীত জ্ঞানেশ্বরীর ভাষা কঠিন বলিয়া অনেকের তাহার ভাব সকল হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না। এই জন্য তাহা তাল্লি ভাবে ছিল। কিন্তু, জ্ঞানেশ্বরী এক খানি অপূর্ণ গ্রন্থ। ইহা গীতা ও ভাগবতের ব্যাখ্যা এবং নানা প্রকার সছপদেশে পরিপূর্ণ। এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া একনাথ এত আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন যে, তিনি তাহা একা ভোগ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না। যাহাতে তাহার উৎকৃষ্ট ভাব সকল আপামর সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হয়, এই ইচ্ছা তাঁহার অন্তরে বলবতী হইল। এই গ্রন্থের অন্তর্গত ছরুহ ভাব সকল একনাথ বিশদ রূপে ব্যাখ্যা করিলেন এবং তাহা পুস্তাকাকারে প্রকাশ করিলেন। লোকে সাদরে এই পুস্তক খানি পাঠ করত তৃপ্তি লাভ করিল। এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া এবং একনাথ কতক বিরচিত সছপদেশ সকল শ্রবণ করিয়া, পৈঠন বাসীগণ বিশেষ রূপে উপকৃত হইল। অনেক কুপথগামী ব্যক্তি তাহাদের মন্দ রীতি সকল ত্যাগ করিল এবং পূর্ব কৃত পাপের জন্য অনুতাপ করিয়া ধর্ম কর্মে প্রাণ মন সমর্পণ করিল।

একনাথ যে রূপ উপদেশ দিতেন, সেই মত তিনি কার্য্য করিতেন। পর উপকার সাধন করিবার জন্য তিনি আপামর সাধারণকে উত্তেজিত করিতেন এবং এই ব্রত সাধন জন্য তিনি তাঁহার শরীর ও ধন উভয়ই নিয়োজিত করিতেন। তিনি সাধ্য মত দীন ব্যক্তিদের অভাব দূর করিতেন, এবং আতুর ব্যক্তিদের সেবা করিতেন। কথকতার দ্বারা তাঁহার যথেষ্ট উপার্জন হইত। সাংসারিক ব্যয় নির্বাহের পর যাহা উদ্বর্ত হইত, একনাথ তাহা মনের আনন্দে পর উপকার জন্য নিয়োজিত করিতেন। তাঁহার বাটীতে দলে দলে লোক সকল আগমন করিত। তিনি তাহাদিগকে

সাদরে গ্রহণ করিতেন, এবং যে ব্যক্তি যে অভাব জানাইত, তিনি সাধ্য অল্পসারে তাহা দূর করিতেন। একনাথ সকলকে সমান ভাবে দেখিতেন এবং সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করিতেন। কি ধনী কি ধনহীন, কি নীচ জাতি কি উচ্চ জাতি, যিনি সদৃশ শালী হইতেন তিনিই তাঁহার কাছে সম্মান লাভ করিতেন। অতিথি-সংস্কারের সময়ে তাঁহার বড় ছোট জ্ঞান ছিল না। সকলকেই সমান রূপে খাদ্য দ্রব্য দিতেন। বড় বলিয়া যে তাঁহাকে উৎকৃষ্ট দ্রব্য দিতে হয় এবং ছোট বলিয়া তাহাকে সামান্য দ্রব্য খাওয়াইতে হয় এ ভাব তাঁহার অন্তঃকরণে স্থান পাইত না। লোকের সহিত ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহার এই একান্ত উপদেশ ছিল— ব্রাহ্মণ জ্ঞানহীন ও কদাচারী হইলে তাহাকে ব্রাহ্মণোচিত মর্যাদা দেওয়া উচিত নহে, কিন্তু কোন হীন জাতি-ভুক্ত লোক জ্ঞানবান্ ও সচ্চরিত্র হইলে, তাহাকে সম্মান করা উচিত। যদিও কোন কদাচারী ব্রাহ্মণ ও কোন আতুর ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে প্রথমে আতুর ব্যক্তির সংস্কার করা কর্তব্য। একনাথ যেমন পর উপকার-পরায়ণ ছিলেন, তাঁহার প্রকৃতিও তেমনি শাস্ত ছিল। কোন প্রকার কষ্ট তাঁহাকে ব্যথিত করিতে পারিত না এবং কোন প্রকার দুর্ব্বটনা তাঁহাকে বিচলিত করিতে সক্ষম হইত না।

ক্রমশঃ ।

ভারত বর্ষীয় আর্য্যধর্ম প্রচারিণী সভার বার্ষিক উৎসবের কার্য্য বিবরণ ।

আবার উৎসব আসিল। সংবৎসরান্তে, আবার উৎসবের বিজয়ভেরী বাজিয়া উঠিল। ধর্ম বিভ্রাটের এ বিষম দুর্দ্দিনে আবার উৎসবের শুভসংবাদ ঘোষণা করিতে অবকাশ পাইলান, ইহাতে আগরা ধন্য। বর্ষে ২ এম্নি দিনে এই শুভবার্তা প্রচারিত করিতে

পারি, ভগবানের কাছে ইহাই ধার্ম্য। উৎসব কখনও পুরাতন হয় না। বিশেষতঃ ধর্মোৎসব 'চির দিনই নূতন'। সাংসারিক কোন পদার্থ ক্রমাগত অনবরত উপভোগ করিলে তাহাতে অরুচি জন্মায়—তাহার মধুরতা বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহার কমনীয় কাস্তির উপর পুরাতনত্ব জনিত মলিনতা জমিয়া উঠে, ইহা ঠিক, কিন্তু ধর্ম কখনও পুরাতন হয় না, অবিরত ধর্ম-সেবায় কখনও অনুরাগ ভিন্ন বিরাগ বৃদ্ধি হয় না। তাহাতে ধর্মের মাধুরী আরও হুলিয়া উঠে, ধর্মের সৌন্দর্য্য-আরও ফুটিয়া উঠে, ধর্ম চির সনাতন, তাই ইহা চিরসুন্দর। যাহা অতি পুরাতন, তাহাই অতিনূতন হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং ধর্মোৎসব কিছুতেই পুরাতন হইবার নহে।

২৫ এ কার্তিক হইতে আরম্ভ করিয়া ৬ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত এই দ্বাদশ দিন ব্যাপিয়া উৎসব-কার্য্য বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া সুসম্পন্ন হইয়া গেল। পূজা, সুকীর্তন, বেদ গান, বক্তৃতা, শাস্ত্রব্যাখ্যা আদি নানা-বিধ ধর্ম ব্যাপারে কাশীবাসীগণ কয়দিন অপার আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। “বিসর্জন” “আমি ও আমার”, “ধর্মের কায়া ও ছায়া” “গার্হস্থ্য ধর্ম” “সাজ ও কাজ” “মা আমার মাতা কি পিতা” এই কয়টি বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল। “বিসর্জন” বক্তৃতাটির সার মর্ম্ম ধর্ম্মপ্রচারকের অন্যত্র উদ্ধৃত হইল। “সাজ ও কায়া” “মা আমার মাতা কি পিতা” এই দুইটি বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। “আমি ও আমার” এই বিষয়ে পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বৈদান্তিক গুরু গম্ভীর আশ্রিতরূপে তিনি এত সরল করিয়া বুঝাইয়াছিলেন, যে অশিক্ষিত লোকেও তাহা অতি সুন্দর রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল। তিনি উক্ত বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই—

“জগতে অনন্ত ভাষা অনন্ত শব্দ। এই অসীম শব্দ-

ভাণ্ডার হইতে সকলেই আপনার ২ মনোমত শব্দ বাছিয়া লয়। যে শব্দ যাহার মনোমত—প্রিয়, অপরের পক্ষে তাহা হয়ত প্রিয় না হইতে পারে। শিশুর পক্ষে যে শব্দ প্রিয়, যুবকের পক্ষে তাহা প্রিয় না হইতে পারে। পশুর পক্ষে যে শব্দ প্রিয়, মনুষ্যের পক্ষে তাহা প্রিয় না হইতে পারে। সুতরাং সকল শব্দ বিভিন্ন ২ মূর্তিতে বিভিন্ন ২ জাতির প্রিয় হইয়া থাকে। সর্বজন-প্রিয় যদি কোন শব্দ জগতে থাকে, ত এক মাত্র “আমি”। বালক বৃদ্ধ, যুবা, পুণ্ড, পক্ষী, মানব ইহাদের মধ্যে “আমি” শব্দকে কে না ভাল বাসে? কিন্তু “আমি কি” ইহা কয় জনে বুঝে? সংসারের অন্যান্য পদার্থের সংবাদ লইবার জন্য আমরা সর্বদা ব্যস্ত, কিন্তু “আমির” সংবাদ লইতে কয়জন চেষ্টা করিয়া থাকে? দূরাদূরতরবর্তী কত পদার্থের তত্ত্ববর্তী অনুসন্ধান করিতে আমরা ছুটাছুটি করিতেছি, কিন্তু নিকট হইতেও নিকটতর আমিত্বের বিন্দু বিসর্গ মাত্র তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে আমাদের চেষ্টা হয় না, ইহা বড়ই বিচিত্র প্রহেলিকা! “আমি কি” তাহা জানি না, কিন্তু এই অজানা অচেনা জিনিসের প্রতি আমাদের এত ভাল বাসা কেন? কেননা আমরা জানি “আমিত্ব” স্পর্শ মণির ন্যায় মূল্যবান। লৌহ স্পর্শমণির সংস্পর্শে স্তবর্ণ হইয়া যায়—তাহার মূল্য বাড়িয়া যায়, সেই রূপ পদার্থ আমিত্ব ছোঁয়া হইলেই স্তবর্ণ হইয়া যায়,—তাহা আমার পক্ষে মূল্যবান হয়। দোকানে শত সহস্র ঘড়ি সাজান থাকিলেও আমার পক্ষে তাহার কিছুই মূল্য নাই, কিন্তু যাই তাহার মধ্যে একটি ঘড়ি আমি ক্রয় করিয়া আমিত্বসংস্পর্ক করিয়া লইলাম, অমনি তাহা আমার পক্ষে মূল্যবান হইল, আমিত্বের স্পর্শে তাহা তখন স্তবর্ণ হইয়া গেল, কেননা তখন বুঝিলাম যে তাহা “আমার জিনিস”। কি জানি আমিত্বের কি মহতী শক্তি আছে, যে আমিত্বের সম্পর্ক থাকিলে অতিতুচ্ছ পদার্থও আমার পক্ষে মহা মূল্যবান

আর আমিত্বের সম্পর্ক না থাকিলে, অতি মূল্যবান পদার্থও আমার উপেক্ষার বিষয় হইয়া থাকে । আজ বঙ্গদেশের স্বাধীন রাজ্য মণিপুর চির দিনের জন্য হিন্দুর হস্ত হইতে হারাইয়া গেল, কিন্তু তাহার জন্য আমার তত দুঃখ হয় না, কেননা তাহা “আমার” নহে । কিন্তু আমার এক খানি ছেঁড়া কাপড় হারাইয়া গেলে তাহার জন্য আমি মরমে মরিয়া যাই । সুতরাং না জানি আমিত্ব, কত মধুরতার প্রদর্শন, যে তাহার সম্পর্কে অতি তুচ্ছ জিনিষও আমাদের পক্ষে মিস্ট হইয়া উঠে । যাহারা মহামনা, তাঁহাদের আমিত্ব সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে । শ্রী পুত্র পরিবারাদিকে তিনি নিজের জিনিষ বলিয়া যেমন মনে করেন, তেমনই নিজের দেশ নিজের সমাজকে তিনি “নিজের জিনিষ” বলিয়া অনুভব করেন । নিজের একটি উপযুক্ত পুত্র মরিয়া গেলে তিনি যেমন দুঃখিত হন, সেই রূপ টিকেজিতের ন্যায় স্বদেশের স্বাধীনতাপ্রিয়ানী কোন বীর মরিয়া গেলে তিনি তেমনই যাতনা অনুভব করেন । কেননা তাঁহার স্বত্ব—তাঁহার নিজস্ব—তাঁহার আমিত্ব নিজ পরিবার মণ্ডলী রূপ কূপে কেবল আবদ্ধ নহে । তাহা স্বদেশ রূপ হৃদিশাল সমুদ্রকে বেঁটন করিয়া ফেলিয়াছে । আবার যিনি আত্মদৃষ্টি সম্পন্ন, নিজের একমাত্র আত্মাকে “আমিকে” সর্ব জীবে বিরাজমান দেখিতে পান, তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে “নিজস্ব” বলিয়া অনুভব করেন । এক জন ফকীরের গল্প মনে হইতেছে ।

ভাগলপুরে ট্রেজারির (খাজনা খানা) পথ পাশ্চ দিয়া একজন ফকীর চলিয়া যাইতেছেন । ট্রেজারিতে ছুড় ২ করিয়া টাকা ঢালা হইতেছে, তাহা দেখিয়া ফকীর বলিতেছেন—“রূপেয়া সব বড়ী হিঁপাজৎসে রাখ দেনা জব্ মেরী জরুরৎ হোগী তব্ ময় লেলুঙ্গা ” তাঁহার এই কথা শুনিয়া একজন কর্মচারী কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, এ টাকা যে আপনার, তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি ?

ফকীর । এ! টাকা যে আমার নহে, তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি ?

কর্মচারী । ইহা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার টাকা । ফকীর । যাহার যে বস্তু অধিকৃত, তাহার কাছেই যে সর্বদা তাহাকে বসিয়া থাকিতে হইবে, এমন কথা হইতে পারে না । তুমি বলিতেছ, উহা মহারাণীর টাকা, কিন্তু কৈ মহারাণীত উহার কাছে বসিয়া নাই, তবে উহা তাঁহার টাকা কেমন করিয়া হইল ?

কর্মচারী । উহা আপনার টাকা কেমন করিয়া ? উহার চাবিত আপনার কাছে থাকে না ।

ফকীর । তোমার মতে উহা যে মহারাণীরই টাকা, তাহাই বা কেমন করিয়া হইতে পারে ? উহার চাবি ত মহারাণীর কাছে থাকে না । মহারাণীর কাছে চাবি না থাকিলেও তুমি যেমন মানিয়া লইতেছ উহা মহারাণীর টাকা, তেমনই মানিয়া লও না কেন উহা আমারই টাকা ।

কর্মচারী । আমরা মহারাণীর লোক জন । মহারাণীর আমাদের উপর আদেশ আছে, এ টাকা ব্যবহার করিতে, তাই ইহার চাবি আমাদেরই কাছে থাকে ।

ফকীর । তোমরা সকলেই “আমার” লোক জন । আমি আদেশ করিতেছি, তোমরা হিসাব করিয়া টাকা কড়ির ব্যবস্থা করিয়া লইবে !

কর্মচারী । উহা যদি আপনার টাকা হইত, তাহা হইলে প্রয়োজন মত টাকা আপনি লইতে পারিতেন, তাহাত আপনি পারেন না । সুতরাং উহা আপনার টাকা কেমন করিয়া ?

ফকীর । উহার জন্য সাহেবকে নিযুক্ত করা হইয়াছে । সাহেব প্রয়োজন মত টাকা উহা হইতে ব্যবহার করিতে পারেন । তাঁহার প্রয়োজন সিদ্ধ হইলেই আমার প্রয়োজন সিদ্ধ হইল । “আমি” সাহেব, পশু, পক্ষী মানবাদি সর্বত্রই বিদ্যমান আছি ।

কর্মচারী নিরুত্তর ।

ফুকীরের মত আমিহকে 'বাড়াইয়া লইতে পারিলে "অহংমম" জ্ঞান আর বন্ধনের কারণ হয় না । সঙ্কীর্ণ আমিহই বন্ধনের কারণ, ইহাই শাস্ত্রের নিদেশ । যে আমিহের সম্বন্ধ থাকিলে পদার্থ প্রিয়—মধুর বলিয়া বোধ হয়, সেই প্রিয়তার জন্মদাতা আমিহকে অবিস্তৃত করিবার জন্য জীব মাত্রেই চেষ্টা করা উচিত । সংসারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী পার হইয়া আমিহ যাহাতে চিন্ময় পুরুষের চারু চরণ চুম্বন করে, তাহার জন্য জীব মাত্রেই প্রস্তুত হওয়া উচিত" ।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন মহাশয় "ধর্মের কায়া ও ছায়া ও গাহ'ন্য ধর্ম" এই বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন । সরস দৃষ্টান্ত দ্বারা শাস্ত্রীয় শ্লোকের মর্মোদ্ভেদ করিতে তাঁহার অসাধারণ শক্তি । তাঁহার শাস্ত্রব্যাখ্যানয়ী বক্তৃতায় শ্রোতৃগণ এত দূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন, যে তাঁহার বক্তৃতার জন্য আরও দুই দিন উৎসবের সময় বাড়াইয়া দিতে হইয়াছিল । যে সমস্ত অধ্যাপক প্রচার-কার্যে ব্রতী হইয়াছেন, বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে শীর্ষই শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিতে পারিবেন বলিয়া বোধ হইতেছে ।

৩০ এ কার্তিক রাণি ভবানীর কালী বাড়িতে বেদ-বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী ছাত্র বর্গকে পারিতোষিক দিবার জন্য মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল । কাশীর পণ্ডিতমণ্ডলী বেদবিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল দেখিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন । ৩০৮ জন ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পুস্তক পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন । বঙ্গদেশনিবাসী এক জন ছাত্র সামবেদ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রধান পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন । বেদ-বিদ্যালয়ের প্রধানাচার্য্য শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর ব্যাস উক্ত জনতাময়ী সভায় যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান শিক্ষার জন্য যে সমস্ত কাষ্ঠনির্মিত অক্ষু অক্ষাদি পাত্র প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটির বর্ণনা করেন । কোন্ পাত্র যজ্ঞের

কোন্ কার্যে প্রয়োজনীয়, কোন্ পাত্র দ্বারা কিরূপ অনুষ্ঠানাদি করিতে হয়, তাহা তিনি যথাযথ রূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন । মন্ত্রণামণ্ডলীর সভ্য পণ্ডিত রামগিঞ্জ শাস্ত্রী মহাশয় বেদবিদ্যালয়ের উন্নতির কথা, ধনাগমের কথা, দাতৃগণের প্রতি ধন্যবাদের কথা সকল কথাই বুঝাইয়া সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন । সর্বশেষে অধ্যাপক পণ্ডিতগণকে বিদায়ী দক্ষিণা দিয়া সংস্কার পূর্বক সভা ভঙ্গ হয় ।

পূর্ব ২ বর্ষের মত এবারও গঙ্গাবক্ষে জলযান ও সঙ্কীর্ণনাদি যথাবৎ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । এখানকার হরিনাম প্রদায়িনী সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত মধুরানাথ মজুমদার ও বালরঞ্জিনী সভার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মধুসূদন সমাদ্দার মহাশয় স্বগণ ও ভক্ত মণ্ডলী সহিত উৎসবের সঙ্কীর্ণনে যোগদান করিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন ।

উৎসবোপলক্ষে যোগাশ্রমে মা অম্বপূর্ণার সম্মুখে "মা আমার মাতা কি পিতা" । এই বিষয়ে পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ সাগী যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্ বিষয়ে যে গান তিনি রচনা করিয়াছিলেন, তাহার একটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল ।

বাউলের সুর । তাল গড় খেমটা ।

কে বা জানে "মা" আমার মাতা কি পিতা ।

চিন্তে পারি না মা যে চিন্তাভীতা (চৈতন্যকপণী মা যে চিন্তাভীতা) ।

পুরাণ দর্শন হস্ত, ক্রতি স্থিতি বেদ মন্ত্র,

যাগ যজ্ঞ যোগ যন্ত্র, শুদ্ধি গীতা ।

একটি কেউ বলে মাকে, কেউ পুরুষ বলে ডাকে,

কেউ মায়াতে ভাবে তাঁকে, শিবনিগী ॥

কেউ বলে মা রণকালী কেউ বলে মা বনমালী,

কেউ বলে মা দশভুজা, গিরিচিহ্না ।

এ সকলই মায়ের মায়া, যত রূপ সব মায়ের ছায়া,

মায়ের স্বরূপ অরূপ কায়, বুঝিবে কে তা ॥

মা নহে পুরুষ সেরে, নাহি জন্ম মরণ বির,

স্থিতি স্থিতি লব্ধ মায়ে, এই সার কথা ॥

পরিব্রাজকের মা পৈ, বিরাজে আদ্যন্ত মায়ে,

মা বিনা মা কারও নহে, স্তব্ধা বনিতা ।

বনমধ্যে মা বিরাজে ।

গত মাসে কয়েক দিন আগার হাথুয়ায় অবস্থিতি কালে আমি একদিন তথা হইতে ৩০ কোশ দূরবর্তী থাণ্ডে নামক স্থানে ক্রোশৈক ব্যাপী একটি গভীর বন দর্শন করিতে গিয়াছিলাম । এই বন পূর্বে নাকি ৮৯ কোশ ব্যাপিয়া ছিল, এফণে আবাদ হওয়ার বন ক্রোশৈক মাত্র অবশিষ্ট আছে । এ স্থানটি হাথুয়া-বিপতিরই রাজ্যান্তর্গত । এখানে শবেশ মাজেই প্রথমে মহারাজার বনবাসবাটী ও একটি নির্মলমলিনা পুকুরিনা দৃষ্ট হয় । তাহার পরেই একটি দেবীর—মা সিংহ-বাহিনীর মন্দির বিদ্যমান আছে, এই মন্দির অতিক্রম করিলেই গহন বন । লতামণ্ডপ-জড়িত বৃক্ষরাশি সজ্জিত এই গভীর বনে বন্য শূকর, হরিণ ও বৃহদ্রুদ্র ও বানর গণ সর্বদা বিচরণ করিয়া থাকে । কিন্তু শুনিলাম দেবীর প্রভাবে ইহারা কখন নাকি কাহারও প্রাণহানি করে না । এই গহন বনে ৩২ বর্ষ হইতে একটি সাধু তপস্বী বাস করিতেছেন । তাঁহার স্থানটুকু অতি পবিত্র, নির্মল ও প্রকৃষ্টতাপূর্ণ । তিনি সর্বদা লোক-সমক্ষে বাহির হন না, তবে কাশী হইতে এক স্বামীজী আসিয়াছেন, এই সমাচার পাইয়াই তিনি কুটার হইতে বাহির হইলেন ও অতি শিষ্টাচার ও সমাদর পূর্বক আমার সহিত বার্তালাপ করিলেন—তাঁহার আশ্রমে গেলে আর ফিরিতে ইচ্ছা করে না । সংস্র করবার জন্য মহারাজা ও এই বনমধ্যে একটি পৃথক স্থান নির্মাণ করাইয়াছেন ।

বনবাসিনী মা সিংহবাহিনীর এই রূপ কিম্বদন্তী আছে—বর্তমান হাথুয়াধীশ নিজ রাজবংশের ১০২য় পুরুষ । ইহাদের পূর্বরাজধানী হুশীপুরে ছিল । যখন মুসলমান রাজ্য বর্গের অত্যাচারে হিন্দুগণ নিতান্ত উপদ্রুত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে ইহাদেরই জনৈক পূর্ব পুরুষ মুসলমানরাজ-বিরুদ্ধে কয়েক বার যুদ্ধ যাত্রা করেন, কিন্তু প্রতিবারই পরাজিত ও হতমান হইয়া

ফিরিয়া আসেন । ক্রমশঃ যুদ্ধে যখন অল্প শত্রু সেনা সামান্ত করিয়া আসিল, তখন মহারাজা একদিন স্বপ্ন দেখিলেন যে কোন দেবী আসিয়া বলিতেছেন, হে ম ! আমি মুসলমান রাজ্যে অপূজ্য অশ্রাব্য আর থাকিতে পারিতেছি না । তুমি যুদ্ধ করিয়া এই বন অধিকার কর । রাজা বলিলেন, মা ! আর তো সামর্থ্য নাই—অল্প শত্রু লোক লক্ষ প্রায় সকলই শেষ হইয়াছে, আর কি দিয়া যুদ্ধ করিব ? ভগবতী বলিলেন, ভয় নাই—ভাবনা নাই ; যাহা আছে তাহাই লইয়া তুমি যুদ্ধযাত্রা কর—জয়লাভ করিবে । যাইবার পথে তুমি প্রথমে একটি সর্প—পরে শশক ও শেষে শিবা দেখিতে পাইবে । প্রথম দুইটিকে ছেদন করিবে, তৃতীয়টিকে মমদার করিয়া যুদ্ধে যাইবে, জয় হইবে । এবং একটি বৃক্ষ-বিশেষ নির্দেশ করিয়া বলিলেন, যে এই বৃক্ষতলে আমার প্রতিষ্ঠা করিবে । রাজা প্রাতে স্তোত্রোক্ত হইয়া ভাবিলেন যে স্বপ্ন সত্য কি মিথ্যা, বুঝি কি রূপে ! তখনই নিজ নিক্ষেপিত অসি ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, মা ! যদি স্বপ্ন সত্য হয়, তবে এই তরবারি আপনি উঠিয়া দাঁড়াইবে । তাহাই হইল । নিঃশঙ্কচিত্তে মহারাজা যুদ্ধযাত্রা করিলেন, পথে স্বপ্নদৃষ্ট সর্পাদি দেখিলেন—দেবীর আজ্ঞা পালন করিলেন । যুদ্ধে বিজয়লাভ করিয়া, অনুসন্ধানে দেবীর স্থান দেখিতে পাইলেন । এখন দেবী পুরাতন মন্দিরে বাস করিতেছেন, মন্দিরের নিকটে সেই বৃক্ষটি এখনও আছে—সে বৃক্ষের কেহ নাম বলিতে পারে না । বর্তমান মহারাজা মা সিংহবাহিনীর দিব্য রৌপ্যময় সিংহাসন ও নানাবিধ মাজ সজ্জা করিয়া দিয়াছেন । মার কাছে বসিয়া অনেক রূপ ধ্যান-পূজাদি করিলাম । স্থানটি সিদ্ধ পাঠ । তথায় বসিয়া মাত্র, হৃদয়ে যেন ভক্তি প্রেম আপনি উছলিয়া উঠে—প্রেমের অশ্রুধারা চক্ষু কুটিয়া আপনি বহির্গত হয়, অসাম্যকের ও সাধন-বেগ উদ্ভূত হয় । মার কাছে বসিয়া প্রাণ জুড়াইয়া—চৈতন্যময়ী, মার কীৰ্ত্তন

পবিত্র ও কৃতার্থ হইলাম। বুঝিলাম, সেই ভক্ত মহা-
রাজাকে চরিতার্থ করিবার জন্য—তঁাহার বংশধর গণকে
ধন্য করিবার জন্য এই গহন বন মাঝে আমার মা
ধিরাছে !

হিন্দুর ছেলে খ্রীষ্টীয়ান ।

ধর্ম্মের জন্য অল্প লোকেই বর্মান্তর গ্রহণ করে—কেহ
মনের ক্ষোভে, কেহ খবতীর লোভে, কেহ অবুদ্ধিতায়
কেহ পেটের দায়ে। সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে
যে একজন মহোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় (বনাম সদানন্দ স্বামী),
খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছে। দৈনিক ও সমাচার-চন্দ্রিকা
বলেন—লোকটা বেশধারী সম্যাসী ও অব্যবহিত।
বস্তুতঃ তাহাই বটে। খ্রীষ্টীয়ান হইবার পূর্বে উক্ত
ব্যক্তি কুমার-পরিব্রাজক মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়া-
ছিলেন ও পরিব্রাজক মহোদয় যে উত্তর দিয়াছিলেন,
তাহা সাধারণের গোচরার্থে আমরা নিম্নে প্রকাশ
করিলাম।

পত্র ।

ঈশ্বর উপায় ।

কুমার পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী
মহোদয় মহীপেয়ু।

মহাশয় !

আমি এক জন ব্রাহ্মণ বংশ-জাত শাস্ত্রী : পরমহংস কর্তৃক দীক্ষিত
হইয়া সম্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন পুণ্যক প্রায় ১৩১২ বৎসর পর্য্যন্ত নানা তীর্থ
পর্যটন ও মহাশয়গণের নিকট শাস্ত্র ও উপদেশ গ্রহণ পুণ্যক সর্বশেষে
কলিকাতার আমলবাড়ী ষ্ট্রীট ৩৩নং মিশনে ক্ষুধার আকুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছি।
কিন্তু আমার ক্ষুধার ভার কেহই গ্রহণ করেন নাই দেখিয়া খুঁড়ের অরুণ
হইয়াছি। আগামী রবিবার বরাহিজের কার্য্য করণ কথা হইয়াছে।
এক্ষণে নিবেদন আপনাদিগের মধ্যে যদি কেহ হিন্দু থাকেন এবং পারণ
করেন তবে এক জন প্রাণীর ক্ষুধা নিবারণ পূর্ব্বক হিন্দুধর্ম্ম উজ্জ্বল করণ
ও জাতি রক্ষা করুন।

শ্রীমদানন্দ স্বামী।

উত্তর ।

সচ্চিদানন্দ-নিকেতনেষু—

শ্রীমদমহাশয়ের কৃপালিপি প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ
হইলাম। পাঠান্তে নিতান্ত বিগ্নিত হইলাম। ১২।১৩
বৎসর ক্রমাগত তীর্থটন ও সংসঙ্গ করিয়া, পরমহংসের
শিষ্য ও অরুণ সম্যাসী হইয়া ক্ষুধার জ্বালায় ত্রীকট ধর্ম্মা-
বলম্বন করিতে, হইতেছে, ইহা জানিয়া আশ্চর্য্য

বোধ হইল। আপনার কি ক্ষুধা, তাহা খুলিয়া লেখেন
নাই। যদি শরীরের ক্ষুধা হয়, তবে তজ্জন্য পরমহংসের
চিন্তা কি ?

“ক্ষুদ্যাধিষ্ট চিকিৎসাতঃ প্রতিদিনঃ ভিক্ষোমধঃ
পথ্যতাম্”।

ভিক্ষায় ভোজনই যে পরমহংসের রুতি, তঁাহার
আবার কলিকাতার ন্যায় মহাশয় ২ হিন্দুসমাজ-মণ্ডলী-
পূর্ণ স্থানে ক্ষুধার চিন্তা কি ? লিখিয়াছেন—যদি
কেহ হিন্দু থাকেন * * * তবে একজন প্রাণীর ক্ষুধা
নিবারণ পূর্ব্বক হিন্দুধর্ম্ম উজ্জ্বল করণ ও জাতি রক্ষা
করুন।” সাধু ও ভিক্ষার্থীর জন্য হিন্দুর গৃহ-দ্বার সদাই
মুক্ত, যে বাড়ীতে বাইবেন, সাধু সেই বাড়ীতে প্রায়
আদৃত হইবেন। যিনি পেটের দায়ে পরমহংস গ্রহণ
করেন, তঁাহার ন্যায় আমার প্রকৃতি তো জগতে আর
নাই। আপনি সম্যাসী, আপনার আবার জাতি কোথায় ?
আপনার জাতি রক্ষার জন্য হিন্দুকে আহ্বান করিয়াছেন
কেন ? আপনি তো জাতি কুল ত্যাগ করিয়াই সম্যাসী,
তবে আবার জাতির পরিচয় কেন, বুঝিতে পারিলাম
না। আর যদি মনের ক্ষুধা হয়, তবে পরিক্ষার করিয়া
লিখিলে ভাল হয়। আপনি সম্যাসী, হিন্দুসমাজের
সম্মানের সামগ্রী, অতএব সদগুরুপদিক্ত সাধন-তত্ত্বে
তৎপর হইলেই ভবক্ষুধার শান্তি হইবে। সাধনই
সম্যাসীর সর্ব্বদ। সাধক সম্যাসীর আবার ধর্ম্মান্তর
গ্রহণ করিতে হয়, ইহা এই নূতন শুনিলাম। খ্রীষ্টিয়ান
হইলেই যে আপনার উভয়বিধ ক্ষুধার শান্তি হইবে,
তাহা নহে, বরং পশ্চাত্তাপে দগ্ধ হইতে হইবে।
ব্যাপ্তাইজ হইবেন না। সজ্জনের সঙ্গে করণ, সাধন
অভ্যাস করণ, সজ্জন-গৃহে ভিক্ষায় গ্রহণ করণ, শরীর
মন পবিত্র হইবে, ভগবদ্ভাবের স্ফূর্ত্তি হইবে, আপনার
জন্ম জীবন কৃতার্থ হইবে।

অত্যালম্।

৬।কাশী যোগাশ্রমে

১১ই কার্তিক।

দীনাতিদীন

শ্রী শ্রীকৃষ্ণানন্দ।

পরিব্রাজকের ভিক্ষা ।

চির-কুমার-পরিব্রাজক শ্রী শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয় অনেক দিন হইতে ধর্মার্থ হিন্দুসমাজের সেবা করিয়া আসিতেছেন। তজ্জন্য মহা ২ ব্যক্তির নিকট তিনি সুপরিচিত। অনেকে অনুরাগ পূর্বক কত কথা জানিবার জন্য—বুঝিবার জন্য তাঁহাকে মর্কদা পত্রাদি লিখিয়া থাকেন। যে রাশি ২ পত্র প্রত্যহ তাঁহার শিরো-নামে আসিয়া থাকে তাহা পড়িতে ও তত্তাবতের যথোচিত উত্তর লিখিতে তাঁহার অনেক সময় অতি-বাহিত হয়। ইহাতে তাঁহার মনন নিদিধ্যাসনাদি-সাধনার অতিশয় ব্যাঘাত হইয়া থাকে। অতএব, অনুগ্রহ করিয়া আর কেহ তাঁহাকে পত্রাদি না লেখেন, ইহাই তাঁহার ভিক্ষা। যদি লেখেন, তবে তিনি যে পত্রের উত্তর দান অতিশয় আশ্চর্য্যকর মনে করিবেন, অবকাশ পাইলে তাহারই উত্তর মাত্র দিবেন, অন্যথা তাঁহার পত্রের কেহ আশা করিবেন না। তিনি পত্র লিখিলেন না বলিয়া কেহ ক্ষুণ্ণ বা অপ্রসন্ন—রুষ্ট বা ক্রিষ্ট না হইবেন, ইহাও তাঁহার ভিক্ষা। তাঁহার নিকট যাহা যাহার জানিবার ইচ্ছা হইবে, তাহা তাঁহাকে না লিখিয়া ধর্ম-প্রচারক কার্যালয়ের অধ্যক্ষের নামে লিখিলেই হইবে।

সুসমাচার ।

আমরা শুনিয়া সমস্তক হইলাম, যে শ্রীযুক্ত গতি-নাথ রায় মহাশয় গত ফাল্গুন মাস হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত ভিন্ন ২ স্থানে গমন করিয়া সনাতন ধর্ম-প্রচারের বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। তিনি এই কয়েক মাস মধ্যে মিরাজ গঞ্জ ও বৈদ্যজামতৈল, বগুড়া জেলায় নওখিলা, ময়মন সিংহ জেলায় দেওয়ানগঞ্জ ও খরসা, রঙ্গপুর জেলায় পাগলা হরিপুর, আসাম-খুবড়ী জেলায় সুখবর, গোয়াল পাড়া গোয়ালটুলী ও কলিতা পাড়া তৎপর গোহাটী, বড়পেটা, হাজোরাগদিয়া, সয়ান কুশী, মরচ, তেজপুর, মঙ্গল হই, নওগাঁ জেলায় নওগাঁ, খাগরি

জাল এবং উপর আসামে শিব সাগর ঘোড়াট, ডিব্রুগড়, আদি স্থানে শাস্ত্রীয় যুক্তি ও জ্ঞান পূর্ণ ব্যাখ্যানাদি দ্বারা লোক সকলের ধর্মভাব বুদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহার নতুন গোহাটী ও শুকেশ্বর মহাদেবের বাটীতে একটি হরি সভা ও তথাকার নুর্মাণ বিদ্যালয়ের ছাত্র দিগের দ্বারা একটি স্ত্রীশ্রী সঞ্চারণী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত তর্ক চূড়ামণি মহাশয় ও কুমার-পরিব্রাজক মহোদয় কলিকাতা নগরীতে যে ধর্মের মহান্দোলন করিয়াছেন ও মধ্যে ২ এখনও যে করিয়া থাকেন, তাহাতে এবার একটি নতুন ফল দেখিয়া শুখা হইলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিনায়ক কতিপয় স্ত্রীযুক্ত যুবক, ইংরাজি ভাব-মদাক্ষ অহিন্দু হিন্দু সম্মান গণকে সনাতন ধর্মের সারবত্তা ইংরাজিতে বুঝাইবার জন্য বন্ধপরিচর হইয়াছেন। পূজাবকাশে ইহারা পশ্চিমোত্তর প্রদেশে আসিয়াছিলেন। কাশী-কারমাইকেল লাইব্রারিতে একদিন ইংরাজিতে বক্তৃতা করিয়া আর্য্য ধর্মের সার-বত্তা বুঝাইয়াছিলেন। বুঝিলাম দেশের বাতাস ফিরিয়াছে।

ধর্ম্যান্দোলন ।

(হাথুরা)

১০ই অগ্রহায়ণ তারিখে হাথুরাধিপতি পরম ধর্মিষ্ঠ শ্রীযুক্ত মহারাজা কৃষ্ণপ্রতাপ সিংহ বাহাদুর কে সি এস্ আই মহোদয়ের অন্তরে হাথুরা গোপাল মন্দিরের অবিশাল প্রাঙ্গণে প্রকাণ্ড চন্দ্রাতপের তলে এক মহতী-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। মহারাজার ঘোষণা-ক্রমে তাঁহার রাজ্যান্তর্ভুক্ত অনেক স্থান হইতে অনেক লোক সমাগত হইয়াছিল। মহারাজা স্বয়ং ও অমাত্যবর্গ-পরিবৃত হইয়া সভার উপস্থিত ছিলেন। সাদরে আমন্ত্রিত হইয়া পরিব্রাজক শ্রী শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজী কাশী হইতে তথায় গিয়া বক্তার আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৮ জনমাত্রেবের মন্দিরসংস্কারার্থ

যে ৩ লক্ষে টাকার প্রয়োজন হইয়াছে, তাহাই সংগ্রহ করিবার জন্য আজ সমস্ত হিন্দুবোমার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করা হইতেছে। সভায় ২ ও সংবাদ পত্রাদিতে ইহার বিপুল আন্দোলন ও চমিত হইছে। হাজার হাজার মহতী সভাতেও তাহাই প্রস্তাব দিইন। প্রথমতঃ পণ্ডিত চন্দ্রদীপ শাস্ত্রী মহাশয় সভা আহ্বানের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিলেন। তখনই পণ্ডিত, মুরগীশর শাস্ত্রী মহাশয় স্বামীজীকে ব্যাখ্যানের জন্য অনুরোধ করেন। স্বধর্ম-বক্ষা, ধর্ম কীভিঃস্তরের পরিরক্ষণ ও উন্নতি সাধন এবং দেবস্থান আদির পরিচর্যার আবশ্যকতা কি স্বামীজী এই বিষয়গুলি কখনও উদ্ভেজনা পূর্ণ ভাষায় শ্রোতৃ বর্গকে উদ্ভাসিত করিয়া, কখন জ্ঞানগর্ভীর ভাবে ধর্মের সারবত্তা বুঝাইয়া কখন প্রেমাত্মক ধারা গলিত নেত্রে গদ্যাদ স্বর ভগবদ্ভাব স্ফারস-প্রবাহে শ্রোতৃবর্গকে আঁধারের ভাসাইয়া সভায় স্বর্গীয় ভাবের অবতারণা করিলেন। সকলের অন্তর গমিল—মন হাতিয়া উঠিল, সকলে আনন্দ ও ভক্তি পূর্বক দেব-মন্দির 'সংস্কারাথ' সাধনালানে অগ্রসর হইলেন। তবে মহারাজা স্বয়ং ৩০০০ ও অন্যান্য সকলে মিলিয়া প্রায় ২০০০ টাকা সম্ভার করিবেন একরূপ ব্যবস্থা হইল। রাজ্যের ম্যানেজার ক্রীষ্ণু বাবু বিপিন বিহারী দত্ত, দেওয়ান শ্রীকান্ত বাবু দেবেন্দ্র নাথ দত্ত, সুপারিন্টেন্ডেন্ট ক্রীষ্ণু বাবু গিরাজ নাথ দত্ত বিএ, এবং অন্যান্য অমাত্য বর্গ সহ মহারাজা স্বামীজীকে যথোচিত সম্মতি ও সম্ভাষণাদি করিলেন ও তাঁহার সহিত সম্মুখোপে পরস্পর স্বর্গী হইলেন। স্বামীজী অত্যন্ত হইয়া তৎপর দিন সন্ধ্যার পর বাঙ্গালী ভদ্র মণ্ডলীর প্রানোদনার্থ বঙ্গ ভাষায় ভগবত্পাসনা বিবরণী ও প্রেমায়ুত বর্ণনা একটি বক্তৃতা করেন। এবং চতুর্থ দিন স্কুল-গৃহে বহু জনাকীর্ণ সভা মধ্যে সঙ্গীতি শিক্ষা সম্বন্ধে হিন্দী ভাষায় একটা বক্তৃতা করেন। রাজ্যের সকল লোকেই স্বামীজীর অনুভবমান উপদেশ শুনিবার জন্য অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল। ধর্মীষ্ট রাজার রাজ্যে ধর্মোপদেশের যে অধিক আদর হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি!

প্রাপ্ত ।

শ্রীচরণ-কমলেষু —

শ্রুতি পূর্বক নিবেদনম্ —

মহাশয়! আমি একটি দুঃখী আর্ধ্যসন্তান। আমি “ধর্ম প্রচারকের” একজন গ্রাহক। বেদবিদ্যালয়ের সাহায্য কাজ আমার বিশেষ অনুরাগ আছে। গত পূর্ণিমা (১লা কার্তিক) তারিখে আমার গুটি কতক বশুবাঈবকে নিমন্ত্রণ করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করাই। গত পূর্ণিমা দিবসে অনুমান করিয়া আয়োজন করা হয়। কিন্তু তৎ পর দিবসে নিমন্ত্রণ করিয়া দেগি, আয়োজন অপেক্ষা লোক অধিক হইয়াছে। এখন চিত্ত চঞ্চল হইল, ভাবিলাম কি করি? কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। কেবল মনুষ্যদমকে ডাকিতে লাগিলাম। বসিয়া চিন্তা করিতেছি, হঠাৎ বোধ হইল যে এক একটি স্রোতের বেশ ধারণ করিয়া আমার কাণের নিকট আসিয়া বসিল, “আমাকে শরণ কর না বাছা! তোর ভাবনা কিমের? না, আমার ঘটে ‘মুষ্টি ভিক্ষা’ হইবে না, তোর সকল চিন্তা দূর হইবে। বলিতে শরীর শিহরিয়া উঠে, জ্বর আনন্দে নৃত্য করে, মথার্থই “না মার সহায় তার আবার ভাবনা কিমের?” আমি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া পাঁচ পোয়া চাউল “মা অন্ন-পূর্ণাকে অর্পণ করিয়া “মঙ্গলঘাটে” দিলাম। মথার্থ বলিতে কি সেই অন্ন সামগ্রীতেই সকলের পরিপূর্তি হইল, মা অন্নপূর্ণা কুলান করিয়া দিলেন, কার্য অতি সচরক রূপে সম্পন্ন হইয়া গেল। মহাশয়! এই পাত্র আমি “ধর্ম প্রচারকের” একটু স্থান দিলে কৃতার্থ হইব। আমার বিশ্বাস অক্ষিাছে যে, “মঙ্গলঘাটে” দীতিমত মুষ্টি ভিক্ষা দিলে ঘৃহস্থ চির কুশলে থাকিবেন ও সকল আপদ বিপদ হইতে রক্ষা পাইবেন।

বাজীতপুর

জেলা বর্ধমান

তাং ৫ই কার্তিক ১২৯৮

শ্রীগোপালদাস দাস বহু।

বিগত ২৯শে আশ্বিন বৃহস্পতি বার হইতে ১লা কার্তিক শনিবার পর্যন্ত দিন ত্রয় শুষ্কিপাড়া ধর্মসভার নবম বার্ষিক মহোৎসব ভগবচ্চরম-রেণু-কুপায় নির্ব্বরে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই সময়ে শ্রীমদ্ভাগবতাদি ধর্ম-শাস্ত্রের বিশদ ব্যাখ্যা ও ভগ্নবল্লভ-সঙ্কীর্তন শ্রবণ করিয়া ধর্ম পিপাসু সাধক মহোদয় দিগের প্রাণ স্নিগ্ধ হইয়াছে। পাপের প্রথর কিরণে ও পাশ্চাত্যতর্কের প্রবলতায় ভারতীয় জনগণের চিত্তক্ষেত্র দিন দিন শুষ্ক হইতেছে। সর্ব্ব মঙ্গল ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, যেন তাঁহার, চরণচ্ছায়াতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ভক্তিনদীর মধুর সলিলে ভক্তহৃদয় দিন দিন সরস হয়। প্রথম দিন সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের উদ্বোধন-বক্তৃতা পরে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রীপতি কবিরত্ন মহাশয় কর্তৃক মহারাস-ব্যাখ্যা ও বক্তৃতা। ২য় দিন—ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিদ্যায় ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন সভাচার্য্য মহাশয় কর্তৃক বক্তৃতা এবং ৩য় দিন—মহা সঙ্কীর্তন ও সংসার সমুদ্রে সম্বন্ধে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা। পরে সভ্যগণ কর্তৃক সঙ্কীর্তন হইয়াছিল।

বিনীত।

শ্রীযোগীন্দ্র চন্দ্র সেন

সম্পাদক।

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী ছাপরা বেরিলি ধর্ম-সভার বার্ষিক উৎসবোপলক্ষে গমন করিলেন।

বেদবিদ্যালয়ের তায়।

যুষ্টি ভিক্ষা।

আশ্বিন।

শ্রীযুক্ত বনয়ারী সিংহ, করওয়া	... ২৥৮০
" হর লাল দাস গুপ্ত, ধুবড়ী	... ৮৥৮০
" যোগীন্দ্র নাথ বিশ্বাস, কলিকাতা	... ৮০
" কালশশী ঘোষাল, পাতিহাল,	... ৮০
" আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ,	... ৮০
" কালীকুমার ভট্টাচার্য্য মুর্সিদাবাদ	... ৮৮৮০

শিভুষণ ধর	কৃতবপুর, মোগলটুলী ... ৮৮০
পঞ্চানন্দ দাস,	
" আমি সিং, রামবেগলা সারন	... ৮৮০
" বক্শী রাম দাস, গোলা	... ১৩৮০
" রাজীবলোচন দাস, কানাইবাজার	... ১৮৮০
" আশুতোষ লাহিড়ী, রংপুর	... ৮৮০
" কালীমোহন সেন, দিনাজপুর	... ৮৮০
" গোপীমোহন রায়, কলিকাতা	... ৮৮০
" কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়, কুণ্ডলা	... ১২৮০
" আশুতোষ সাম্যাল মল্লারপুর	... ৮৮০
" চন্দ্রকুমার মিত্র, মল্লারপুর	... ৮৮০
" বিপিনবিহারী রায়, সালতাদা	... ৮৮০
" মধুসূদন দাস, গোয়ালপাড়া	... ৮৮০
" গোবিন্দচন্দ্র স্বর, সাহেবগঞ্জ বরিশাল	... ৮৮০
" ভুলসীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ভেরিয়াডেঙ্গি	... ১৮৮০
" রমণীমোহন বসু, দিনাজপুর	... ৮৮০
" কুঞ্জমোহন গোস্বামী, সুনামগঞ্জ	... ৮৮০
" রাজেন্দ্রমোহন বসু, আজিমগঞ্জ	... ৮৮০
" কপালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, ভেরিয়াডেঙ্গি	... ৮৮০
" বিশ্বেশ্বর সেন, গুপ্ত, বেন্দাগ্রাম যশহর	... ৮৮০
" মহেশচন্দ্র গুই দাস, চাদসী, বরিশাল	... ৮৮০
" বঙ্কুবিহারী ঘোষ, কান্দি	... ২৮৮০
" প্রতাপচন্দ্র সিংহ বালিয়া, কান্দি	... ২৮৮০
" সূর্য্যকান্ত সিংহ ঐ	... ২৮৮০
" রাখালচন্দ্র সেন, জামালপুর	... ৮৮০
" অশ্বিনীকুমার ঘোষ, শ্রীহট্ট	... ৮৮০
" ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, সাতঘরা, হাওড়া	... ৮৮০
" দীননাথ পাত্র, রামপুর হাট	... ২৮৮০
" ঈশানচন্দ্র রায়, সারারচর, মৈমনসিংহ	... ৮৮০
" হরিমোহন সেন, শিলচর	... ৮৮০
" কালীচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বিল্‌মাড়িয়া	... ১২৮০
" কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়, কুণ্ডলা	... ৮৮০

১৬৫৮/৮৫

কাৰ্তিক ।

" কৃষ্ণবিহারী মুখোপাধ্যায়, ধানকুড়া	৫০
" হরিনারায়ণ চৌধুরী, কাকিনীয়া সত্যালয়ের	
সমান্তর ৩ কাশীধাম	১০
৩ কাশীধামের মুষ্টি ভিক্ষা মাহ আবেগ	১৬৮/৫
শ্রীযুক্ত কাশীধাম মাহা পাবনা	১০
" ভারত চন্দ্র চক্রবর্তী, ধান বড়া, পাবনা	১০
" গোপাল দাস বসু, বাজিতপুর	৮১০
" চন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তুমকা	১
" জ্যোতিরিন্দ্র নাথ সেন কলিকাতা	৪
" আঁবনাশ চন্দ্র মিত্র বর্ধমান "	১
" হরিন্দাস ঘোষ কুটি গোলা, পূর্ণিয়া	৩০
" ভুবন মোহন সেন, আনিমপুর	১১০
	৩০৮১৫

এক কালীম দান ।

আশ্বিন ও কাৰ্তিক

শ্রীযুক্ত বোঁগীন্দ্র নাথ বিশ্বাস, কলিকাতা	১০
" কৃষ্ণদাস বসু, বাজিত পুর	৮০
" শিউতেয়ারী, রামকোলা	১
" শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, ভেরিরাডেঙ্গি	১
" রায় রাধা গোবিন্দ রায় সাহেব	
দিনা র	৫০
" চন্দ্র কুমার রায়, বর্ধন কোট	৫
ধর্ম সভা রংপুর	১০
হরিসভা দিনাজ পুর	৪০
শ্রীযুক্ত শ্রিয় নাথ দত্ত ফুলবাড়ী	২০
	১০৭৮/০ ২১

মাসিক রুতি ।

শ্রীমতী লবঙ্গ সন্দরী রুতি মাহ ভাদ্র	
ও আবেগ	১০ ১০
কেনচিং আশ্বিন রুতি, বাজিত পুর	১০

আশ্বিন ও কাৰ্তিক

শ্রীযুক্ত মহারাজা দরভঙ্গা আগষ্ট	
সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরের দরুন	৪০ ২০
বিপিন বিহারী রায়, পুনপুন	৮০
বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়, সিমলা	১০
	৫০/ ৪০৮০
বাৎসরিক রুতি ।	

শ্রীযুক্ত কালী মোহন সেন, দিনাজ পুর	৫
	৫
	১৬২০ ৬১০

আশ্বিন ও কাৰ্তিক মাহার আর ও ব্যয় ।

আশ্বিনের জমা	৩২৮/১৫
কাৰ্তিকের জমা	৯১১/১৫
মোট	৪১৯৫/০

আশ্বিন মাসের খরচ ।

মাসিক দক্ষিণা ও রুতি দান	৫৭৮
ছাপাই খরচ	২৪৫
মাণ্ডল	১০
বাজে খরচ	৪৫
সেভিস্বেফে জমা	১০০
	১৮৭/০

কাৰ্তিক মাসের খরচ ।

মাসিক রুতি ও দক্ষিণা	৭২৮
বেদবিদ্যালয়-সভার বার্ষিক	
অধিবেশনে নিমন্ত্রিত অধ্যাপক	
গনকে বিদায় আদ	৩০
মাণ্ডল খরচ	১০
বাজে খরচ	৪৫/০
	১০৭৮/০

মোট ২১৮৮/০

বাকী মজুদ ১২৫৮/১০

শ্রী তারাশ্রম মুখোপাধ্যায়

লেখাধ্যক্ষ ।

ধর্ম প্রচারক।

“বুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার সযিৎ সুখসাগরেস্মিন্, লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ ॥”

ভাগ
১ম সংখ্যা

“এক এব বৃহদ্রশ্মো নিধনেহ্যনুগাতি যঃ।
শরীরেণ সমন্বাশঃ সর্বমন্যতু গচ্ছতি ॥”

শকাব্দা ১৮১৩
মান মাস

যাণ্ডবক্য-সংহিতা।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

অমেধ্যাক্তস্য যতৌযৈঃ শুদ্ধিঃ গন্ধাদিকর্ষণাৎ।
বাক্ শস্ত্র মন্থনির্গুক্ত মৃজাতঞ্চ সদাশুচিঃ ॥

মল মূত্রাদি অমেধ্য মুক্ত বস্ত্র গন্ধ শূন্য করিয়া
মৃত্তিকা জল দ্বারা, হুইলে শুদ্ধ হয়। কোনও বস্তুর
শুদ্ধতায় সন্দেহ হইলে, ত্রাক্ষণের বাক্যে ও জল প্রক্ষেপ
দ্বারা, শুদ্ধ হয়। অজাতাশুদ্ধি বস্ত্র সর্বদা শুদ্ধ হয়।

শুচি গোহৃগ্নি কৃতোয়ং প্রকৃতিস্বঃ মহীগতং।

তথা মাংসঞ্চ চাণ্ডাল ক্রব্যাদাদি নিপাতিতং ॥

পবিত্র ভূমিতে একটি গরুর পানোপযোগী নির্মূল
জল থাকিলেও তাহা শুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয়।
চাণ্ডাল এবং কুকুর কর্তৃক নিহত, পশুর মাংস শুদ্ধ হয়।

রশ্মিরশ্মীরজচ্ছায়া গোঁরশ্বো বস্ত্রধানিলঃ।

বিপ্রশ্বো মক্ষিকা স্পর্শো বৎসঃ প্রস্রবনে শুচিঃ ॥

কিরণ, অগ্নি, ধূলি, ছায়া, গো, অশ্ব, পৃথিবী, বায়ু,
বাস্পকণা ও মক্ষিকা স্পর্শে কোন বস্ত্র অপবিত্র হয়
না। ছুঁই দোহন কালিন বৎসও পবিত্র হয়।

অজ্ঞানশ্চোমুখং মেধ্যং নর্গোঁন নরজামলাঃ।

পস্থানশ্চ বিশুদ্ধস্তি সোম সূর্য্যাস্ত মারুতেঃ ॥

ছাগল এবং অশ্বের মুখ পবিত্র; গোজাতির মুখ
মনুষ্য মল সর্বদাই অপবিত্র। চন্দ্র সূর্য্যের কিরণ ও
বায়ু স্পর্শে পথ পবিত্র হয় ॥

মুখজা বিপ্রশ্বো মেধ্যা তথা চ মনবিন্দবঃ।

শ্মশ্রুচাস্ত্রগতং দত্ত সত্তং তত্ত্বা ততঃ শুচিঃ ॥

মুখ নিঃসৃত লাল ক্রিদ্, মুখচাত আচমনীয় জল
কণা ও মুখ গত শ্মশ্রু লোম অপবিত্র হয় না।
ভোজনাবশেষ দত্তগত উচ্ছিক্ত পরিষ্কার করিলেই মুখ
শুদ্ধ হয়।

স্নানং পীণা জ্বতে স্রপ্তে ভুক্তা রথোপসর্পণে।

আচামন্তঃ পুনরাচামে দ্বাসো বিপরিধায় চ ॥

স্নান ও পান করণানন্তর, হাঁচি, নিদ্রা ভোজন
ও পথ পর্যটনের পর অন্য বস্ত্র পরিধান করিয়া, দুইবার
আচমন করিবে।

রথ্য কর্দমতোয়ানি স্পৃষ্টানান্তশ্চ বায়মৈঃ।

মারুতেনৈব শুদ্ধান্তি পক্কেক চিতানি চ ॥

মার্গস্থ কর্দম ও জল অন্ত্যজ, কুকুর ও কাকাদি
কর্তৃক স্পৃষ্ট হইলে বায়ু দ্বারা, শুদ্ধ হয়। অপবিত্র,
অটালিকা ও বায়ু দ্বারা, পবিত্র হয়।

ক্রমশঃ।

স্বার্থ-পরতা ।

সময় গুণে প্রাণ প্রিয়তম পুত্রঃ বিস চক্ষু পড়ে, পরম স্বাক্ষীয়ঃ শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। মনের এক অবস্থায় যে ভাব, যে ভাষা অর্থাৎ মধুর বোধ হইতেছিল, অবস্থান্তরে তাহাই আবার বিসবৎ অনুমিত হয়। লগ্ন জন্মে যাহা একবার পরম পবিত্র ভাবিলাম, কালদ্রোমে তাহাই আবার বিকৃত আকার ধারণ করিল। জগতের তো ব্যাপার এই! কখন কি হয় কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। জগতের এ রকম অবস্থায় আসিয়া নিজের ভাবুকতি নষ্টাইয়া চলা বড়ই কঠিন কথা—লোকের নিকট আমার নগ্নাদানুরূপ সম্মান পাওয়া অনেক মোতাগ্য সাপেক্ষ—প্রায়ই উল্টো ফেরে পড়িতে হয়। অগত্যা “স্বার্থ-পরতা” শব্দ বেচারাও এই শেষ পাল্লায় পড়িয়া গিয়াছে। কখন কি জন্য কে ইহাকে এরূপ শাস্তি দিল, তাহার নির্দেশ করাও সহজ নহে। তবে কেহই যে ইহার প্রকৃত প্রকৃতি প্রকাশ করিতেন না এমন নহে, অনেকেই কথায় কার্যে সে ভাব দেখাইয়াছেন। সে সকল কথা সময়ে বলিব। এখন দেখা যটিক, মৌজা কথায় “স্বার্থ-পরতা” বলিলে কি বুঝা উচিত—যিনি নিজের প্রয়োজনকেই প্রধান মনে করেন, তিনিই স্বার্থপর এবং তাঁহার সেই ভাবের আখ্যাটাই “স্বার্থপরতা”। আমরা মোটা নুটতো এই বুঝিয়া থাকি; কিন্তু কেহ কেহ বলেন, “অন্যের মন্দ হয় হটক, আমার ভাল হইলেই হইল। এ ভাবার্থটা তাঁহারা কোথা হইতে টানিয়া আনিলেন, তহাতো আমরা কিছুই খুঁজিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না। তাঁহাদের মতে “স্বার্থ পরতা” ‘মহা পাপ, স্বার্থপর ব্যক্তি ভয়ানক কলুষিত নরকের কাঁট। নিঃস্বার্থতা অবলম্বনই জীবনের উদ্দেশ্য, ইহা তাঁহাদের স্থির সিদ্ধান্ত। আমরা কিন্তু, কে জানে কেন, ইহার বিপরীত বুঝি। তাঁহারা লোকের যে কুভাবটাকে লক্ষ্য করিয়া কথা গুলি বলিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক ঠিক; কিন্তু এ ভাবটা “স্বার্থ পরতার” স্বন্দে তাঁহারা

চাপাইলেন কেন? আমাদের স্থির বিশ্বাস, স্বার্থ সিদ্ধিই জীবনের লক্ষ্য, স্বার্থ ভিন্ন জগৎ এক মণ্ডল চলিতে পারেনা, স্বার্থ পরতাই জীবের অবলম্বনীয়া।

বাসনাই জন্মের কারণ, আবার বাসনাই অবস্থান্তরে মুক্তি পথের সাথী। তাই জন্ম মরণ কাণ্ড ও জন্ম মরণ তারণ-কারণ মলিনা ও বিমলা ভেদে বাসনা দ্বিবিধ।

• বাসনা দ্বিবিধা প্রোক্তা শুদ্ধাচ মলিনা তথা।

• মলিনা জন্ম নো হেতুঃ শুদ্ধা জন্ম বিনাশিনী।

যোগ বাশিষ্ঠ।

বাসনা যুক্তই জীব আর বাসনা বিমুক্তই শিব। বাসনা না থাকিলে—প্রয়োজন না হইলে জগৎ, তোমার কাছে আসিব কেন? মর্ত্য লোকই বাসনার ভোগভূমি, এ রাজ্যে বাসনাই আমার সহচর—মন সঙ্গে থাকিতে বাসনা আগাকে ছাড়িবার নয়—ধোবা নাই “বাসনা” জ্বালায় কে? স্ততরাং যাহাকে (মলিনা বাসনা) লইয়া যুহার (বিমলা বাসনা) জন্য আসিলাম তাহাকে ছাড়িয়া, যাহা করিব তাহা না করিয়া করিব কি? হাটের মাঝে বোকা মাজিয়া—স্বার্থ হারাইয়া বাহাদুরী কি?

এত্যেকে নিজে নিজে ভাল হও, সকলেই ভাল হইয়া যাইবে—নিজ নিজ স্বার্থ সাধন করিয়া দেখ, সকলেরই স্বার্থ বজায় থাকিবে। আর্গাগণ ব্যষ্টিগত উন্নতি অবনতির দিকে দৃষ্টি রাখিতেন, এখনকার মত সমষ্টিগত—মাচা খুটা মারে নাথে খিচুড়ী পাকাইয়া “বিড়াল চোকো” ভালমান্দের ধার ধারিতেন না।

বিশেষতঃ স্বার্থ পরতাই ভাব পদার্থ। স্বার্থ পরতার অভাবই নিঃস্বার্থ-পরতা স্ততরাং তাহার আবার পৃথক্ অস্তিত্ব কোথায়? অভাব বলিয়া কোনও পদার্থ নাই, ভাবের অবকাশই অভাব। স্ততরাং দেখিতেছি, স্বার্থ ছাড়া কোন কাজই হয় না। মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, রস, রক্ত, রূদ, অস্থি, মজ্জাদির সমন্বয়ে গঠিত দেহে

নিঃস্বার্থ পরতা ভীষ নাই, তাহা যাহারা বলে বলুক ; কিন্তু আমরা তাহা স্বীকার করিতে পারি না—তাহা কিংবদন্তি এ সিদ্ধান্ত ভাঙি সঙ্কুল ভিন্ন আর কিছুই বলিতে চাই না। বিভিন্ন ভাবোদ্দীপক শব্দ প্রয়োগই যে এ পোলের মত তাহা আর বলিয়া দিতে হইতেনা। মনের খিলীনাবস্থাপন্ন ঘোর সমাধিস্থ যোগী ভিন্ন অন্য কারো বুদ্ধি তদ্বজ্ঞানী ব্যতীত, নিঃস্বার্থ কে? অহৈতুকী ভক্তি মত ভগবদভক্ত ভিন্ন—

প্রাতিরুখায় সায়কুং সায়কুং প্রাতঃসমুদয়ঃ ।

যং কেরোমি জগন্মাতঃ তদেব তব পূজনম্ ॥

যাহার একমাত্র সিদ্ধ মন্ত্ৰ—তিনি ভিন্ন—প্রকৃত নিঃস্বার্থপর (অর্থাৎ স্বার্থ নিঃস্বার্থ উভয় ভাবাতীত) কেহ কি আর আছে? মূলের এই কয়টা ছোট দিয়া সামাজিক লোকের ভূমি অর্গি ভেদ বুদ্ধি যুক্ত জনের ভাগ মন্দ বিচারবান্ গণের ছুই একটা স্বার্থ এমনি কার্য দেখিয়া যাহারা তাহাদিগকে নিঃস্বার্থ-পর বলে, তাহাদিগকে সত্যবাদী বলিব কিরূপে?

ছুঃখীর কাম্যায়, ক্ষুধিতের কাতর কণ্ঠ ধ্বনিত দয়াদ্র চিত্ত হইয়া কাহাকেও কিছু দান করিতে দেখিলে আমাদের নিঃস্বার্থ বাদীরা তাহাকে হয় তো, হয় তো কেন, নিশ্চয়ই, মহা নিঃস্বার্থ তা-পর দাতৃকুল ভূষণ বলিবেন, কিন্তু আমাদের জিহ্বা তাহাকে মহী-স্বার্থ পর ভিন্ন আর কিছুই বলিতে চায় না। যে যত দানী, যে যত পরোপকারী আমরা তাহাকে ততই বেশী বেশী স্বার্থী বলি। তাহার কারণও আছে। অন্যের অভাব দূর করিতে আমার এত মাথা ব্যথা কেন? তাহারও হেতু আছে। প্রকৃত পক্ষে অন্যের অভাব নয়, আমারই। আমি অন্যের দুঃখ দূর করিবার জন্য সাহায্য করি নাই; কিন্তু আমারই কষ্ট কমাইবার চেষ্টা করিয়াছি। অন্যের দুঃখের সহিত আমার বৃত্তি সমূহের কোনও যোগ না থাকিলে আমি কখনও তাহার আনুকূল্য করিতাম না। ইচ্ছার উদ্বেক বিনা,

কার্য্য কোথায়? ছুঃখী হইয়াও দুঃখ না জানাইলেই বা দয়ার প্রকাশ কোথায়? আবার প্রকৃত দুঃখী হইলেও করুণ স্বরে না চাহিয়া জেদ করিলে দয়ার উদ্বেক না হইয়া বিপরীত ক্রোধ বৃত্তির উদয়ে বিভিন্ন ফল। এসব করে কেন? যদি পরের ক্রোধ আমার দানের মুখ্য কারণ হইত, তবে সে যে ভাবেই চাউক না কেন, আমি সকল অবস্থাতে এত ভাবেই তাহার প্রতি ব্যবহার করিতাম। মেশাক্র হটক বা মিত্র হটক, করুণ বা কঠোর যে স্বরে হটক চাউক না কেন আমি অন্য ভাব মনে স্থান না দিয়া তাহার ক্রোশাপনোদনই একমাত্র বুদ্ধ্য করিয়া কার্য্য করিব। কিন্তু এই টুকু বুঝিতে হইলেও “আমি” “আমার” বোধ থাকি চাই। যদি অভাব বলিয়া আমি কোন একটা ভাব নিজে অনুভব করিতে না পারি—যদি আমার নিজের অভাবে দুঃখে ক্রোধ বোধ না হয়, তবে অন্যের কাতর কণ্ঠের স্বর আমার দুঃখের উদ্বেক করিবে কিরূপে? বুঝিলাম যে কাজে বা কথায় আমার মন ভিজিল, গলিল—যাহাতে আমার মন আহত হয়, তাহারই প্রতি আমার কোন ক্রিয়া হইবার সম্ভব। তবে আমি স্বার্থপর নই তো কি?

আমি শোকে তাপে, বিষয় বিপদে বিপন্ন হইয়া অনেক সময় অনেক কষ্ট পাই, আমার এখনও ভ্রাম্য হইতে ভিন্ন পদার্থের বোধ আছে, স্তব্ধ স্বতঃস্বতঃ দুঃখ দুঃখ বুঝিতে পারি—আমার দ্বৈত বুদ্ধি আছে বলিয়াই স্বথকে দুঃখ হইতে, ভিন্ন দেখি—একটা শান্তিকর অপরটা অশান্তি দায়ক বলিয়া বোধ হয়। তাই প্রথের সন্ধানে বির বিনাশনে এত ব্যস্ত। শাস্ত্রে শুনিলাম, কাজে দেখিলাম দুর্গা দুর্গতিনাশিনী, তিনি আমাকে সম্পদে বিপদে, শাসনে কাননে রক্ষা করেন তাই ডাকিয়া থাকি—“নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে”। দুর্গানাম যদি জীবের দুর্গতি দলনে সমর্থ না হইত, হরিনামে যদি লোকের কল্যাণ সাধন না হইত, তবে

কামনা যুক্ত জীবের উপাসনায় কি দায় পড়িয়াছে ?
ঠাকুরের কাছে মাথা কুটিয়া যদি সফল মনোরথ না
হইলাম, তবে মাথে এ কপাল ব্যথা কেন ? নিজের
কামনা পূরণই, বাসনা বিঃগাহিত জীবের মুখ্য লক্ষ্য.
ধর্ম কন্ম, পূজাপাসনা সবই সেই জন্য । তবে জীব
স্বার্থপর নয় কিমে ?

নিঃস্বার্থপর পরম যোগীজ্ঞের সাধনাবস্থাও স্বার্থ
পরতার উপর প্রতিষ্ঠিত । কয় জন শুকদেব শঙ্করাচার্য্য
হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে ? বাস্তবিক নিজের
স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি না থাকিলে, নিজ কল্যাণ কামনার
ইচ্ছা না হইলে জীবের বাসনা বিমুক্তির বাজা হইবে
কোথা হইতে ? নিজের কয়েক পংক্তিই এতাব পরিষ্কৃত
করিবে ।

কোন সময়ে জনৈক রাজা কোনও সাধুকে বলিয়া-
ছিলেন “ আপনিই প্রকৃত নিঃস্বার্থপর পুরুষ । সাধু
উত্তর করিলেন—আমি না আপনি ? আমি নিত্য অমূল্য
পরম পদার্থ লাভের জন্য, তুচ্ছ সংসার মাত্র ত্যাগ
করিয়াছি, যাহা বাস্তবিক কিছুই নয় বলিলেও হয় ।
আর আপনি কিঞ্চিৎ স্বপ্নবৎ স্নেহেই তৃপ্ত হইয়া অমূল্য
পদার্থের দিকে একবার চাহিয়াও দেখেন না । আমি
সর্বোত্তম পদার্থের জন্য বৃথা পদার্থ ত্যাগ করিয়াছি
মাত্র ; কিন্তু আপনি তুচ্ছ সংসারের নিমিত্ত সর্ব
স্বরূপ পরম পদার্থকে ত্যাগ করিয়াছেন, অতএব দেখুন
দেখি কে বেশী ত্যাগী, আমি বলি—আপনিই সর্ব-
ত্যাগী—পরম নিঃস্বার্থপর ।

এই অর্থেই কবি বলিয়াছেন—

“ অপমানং পুরক্ষ্য মানং কুহাহু পুংকতঃ ।

স্বার্থমুদ্রহেৎ প্রাজ্ঞঃ স্বার্থ ভ্রংশেহি মুখতা ॥ ”

তবে নিঃস্বার্থবাদীদের ব্যাখ্যাত নিঃস্বার্থও স্বার্থ
পরতা লোক কে, শোষ নাম বদনাগের ভাগী করে
কেন ? “ তেজীয়াসং ন দোষঃ ” বড় দোষ বুঝি দোষের
মধ্যে গণ্য নয় ? আজ তোমার আমার দোষ তিলে

তাল হইয়া দাঁড়ায়, আর মজাট বাহাদুরের কুক
স্বকর্মে পরিণত হয় । তুমি খুন করিলে ফাঁসী—অন
নরক । বালোকের, রাজা রাজদার দরবারে—অধিকার
বিস্তার লালসা লালায়িত তরবারে—রুধির ধারায়
ধরণী আল্লুত হইলে অজস্র গুণবাদ ও অন্তে অনন্ত
স্বার্থবাসের ব্যবস্থা । সামান্য সম্পত্তির জন্য লোকের
যৎ সামান্য অনিষ্ট ঘটাইয়া হীন ভাবে কার্য সাধন
করিলে তুমি দণ্ড, আবার সেই তুমি জোর জমক
দেখাইয়া সৈন্য সামন্ত সহ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য দেশ
উচ্ছিন্ন দিলে ও বীর বিজেতা মিকন্দর । তুমি অধিক
আশা না করিয়া জীবদশোপযোগী যৎ স্বল্প স্বার্থ
সাধন জন্য অন্যের সামান্য বৈময়িক হানি কর, তুমি
স্বার্থপর—নিন্দনীয়, আবার ইহ পরলোকের স্বার্থ
সাধন জন্য দান ধ্যান করিয়া গ্রহীতার লোভ, যাচঞা
প্রবৃত্তি বাড়াইয়া দিয়া তাহাকে তৃণাদপি লঘু চিত্ত
করিয়া জন্ম জন্মান্তরের সৌভাগ্য স্নেহে বঞ্চিত করিয়া
দাও, তুমিই পরম দানী, নিঃস্বার্থ—গুণ্য শ্লোক । এই
ভাবেই কি এ ভেদ বুঝিব ? না ঐশীয়ায় স্রবুজি সঙ্কে-
টিসের মতে মত দিয়া বলিব, যে আধুনিক আখ্যাত
নিঃস্বার্থী ও স্বার্থী উভয়েই স্বার্থী, কিন্তু পূর্বোক্ত পুরুষ
নিজ প্রকৃত স্বার্থ কি তাহা তিনি জানেন । আগার
“কল্যাণ সাধনই যে তাহার স্বার্থ” সিদ্ধির মূল, নির্মলা
বাসনা যোগেই যে স্তোত্র বাসনার অবসান, ইহা তিনি
অবগত আছেন বলিয়াই তিনি নিঃস্বার্থপর । আর স্বার্থী
নিজ স্বার্থ কি বুঝেনা, ৫০ ৬০ বৎসরের বিলাস স্নেহই
তাহার স্বার্থের চরম সীমা, দেহেন্দ্রিয়াদির স্নেহ সন্ধান
তাহার স্বার্থ সাধন যে হইল না, আগার শান্তি স্নেহই
যে তাহার স্বার্থ সাধনার গুড় লক্ষ্য, তাহার সে বোধ
নাই তাই সে “ স্বার্থপর ”, কিন্তু সব দিক, বজায়
রাগিয়া, পৌরাণিক অর্থের ব্যত্যা না করিয়া, আধুনিক
অর্থ বিভ্রাট না ঘটাইয়া সকলের সমান সম্মান রাগিয়া,
পান হ’তে চুণ না খসাইয়া আমরা আধুনিক অভিধান

“স্বার্থ—পরের” অর্থ “স্বার্থ = (নিজ কল্যাণ) + “পর” (অনাগীয় বা শত্রু) অর্থাৎ নিজ কল্যাণ সাধনে যাহার অনুরাগ নাই এই ব্যাখ্যা করিলাম ।

নিঃস্বার্থ অভিলাষ ।

প্রেম ভিক্ষা ।

আর্য্য পরিচয় দিতে ইচ্ছা করে,
স্বভাবের গুণ চাই বিদ্যাতারে ।
আমি হই ছুঃখী তাহে ক্ষতি নাই
অন্যে স্তম্ভী হলে স্তম্ভী হতে চাই
আপনি কাদিব, কিন্তু পুছাইব
অপরের আশি—ভিক্ষা তব ঠাই !
মিথ্যাধন মান চাহে না প্রাণ
অসার সংসারে মূল্য নাই সমান
পর উপকারে লাগি এই চাই ।
এই অভিলাষ করি হে ঈশ্বর !
কন্টে পরিপূর্ণ আমার অন্তর
খাটিতে থাকিব, খাটিয়া মরিব
মম এই আশা পূর্ণ কর তাই ।

ভগবানের সৌন্দর্যের সমুচিত অশুভব ভিন্ন আগাদের
হৃদয়ে কখন তাঁহার প্রতি সম্যক প্রেম বা ভক্তি জন্মিতে
পারে না । ভক্তি স্থূলতঃ নয় প্রকার, কিন্তু শাস্ত্রে
মোড়শ প্রকার ভক্তির উল্লেখ আছে, যথা ; অর্চনা,
বন্দনা, শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, স্তুতিবাদ, তপস্যা, যোগ,
আত্ম-নিবেদন প্রভৃতি যাহার যাহা উপাস্ত্র দেবতা
তাঁহাকে করিতে ক্রমে প্রকৃত পূর্বক আয়ত্তাধীন হইলে
ক্রমে চিত্তের মালিন্য দূর হওতঃ এক মাত্র অচলা
ভক্তি দ্বারা সেই সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার মাধুর্য্যে
বিভোর হইয়া আত্মহারা হইতে পারিলে এক মাত্র
পূর্ণ ব্রহ্মের স্বরূপ-জানিতে পারা যায়, এবং তখনই জীব
জীবমুক্তি লাভ করে । ভক্তিই সাধনার শেষ, ভক্তিই পরম
গতি । ভক্তি বিনা মুক্তি নাই, প্রীতিও নাই । যত দিন

না বিশ্বদ্রু ভক্তি জন্মে, তত দিন জীব পুনঃ পুনঃ পতিত
হয় । এক মাত্র ভক্তিই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত কণায় । অন্য
বিভীয় উপায় নাই । যোগ ও তপস্যাাদি সকল কার্য্য,
শাস্ত্র ও পুরাণ প্রভৃতিতে ভক্তি আছে বটে, তৎ সমুদয়
ইহার পূর্ববর্তী কার্য্য । কেন না অনেক সময়ে অনেক
মহাত্মা যোগী গণ ও উচ্চ মোপানে উঠিয়াও কখন
কখন তাঁহাদের মনে অবিশ্বাস এবং নৈরাশ্য উপস্থিত
হইয়া থাকে । কিন্তু অচলা ভক্তি একবার জন্মিলে আর
অবিশ্বাস আসিতে পারে না । বিশ্বাসই আশার মূল এবং
বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল । ঐতর্য্য ভক্ত সাধক জগদীশ্বরকে
প্রিয়রূপে উপলব্ধি করিয়া আর কখনই নৈরাশ্যে মগ্ন
হন না । একথা স্বয়ং ভগবানই বলিয়াছেন । যথা,—

“মন্ত্ৰজানাত্ম মে ভক্তাঃ তেহি ভক্ত তমা মতাঃ ।”

আমার ভক্ত দিগের যাহারা ভক্ত তাহারা ই উত্তম
ভক্ত । ভক্তি না জন্মিলে এবং ভক্তি যোগ না সাধিলে
প্রেম-স্বরূপ পরমেশ্বরের স্বরূপ কোন মতেই জানিবার
উপায় নাই । ভক্তি চরম সিদ্ধি, ভক্তি হইতেই অগণ
ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয় ।

“সর্ব্বৈ নশ্যতি ব্রহ্মাণ্ডে প্রভবন্তি পুনঃ পুনঃ

নমে ভক্তাঃ প্রণশ্যন্তি নিঃশঙ্কচ নিরাপদা ।”

ব্রহ্মাণ্ডের সকল জীবই নাশ প্রাপ্ত হয় এবং পুনঃ
পুনঃ উৎপন্ন হইয়া গর্ভ যন্ত্রণা ও সংসারের এতাপ ভোগ
করে । কেবল আমার ভক্ত গণ অমর অজর হইয়া অনন্ত
কাল মালোক্য মাধুর্য্য, মামীপ্যাতি চতুর্নিধ মুক্তি
লাভ করতঃ ভোগাবসানে আমাতে লীন হয় ।

কামরূপ কামাখ্যা ।

বশিষ্ঠাশ্রম ।

(পূর্বানুরতি)

যাগ, যজ্ঞ, যোগাভ্যাস পূর্বক জ্ঞানের উচ্চতর
স্তর পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়াও যখন মহর্ষি বশিষ্ঠের
হৃদয় পরিভূপ হইল না, তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রমদিনী

মায়ের জলন্ত জাগত মূর্তি দর্শন করিয়া তাঁহার ত্রিভূবন
মোহিনী রূপে মনকে বিমোহিত করিয়া ত্রিতাপ
তারিণীর সূচাক চরণ ছায়ায় প্রাণ জুড়াইবার জন্য
কামাখ্যা শৈল' হইতে প্রায় ৪৫০ ফ্রেমশবর্তী বিজন
বনে বসিয়া প্রাণ মনে ঐক্য করিয়া মায়ের আরাধনা
করিয়াছিলেন। এই পবিত্র স্থানটি “বশিষ্ঠাশ্রম”
বলিয়া প্রসিদ্ধ। জ্ঞানী ভক্ত মহাত্মপোদনের পবিত্রাসন
দর্শনে মন বড় ব্যাকুল হইল। কয়েক বর্ষ পূর্বে আমি
যে ছুরারোগ্য বাত ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছিলাম,
মায়ের কৃপায় তাহা হইতে আদরোগ্য লাভ করিলেও
সেই অবসর আমার পদ ছয় পূর্ববৎ বলিষ্ঠ নাই, এই
জন্য দূর গমন করিতে হইলে অনেক সময়েই আমার
কোন না কোন বাহনের সাহায্য লইতে হয় ও বিনা
চেক্টার তালু আপনা আপনি ছুটিয়াও যায়। বশিষ্ঠা-
শ্রম গোহাটী হইতে মাতায়াতে প্রায় নয় ক্রোশ।
প্রাতে তথায় গিয়া সন্ধ্যায় মধ্যে ফিরিতে হইবে, এক
দিনে ৯ ক্রোশ চলিতে হইবে, পারিব কি না সন্দেহ
হইল। আমার ভাবিলাম, যখনই কোথাও মাকে দর্শন
করিতে যাই, জন-মান জল-মান বা গজ বাজী বাহনাদি
পাই। কেন না মা আমার রাজ রাজেশ্বরী, তিনি পূর্ণাৎ
পূর্ণতনা, তাঁহার দ্বারে কিছুই অভাব নাই। বশিষ্ঠ
বনবাসী পানি দরিদ্র ভ্রাক্ষণ, তিনি বাহনাদি এখন
কোথায় পাইবেন! মনেই মাকে বলিলাম মা, তোমার
পরম ভক্তের পবিত্রাসন দেখিতে যাইব, শক্তি দাও
সামর্থ্য দাও যেন পাদচাপেই যাইতে সমর্থ হই।
অনাদ্য শক্তি দয়া করিয়া শক্তি মঞ্চার করিলেন।

যে পথ গোহাটী হইতে বরাবর শিলং পর্যন্ত
গিয়াছে, বশিষ্ঠাশ্রমে যাইতে হইলে সেই পথ ধরিয়া
প্রায় আড়াই ক্রোশ যাইতে হয়। তাহার পর সে
পথ ছাড়িয়া দক্ষিণ (ডাইন) দিকে যে পথ গিয়াছে,
সেই পথ দিয়াও প্রায় দেড় ক্রোশ যাইতে হয়। তাহার
পর আর রাজ পথ নাই। চাঁ-বাগান ও বনের ভিতর

দিয়া অবশিষ্ট এক ক্রোশ গমন করিলে বশিষ্ঠাশ্রমে
যাওয়া যায়। পথের দুই ধারেই শস্য ক্ষেত্র ও উদ্ভৃঙ্গ
শৃঙ্গাবলি শোভিত শৈল মালা দৃষ্ট হয়। পথ পাশ্বে
আতপতাপে পথিকগণকে ছায়া দান করিতে পারে
এরূপ বৃক্ষাদি নাই বলিলেও হয়। গোহাটী বাসী
ভদ্র গণ ভয় দেখাইয়া বলিলেন যে, প্রচণ্ড আতপ তাপে
আগনার মাইতে বড় কষ্ট হইবে। আমি বলিলাম মা
আমাকে আঁচল ঢাকা দিয়া লইয়া যাইবেন তিনি
আদেশ করিলেই ইন্দ্রদেব জলদজালে সূর্য্য কিরণ
নিবারণ করিয়া দিবেন। তাঁহার বলিলেন মেঘ
হইলেই ভাল, নতুবা বড় কষ্ট হইবে। আমার
নিশ্বাস আমার মা আমার সব ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।
পাঠক! বলিতে আশ্চর্য হইতেছে, সমভিব্যাহারী বর্গ
সহ আমি বশিষ্ঠাশ্রমের পথে চলিলাম, ধরে ধরে মেঘ
রাশি আকাশে খেলিতে লাগিল, কোথাও বিশ্রাম না
করিয়া আমরা একেবারে আশ্রয়স্থানে উপস্থিত হই-
লাম। পথে একটি হাট বসিয়াছিল, তথা হইতে বশিষ্ঠে-
শ্বর মহাদেবের পূজার সামগ্রী ও এ দেহের ভিক্ষাপ-
ত্রী দ্রব্য গুলি সঙ্গে লইলাম। আমার ন্যায় অসমর্থ
ব্যক্তি এক বেগে এত দূর আসিতে পারিবে, এ আশা
ছিল না, কিন্তু মায়ের কৃপায় মেঘের ছায়ায় ছায়ায়
অক্লেশে আসিয়া বশিষ্ঠাশ্রমে উপস্থিত হইলাম।

মহর্ষির আশ্রমের চারি দিকেই গভীর বন। এই
বনে বৃহৎ বৃহৎ হস্তী, ব্যাঘ্র, বিশাল বিষধর আদি সর্পদা
বিচরণ করে। নির্বারিণীর নির্মল নীর ধারা বিব বিব
বারবার করিয়া বহিতেছে—প্রবাহরাশি যখন পর্বতের
উর্দ্ধস্তর হইতে নিম্ন স্তরে পড়িতেছে এবল বেগে
অন্যান্য প্রস্তর খণ্ড আহত প্রতীত হইয়া স্তম্ভদূর
আনন্দ ধনি পূর্বক ফিরিয়া ঘুরিয়া হাঁসিয়া খেলিয়া
নাচিতে ২ বনের ভিতরে ২ চুপি ২ কোথাও বা কুল ২
কল ২ করিয়া তরঙ্গ বালা গণ ক্রীড়া করিতে ২ কোন
দিকে ছুটিয়াছে, পর্বত ছাড়িয়া বন অতি ক্রম করিয়া

পলাইতেছে, বিহঙ্গ বর্ণ নানা রবে বন আকুলিত করিয়া রাখিয়াছে, এতাবৎ দেখিতে শুনিতে বড় মনোহর । আকাশের সমস্ত মেঘ কাটিয়া গেল, প্রচণ্ড মার্ত্তও তাপে আকাশ মণ্ডল আচ্ছন্ন করিল—আমরা বনের মাঝে জল প্রবাহে স্নান করিলাম—আনন্দ ও ভক্তি সহস্রে পাসাণ, খণ্ডে বসিয়া বশিষ্ঠ মাকে ডাকিতে ২ প্রেমে বিভোর হইয়া সমাধিতে ডুবিয়াছিলেন, সেই আমনকে স্পর্শ করিয়া পূজা করিলাম । মনে ২ তিরোহিত তপোদানের তত্র বিরাজিত তাপসী শক্তির নিকট প্রার্থনা করিলাম, যেন এই রূপ জ্ঞান মিশ্রিত প্রেম ভক্তি পাইয়া প্রাণ ভরিয়া যা বলিয়া ডাকিতে পারি । তদনন্তর শিব মন্দিরে প্রবেশ করিলাম । মন্দিরটি অতি প্রাচীন ও প্রকাণ্ড, স্থানে ২ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে । সংস্করাভাবে স্থানটি কিছু মলিন হইয়াছে । শুক্লিলাস গর্ভ ও বিলম্ব্য হইতে মধ্যে ২ বড় ২ সর্প বাহির হইয়া থাকে । মন্দিরের মধ্য ভাগে অতিশয় অন্ধকরণ, দীপালোকে মহাদেব মূর্তি দর্শন করিতে হয় । বিশাল কায় শঙ্কর লিঙ্গের পূজা করিয়া হৃদয় মন উল্লাসে নৃত্য করিতে লাগিল—সঙ্গে ২ সাহেব দিগের ন্যায় তথাকার পাণ্ডাগণের মুখে ত স্থানে টে এবং দ স্থানে ড উচ্চারণ শুনিয়া আরও হাঁসি পাইতে লাগিল (যথা—এটট্ সচণ্ডন বিনু ডল ও নমো বশিষ্ঠেশ্বর নাটায় নমঃ) ।

মন্দিরের নিকটেই এই গভীর বনমধ্যে কানীবাসী একটি বাঙ্গালী মুন্সী বৈষ্ণব সন্ন্যাসী স্বহস্ত নিশ্চিত এক খানি স্বপ্রশস্ত পরিষ্কার কুটারে বাস করিয়া থাকেন । তথায় বাল গোপালাদির সেবাও আছে । আশ্রম দর্শনার্থীগণ প্রায় তাহারই আশ্রয়ে গিয়া বিশ্রাম করিয়া থাকেন । সন্ন্যাসীটি ভাল মানুষ, লোক জন গেলে সংস্কার পূর্বক স্থান দান করেন ও তাহাদেরই প্রদত্ত অর্থাদিতে দেব সেবাও এক প্রকার চলিয়া যায় । কিছু না থাকিলে সন্ন্যাসী বনের ফল মূল খাইয়াও দিন কাটাইয়া দেন । আমরা সেই খানেই বিশ্রাম ও ভিক্ষা-

দির ব্যবস্থা করিলাম । এই অবসরে সেই দেশী একটি রাজার হস্তী পৃষ্ঠে আমারই পূর্ব পরিচিত একটা সন্ন্যাসীকে লইয়া উপস্থিত হইল । সন্ন্যাসী আমাকে কন্যা বশিষ্ঠাশ্রমে দেখিয়া বড় আনন্দ প্রকাশ করিলেন ও আমাকে হস্তী পৃষ্ঠে বসাইবার জন্য অতিশয় অনুরোধ করিলেন । আমি কিন্তু তপস্বীর আশ্রম হইতে হস্তীতে গমন প্রথকরণবোধ করিলাম না, আবার পাদচ্যরে মেলা ওটার সময় যাত্রা করিলাম—তখন প্রথর তর রৌদ্র তাপ হইয়াছিল, কিন্তু বতঙ্গণ বনে ২ আমিলাম তৃপ্তকণ কষ্ট হইল না, মাঠে আসিবামাত্র রৌদ্রের ভীষণত্ব দেখিয়া আবার মাকে বলিলাম মা “ ঢেকে দে তোর সূর্য্যদেবে নিবীড় মেঘেতে ” । মা আমার দীন দয়াময়ী, অগ্নি স্থান হইতে কান পাতিয়া শুনিলেন—দেখিতে ২ ঘোর মেঘ আকাশ ছাইরা গেল, শীতল বায়ু বহিতে লাগিল, গা জুড়িয়া গেল । (এই সময়ে যে দেশী লীলা দেখিলাম—তাহা সর্ব সমক্ষে বলিলে সাহস হইতেছে না) এবল ধারায় বারি বর্ষণও হইল ।

পুরাণে লিখিত আছে যে, যাহারা কামরূপ কুম্ভাখ্যার সাঁমায় মধ্যে বাস করিয়া দেহ ত্যাগ তাহারা মহাপাপী হইলেও, মুক্তি লাভ করিত তাহাতে যমরাজের প্রার্থনায় বিষ্ণু আদির অনুরোধে মহাদেব আজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে আর কেহ কামরূপ বাস করিতে পাইবে না । তাহাতে শিবদূত গণ সকল লোককে তাড়াইয়া দেয়, অবশেষে বশিষ্ঠকেও বিতাড়িত করে । বশিষ্ঠ অনেক অনুনয় বিনয় করিলেও এবং মুক্তি আদি কিছু চাহেন না, কেবল মাকে একবার দেখিতে চাহেন, এতাবদ্বিজ্ঞাত করিলেও, শিবদূত গণ তাহাকে কামরূপ ছাড়িতে বাধ্য করিল । মহর্ষি কুপিত হইয়া বলিলেন, মা, আমাকে যেমন দেখা দিলে না, আমি অভিসম্পাত করিতেছি, যে তোমার এখানে কোন সাধকই তোমার দর্শন পাইবে না—সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে না । ঋষির রাগে গরিব সাধকেরই হানি হইল ।

বস্তুতঃ কামরূপ এখন আর সিদ্ধি সাধন শ্রান্ত হইয়া যায় না। যৌবন ওলভ চিত্তের দুর্বলতা প্রযুক্ত সাধনে 'সিদ্ধি লাভ করিতে না পারিয়া "ভেড়া" হইয়া থাকে। কামরূপের কামিনীগণ বিদেশাগত ব্যক্তি গণকে ভেড়া করিয়া রাখিত না; কিন্তু যাহারা সেকালে এই দুর্গম দেশেকোন প্রকারে আসিত, আর সহসা দেশে যাইবার সুবিধা করিয়া উঠিতে, পারিত না, তাহারা ই অগত্যা ই ভেড়া হইয়া থাকিত।

একনাথ মহারাজ, চরিত ।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

একনাথের গুণে সকলেই আকৃষ্ট হইয়াছিল বটে, কিন্তু কএক জন নীচ-মনা ভ্রাক্ষণ ছিল, তাহারা একনাথকে বিম-ময়নে দেখিত্রে লাগিল। ইহার একটা কারণ এই যে, যাহারা কথকতা করিতেন তাহারা একনাথের সমক্ষে হীন-প্রভ হইতে লাগিলেন, এবং তাহাদের অর্থ উপার্জনের পক্ষে ও ব্যাঘাত হইতে লাগিল। একনাথ কথকতা আরম্ভ করিলে আর অপরের কথা শুনিতে কেহ গমন করিত না। আর একটা কারণ এই যে, একনাথের তদুচ্চৈশ্বর্য দেখিয়া এবং তাহার সহুপদেশ প্রবণ করিয়া অনেকে কদাচার ত্যাগ করিয়া সচ্চরিত্র হইয়া উঠিল। তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য ব্যবস্থা লইবার আবশ্যকতা রহিল না। অন্তরাং ভট্টাচার্য মহাশয়দের অর্থোপার্জনের ব্যাঘাত হইতে লাগিল। অধ্যাপকগণ একনাথের প্রতি দুর্বাক্য প্রয়োগ করিতেন, এবং নানা প্রকারে তাহার অনিষ্ট চেষ্টা করিতেন। কিন্তু একনাথ, অধ্যাপক মহাশয়দের কটু কথা শুনিয়াও শুনিতেন না, এবং তাহার প্রতি যে 'অত্যাচার হইত তাহা অমান-সুখে তাহা সহ্য করিতেন। প্রত্যুত, তাহাদের প্রতি সমধিক সম্মান প্রদর্শন করিতেন। একনাথের এই অমানুষিক ব্যবহার ও সহিষ্ণুতা দেখিয়া, অধ্যাপকগণ আপনাপনি লজ্জিত

হইয়া তাহার প্রতি অত্যাচার করিতে ক্ষান্ত হইলেন। লোকের অত্যাচার একনাথ যে কত দূর পর্যন্ত সহ্য করিতে পারিতেন, নিম্ন নিখিত বৃত্তান্তটীতে তাহা প্রতীয়মান হইবে—এক দিন তিনি গোদাবরী হইতে স্নান করিয়া আসিতেছেন, এমন সময়ে এক জন যবন তাহার অঙ্গে থুংকার করিল। একনাথ যবনকে কিছু মাত্র না বলিয়া, পুনরায় নদীতে গিয়া স্নান করিলেন। একনাথ প্রত্যগমন করিলে, সেই যবন পুনর্বার তাহার অঙ্গে থুংকার করিল। একনাথ পুনর্বার স্নান করিয়া আসিলেন। এই ব্যাপার সমস্ত দিন ব্যাপিয়া চলিল। কথিত আছে যে, দিবা অবসান হইলে, অত্যাচারীর বাকু রোধ হইল। এই অভূত ঘটনার সংবাদ চারি দিকে পরিব্যাপ্ত হইল, এবং ইহা দেখিবার জন্য লোকে দলে ২ আসিতে লাগিল। অত্যাচারী যবন বুঝিল যে, একনাথ ঈশ্বর-জানিত ব্যক্তি এবং তাহার বাকু রোধ হওয়া, ঈশ্বর কর্তৃক দণ্ডবোধিত আর কিছু নহে। তখন সে কর-যোড়ে একনাথের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইল, এবং ইঙ্গিতে তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। একনাথ বুঝিলেন যে, সে ব্যক্তি অনুতাপ করিতেছে। তখন তিনি হস্ত উঠাইয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন। অমনি সে কথা কহিতে লাগিল। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া সকলে বিস্ময়ান্বিত হইল, এবং একনাথ যে এক জন মহাপুরুষ তৎপক্ষে কাহারও আর সন্দেহ রহিল না। একনাথের পাণ্ডিত্য ও রচনা শক্তির খ্যাতিও চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইল। এমন কি, কাশীধামের পণ্ডিতগণও তাহা অবগত হইলেন। একদা তথাকার একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষার কয়েকটি কুট কবিতা রচনা করিয়া, তাহার ব্যাখ্যা করিবার জন্য, একনাথের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। একনাথ এই কয়েকটি কবিতার চারি প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া পণ্ডিত প্রবরের নিকট প্রেরণ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল। পণ্ডিতজী দাক্ষিণাত্যের

ব্রাহ্মণ, সুতরাং একনাথের ব্যাখ্যা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। ব্যাখ্যা অতি চমৎকার হইয়াছিল। তিনি নিজে একনাথকে মনে ২ সাধুবাদ দিলেন, এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণকে তাহা দেখাইলেন। ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া সকলেই আনন্দ লাভ করিলেন, এবং মুক্ত কণ্ঠে একনাথের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন পণ্ডিত এতদূর পর্য্যন্ত একনাথের অম্মাগী হইলেন যে, তিনি পৈঠনে গমন করত একনাথের সহিত সঙ্গলাপ করিলেন।

একনাথ শিশু দিগকে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি তাহাদিগকে কোলে লইয়া মিষ্টান্ন খাওয়াইতেন। যদি দেখিতেন, তাহারা বাটী হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাদিগকে বাটীতে লইয়া যাইতেন। কি ব্রাহ্মণ কি শুদ্র যে কোন ব্যক্তির সম্মান হউক না কেন, সকলকেই কোলে করিয়া লইতেন, এবং ভাল বাসা দেখাইতেন। যদিও একনাথ কদাচারী ব্রাহ্মণ গণকে ব্রাহ্মণোচিত সম্মান দিতে প্রস্তুত ছিলেন না, তথাপি তিনি তাহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন না। কি সদাচারী কি কদাচারী, কি ব্রাহ্মণ কি শুদ্র, সকলেরই যাহাতে উন্নতি হয় তৎপক্ষে একনাথ যত্নবান ছিলেন। তিনি যে কেবল মন্দিরে বসিয়া উপদেশ দিতেন এমন নহে, সাবকাশ মতে লোকের বাটীতে গমন করিয়া কদাচারী ব্যক্তিকে নানা উপদেশ দ্বারা সংপথে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতেন, এবং সদাচারী ব্যক্তি যাহাতে ধর্ম পথে আরও অগ্রসর হইতে পারেন তৎপক্ষে যত্নবান হইতেন। মন্দ লোককে সংপথে আনিবার জন্য তিনি এক চমৎকার উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা সে আপনিই লজ্জিত হইয়া কুকার্য হইতে বিরত থাকিত। এ প্রকার ঘটয়াছে যে কেহ তাঁহার বাটীতে চুক্তি করিতে আসিয়া দ্রব্যাদি হস্ত-গত করিতেছে এমন সময়ে একনাথ তাহাকে দেখিতে পাইলেন। চোরও তাহাকে দেখিয়া কতক

দ্রব্য লইয়া পলাইতে উদ্যত হইল, একনাথ উচ্চৈশ্বরে তাহাকে বাইতে বারণ করিতেন, এবং আবু যে ২ দ্রব্য সে লইতে ইচ্ছা করে তাহা লইয়া যাইতে বলিতেন। ইহাতে চোর অপ্রতিভ হইত, এবং ক্রমে ২ চৌর্য্য বৃত্তি ত্যাগ করিত।

সাধু ব্যক্তির যে ২ গুণ থাকা আবশ্যিক একনাথের জীবনে তাহা প্রতিকলিষ্ট হইয়াছিল। তিনি এই রূপে সাধু চরিত্র বর্ণনা করিয়াছিলেনঃ—

অন্তর নির্মল ঘাঁর, মধুর বচন ।

না থাকুক গল দেশে রুদ্ধাক্ষ দারণ ॥

বহুদর্শী যিনি, আছে আগজ্ঞান ঘাঁর ।

না থাকুক মস্তকেতে জটাভার তাঁর ॥

কুনয়নে রমণীরে না দেখে যে জন ।

না থাকুক অঙ্গে তাঁর ভস্মানুলেপন ॥

পর দ্রব্যে মন্দ আর নিন্দায় যে মুক ।

সেই ত প্রকৃত সাধু সদা তার স্তব ॥

অনেকেই ক'রে থাকে উপদেশ দান ।

সেই মত কার্য্য করে কোথা সে পুমান ?

বাক্য মত কার্য্য ঘাঁর সেই মহাজন ।

তাঁহার চরণ সবে করহ পূজন ॥

এই প্রকারে লোকের হিত সাধন ব্রহ্ম অঙ্গীকরণ করিয়া একনাথ পরম আনন্দে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টায় অনেক কদাচারী ব্যক্তি সদাচার সম্পন্ন হইলেন, এবং তাঁহাদের মন ধর্ম-প্রবণ ছিল তাঁহারাও সমদিক উন্নতি লাভ করিলেন। সংসারের মধ্যে থাকিয়া কি প্রকারে পরমার্থ লাভ করা যায় একনাথের কার্য্য কলাপ দেখিয়া সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল। একনাথ, দুইটী কন্যা এবং একটি পুত্র সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। পুত্রটী সমদিক জ্ঞান লাভ করিয়াছিল, এবং হরি পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল।

একনাথের জীবন বৃত্তান্তে কএকটি আশ্চর্য ঘটনার উল্লেখ আছে । এই ঘটনাগুলির উপর পাঠকগণ বিশ্বাস স্থাপন করুন বা না করুন, ইহার মধ্যে একনাথের যে মহত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে তাহা অবশ্যই তাঁহাদের প্রীতিকর হইবে । এই জন্য তাহা নিম্নে বিবৃত করিলাম । একদা এক নাথ তাঁহার পিতার বাৎসরিক আদ্বৈতপন্থা ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন করিয়াছিলেন, খাদ্য দ্রব্য সকল অতি উত্তম রূপে প্রস্তুত হইয়াছিল । বাটীর বাহিরে পর্যন্ত তাহার স্নগন্ধ বিকীর্ণ হইয়াছিল । একনাথের বাটীর নিকটে দিয়া কএক জন হীন জাতীয় ব্যক্তি গমন করিতেছিল । তাহারা এই স্নগন্ধ পাইয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল—আহা ! কি উত্তম গন্ধ পাইতেছি । এ প্রকার উত্তম দ্রব্য আমাদের ভাগ্যে ঘটে কি ? এই কথা শুনি একনাথ শুনিতে পাইলেন । তখনই তিনি তাহাদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন, এবং সেই সকল খাদ্য দ্রব্য দ্বারা তাহাদিগকে উত্তম রূপে ভোজন করাইলেন । তদনন্তর, ব্রাহ্মণদিগের জন্য পুনরায় রন্ধন করাইলেন । ব্রাহ্মণ গণ শুনিতে পাইলেন যে একনাথ নীচ লোকদিগকে সম্মুখে ভোজন করাইয়াছেন । ইহাতে তাঁহারা অপমানিত বিবেচনা করিলেন, এবং একনাথের প্রতি মন্দ বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাঁহার বাটীতে ভোজন করিতে অস্বীকার করিলেন । ইহা শুনিয়া একনাথ স্থির ভাবে রহিলেন । কিয়ৎ পরে দেখিলেন, কএক জন ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন । একনাথ তাঁহাদিগকে সাদরে ভোজন করাইলেন । পরে তাঁহারা একে ২ বিদায় লইয়া গমন করিতে লাগিলেন । একনাথের প্রতিবাদী ব্রাহ্মণ গণ দূর হইতে দেখিলেন, কএক জন ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়া যাইতেছেন । তাঁহারা নিকটে আসিয়া অবাক হইলেন । ব্রাহ্মণ দিগের মধ্যে কেহ ২ তাঁহাদের পূর্ব পুরুষ, কেহ ২ প্রতিবাদী । এই অন্তত ব্যাপার দেখিয়া পৈঠন বাসীগণ স্থির

করিল যে, এক নাথ এক জন সৈন্যর জানিত ব্যক্তি । তখন তাহারা একনাথের নিকটে আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল । একনাথ তাহাদিগকে সাদর সম্বাসন করিলেন ।

পৈঠনে এক জন সদাচার সম্পন্ন গৃহস্থ বাস করিত । সে জ্ঞানবান ও পরম ভক্ত ছিল । তাহার নাম ছিল রাম । তাহার স্ত্রী ও সচ্চরিত্রা ও মনোহরা ছিল, কিন্তু জাত্যাংশে তাহারা হীন ছিল । উভয়ে প্রতি দিন একনাথের কথা ও কীর্তন শ্রবণ করিত, এবং উভয়েরই একনাথের উপর বিশেষ আস্থা ছিল । উপদেশ দিবার সময়ে একনাথ বলিতেন যে জাতি বিচারের কোন আবশ্যিকতা নাই । এক নাথের মুখে ইহা শ্রবণ করিয়া রামা বিবেচনা করিল যে, একনাথ যখন জাতি মানেন না, তখন তাঁহাকে সে ভোজন করাইতে পারে । এই স্থির করিয়া সে এক দিন একনাথকে নিমন্ত্রণ করিল । এক নাথ জানিতেন যে রামা এক জন পুণ্যবান ব্যক্তি এবং পরম ভক্ত । তিনি তাহার আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিলেন না । রামার বাটীতে গিয়া মহা আনন্দে ভোজন করিতে লাগিলেন । এই কথা শুনিয়া কএক জন ব্রাহ্মণ রামার বাটীতে গমন করিল, এবং দেখিল যে এক নাথ তথায় ভোজন করিতেছেন । তাহারা বাহিরে আসিয়া কিয়দূর গমন করিলে পর, কএক জন ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে, তাহাদিগকে একনাথের শুভ্রের বাটীতে ভোজনের কথা বলিতে লাগিল । ইহা শুনিয়া সে ব্রাহ্মণ গণ বিশ্বাসান্বিত হইল । কারণ, তাহারা একনাথকে তাঁহার বাটীতে দেখিয়া আসিয়াছে । পরে তাহারা সকলেই এক নাথের বাটীতে গিয়া দেখিল যে, তিনি তাঁহার শিষ্যদের সহিত কথোপকথন করিতেছেন । ইহার পর, তাহারা রামার বাটীতে গেল । সেখানে গিয়া দ্বারের নিকট হইতে দেখিল যে একনাথ তাম্বুল ভক্ষণ করিতেছেন । তাহারা একনাথের নিকটে

হাইতেছিল। এমন সময়ে তিনি অদৃশ্য হইলেন। কোথায় গেলেন কেহ স্থির করিতে পারিল না। এই ব্যাপার যে দেবতার লীলা, তাহা তাহারা বুঝিতে পারিল।

যে সকল লোক একনাথের পুরাণ ব্যাখ্যা শুনিতে আসিত, তাহাদের মধ্যে একটা সুন্দরী স্ত্রীলোক ছিল। ইনি রূপে এবং গুণে সকলের মন হরণ করিয়াছিলেন। যাহারা ভাল লোক, তাহারা সেই স্ত্রী লোকটির স্নেহ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতেন। অসচরিত ব্যক্তিগণ তাহাকে কুদৃষ্টিতে দেখিত। কিছু দিন পরে, পুরাণ ব্যাখ্যা শেষ হইল পর, দুটা লোক মন্দ অভিপ্রায়ে এই রমণীটির পশ্চাদ্বর্তী হইল। স্ত্রীলোকটি ইহাদের মন্দ অভিপ্রায় বুঝিতে পারিল। কিন্তু তাহাদের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, ক্রান্ত পদ সঞ্চারে গোদাবরীক দিকে গমন করিতে লাগিল। ক্রমে নদীর তীরে উপনীত হইয়া জলে নামিল। পাছে রমণীটি আত্ম হত্যা হয়, এই আশঙ্কা করিয়া লোক দুটা তাহাকে ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল। এমন সময়ে গোদাবরী দুই ভাগে বিভক্ত হইল, এবং স্ত্রী লোকটি লোক দুটিকে রোম নেত্রে অবলোকন করিয়া অন্তর্ধান হইল। এই ঘটনার বিষয় সকলে জানিতে পারিল। একনাথেরও তাহা কণ-গোচর হইল। পর দিন পুরাণ ব্যাখ্যা আরম্ভ হইবার পূর্বে একনাথ উক্ত ঘটনাটির উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, স্ত্রী লোকটি গঙ্গা দেবী। পরে, শ্রোতাগণকে বুঝাইয়া দিলেন যে লোকের চরিত্র পবিত্র হওয়া আবশ্যক। তাহা না হইলে কেহ কখন ধর্ম পথে অগ্রসর হইতে পারে না। মন যার অপবিত্র, বাহিরের অমুঠানে সে কখনও পরমার্থ লাভ করিতে পারে না।

ধর্মোৎসব।

ছাপরা।

১০ই হইতে ১৪ই পৌষ পর্য্যন্ত কয়েক দিন ধরিয়া।

ছাপরা আর্ধ্য ধর্ম প্রচারিণী সভার বার্ষিক উৎসব হইয়া গেল। সহরের ভিন্ন-২ প্রধান ২ স্থানে সভার অধিবেশন হওয়ায় সমস্ত সহর কয় দিন উৎসবময় হইয়াছিল। প্রতিদিন সভায় লোকে লোকারণ্য হইত। পরিভ্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অম্বিকা দত্ত ব্যাস মহাশয় কয়েক দিন নানাবিধ জ্ঞান গম্ভীর ও ভক্তি পূর্ণ উপদেশ দ্বারা লোক সকলকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। দেশ বিদেশ হইতে পণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বর্গের সমাগমও হইয়াছিল। এই উৎসবোপলক্ষে, ভগবানের পূজা, পাঠ, ভ্রাজ্ঞা ভোজন, দীন দরিদ্রকে দানাদিরও কোনরূপ ক্রটি হয় নাই। বালক বর্গের স্নানীতি সঞ্চা-রিণী সভার মহা মহোৎসবও এই সময়ে হইয়া গেল। এই সভায় স্বামীজী “আদর্শ-মানব” বিষয়ী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এ সভাটি স্বামীজীর প্রেরণায় বেহারি বাসী দিগেরই উৎসাহ ও উদ্যোগের ফল। এ সভা বিহারের মধ্যে ধর্মোৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া অনেক উন্মার্গ-গামীকে সুপথে প্রবর্তিত করিয়াছে। ছাপরাবাসী বাঙ্গালী গণকে এ সভার সহযোগী হইতে দেখিলে আমরা আরও সুখী হইব।

বাঁশ—বেরিলী।

১৭ ই হইতে ২১ এ পৌষ পর্য্যন্ত বেরিলী সঙ্কল্পা-মৃত বর্ষিণী সভার বার্ষিক অধিবেশন ও মহামহোৎসব হইয়া গিয়াছে। এই উৎসবে পূজা, পাঠ, বক্তৃতা ও সংস্কৃত পরীক্ষোত্তীর্ণ বালক বর্গকে পারিতোষিক দান ও পণ্ডিত বর্গের সংকার হইয়াছিল। ধর্মোপদেশ দান করিবার জন্য কাশী হইতে পরিভ্রাজক শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী, কপুরখলা হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রঘুবর দয়াল বেদান্ত ভূষণ আদি আছত ও উপনীত হইয়াছিলেন। লাহোর, আলিগড়, লক্ষ্মী, মথুরা, এবং নিকটবর্তী বহুতর স্থান হইতে অনেক লোক উৎসব

দর্শনে আসিয়াছিলেন। বেদান্ত-ভূষণের শ্রদ্ধা তত্ত্ব বিষয়িনী বক্তৃতা অতি স্তম্ভুর ও সারগর্ভ হইয়াছিল। দয়ানন্দী মতের অসারতা দেখাইয়া তিনি বেদ ও শ্রুতি হইতে বহুল প্রমাণ সহ শ্রদ্ধার আদ্যকতা ও উপকারিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পরিভ্রাজক মহাশয়ের বেরিলীতে এই প্রথম পদার্পণ। তাঁহার মুখে হিন্দী ভাষায় দুই দিন “উপাসনা তত্ত্ব” ও এক দিন “কৃষ্ণলীলার” আশ্চর্য ব্যাখ্যা শুনিয়া শ্রোতা মায়েই চমৎকৃত ও বিমোহিত হইয়াছেন। প্রেমের তরঙ্গে প্রত্যেকের হৃদয় গদগদ হইল, কত শত সম্ভ্রান্ত শির তাঁহার চরণে লুটাইল, কত শত উপাধি ধারী, রায় বাহাদুরাদির হস্ত তাঁহার পদ সেবা করিল, তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার বক্তৃতা বক্তৃতা নহে, যেন প্রেম লহরী মালা স্বর্গের মন্দাকিনীয়া ন্যায় সভ্য গণকে পবিত্র করিল। তাঁহার মুখে ধর্ম কথা শুনিবার জন্য কত লোকে সুধিয়ানা, লক্ষ্মী, আলিগড় আদি স্থানে তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য যত্ন করিল, কিন্তু স্বামীজীর অবকাশভাবে যাওয়া হইল না। সভার উৎসব ফুরাইল, বিদেশী লোক সকল চলিয়া গেল, বেরিলীর সম্ভ্রান্ত লোক বর্ণ স্বামীজীকে ছাড়িলেন না। এক দিন দুই দিন করিয়া তিন দিন স্বামীজীকে তাঁহার রাখিলেন ও সেবা শুশ্রূষা সহ তাঁহার নিকট শাগ্রীয় নানা রহস্য শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। এবার উৎসবে স্বামীজীর সমাগমে বেরিলীবাসী বর্ণের হৃদয়ের অনেক অন্ধকার ঘুচিয়া গেল, অনেক বিপথগামী সঙ্কম্মায়িত পানে জন্ম সফল করিল।

কালী।

কালী—মহাশ্মশান। হুতরা এখানে উদ্যম উৎসাহ, চেক্টার স্পন্দন অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। তবে সাধক চেক্টা করিলে শ্মশানকে জাগ্রত করিতে পারেন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস এবং দেখিলামও তাই।

বঙ্গালী কালী বাসী গণের মধ্যে সাধারণ কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য উদ্যম পূর্বে বড় দেখা যাইত না। পরিভ্রাজক মহাশয় ভা, আ, ধ, প্র, সভার কার্যালয় মুন্সের হইতে কালীতে উঠাইয়া আনিবার পর হইতে মহাশ্মশানের ভ্রমস্তুপ ভেদ করিয়া ক্রমশঃ চেক্টা ও উদ্যম শিখা জ্বলিয়া উঠিল—জড়তা ও নিস্পন্দতা ধীরে দধু হইতে লাগিল। সভা সমিতির যে পবিত্র পদ্ধতি বিস্তার করিয়া তিনি ভারতের চারি দিকে ধর্মালোচনার পুনরুদ্ধারপনা ক্ষেত্র প্রসারিত করিয়াছেন, সেই আদর্শ লইয়া এখানেও হরি সভা, হরি ভক্তি প্রদায়িনী সভা, হরি নাম প্রচারিণী সভা, বালরঞ্জিনী সভা ও বর্ণাশ্রম ধর্ম রক্ষণী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। সকল সভাই যথোচিত উৎসাহে কার্য্য করিতেছেন দেখিয়া আমরা অতিশয় সুখী হইয়াছি। কালীর ন্যায় মহাতীর্থে এই রূপ ধর্মালোচনার স্থান যতই বৃদ্ধি হইবে, ততই আমরা আনন্দিত হইব।

২রা হইতে ৫ই মাঘ পর্য্যন্ত “বর্ণাশ্রম ধর্ম রক্ষণী সভার” বার্ষিক মহোৎসব হইয়া গেল। ঐ যুক্ত বাবু সোমনাথ ভাট্টা মহাশয়ের সাধু ও সম্পাদকীয় প্রবর্ত্রেই সভাটির কার্য্য সুনির্মিত হইতেছে। উৎসব কালে ত্রিযুক্ত পণ্ডিত প্রমথ নাথ তর্ক ভূষণ, ত্রিযুক্ত পণ্ডিত মহাদেব স্মৃতিতীর্থ, ত্রিযুক্ত পণ্ডিত উমেশ চন্দ্র স্মৃতি তীর্থ, ত্রিযুক্ত পণ্ডিত চন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়, ও ত্রিযুক্ত পণ্ডিত জয় নারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা ও বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সংস্কৃত বিদ্যার্থী বর্ণের যোগ্যতানুসারে কিছু পারিতোষিক দান ও বৃত্তির ব্যবস্থা করাও হইয়াছে। কালীস্থ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গণকে প্রতিষ্ঠাভাগী হইতে দেখিলে আমাদের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। মা অম্পূর্ণার কৃপায় ধর্মের জয় জয় ধ্বনি ভারতে ভৈরব রবে পুনর্বিষোষিত হইক।

বেদ বিদ্যালয়ের আয় ও ব্যয়। মাহ অগ্রহায়ণ এবং
পৌষ ১২৯৮।

	মুষ্টি ভিক্ষা	অগ্রহায়ণ	পৌষ
শ্রী পূর্ণানন্দ সেন	দাঁইহাট	১১০.	"
" আদ্যনাথ বিশ্বাস লোকনাথপুর		২১	"
" তারাশ্রম বন্দ্যোপাধ্যায় সয়দাবাদ		৫১	"
" নবীনচন্দ্র দাস জাহুয়া শ্রীহট্ট		৮১০	"
" মধুসূদন রায় দিনাজপুর		১০১	"
" কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায় কুণ্ডলা		১০১	১২১০
" রমনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় সিকারপুর		১০১১০	"
" দীননাথ পাত্র রামপুরহাট		৩১০	৪১১/১০
" চণ্ডী চরণ ঘোষ কলিকাতা		৮০	"
" ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় সীতঘরা		৮০	১১০
" তারকব্রহ্ম সেন গুপ্ত সালিখা		১২১	"
" চন্দ্রভূষণ ভট্টাচার্য্য খোকসাবাড়ি		"	৩১
" শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় ডুমুরদহ		০০	৩১০
" লক্ষ্মীনারায়ণ সেন বালদহ		"	১১
" জয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বরীশাল		"	১০১
" প্রফুল্লচন্দ্র আচার্য্য কুমড়াবাদ		"	৫১/০
" গিরীশচন্দ্র শর্মা ধলা		"	১৫০
" অলোকনাথ দে নারপাটা শ্রীহট্ট		"	১০১
" বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত মাটিবেড়িয়া		"	২১০
" রমনীমোহন মল্লিক মেহেরপুর		"	২১০/০

" গোবিন্দচন্দ্র স্বর, শ্যামপুর বরীশাল	"	৩১
" চন্দ্রভূষণ সেন কলিকাতা	"	৮১০
" প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় মতিহারি	"	২১০/০
" কালীব্রহ্ম চট্টোপাধ্যায় গদাইপুর	"	১/০
" সুনংকুমার রায় চৌধুরী শ্রীহট্ট	"	৫১

এককালীন দান।	অগ্রহায়ণ	পৌষ
শ্রী উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সিমলা	১৫১	"
" রঘুনন্দনপ্রসাদ সিংহ বাকিপুর	৫১	"
" দুর্গাপ্রসাদ বাবু ছাপরা	১০১	২৫০
" দীননাথ পাত্র রামপুরহাট	৮১০	"
" নেপালচন্দ্র কুমার ব্যাটরা	৮০	"
" বিপিনবিহারী রায়	৮০	৮০
" উমাপদ চক্রবর্তী মাদ্রাজ	"	১১
" শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় ভবানীপুর	"	১১
" রমণী মোহন মল্লিক মোহরপুর	"	২১০
" যতুনাথ সাহ ছাপরা	"	১০১
" নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় গদাইপুর	"	১০/০

মাসিক রুতি।

লবঙ্গহস্তরী রুতি কাকিনা	১০১	১০১
শ্রী শ্রীগোপালদাস বসু বাজিতপুর	৮০	"
" বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায় কালীঘাট	৫১	"
" মহারাজা দ্বারভাঙ্গা	২০১	"

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ।

ধর্ম প্রচারক ।

“কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন
অপার সম্বিং সুখসাগরেষ্মিন্, লীনং পরে ব্রহ্মণি বস্ম্য চেত ॥

১৪শ ভাগ

১১শ সংখ্যা

“ এক এব বসুন্ধরায়ো নিধনেঃ প্যানুবাতি যঃ ।

শরীরেণ সমগ্রাণঃ সর্বমন্মাতু গচ্ছতি ॥ ”

শকাব্দ ১৮১৩

ফাল্গুন মাস

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ।

(পূর্ব একাংশিতর পর)

তপস্তপ্তাংস্বজ্ঞান জ্ঞানোদয়ঃ ।

তপ্তাং পিতৃদেবানাং ধর্ম সংরক্ষণায় চ ॥

বেদ ও ধর্ম রক্ষার নিমিত্ত, দেবতা ও পিতৃগণের
তৃপ্তি জন্য ঈশ্বর তপোবলে ব্রহ্মা ব্রাহ্মণ সকলকে
সৃজন করিয়াছেন ।

সর্বস্য প্রভবো বিধাঃ শ্রুতাদ্যয়নশালিনঃ ।

তেভ্যঃ ক্রিয়াপরাঃ শ্রেষ্ঠা স্তেভ্যোহপ্যদ্যায়নবিভাগঃ ॥

ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে বেদপারগ
ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, তাহার মধ্যে আবার বেদোক্ত ক্রিয়া-
শীল ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ, এবং ক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণের মধ্যে
আত্মতত্ত্বজ্ঞই শ্রেষ্ঠ ॥

নবিদ্যায়া কেবলয়া তপসা বাপি পাত্তভা ।

যজ বৃত্তমিসেচোভে তদ্ধি পাত্তং একীভিতং ॥

কেবল মাত্র বিদ্যা কিম্বা তপস্যা দ্বারা, সুপাত্র
হয় না ; যাঁহাতে বিদ্যা ও তপস্যা উভয়ই আছে,
তিনিই উত্তম পাত্র ।

গোষ্ঠুতিলহিরণ্যাদি পাত্রে দাতব্যমর্চ্চিতং ।

নাপাত্রে বিদূষা কিঞ্চিদায়নঃ শ্রেয় ইচ্ছতা ॥

আগ মঙ্গল কর্মী ব্যক্তি গো, ভূমি, তিল, হিরণ্যাদি
বিধি পূর্বক সংপাত্রে দান করিবেন । অপাত্রে কদাচ
দিবেন না ।

বিদ্যা তপোভ্যাং হীনেহ নতু গ্রাহ্যঃ অতিগ্রহঃ ।

গুরুন্ প্রদাতারমদো নমতাংগান মেব চ ॥

বিদ্যা ও তপস্যা হীন ব্রাহ্মণের অতিগ্রহ করা
উচিত নয়, অতিগ্রহ করিলে দাতার সহিত নরকে
গতি হয় ।

দাতব্যং প্রতাহং পাত্রে নিমেভেহু বিশেষতঃ ।

বাচিতেনাপি দাতব্যং শ্রদ্ধা যুতস্ত শক্তিতঃ ॥

ঈশ্বর সামর্থ্যানুসারে প্রতাহ সংপাত্রে দান
করিবে ; গ্রহণাদিতে বিশেষ করিয়া দান করা উচিত ।
শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া মাচককে ও সাধ্যমত দান করিবে ।

হৈমশৃঙ্গী খুরৈঃ রৌপ্যঃ শুশীলা বজ্রসংযুতা ।

সকাম্যপাত্রা দাতব্যা ক্ষারিণীগৌঃ সঙ্গন্ধিলা ॥

অবর্ণমণ্ডিত শৃঙ্গ, রৌপ্য মণ্ডিত খুর, সমবস্ত্রা
শুশীলা হৃদ্ধবতী গাভী দক্ষিণা ও কাম্য দোহনীর সহিত
দান করিবে ।

দাতাভ্যাঃ স্বর্ণমাপোতি বৎসরান্ রৌমসংমিতান্ ।

কপিলা চেভারয়তি ভূষশ্চ সপ্তমং কুলা ॥

যতগুলি গোদেহে লোম থাকে দাতা তত বৎসর স্বর্গ ভোগ করেন। কপিলী গাভী দান করিলে সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত উদ্ধার হয়।

সবৎসারোমতুল্যানি যুগায়ত্তোমুখীঃ ।

দাতাস্যাঃ স্বর্গমাগ্নোতি পূর্বেণ বিধানাদদৎ ॥

পূর্বেকল্পে বিধানানুসারে সবৎসা উভয়াতোমুখী গাভী দান করিলে, গাভীর ও বৎসের তুল্য পরিমিত বৎসর দাতার স্বর্গস্থিতি হয়।

যাবদ্বৎসসা পাদোদৌ মুখং যোনিঞ্চ দৃশ্যতে ।

তাবদ্যো পৃথিবী ক্ষেয়া যাবদগর্ভং নমুক্ষতি ॥

প্রসব সময় যোনি মুখে বৎসের সম্মুখের পদদ্বয় ও মুখ যখন দৃষ্ট হয় তৎকাল হইতে গর্ভ মোচনের প্রাক্কাল পর্যন্ত গাভীকে উভয়াতোমুখী কহে ; আর তৎসময় গাভী পৃথিবী তুল্য হয়। (অর্থাৎ সেই অবস্থায় দান করিলে পৃথিবী দানের ফল লাভ হয়)।

যথাকথঞ্চিদ্বাগাং ধেনুস্বা ধেনুমেববা ।

অজোগামপারিক্রিষ্টাঃ দাতা স্বর্গে মহীয়তে ॥

সবৎসা বা অবৎসা যে কোন প্রকার গাভী হউক না কেন, যদ্যপি অরুগা ও অক্লিষ্টা হয়, তবে দাতা স্বর্গ লোকে পূজিত হয়েন ॥

ক্রমশঃ ।

একনাথ মহারাজ চরিত ।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

একদা একনাথ রজনীতে নিদ্রিত আছেন, এমন সময়ে চারি জন দণ্ড্য তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্রব্য সকল সংগ্রহ করিতে লাগিল। এই সময়ে অকস্মাৎ তাহার অঙ্গ হইল। তখন তাহার পলাইবার চেষ্টা করিল। এই গোলযোগে এক জন পড়িয়া গেল এবং শব্দ হওয়াতে একনাথ জাগিয়া উঠিলেন। দণ্ড্যদের ভ্রাবস্থা দেখিয়া তিনি চুঃখিত হইলেন এবং একে ২ তাহাদের চক্ষুতে হস্ত বুলাইলেন। তখন তাহারা

দর্শন শক্তি প্রাপ্ত হইল। এই ঘটনাতে দণ্ড্যগণ নিশ্চয়ান্বিত হইল। তাহারা একনাথকে এক জন মহাপুরুষ বলিয়া স্থির করিল। কুকার্য্য করাতে তাহার ভীত হইয়া দ্রব্য গুলি ফেলিয়া পলাইবার উপক্রম করিল। কিন্তু একনাথ তাহাদিগকে যাইতে নিষেধ করিলেন এবং তাহার যে ২ দ্রব্য লইয়াছিল তাহা তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিলেন। দণ্ড্যগণ অতিশয় অপ্রতিভ হইল। তাহার একনাথের ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং কখন ঐ প্রকার কুকার্য্য করিবে না এই বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল।

এক সময়ে, পৈঠলের এক জন ব্রাহ্মণ, একনাথের কাছে এক টুকরা সোণা রাখিয়া স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন। এক নাথ তাহা দেবমন্দিরে রাখিয়া দিয়াছিলেন। কিছু কাল পরে, নিশ্চ্যালয়ের সহিত তাহা নদীতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। কএক বৎসর পরে ব্রাহ্মণ ঠাকুর প্রত্যাগমন করিয়া একনাথের নিকট সোণার টুকরা টুকু চাহিলেন, একনাথ মন্দিরের সকল স্থানেই অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু সে দ্রব্যটা পাইলেন না। ব্রাহ্মণ ঠাকুর ইহা অবগত হইয়া একনাথের প্রতি দুর্ভাগ্য সকল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। একনাথ শাস্ত্রভাবে সমুদয় মহ্য করিলেন। ব্রাহ্মণ ঠাকুর একটু স্থির হইলে পর, একনাথ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গোদাবরীর তীরে গমন করিলেন। তথায় উপনীত হইলে পর, একনাথ নদী হইতে কএক টুকরা পাথর তুলিয়া লইলেন, এবং তাহা হইতে ব্রাহ্মণকে তাঁহার নিজের দ্রব্য উঠাইয়া লইতে বলিলেন। একনাথ তাঁহার সহিত বিদ্রূপ করিতেছেন এই বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মণ ঠাকুর একনাথের কথা গ্রাহ্য করিলেন না। কিন্তু একনাথ বিশেষ রূপে অনুরোধ করাতে ব্রাহ্মণ ঠাকুর তাঁহার হস্ত হইতে এক টুকরা পাথর উঠাইয়া লইলেন। তাঁহার হাতে আসিবা মাত্র, প্রস্তর খণ্ড স্ববর্ণে পরিণত হইল। এই ব্যাপার দেখিয়া ব্রাহ্মণ ঠাকুর নিশ্চয়ান্বিত

হইলেন, এবং একনাথের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ।

একনাথের অসামান্য ক্ষমতা, তাঁহার পরহিত পরায়ণতা এবং শাস্ত্র প্রকৃতি, লোকের মনকে এ প্রকার আকর্ষণ করিয়াছিল যে, তাঁহার নাম তাহাদের কাছে প্রাতঃ স্মরণীয় হইয়া উঠিল । তাঁহার দর্শন তাহাদের কাছে দেব দর্শনের ন্যায় প্রতীয়মান হইত, এবং তাঁহাকে চিরঃস্মরণীয় করিয়া রাখিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার স্মরণ চিহ্ন সংস্থাপন করিবার জন্য সকলেই যত্নবান হইল ।

এখন আমরা একনাথের কবিত্ব ও গ্রন্থ রচনা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব । তিনি এক জন মুকুবি ছিলেন । তাঁহার ক্ষুদ্র রচনা ক্ষমতা এত ছিল যে, তিনি কথা কহিতে ২. অথবা ভ্রমণ করিবার সময়ে অনঙ্গল কবিতা রচনা করিতেন । কখন শ্লোক ও পদ এবং কখন বা অভঙ্গ, পদচারণা করিবার সময়ে তাঁহার মুখ হইতে বহির্গত হইত । তাঁহার শিষ্যগণ এই সকল লিখিয়া রাখিয়াছিলেন । তিনি কএক খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন । তাঁহার কবিতা অতি প্রাজ্ঞ ও সুমিষ্ট, এবং তাঁহার বর্ণনা শক্তি ও মথেকে ছিল । লোকে আগ্রহের সহিত তাঁহার গ্রন্থ গুলি পাঠ করিত । ভাস্কর্য্য করিবার ক্ষমতাও তাঁহার বিলক্ষণ ছিল । একটা ঘটনা সূত্রে একনাথকে কাশীধামে যাত্রা করিতে হয় । সে ঘটনাটি এই । ভাগবৎ গ্রন্থ খানি যত দূর বহুল প্রচার হওয়া উচিত তাহা হইতেছে না । ইহা বিবেচনা করিয়া একনাথ অতিশয় দুঃখিত হইলেন । লোকে সহজে তাহার মণ্ড অবগত হইতে পারে এই বিবেচনা করিয়া তিনি সরল ভাষায় তাহার টীকা করিতে আরম্ভ করিলেন । এই টীকা একরূপ ভাবে ব্যাখ্যা হইতে লাগিল যে, এক একটা শ্লোক এক একটা অধ্যায়ে পরিণত হইল । এই গ্রন্থের দুইটি অধ্যায় সমাপ্ত হইলে এক জন ব্রাহ্মণ তাহার প্রতিলিপি করিয়া লইলেন, এবং ইহা পাঠ করা তাঁহার দৈনিক

কার্য্য হইল । কিছু কাল পরে, ইনি কাশী ধামে গমন করিলেন, এবং তথায় গঙ্গার তীরস্থ কোন সোপানের উপর বসিয়া এই অধ্যায় দুইটি প্রত্যহ পাঠ করিতে লাগিলেন । সে সকল মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ইহা শ্রবণ করিতেন, তাঁহার ইহার ভাব ও মালিত্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া মোহিত হইতেন । সে সময়ে, কাশীস্থ এক জন মহাবিদ্বান, সম্যাসী ছিলেন । এক জন ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকটে গিয়া ভাগবতের অপূর্ণ ব্যাখ্যা কথ্য শুনাইলেন । স্বামীজি তাহা দৈনিক ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, ব্রাহ্মণ ঠাকুর তাহা আনায়া স্বামীজির হস্তে অর্পণ করিলেন । স্বামীজি তাহা পাঠ করিয়া অতীব আনন্দ লাভ করিলেন । কিন্তু, একটা কারণে তিনি ব্যথিত হইলেন । তিনি বিবেচনা করিলেন যে, সংস্কৃত গ্রন্থ সকল মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় অনুবাদিত হইলে, সকলেই তাহা পাঠ করত শাস্ত্রের মণ্ড অবগত হইবে । সুতরাং, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গণের মর্যাদা হ্রাস হইবে । এই বিষয় আলোচনা করিতে ২ তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে টীকা গঙ্গায় নিক্ষেপ করিতে আজ্ঞা দিলেন, এবং, টীকা কস্তার নাম অবগত হইয়া তিনি একনাথকে আনিবার জন্য তাঁহার কএক জন শিষ্যকে পাঠাইলেন । ইহারা পৈঠলে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে, একনাথ নাথ-মন্দিরে কথা কহিতেছেন । তথায় উপস্থিত হইয়া এক নাথের কথা শুনিতে লাগিলেন । কথা শেষ হইলে পর, তাঁহার স্বামীজীর লিখিত পত্র একনাথকে দিলেন, এবং তাঁহাকে কাশীধামে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন । স্বামীজি একনাথকে তাঁহার প্রণীত ভাগবতের টীকা লইয়া যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন । একনাথ, স্বামীজির আদেশ অগ্রাহ্য করা পরামর্শ-সিদ্ধ বিবেচনা করিলেন না । ভাগবতের টীকার পাঁচ অধ্যায় সঙ্গে লইয়া তিনি কাশীধামে গমন করিলেন । তথায় উপনীত হইয়া একনাথ স্বামীজির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । কিঞ্চিৎ আলাপের পর প্রণীত টীকা

ভাঁহার নিকট হইতে লইয়া পাঠ করিলেন । পরে, একনাথকে স্বামীজী সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, মহারাষ্ট্রীয় ভাসায় ভাগবতের ব্যাখ্যা করা ভাঁহার পক্ষে উচিত হয় নাই । ইহা শুনিয়া একনাথ দীর্ঘ ভাবে বলিলেন যে, এরূপ করাতে ত আরো উদ্ভ্রমই হইয়াছে । ঘাঁহার সাক্ষত 'ভাসায় ব্যাপন্ন নছেন, ভাগবতায়ুত পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন । ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে ? বিশেষতঃ শাস্ত্রে ত এ সম্বন্ধে কোন নিষেধ বাক্য নাই । ইহার পর, একনাথের সহিত স্বামীজির নানা শাস্ত্র সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক হইতে লাগিল । কাশীর পণ্ডিতগণ সে সময়ে উপস্থিত ছিলেন । স্বামীজি তর্ক করিতে ২ রোমাস্থিত হইতেন, কিন্তু, একনাথ অতিদীর্ঘভাবে প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিতেন । এক নাথের বক্তৃতাশক্তি এবং বেনাস্ত ও অন্যান্য শাস্ত্রে পারদর্শিতা দেখিয়া শ্রোতাগণ বিস্ময়ান্বিত হইলেন । ভাঁহার একস্বরে একনাথকে সাধুবাদ দিতে লাগিলেন । স্বামীজি একনাথের কোন ২ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিতে সক্ষম হইলেন না । অগত্যা তিনি একনাথের কাছে পরাভব স্বীকার করিলেন । কাশীধামের প্রধান পণ্ডিতকে পরাভব করাতে একনাথের স্তুতি চারি দিকে পরিব্যাপ্ত হইল । তিনি পণ্ডিতগণের অমুরোধে তথায় কিছুকাল অবস্থিতি করিলেন ।

ক্রমশঃ ।

পৈতৃকত্ব । (Heredity)

ভাদ্র মাসের “ ধর্ম প্রচারক ” “ জন্মান্তর ” প্রবন্ধ পৈতৃকত্বের (Heredity) উল্লেখ আছে । স্থান-ভাব বশতঃ এ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ তখন দিতে পারি নাই । আজকাল পাশ্চাত্য বুদ্ধিতে আমাদের শাস্ত্রের আলোচনা করিলে অনেক কথা আধুনিক গণের নিকট স্পষ্টত এবং সুস্পষ্ট হয় । তাই পাশ্চাত্যগণ-সিদ্ধ

বিষয়ের ভিত্তিতে আমরা “ জন্মান্তরের ” আলোচনা করিয়াছি । কিন্তু সেই সকল সিদ্ধান্তগুলির নিসৃত পর্য়ালোচনা আবশ্যক বোধ হইতেছে । সেই কারণে আমরা প্রথমেই পৈতৃকত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম । বলিয়া রাখি যে ভারিণ, ওয়ালেস এবং বাজমান কৃত এই সকলের অনুসরণে এই প্রবন্ধ লিখিত হইল । ভাঁহাদের সিদ্ধান্ত এবং যুক্তি দ্বারা ইহার কলেবর পরিপুষ্ট এবং সেই সিদ্ধান্ত সকলের অনুগমন করিয়া আমরা সাম্প্রানুমোদিত নূতন সিদ্ধান্তের অবতারণা করিব ।

মাতৃহ এবং পিতৃহ অথবা স্ত্রীহ এবং পুংস্ব মিলাইয়া মনুষ্য সৃষ্টি । মাতৃ অণুরাশিতে পিতৃ বীজ (Sperm) সম্মিলিত হইয়া এত অদৃষ্ট ও অপরূপ উপায়ে জীব সৃষ্টি হয় । সুতরাং অনুমান হয় যে পিতৃমাতৃদোষগুণ পুঞ্জ সঞ্চারিত হওয়া সম্ভব । এবং বহুতর পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে পুত্র পিতার আকাজ, আকারান্তর সামান্য ভাবান্তর মাত্র । যমু তাই নয়, পিতার পাপ পুণ্যের ভাগীও পুত্র । এমন কি একজনের দোষেই বংশ নষ্ট হয় ; শত ২ বংশের পর্যন্ত, বংশ বংশান্তর পর্যন্ত একজন মহাপাপীর পাপ প্রবাহ ছুটিতে থাকে । স্ত্রীহ এবং পুংস্ব কি তাহা পাশ্চাত্য কোন বিজ্ঞান দর্শনের দ্বারা এখনও পরিষ্কৃত হয় নাই । কেবল মাত্র আবেগ পার্থক্যে যে স্ত্রী পুরুষের নির্ধারণ হয় তাহা নহে । কেন না প্রত্যেক জীবই স্ত্রীহ এবং পুংস্ব গুণে । চলিত ভাসায় ঘাঁহারা পুরুষ তাহাদের স্ত্রী-শক্তি সম্বৃত্ত অবস্থায় (Latent form) আছে মাত্র । দেখা গিয়াছে যে অনেক বৃদ্ধা পক্ষী অতি জরীবস্থায় তাহাদের অণ্ডস্থালী পরিত্যাগ করিয়া পুরুষোচিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয় । ইহাকেই “ Secondary sexual character ” বলে । শারীরতত্ত্ববিদগণ ইহার অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা উল্লেখ করিতে পারেন । সুতরাং পরিয়া লওয়া যাউক স্ত্রীহ এবং পুংস্ব দুইটি

বিভিন্ন শক্তি বিশেষ। ইহারা জড় শক্তি নহে—সজ্জান জীব-শক্তি। Protoplasm এবং Germ-plasm এই দুই সজীব কীটাদি সঙ্কে প্রাণী জগতের উৎপত্তি। নিজেই জড় শক্তির সম্মিলনে কোন প্রাণীর উৎপত্তি অসম্ভব। কোন বৈজ্ঞানিকই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। কেন এমন করিয়া—কাহার প্রেরণায় জীবোৎপত্তি হয়, কি উপায়ে, কোন প্রাণীদ্বারা, কি নিয়মে গর্ভস্থ জগৎ সন্মুখ্যাকার ধারণ করে, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। আমাদের মধ্যে একটা কথা প্রচলিত আছে যে পুরুষের বামার্দ্ধ স্ত্রীময়, দক্ষিণার্দ্ধ পুরুষময় এবং উহাই প্রবল ও শক্তিমান। স্ত্রীময়ের দক্ষিণার্দ্ধ স্ত্রীময় এবং প্রবল ও শক্তিমান, এবং বামার্দ্ধ পুরুষময় ও সম্মুখ। পাশ্চাত্য কোন বিজ্ঞান শাস্ত্রে ইহার বিরুদ্ধ কোন কথাই নাই। বরং লুকাস ও ডারবিন দুই জনেই বলিয়াছেন “(In one part of the system the mother is in another the father predominates; certain organs and faculties are derived from the mother, others from the father and in others the parental influence may be equal.)” যে পুত্রের শরীরে এক অংশে পিতার, অপরাংশে মাতার শক্তি প্রবল; কোনও অবয়ব ও মানসিক বৃত্তি মাতার অনুরূপ, অপর সকল পিতার অনুরূপ এবং অন্যান্য অনেক মাতৃ-পিতৃ শক্তি সামঞ্জস্য সম্মুখ। বিশেষতঃ মহাগতি ডারবিন তাহার “Variation of animals and Plants under Domestication” নামক পুস্তকে আমাদের এই প্রচলিত হিন্দুগতই প্রকারান্তরে সমর্থন করিয়াছেন।

বীজগান (Weismann) বলেন যে “in each individual a portion of the Specific substance derived from the parents is not used up in the construction of the body of that individual, but is reserved unchanged for the formation of the germ cells of the succeeding generations.” অর্থাৎ

সমুদ্যতে পিতৃদত্ত উপাদানের একাংশ প্রক্ষুণ্ণিত হয় এবং অপরাংশ সম্পূর্ণ থাকে এবং আগামী বংশ-ধরগণের উৎপত্তি কারণ বীৰ্য্য পুষ্টি করে। এই বিষয়টি বুঝিতে হইলে “Theory of Natural selection” টি বুঝা উচিত। ডারবিন এই থিয়রী প্রথমেই পাশ্চাত্য জগতে ব্যাখ্যা করেন। জীৱজগতেই দেশের জলবায়ু অনুরূপ শরীর করিয়া লয়। যে দেশে শীত অধিক তথাকার জন্তু সকল লোমশ, সেই জন্তুই আবার উষ্ণ প্রদান দেশে লোম শূণ্য; আমাদের দেশের গভীরে গভীরে লোম নাই, মাইবিরীয়ায় পুরাকালে লোমপূর্ণ গভীর পাওয়া গাইত। কিন্তু সমুদ্র মনরী; জলবায়ু-গত পার্থক্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে শীত প্রদান দেশে মানুষকে কিছু লোমশ হইতে হয় না; মনের উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা এই অভাবের পূরণ করিয়া লয় মাত্র। “সংস্কার তত্ত্বের” আলোচনার সময়ে আমরা ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিব। এখন বলিয়া রাখি যে, এই মনঃশক্তি প্রয়োগে সমুদ্যের মন সংস্কারাচ্ছন্ন হয়। জীবজন্তুর নব্য সমুদ্যের শরীরে কোন বিশেষ পার্থক্য হয় না বটে, কিন্তু মনের উন্নতি হয়, সংস্কার গ্রন্থি অঙ্কে পুষ্টে লাগিয়া যায় এবং তজ্জন্য অবয়ব বৈজ্ঞান্য ও কিছু ঘটিয়া থাকে। পিতার মনঃশক্তি ও সংস্কারের পুটুলি Germ-cells বীৰ্য্য কোষের মধ্য দিয়া পুত্রের নকশিত হয়। পরন্তু মাতৃ শক্তির প্রভাবে, অবস্থা বিশেষে পিতার এই মনঃশক্তি ও সংস্কার-গ্রন্থি, বাহ্যকে শাস্ত্র কারেরা “অদৃষ্ট” এবং “অপূর্ব” বলিয়াছেন, পুত্রের কিছু বা পরিষ্কৃষ্ট হয় এবং কিছু বা সম্মোহিত অবস্থায় থাকে। এমন হয় যে পিতৃ বীৰ্য্যে নিহিত পুত্র পিতৃগণের শুণ্ড শক্তি মাতৃরজোমণ্ডিত মাতামহ অনুরূপ শক্তি সংযোগে তাহার আবার ক্ষুদ্রীয়া উঠে। প্রপিতামহ বাহ্য ছিলেন, প্রপৌত্র হঠাৎ তেমনি হইল। পিতার নিজস্ব চাপা রহিল, মাতার নিজস্ব চাপা রহিল।

সম্মত শক্তির সংযোগপ্রভাবে বহুদিনের অপহৃত এক অমূল্য নিধি আবার ফুটিয়া বাহির হইল। কেহ আপনার মত নূতন হইয়া জন্ম গ্রহণ করে না, করিতেও পারে না। সহস্র ২ বৎসরের মাতামহ ও পিতামহ মহা-পুরুষগণ যাহা সঞ্চিত করিয়া জন্মদাতা পিতার সাহায্যে যে উপাদানে আমাকে প্রদত্ত করিয়াছেন আমি তাহাই। পরন্তু আবার বিশ্ব স্থিতি-শক্তি সামঞ্জস্য দিকেই ধাবমান। সকলকে সম্মান করিয়া, সকলকে সংবত করিয়া কি জানি কোন্ পথে, আমাদের চাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সঙ্ঘাতে অনেক শারীর ও মানস দোষ সামলাইয়া উঠে। তন্মধ্যে তিন চারি শতবৎসর পর্য্যন্ত একটা বংশগত দোষ বা গুণ বিশেষকে পরিস্ফুটাবস্থায় থাকিতে দেখা যায়। পারদ-জনিত দোষ সাত পুরুষ পর্য্যন্ত থাকে। কুষ্ঠ, অল্প রোগ, শূল, শীরঃপীড়া, মেহ, অজীর্ণ (Dyspepsia), বুদ্ধি হীনতা, অমনস্কতা ইত্যাদি রোগ সকল এক জনের—পার্বণতা হেতু পারদ ব্যবহার জন্য নানা আকারে পর ২ বংশধরগণে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এক জনের অত্যন্ত মাদক (Alcohol) দ্রব্য ব্যবহার জন্য উন্মত্ততা, শীরঃপীড়া, অল্পশূল, বিষলতা, অতিশয় কামুকতা, গ্রহণী ইত্যাদি রোগ বংশানুক্রমে বিকশিত হইতে থাকে। ইউরোপের প্রধান ২ চিকিৎসালয়ে এই পৈতৃকজন্য রোগাদির বিশেষ অনুসন্ধান হইতেছে। যাহা সহজ, আজন্মগত (congenital) তাহা দুরারোগ্য। গুণপ্রয়োগে উপশম হয় বটে, তবে আরাম হওয়া অসম্ভব। সুতরাং চিকিৎসকে চিকিৎসা করিবার পূর্বে এই বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন যে, রোগ পিতৃ পৈতৃমহ উচ্ছৃঙ্খলতা জন্য পৈতৃকত্ব সঞ্চারিত প্রকৃতিগত রোগ, অথবা অবস্থা বিশেষ জন্য (যথা মহামারী ইত্যাদি সার্বজনিক সংক্রামক) রোগ, কিম্বা রোগীর অনিয়মের ও অত্যাচার জন্য রোগ। যেমন নিজের দোষে অকাল মৃত্যু হয়, তেমনি পূর্বতন পূর্ব পুরুষগণের

মহাপাপেও অকাল মৃত্যু হয়। পূর্ব পুরুষগণ সঙ্গত ও নিয়মানুযায়ী থাকিলে, পুষ্ক বীৰ্য্য ও তেজস্বী হইলে, বংশধরেরা অবশ্যই পুষ্ক ও বীৰ্য্যবান হইবে। বালক বীৰ্য্যবান, তেজস্বী, নিষ্কলঙ্ক নির্মল দেহ হইলে এবং নিজে শাস্ত্রানুসারিত নিয়মে থাকিলে, দেশীয় অন্য কোন উৎপাত না হইলে, তাহার অকাল মৃত্যু কখনই হইবে না। রাজার পাপে মহামারী ইত্যাদি সংক্রামক রোগ হয়, পিতৃ পিতামহের পাপে শিশু রুগ্ন, ক্ষতবিশিষ্ট, অল্প বীৰ্য্য, অল্প ভোগী হয়, এবং নিজের পাপে অত্যাচারী হইয়া যৌবনেই মৃত্যু মুখে পতিত হয়, অথবা চির-রোগী হয়। এই প্রসঙ্গে রামায়ণের সেই পঙ্ক হীন ব্রাহ্মণের গল্প স্মরণে পড়ে। ব্রাহ্মণ নিজে বুঝিয়াছিল যে, তাহার অথবা ব্রাহ্মণীর বীৰ্য্যগত কোন দোষ জন্য সন্দোজাত শিশু সকলের মৃত্যু হইতেছে না, তাহারা দুই জনেই নিষ্পাপ এবং ক্রিয়াগুণে ইহাও বুঝিয়াছিল যে, পৈতামহ কোন দোষই তাহাদের কাহারও শরীরে নাই। তাহারা পবিত্র বংশের পুণ্যবান জীব-যুগল। কায়েই বলিতে হইবে দোষ রাজার। রাজার ব্যবস্থাগুণে দেশের জল বায়ু পবিত্র থাকে। তিনি মাগ যজ্ঞাদি করিয়া সমগ্র রাষ্ট্রের বায়ু নির্মল রাখিবেন, সংক্রামক রোগের কীটগু (Bacilli) সকল মরিয়া যাইবে। স্বাস্থ্য, সবল কায় নিষ্পাপ মনুষ্য হঠাৎ মরিতে আরম্ভ করিলে বুঝিতে হইবে বায়ু দূষিত হইয়াছে, Sanitary Department বে-বন্দোবস্ত হইয়া পড়িয়াছে। ব্রাহ্মণ তাই বুঝিয়া রামচন্দ্রের দ্বারা আসিয়া অভিযোগ করিয়াছিল।

কেবল শরীরের উপরই পৈতৃকত্বের ক্রিয়া হয় না।

“Within certain limits the thief steals as the duckling swims, by instinct; the murderer resorts to violence, as naturally as a cat hunts a mouse; — virtue is inherited like land or money.”
ডার্বিন বলেন যে হংসশাবক যেমন স্বভাবতঃই জলে

সম্ভরণ দিয়া থাকে তেমনি চোরেও অনেকটা প্রকৃতির তাড়নায় চুরি করিয়া থাকে, যেমন মার্জ্জারে স্বভাব সিদ্ধ বুদ্ধিতে মূখিক স্বীকার করিয়া থাকে তেমনিস্বতঃস্বেচ্ছা নর-হন্তা জোর জবরদস্তি অত্যাচারের প্রতি দানিত হয়; জমি জমা অর্থাৎ ঐশ্বর্যের ন্যায় সংপ্রকৃতি সাধুতা এবং পবিত্রতাও পিতৃদত্ত । পিতৃ পিতামহ ও মাতামহাদির সঞ্চিত দোষ গুণের যেমন অধিকারী তেমনি স্ববুদ্ধি ও কুবুদ্ধির আমরা অধিকারী । তবে কথা এই যে “peculiarities of body or mind when they are not transmitted directly become transformed in passing from one generation to another. +++ what the parent transmits is not his insanity, but a constitutional defect which may manifest itself under different forms.” অর্থাৎ শারীর ও মানসিক দোষ ও গুণ বিশেষ যখন সম্যক প্রকটাবস্থায় বংশান্তরে সঞ্চারিত না হয়, তখন তাহারা আকারান্তর প্রাপ্ত হয় । উন্মাদ প্রস্তু পিতার পুত্র যে পাগলই হইবে এমন কোন কথা নয়, তবে পিতার উন্মত্ততা পুত্রে সঞ্চারিত হইয়া, আকারান্তর প্রাপ্ত হয় এবং স্বাস্থ্যগত দোষ রাখিয়া যায় । পৈতৃকত্বের এই আকারান্তর প্রাপ্তির (metamorphosis of Heredity) অনেক দৃষ্টান্ত আছে । ইউরোপীয় দৃষ্টান্ত না দিয়া আমাদের এই বাঙ্গালাদেশের দুইটি দৃষ্টান্ত দিব ।

নাম করিব না কোন বাঙ্গালী বাবু বিলাত গিয়া পুরা সাহেব মাজিয়া, সাহেবী ভাব ভঙ্গি চাল চলনে সম্যক দীক্ষিত হইয়া এবং একটি মেম বিবাহ করিয়া এ দেশে আসিয়াছিলেন । বাবু ব্যবহারে সাহেব মাজিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিমির বিড়ম্বনা চামড়ার ধোঁয়াটা চাঁচিয়া ছুলিয়া উঠাইতে পারেন নাই; তাহার অর্দ্ধাঙ্গ ভাগিনী গোঁরী, বিড়ালাক্ষী, কটাকেশী এবং ইংরাজী চক্ষে হুন্দরী ছিলেন ! বাবু দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার পুত্র কন্যা অনেক গুলি । পুত্র কয়টি,

পিতার অন্তর্করণে অয়্যাকান্তিকে নিন্দা করিয়া কৃষ্ণ প্রভায় গৌরবাস্তিত হইয়াছেন, তবে বিদ্যায় বুদ্ধিতে পিতার যোগ্যপুত্র এবং ভাব ভঙ্গিতে পিতা অপেক্ষা অধিকতর সাহেব । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে কন্যা কয়টি, বিশেষতঃ একটি (যাঁহাকে আমরা জানি) আকার প্রকারে, শরীর দোষ্ঠবে পুরা বিমি হইলেও প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ বাঙ্গালিনী । যেমন বাঙ্গালীর গৃহ লক্ষ্মী দেবদ্বিজে ভক্তি-মতি, আচারবর্তী এবং সদাই ত্রিভাবনত-মুখী তেমনি ইনি ব্যারিক্টার পত্নী হইলেও হিন্দুকুলাচার পক্ষপাতিণী, বাঙ্গালী বসন ভূষণ অনু-রাগিনী, সদাই লজ্জাবনত মুখী, ভক্তিমতী, আচারবর্তী এবং পবিত্রা । তাঁহাকে দেখিলেই মনে হয় কোন হিন্দু কুলাসনা মৃত সজীবনী মর্ত্যবলে বিলাতী বিবির শরীরে প্রবেশ করিয়া বাস করিতেছেন । এখানে বাঙ্গালী পিতার সম্মুখ হিন্দু কন্যায় সঞ্চারিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র ।

অপর দৃষ্টান্তঃ—একটি বাঙ্গালী বাবুর ক্রিম পুত্র আছে । জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ স্ববুদ্ধি, শাস্ত ও স্বরূপ, মধ্যমটি উন্মত্ত, পক্ষাবাত প্রাপ্ত ও কদাকার । আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি যে, বাবু যখন মদে চূর ছিলেন তখন ব্রতপরায়ণা, উপোষিতা পত্নীতে জবরদস্তি অভিগমন করিয়া এই মধ্যম পুত্রটি জগতে আনিয়াছেন । আমাদের জানিত এমনতর অনেক গুলি আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত আমরা উল্লেখ করিতে পারি । সকলে একটু অমুসন্ধান করিলেই এই প্রকার অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা জানিতে পারেন । ঘরে, বাহিরে, পাড়ায় ২ পৈতৃকত্বের দৃষ্টান্ত আছে । এই সকল পাড়িয়া ও ইহার অলোচনা করিয়া মনে হয় যে, দূরদর্শী ধীনান অর্জুন পৃথ্বীভূমি কুরুক্ষেত্রে ভগবানের সম্মুখে যুদ্ধের বিপক্ষে বর্ণ সঙ্কর উৎপত্তির আশঙ্কা রূপ যুক্তি যুক্ত আপত্তি মত যুক্তিই নিবেদন করিয়াছিলেন ।

পিতৃ দোষগুণ সঞ্চারণেরও একটা সীমা আছে,

কেন না " Always striving after perfection, or rather uniformity of type, Nature either purifies a race of its physical and moral defects, or, if the type be too vicious, exterminates it. " প্রকৃতি রাজ্যের নিয়ম এই যে, সর্ব সামঞ্জস্য করা, দোষের হ্রাস করা। যেখানে সামঞ্জস্য হয় না, দোষ সংবরণ করা অসম্ভব, তথায় বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সংসারে অনেক পাপের বংশ লোপ পাঁছরাছে। পুণ্যের পথে না চলিলে তিন পুরুষ টিকা'ভার। রোগী পিতা রুগ্না মাতা হইলে, হয় মাতা বক্ষা হইবেন, নয় কীনজীবী ছই একটি পুত্র জন্মিয়া শৈশবেই মরিয়া যাইবে। আর যদি পিতা রোগী হন, মাতা সবলা ও পবিত্রা হয়েন তাহা হইবে মাতৃগুণে পুত্র পিতার দোষ সামলাইয়া যাইবে। শুষ্ক শারীরিক রোগ দেখিলে হইবে না, বীৰ্য্যগত ও মানসিক রোগই মহাপকার সাধক। শারীর দোষ পতীর প্রভাবে এবং অবস্থার ও দেশের গুণে ধীরে ২ নির্মলীকৃত হইয়া যায়। কিন্তু পিতৃ বীৰ্য্যগত ও মানসিক রোগ ধরা পড়া কঠিন এবং উহাদের ফল ও বিষময়। বংশ পরম্পরায় মহাপাপের ফল মনের বিকৃতি, সেই বিকৃতি জন্য বংশলোপ নিশ্চিত, এবং মহাভুৎখের নিদানভূত কারণ তাহাই। সেই জন্যই আগাদের শাস্ত্রে বিবাহে বর কন্যার বিচার এতই অধিক, গর্ভদানের এত আঁটা আঁটি ও ভাৰ্য্যাকে পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত উপায় বলিয়া থাকে। নরলোক প্রসমাজের প্রতি দৃষ্টি করিলে, বিবাহকে হিন্দুর চক্ষে দেখাই সঙ্গত। আমার পাপপুণ্যের বোঝা কেবল আমিই বহিব না, আমার প্রিয়তম পুত্রকেও সেই ভার দিয়া যাইব। অন্য কেহ ভাগ্য-লেখক আছে কি না জানি না। পিতা ও মাতাই পুত্রের বিধাতা তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। আগাদের কার্যের জন্য আমরা যেমন আগামী বংশ ধরগণের নিকট দায়ী তেমনি পূর্ব পুরুষগণের সমক্ষেও

দায়ী। তাঁহারা যাহা দিয়াছেন তাহার হিসাব বুঝাইয়া দিতে হইবে, এবং পরবর্তীগণকেও তেমনি নিকাম দিতে হইবে। আমরা অনন্ত শৃঙ্খলগালার একটি শৃঙ্খল মাত্র—আমাদের দায়িত্ব অতিশয়। কিন্তু সকলের মনে রোধ কি আছে? যদি তাহা থাকিত তবে দেশের রাজন্য-বর্গ নিঃসন্তান হইত না, অজ্ঞারীয়া হীন-মান্তিক, বাক্য-সর্বশ্ব মনুষ্যধমে দেশ পরিপূর্ণ হইত না, এত শৈশব মৃত্যু হইত না, এমন অত্যাচার ব্যভিচার থাকিত না, এত ভ্রাতৃবিরোধ, হিংসা, কলহ, মিথ্যাকথা, প্রবঞ্চনা পাওয়া যাইত না। কি জানি ভবিষ্যতের গর্ভে আর কত দুর্দশা সঞ্চিত আছে, তবে আমরা পাপের প্রবাহে আমরা ভাসিতে থাকিলে হিন্দু নাম আর অধিক দিন জগতে প্রচারিত থাকিবে না। ভগবান যে দুদিন হইতে রক্ষা করুন।

শ্রীকৃষ্ণ-সংকথামৃত ।

পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয়ের প্রতিষ্ঠিত "কাশী-যোগাশ্রমের" পরিব্রাজক শোভা গোমধ্য অবলোকন করিয়া বিশেষতঃ ভক্ত বংশলা মা যোগেশ্বরীর দিব্য জাগ্রত জলন্ত মূর্তি দর্শন করিয়া হিন্দু যাত্রেরই হৃদয় পরিচুপ্ত হইয়া থাকে। স্বামীজী এখন কাশীতে অবস্থিত করেন, তখন ধর্ম পীপাসু অনেক শ্রী পুরুষ তাঁহার নিকট আসিয়া অনেক উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহার সেই সকল সারগর্ভ উপদেশ-রাশির সারাংশ দেশ বিদেশীয় শুশ্রূষ বর্গ শুনিতেন। নিতান্তই আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাই আমরা "শ্রীকৃষ্ণ-সংকথামৃত" শীর্ষক প্রবন্ধে, ধর্ম প্রচারকের, সম্ভবতঃ এতি সংখ্যাতেই অজ্ঞাধিক পরিমাণে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

বিলসি ও বৈরাগ্য।

এক দিন যোগাশ্রমে সমাগত ভক্ত মণ্ডলীর মধ্যে জনৈক ব্যক্তি পরিব্রাজক মহাশয়কে বলিলেন, স্বামীজী।

আপনার যোগাশ্রমের শোভা, সজ্জা, সৌন্দর্য্য দেখিয়া কেহ ২ বলে যে, বৈরাগ্যের লীলাভূমি সম্মাগীর আশ্রমে এত সাজ সজ্জা কেন ? বেশ, বিন্যাস, সাজ-সমাজ তো ভোগী দিগেরই বিলাস সম্প্রতি, সম্মাগীর আশ্রমে এ সকল ভাল দেখায় না। ইহা শুনিয়া স্বামীজী ঈশদ্বন্দ্ব করিয়া বলিলেন, ভাবুক সাধক না হইলে আশি কবি ত্রস্তার ভাব রসে ডুবিতে না শিখিলে মাত্মের রূপাসিকুর স্তম্ভা বিন্দু পানের অধিকারী না হইলে বিলাস ও বৈরাগ্যের প্রকৃত চিত্র পরিস্ফুট দেখা যায় না। অন্যে না বুঝিয়া আমাকে অকথা কুখা বলে বলুক, তোমাদিগকে বিলাস ও বৈরাগ্যের গুহাতত্ত্ব বুঝাইয়া দিই। শ্রোতৃবর্গ উৎকর্ষ হইয়া শুনিত লাগিলেন।—

শোভা, সাজ, সজ্জা, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্যাদি ভগবানের অন্তরঙ্গিণী শক্তির বিকাশ। ভগবান্ স্বয়ং পরম স্তম্ভর, সৌন্দর্য্যের পরাকর্ষী তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছে। যেখানে তিনি, সেইখানেই ভাব, সেইখানেই শোভা, সেইখানেই বিকাশ, সেইখানেই সৌন্দর্য্য, সেইখানেই রস-মাধুর্য্য, সেইখানেই আনন্দের ছটা স্থির সৌন্দামিনীর ন্যায় হাঁসিয়া হাঁসিয়া সকলকে আনন্দিত করে। যে তাঁহাকে দেখিতে চায় বা যায়, সেই তাঁহার সৌন্দর্য্য শোভায় সেই তাঁহার মাধুর্য্য-প্রভায় বিমোহিত হইয়া আনন্দে নাচিয়া উঠে, প্রেমে বিভোর হইয়া পড়ে। যে তাঁহার সমাচার পাইল সেই তাঁহাতে মজিল, যে তাঁহাকে ভাবিল, সেই বিলাস ছুলিল, যে তাঁহাতে মাতিল সেই বৈরাগ্য ধরিল, যে তাঁহাকে দেখিল সেই বৈরাগ্য-শৈল-নিঃসৃত প্রেম নিরঞ্জনীর স্পীতল জলে ডুবিয়া গেল, আর ভাসিল না। যে ভাসিল সে ডুবিল না, যে ডুবিল সে উঠিল না।

ভগবান্ শোভা ও সৌন্দর্য্য স্বরূপ। তবে শোভা ও সৌন্দর্য্য মন্দ কে বলিল? কে বলিল শোভা সাজ ও

সৌন্দর্য্য বৈরাগ্যের বিরোধী, ? কে বলিল শোভা ও সৌন্দর্য্য বিলাসের সামগ্রী ? স্বর্গের বর্ণনা পাঠ কর, দেখিবে স্বর্গ শোভা ও সৌন্দর্য্যের ভরা, দেবতার ধ্যান পাঠ কর, দেখিবে তাঁহাদের স্ত্রী অঙ্গে শোভা ও সৌন্দর্য্য ধরে না। যখন মা অম্বপূর্ণার স্তবে পড়িবে—

“ কেয়ুর হার মণি কঙ্কণ কর্ণপুর,

কাঞ্চী কলাপ মণিকান্তি লসদুকুলে

দুগ্ধাম্পূর্ণ বর কাঞ্চন মর্নি হস্তে

ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজা ক্ষুধিতায় মহাম্ ॥ ”

তখন কেমন করিয়া ভক্ত হৃদয় বলিবে—মা আমার বিলাস বেশ ধারিণী ! যখন বৈরাগ্যের বিশাল মূর্ত্তি জটা কলাপ মণ্ডিত ভ্রমর ভূষিত শিবের তাণ্ডব স্তব পাঠ করিবে—

“ অধর্ম্ম সর্ব্ব মঙ্গল কলা কদম্ব মঞ্জরী

রস প্রবাহ মাধুরী বিজ্জ্বল্য মাধুর্য্যতম্ ।

স্মরাস্তকং পুরাস্তকং ভবাস্তকং মথাস্তকম্

গজাস্তকাস্তকং তমাস্তকাস্তকং ভজে । ”

তখন কোন্ সাহসে বলিবে, যোগীন্দ্র জগদগুরু বিলাস বিভ্রমে পড়িয়াছেন ? যখন শব্দ চক্র গদা কমল ধারী বৈকুণ্ঠ পতিকের রত্ন বোদিকায় কীরিট, কুণ্ডল, মালা, চন্দন চর্চিত দিব্য অঙ্গে পীত পটুবাতে স্নো-ভিত দেখিতে পাও, তখন কোন্ বুদ্ধিতে বলিবে বৈকুণ্ঠ বিহারী বিলাস বেদীতে বিশ্রাম করিতেছেন ; যখন নারায়ণ স্তব কালে—

“ ঘন নীরদ সঙ্কশ কৃত কলিকল্মষনাশ ।

যমুনা তীর বিহার ধৃত কৌস্তভ মণিহার

পীতাম্বর পরিধান সুর কল্যাণ-নিধান ॥

নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে ॥ ”

পাঠ করিবে, তখন কি সাধক বলিতে পারিবে, যে নারায়ণ সাজ সজ্জা করিয়া বিলাস বেশ ধারণ করিয়াছেন ? যে দিকে দেবভাব দেখিলে, সেই দিকেই সৌন্দর্য্য—সেই দিকেই মুনীজন মনোভোভা দিব্য

শোভা-প্রভা প্রতিভা বিতরণ করিতেছে । যেখানে দেব ধাম, সেইখানেই তো পবিত্র সজ্জাতে শূঙ্গার হইয়া থাকে । বৃন্দাবনের মন্দিরে ২ দর্শন কর, কাশীর প্রতি দেবালয়ে গমন কর, দেখিবে শোভা সৌন্দর্যের মেলা বসিয়াছে । যে সৌন্দর্য্য বুঝে না, সেই বিলাসী, যে প্রকৃত সৌন্দর্য্য বুঝিয়াছে, যে সৌন্দর্য্যের সাগরে ডুবিয়াছে সেই মজিয়াছে সেই বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়াছে । যে সৌন্দর্য্যের উজ্জ্বল নির্ম্মল জলে অবগাহন করিয়াছে, সেই গা ঝাড়িয়া মনের ময়লা ধুইয়া নির্ম্মল হৃন্দর হইয়া সম্যাসী মাজিয়াছে । যার সৌন্দর্য্য বোধ নাই সে মলিন সংসার ছাড়িয়া সম্যাসী হইবে কেন ! সম্যাসী যত হৃন্দর ভাল বাসেন এত আর কেহ বাসেনা । হৃন্দরের অনুরাগী বলিয়াই সম্যাসী ময়লা মাটি মাথা ছার সংসারের সাজ ছাড়িয়া বার বারে দিগম্বর পরিধান করেন, হৃন্দরকে ভাল বাসেন বলিয়াই সম্যাসী সাজা গোজা ধোবার বোঝা ফেলিয়া বিরজার পাঁরে বিলাস-ভবন রচনা করিয়া থাকেন, সম্যাসী হৃন্দর দেখিতে ও হৃন্দর হইতে ভাল বাসেন বলিয়াই মৃত্ত পুরীষ, ক্রৈদ, রস রক্ত স্বেদ, মাংসমজ্জামেধ যুক্ত নশ্বর দেহ ভেদ করিয়া মুক্তি মার্গে চিদাকাশে স্বতন্ত্র নিবাসে আত্মজ্ঞানাত্ম্যাসে নিরত থাকেন । বিষয় বিরাগীর মত-শুদ্ধ সম্যাসীর মত “ শোখিন ” (সৌন্দর্য্য প্রিয়) আর নাই । ইহুনে যত পরিমাণে রস থাকে, তাহা জ্বালিলে তাহা হইতে ততপরিমাণে ধূম নির্গত হয়, ঐ ধূম চক্ষে লাগিলে চক্ষু জ্বলে ও জল পড়ে । এই রূপ সৌন্দর্য্য যদি বিশুদ্ধ না হয়, অথবা সৌন্দর্য্য প্রকাশের আধারে যত পরিমাণে মলিন উপাদান থাকিবে, ধূমের ন্যায় ঐ মলিনাংশ জীবের সম্মুখে মলিন বিলাস বুদ্ধির উদ্রেক করিবে এবং ভাবী ছংগের সূচনা সঞ্চার করিয়া দিবে । আর বিশুদ্ধ উপাদান হইতে “ সূর্য্য কোটি প্রতীকাশং চন্দ্রকেটু শীতলম্ ” দীপ্তির ন্যায় বৈরাগ্য জ্বলন্ত তেজে উদ্ভাসিত হইতে থাকে । সৌন্দর্য্য বুদ্ধিই

সম্যাসী হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদ্দীপনা করিয়া দেয় ।

শ্রেম—ভাল বাসা জীব প্রবাহের মূল উপাদান ।

এই ভাল বাসাই জীবকে ভোগ বিলাসে অনুরক্ত করে, এই ভাল বাসাই জীবকে সংসার ত্যাগী বিষয় বিরাগী অনুরাগী ভক্ত করে । শ্রেম তরঙ্গিনীর আঘাটায় পড়িলে মানব বিলাসাবর্তে ডুবিয়া মারা যায়, আবার অনুরাগের বাঁধা ঘাটে নামিয়া নাহিলে বৈরাগ্যের শীতল জল প্রবাহে ত্রিতাপতপ্ত হৃদয়ে শান্তি লাভ করে । বৈরাগ্য ভাল বাসার হৃদয় রস এবং বিলাস “ ভাল বাসার ” শিটী । স্বচর ব্যক্তি গণ ভাল বাসার—সৌন্দর্য্যানুরাগ রূপ কল্পতরুর শীতল ছায়ায় বসিয়া বৈরাগ্যের বাতাস ভোগ করেন, আর বিষয় বিমূঢ় মানবগণ সেই ভাল বাসার তরুতলে বিলাস বিভ্রম রূপ পিপীলিকার দংশনে জ্বালায়তন হয় । শোভা সৌন্দর্য্যের তো দোষ নাই—অনধিকারী জীবের হৃদয়েই সকল দোষের আকর । ঐযথ সমস্তই উপকারী বটে, কিন্তু অযথারীতিতে প্রযুক্ত হইলে তাহা অপকারী বলিয়া বোধ হয় । বস্তুতঃ শ্রেম—ভাল বাসা—আসক্তি—অনুরাগ পদার্থটী ভাল, কিন্তু অযথা স্থানে—অযোগ্য পাঞ্জে—অনধিকারে ব্যবহৃত হইলে কুফল প্রসব করে । তুমি গুরুকে ভাল বাসো, শাস্ত্র ভাল বাসো, বিদ্যা, জ্ঞান, সংকর্ম্ম ভাল বাসো, না অন্নপূর্ণাকে ভাল বাসো, শ্রীরাধাকৃষ্ণাদিকে ভাল বাসো—ভাল বাসা এখানে সফল প্রদান করিবে । আর তুমি মদ খাইতে, বেশালায় যাইতে, অন্যের ধন লইতে, সাধু নিন্দা করিতে বা অপথে কুপথে চলিতে ভাল বাসো, ভাল বাসা তোমাকে কুফল দান করিবে । অতএব ভাল বাসা বা অনুরাগের দোষ নাই, দোষ লোকের ভাল বাসা প্রয়োগের । রূপ ভাল বাসিতে ইচ্ছা হয়, ভাল বাসো—প্রাণ ভরিয়া সাধ মিটাইয়া ভাল বাসো । স্বরূপকে ভাল বাসো—কুরূপকে ভাল বাসিও না । যেমন ঝিকীমিকী বেলায় ! সিন্দুরে মেঘের আভা

দাঁড়াইলে শ্যামবর্ণ মুখও একটু উজ্জ্বল দেখায়, সেই রূপ যে রূপ দেখিলে—যে রূপের দিকে মন প্রাণ ঢালিয়া দিলে নয়ন প্রাণ মন শীতল হয়—আমি কু হইয়াও যে রূপ দেখিলে আমি স্ত হইয়া দাঁড়াই, তাহাই স্ত-রূপ, আর যাহা দেখিলে আমি স্ত থাকিলেও কু হইয়া দাঁড়াই, অথবা যাহা দেখিলে কু আমি আরও অধিক কু হইয়া দাঁড়াই, তাহাকে লোকে স্ত রূপ বলিলেও আমি তাহাকে কুরূপ বলি। যাহাতে হাত দিলে আমার হাত মলিন হইয়া যায়, তাহা যে স্বতঃ মলিন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি রূপ দেখিতে ইচ্ছা হয়, তবে মা অম্লপূর্ণার রূপ দেখ, শ্রীরাধা-কৃষ্ণের রূপ দেখ, শ্রীরাম-জানকীর রূপ দেখ। পরিভ্রাজকের সঙ্গীতে আছে, “এই রূপ মাগরে ডুবিলে পরে, মিটে “নাম রূপের” ঢেউ আপনি”। নায়িকা বুদ্ধিতে যুবতীর রূপে, মমতা বুদ্ধিতে পুত্র কন্যার রূপে মুগ্ধ হইওনা, তাহাতে তোমার মন মলিন হইয়া যাইবে, এই জন্য এসকল রূপ কুরূপ—আর ভগবানের রূপই “স্বরূপ”। যাহাকে ভাল বাসিলে আর কাহাকেও ভাল বাসিতে ইচ্ছা হয় না, তাহাকে ভাল বাসো। তাহাকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিলেই সংসারে “বৈরাগ্য” বুদ্ধির উদয় হয়। অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত জানিও যে, বিষয়ে ভাল বাসার নাম “বিলাস” ও ভগবানে ভাল বাসার নামই “বৈরাগ্য”। ভাল বাসার মলিনাংশের নাম বিলাস ও বিশুদ্ধাংশের নামই বৈরাগ্য। লোক দেখানো সাজ সজ্জা ত্যাগের নাম বৈরাগ্য নহে।

সাজ শোভা ভোগীরও আছে, সাজ শোভা সম্যস্ত যোগীরও আছে। অলঙ্কারাদি পরা যেমন ভোগীর সাজ, অলঙ্কারাদি না পরাই তেমনি বিরাগীর সাজ, অলঙ্কার না পরিলে যেমন ভোগীকে ভাল দেখায় না, অলঙ্কার পড়িলে তেমনি বিরাগীকে মানায় না। যে অঙ্গুলির নাম নাই, তাহাকে অনামিকা বলে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে “অনামিকাই” তাহার

নাম। তেমনি সাজ-শোভা না থাকাই বিরাগীর সাজ ও শোভা। তৈল কঙ্কলাদি যেমন ভোগীর শোভা, ভস্ম বিলেপনাদি তেমনি সম্যঙ্গীর শোভা। যাহাতে যাহা মানায়, যাহাতে বাহার কাজ হয়, তাহাই তাহার সাজ। সাজ নাই, এমন কেহই নাই। এমন বুঝিলেতো সাজ থাকিলেই বিলাসী হয় না। যে সাজে বিলাস বুদ্ধির উদয় হয় তাহা ত্যাগ করিবে, যে সাজে বৈরাগ্য বুদ্ধির উদয় হয় তাহা ধারণ করিবে। এক্ষণে যোগেশ্বরের সাজ শোভার বিচার কর। ইহার অধিশ্রী না, যোগেশ্বরী, নানা রজ্জাভরণ ভূষিতা। তোমার অলঙ্কৃত মেয়েটাকে দেখিলে যে শ্রেণীর ভাল বাসার উদয় হয়, এই হৃদয়ঙ্গতা মাকে দর্শন করিলে যে শ্রেণীর ভালবাসার উদয় হয় না; এ রূপ দেখিলে সংসারে অনাসক্তি ও বিরক্তি এবং ভাগবতী ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। এ সাজ সাজাইতে—এ সাজ দর্শন করিতে কোন্ ভক্ত কোন্ তপস্বী না ইচ্ছা করেন? এ সাজ কি বিলাস বুদ্ধি প্রণোদিত? আশ্রমের প্রত্যেক ঘরে দেব লীলা, যাগ যজ্ঞ, সাধু তপস্বী, ভক্তোদ্ধারাদির বিচিত্র চিত্রাবলি আছে। বাবুদের বৈঠক থানায় যে বাইজীর, মেম সাহেবের, বা কুকুর বিড়ালদির ছবি থাকে, এতাবৎ তাহা নহে। ইহার একএক খানি চিত্র মহাভারত, রামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবৎ, বৃহদারণ্যক উপনিষদ, পুরাণ, তন্ত্র ও বেদ মন্ত্রের প্রতিলিপি মাত্র। ভাগবতাদির অধ্যায় ২ পাঠ করিয়া যে উপকার হয়, সময় বিশেষে যোগেশ্বরের এক ২ খানি চিত্র নিরীক্ষণ করিলে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে জ্ঞান, ভাবের উচ্ছ্বাস উঠিয়া থাকে। কবির কবিতা ও চিত্রকরের চিত্র পট একই জিনিষ। কবি শব্দের দ্বারা চিত্রকর রূপের দ্বারা ভাবের বিকাশ ও বিন্যাস করিয়া থাকেন। যোগেশ্বরে বসিয়া রলিতে পারি, প্রভো! যে দিকে ফিরাই আঁখি, সেই দিকে তোমাকে দেখি।” অনেক দিন সাধনা করিয়া মানব যে ভাব প্রাপ্ত হন

নাই, এখানকার এক ২ খানি চিত্র দর্শনে এবং তাহার
 এনিখানে তাহা লাভ হইয়া থাকে। কত ২ সাধক এতা-
 বতের এক ২ খানি চিত্র দর্শন করিতে ২ গলদশ্রম নয়নে
 ভগবান্কে স্মরণ করিয়াছেন। দেখিয়া লও, যোগাশ্রমের
 প্রতি পদার্থই ভগনস্তাবোদ্দীপক কি না। সম্যাসীরা
 বড় কবি, বড় সুরসিক, তাই 'সম্যাসীর' হৃদয়েই দেব
 লীলার অভিনয় হইয়া থাকে। মা আমার আনন্দময়ী,
 মা আমার যোগাজন-বিনোদ বালা, ভাবময়ী মা ভাবের
 ভরসে আপনার দিকে জীবকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন।
 যে ভাবের উচ্ছ্বাসে তাঁহার দিকে জীবের গতি হয়,
 তাহাই বৈরাগ্য, আর বাহার আবেগে জীব তাঁহাকে
 ভুলিয়া যায় তাহাই বিলাস। যোগাশ্রমের পবিত্র
 শোভা বিলাস বর্জিত নহে, এ শোভা ভক্তি মিশ্রিত
 জ্ঞান বৈরাগ্যেরই সহবাসিনী। যে সকল চিহ্ন ভক্তি,
 জ্ঞান, বৈরাগ্যের উদ্দীপক, সে সকল চিহ্নকে সম্যাসী
 গণ আদর করিয়া থাকেন। এখানে যোগ বাশিষ্ঠের
 উগ্র বৈরাগ্য বা ঔদাস্য দেখিতে পাইবে না, গীতার
 প্রেম মাথা বৈরাগ্য মা যোগেশ্বরীর চারু চরণ আশ্রয়
 করিয়া রহিয়াছে। বাহা অধোগতির অনুকূল ও ভগব-
 দর্শনের বাধক, তাহাই "বিলাস" এবং বাহা সংসার-
 সক্তির প্রতিকূল ও ভগবদর্শনের সাধক তাহাই বৈরাগ্য।
 যেখানে প্রেম নাই সেখানে বৈরাগ্য নাই, যেখানে
 ভগবদ্ভাব বিলাস আছে সেখানেই বৈরাগ্য বিদ্যমান।
 বৈরাগ্য মরু ভূমির উত্তপ্ত বালুকাস্তপ নহে—উহা
 ভগবৎ প্রেম সিদ্ধি মধ্যে ভগবীর স্রষ্টা কুপ বলিয়া
 জানিবে। যেমন দ্রুতপদ ছানা বড়া খাইতে ভাল
 লাগে না, উহা রসে ডুবানো হইলেই ভাল লাগে, সেই
 রূপ বৈরাগ্য কেবল ঔদাস্য ও ত্যাগ মূলক হইলেই
 ভাল হয় না, উহা ভগবৎ প্রেম রসে ডুবু হওয়া চাই।
 সংসারে বৈরাগ্য চাই, কিন্তু ভগবানে অনুরাগ চাই।
 সংসারে অনুরাগের নাম "বিলাস" এবং ভগবানে
 অনুরাগের নাম "বৈরাগ্য"।

তিনি ভগবদ্ রস বিলাসী হইয়া থাকেন। তখনই বিলাস
 ও বৈরাগ্যে বদল মিটিয়া যায়। অন্য এইখানেই
 বিশ্রাম।

আমরা পরম আশ্বাসের সহিত প্রকাশ করিতেছি
 যে, দিনাজপুরের পরম ভক্ত হিন্দু ও সাত্বিক দানশীল
 শ্রীযুক্ত মহারাজা গিরিজা নাথ রায় বাহাদুর কলিকাতার
 মুদ্রাসিক কবিরাজ শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র কবিরাজ মহা-
 শয়ের চরক ও অশ্রুতের প্রচার কার্যে মগন ২০০ টই
 শত টাকা সাহায্য প্রদান করিয়াছেন এবং তাঁহার
 পুস্তকাবলীর প্রত্যেক এক কাপি গ্রহণ করিয়াছেন।
 হিন্দু হইয়া যাহারা লুপ্তপ্রায় হিন্দু শাস্ত্রাদি উদ্ধার
 করিয়া একপ মুক্ত হস্ত হন, তাঁহাদের প্রশংসা আমরা
 শত শ্রেণে করিতে পারি না।

ধর্মোৎসব।

অয়াগ।

১। বিগত ২৫ ও ২৬এ মাঘ শনি ও রবিবার দুই
 দিন ধরিয়া এলাহাবাদ কর্ণেলগঞ্জ হরি সভার বার্ষিক
 উৎসব হইয়া গেল। উৎসবে শ্রীমম্বারায়ণের পূজা,
 দক্ষিণে দিককে দান, শ্রীমন্তাগবদ্ ব্যাখ্যা, হরি সংকীর্তন
 হইয়াছিল। পরিভ্রাজক শ্রী শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজী ও
 নিতান্ত অগ্ররুদ্ধ হইয়া তথায় গিয়াছিলেন। তিনি দুই
 দিন অললিত হিন্দী ভাষায় ধর্ম ও উপাসনা তত্ত্ব বিম-
 য়িণী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। শ্রোতৃমাত্রেই আনন্দ
 পূর্বক এই কথাই বলিতে লাগিলেন যে এলাহাবাদে
 একপ ধর্মার্থ যুক্ত সারগর্ভ ও স্রমধুর বক্তৃতা তাঁহারা
 আর কখনও শুনে নাই। এই বক্তৃতায় হিন্দুস্থানী
 বর্ণের অতিশয় উৎসাহ ও উদ্যম বাড়িয়াছে।

কানপুর।

২। ২৫ ও ২৬এ মাঘ কানপুর হরিশঙ্কর সাংঘ

পাঠ, ভ্রাজ্জম ভোজন দরিদ্র দিগকে দান, ও বক্তৃতা দ্বারা পবিত্র উৎসবের গৌরব প্রকাশিত হইয়াছে। ভগবান্ সর্বত্র ধর্ম-ভাবের উন্নতির সম্ভাবনা করিয়া দিল।

বিগত ১০ই পৌষ ব্রহ্মস্পতিবার হইতে ১৩ পৌষ রবিবার পর্যন্ত তেলেহাটা আঃ ধঃ প্রচারিণী সভার প্রথম সাপ্তাহিক উৎসব নিরীক্সে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয় দয়া পরবশ হইয়া এই উৎসবে শুভাগমন করত, স্থলিত, মারগর্ভ তেজ-বিনী বক্তৃতায় প্রত্যেক শ্রোতাকে স্তুভিত ও আশ্ব-মিশ্রিত করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ শেষ দিবসের ছয় ঘণ্টা ব্যাপিনী (রাসমীলা সম্বন্ধে) জ্বলন্ত বক্তৃতায় যে অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বর্ণনাতীত। ধর্মগত প্রাণ তত্ত্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের চেষ্ঠা ও মন্ত্র অতীব প্রশংসনীয়, যদিও তিনি অল্প বয়স্ক, তাঁহার কার্য্য কলাপে অনেক বুদ্ধির কণ্ঠকর-ণীয়। কেবল তাঁহার একান্ত মত্রে পরম প্রদ্যাপ্ত শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী, শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বেদান্ত বাগীশ, শ্রীযুক্ত অক্ষিকাচরণ বিদ্যারত্ন ও অন্যান্য মহাশয়গণ এখানে পদার্থ্য করত ধর্মো-পদেশ দানে আনন্দের আত্মাকে পরিচুপ্ত করিয়া থাকেন। কেবল ধর্ম সম্বন্ধে নহে, বাহ্যতে ধর্মের সঙ্গে সামাজিক ও স্থানীয় উন্নতি হয় যে বিষয়েও ভোলানাথ বাবুর বিশেষ যত্ন ও চেষ্ঠা আছে। আমরা কার-মনো বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, জগদীশ্বর ভোলানাথ বাবুর মত উদ্যোগী ও সদরবান পুরুষকে দায়-জীবী করুন।

সমালোচনা।

১। “ঐশদেশ কথা” এবং “নিশীথের অশ্রুদারা”। এই কবিতা পূর্ব পুস্তক ছই খানি ধর্মোৎসাহী শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় মহাশয়ের বিরচিত। ছন্দো-বন্ধে স্থানে ২ সামান্য ২ দোষ থাকিলেও কবিতা গুলি অতি স্নমধুর ও মনোহারিণী হইয়াছে। পুস্তকের পত্রে ২ ছত্রে ২ রাজা বাহাদুরের উচ্চ হৃদয়তা, সনাতন ধর্ম-নিষ্ঠা, স্বদেশাত্মুরাগ, ভগবদ্ভক্তি আদির স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কবিতা গুলি পড়িতে ২ আরও পড়িতে ইচ্ছা হয়। প্রকাশকের পরিশ্রম মার্ধক হইয়াছে।

২। “জ্ঞান তত্ত্ব” এবং “তত্ত্বম্পদ প্রদীপ”। এই দুই খানি পুস্তক ভিক্ষু জ্ঞানানন্দ গিরি পরিভ্রাজক

মহোদয় কর্তৃক প্রণীত। নীতি, ধর্ম ও জ্ঞানের অনেক নিগূঢ় কথা ত্রুণিতে ও স্থলিত কবিতায় প্রথিত হইয়া-ছে। কবিতা গুলি সরল ও রস মাদুরী পূর্ণ। ইহাতে অনেক কাজের কথা ও ভাবের কথা আছে—চরনা নৈপুণ্যে পাণ্ডিত্য ও যথেষ্ট লক্ষিত হয়। মূল্য প্রত্যেক খানির চারি আনা।

বিস্তাপন।

শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব কর্তৃক ব্যাখ্যাত :

প্রকাশিত পুস্তকাবলী।

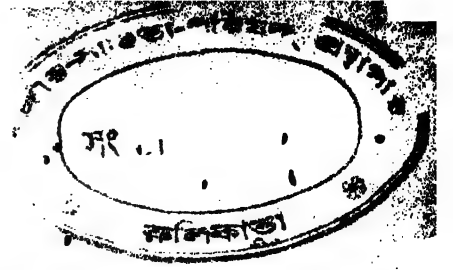
তত্ত্বতত্ত্ব — (১) ২শ সংখ্যায় ৯৬ কণ্ডায় সম্পূর্ণ হইবে। ৯ম সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। বাকী ৩ সংখ্যা ও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।) গ্রন্থ সমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত মূল্য ৩২। ভাঃ মাঃ ১০।

তত্ত্বশাস্ত্র এবং তাত্ত্বিক সাধনা সম্বন্ধে ব্যক্ত কাল সাধারণ সম্প্রদায়ে যে সকল জটিল সংশয় দিন দিন বদ্ধ-মূল হইতেছে সংসারধর্মের দ্বারা বৈদগ্ধিক লোকের চক্ষুতে অলৌকিক সাধন ধর্মের গভীরগর্ভ সাধনা ও সিদ্ধিতত্ত্ব সমূহ দিন দিন যে সকল কদর্থব্যাখ্যায় কলুষিত, গুরুপদেশ ব্যতিরেকে নিজবুদ্ধিমত্তা সাধারণ দৃষ্টিত এবং নাস্তিকতার রূপান্তর আধ্যাত্মিকবাদের অলৌকিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া উঠিতেছে, যুক্তি তর্ক বিচার দ্বারা সেই সকল সংশয়ের সমূলে উচ্ছেদনপূর্বক যথাস্থায়ী শাস্ত্রীয় নিগূঢ় সিদ্ধান্তের উদ্ভাবন করাই এই বিস্তৃত গ্রন্থের প্রদান উদ্দেশ্য। যে সকল তত্ত্ব ইহাতে ব্যাখ্যাত হইতেছে তাহার সংক্ষিপ্ত তালিকা এই—(১) তত্ত্বের আবি-র্ভাব ও উপযোগিতা (২) তত্ত্বপ্রামাণ্য বিষয়ে শাস্ত্রান্তর সম্মতি (৩) গায়ত্রীতত্ত্ব ও নাকার উপাসনা (শক্তিতত্ত্ব) (৪) মন্ত্রতত্ত্ব (৫) গুরুতত্ত্ব (৬) শিষ্যলক্ষণ (৭) সাধারণ উপাসনাতত্ত্ব (৮) বীণাচার, পদ্মাচার প্রভৃতি আচার ভেদ (৯) পঞ্চমকার (১০) শব সাধনাদি ও মারগাদি যটকর্ম (১১) তাত্ত্বিক গৃহস্থ ধর্ম (১২) সাধকসংসার (১৩) তাত্ত্বিক সমাধি (১৪) যটচক্রভেদ (১৫) তীর্থযাত্রা (১৬) অষ্টোঙ্গ প্রভৃতি যোগ (১৭) শান্তশৈব বৈষ্ণব প্রভৃতি পঞ্চোপাসনার সমন্বয় (১৮) শক্তিলীলা (১৯) সাধকের অষ্ট সিদ্ধি ও জীবমুক্তি (২০) তাত্ত্বিক সাধকগণের সাধনা ও সিদ্ধি বৃত্তান্ত। এই বিংশতিতত্ত্বের প্রমঙ্গল্যে অন্যান্য বিষয় সকলও ব্যাখ্যাত হইতেছে।

নমো ভগবতে বাহুদেবায় ।

—.....—

ধর্ম প্রচারক ।



“কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন
অপার সন্নিং সুখসাগরেস্মিন্, লীনং পরে ব্রহ্মণিঃস্য চেত ॥

১৪শ ভাগ

১২শ সংখ্যা

“এক এব ব্রহ্মকর্মো নিধনেহ্যাপ্যনুযাতি যঃ ।

শরীরেণ সমগ্রাণং সর্বমন্যন্তু গচ্ছতি ॥”

শকাব্দা ১৮১৩

চৈত্র মাস

যাত্তবক্ষ্য সংহিতা ।

(পূর্বানুস্মৃতি) .

শ্রান্তং সম্বাহনং রোগিণি পরিচর্যা ত্তরাক্ষনং ।

পাদশৌচং দ্বিজোচ্ছিষ্ট মার্জ্জনং গোপ্রদানবৎ ॥

শ্রান্ত ব্যক্তির শ্রমাপনোদন, রোগীর পরিচর্যা,
দেবতার অর্চনা, দ্বিজাতির পাদশালন ও উচ্ছিষ্ট
মার্জ্জন করিলে গোদানের ফল লাভ হয় ।

ভূদীপাংশ্চাম্র বস্ত্রান্তস্তিলসর্পিঃ প্রতি শ্রয়ান্ ।

নৈবেশিকং স্বর্ণধূর্য্যং দহ্ম স্বর্গে মহীয়তে ॥

ভূমি, দীপ, অম্র, বস্ত্র, জল, তিল, ঘৃত, অনাশ্রিতকে
শ্রাদ্ধ, গৃহশ্রাদ্ধ জন্য কন্যাদান ও স্বর্ণ সমন্বিত
স্নান দান করিলে স্বর্গলোকে পূজা প্রাপ্ত হয় ।

গৃহদান্যাভয়পান ছত্রমাল্যানুলেপনং ।

যানং বৃক্ষং প্রিয়ং শয্যাং দহ্মাত্যস্তং সুখী ভবেন ॥

গৃহ, ধান্য, অভয়, পান, ছাতা, মালা, চন্দনাদি
অনুলেপন, যান, বৃক্ষ, শয্যা ও এহীতার প্রিয় বস্তু
দান করিলে দাতা অত্যন্ত সুখ প্রাপ্ত হয় ।

সর্বধর্ম্মমাং ব্রহ্ম প্রদানেভ্যোহধিকং যতঃ ।

তদ্বৎ সুমরাণোতি ব্রহ্ম লোক মনিসূতং ॥

সর্ব ধর্ম্মময় বেদ দান করিলে [অধ্যাপনা
করাইলে] সমধিক ফল লাভ হয় । অতএব বেদ
দান কারী অবিচলিত ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় ।

প্রতিগ্রহ সমার্থোহপি নাদত্তে যঃ প্রতিগ্রহং ।

যে লোক দানশীলানাং সতানাপ্নোতি পুঙ্কলান্ ॥

প্রতিগ্রহ যোগ্য হইয়াও যিনি প্রতিগ্রহ না করেন,
শীল ব্যক্তির যে ২ দান লোকে গতি হয়, তিনিও তৎ
সমুদয় লোক প্রাপ্ত হয়েন ।

কুশাঃ শাকং পয়ো মৎস্তা গন্ধাঃ পুষ্পাং দধি ক্ষিতিঃ ।

মাংস শয্যা সনঃ ধানাঃ প্রত্যাখ্যেয়া নবারিচ ॥

কুশা, শাক, দুগ্ধ, মৎস্ত, গন্ধদ্রব্য, ফুল, দধি, ভূমি,
মাংস, শয্যা, আসন, মিল্ক চাউল প্রভৃতি বস্তু শত্রুতে
দান করিলেও কখন প্রত্যাখ্যান করিবে না ।

অযাচিতাহুতং গ্রাহ্যমপি দুকৃত কর্মণঃ ।

অন্যত্র কুলটামণ্ড পতিতেভ্য স্তুখাধিমঃ ॥

বিনা প্রার্থনায় দুকৃত কর্ম্মকারীর দান ও এহীদ
পরন্তু ব্যভিচারিণী, ক্রীষ, পতিত ও শত্রু অযাচিতভাবে
দান করিলেও এহণ করিবে না ।

দেবাতিথ্যর্চন কৃতে ওকৃত্যর্থ মেব চ ।

সর্বতঃ প্রতিগৃহীয়াদানং বৃত্যর্থ মেব চ ॥

দেবতা ও অতিথির পূজা, গুরু ও ভৃত্যের নিমিত্ত
এবং আত্ম পোষণ জন্য সর্বত্রই দান গ্রহণ করিবে ।

ক্রমশঃ ।

সংস্কার তত্ত্ব ।

মনস্বীতাই মনুষ্যকে জীব-জগতের সর্বোচ্চ পদে
অধিষ্ঠিত করিয়াছে । আমাদের চিন্তা-শক্তি আছে,
তাই আমরা সর্ব প্রধান—আমরা মনুষ্য । ইতর জন্তু
সকল দেশ, শুনে, অনুভব করে এবং তৎক্ষণাৎ সকল
কথাই ভুলিয়া যায় । আঘাত করিলে যতক্ষণ বেদনার
তীব্রতা থাকে ততক্ষণ ক্রন্দন করে, কিন্তু শরীরের ব্যথা
জুড়াইলেই সকল বালাই চুকিয়া যায় ; দুর্বল মস্তিষ্কে
কোন রেখাই অঙ্কিত হয় না ; স্মৃতির ক্রিয়া অতি অল্পই
থাকে । ইতর জন্তুরা সংস্কার শূন্য বলিলেও হয় ।
তাহাদের সহজ শারীর জ্ঞানই প্রবল । যাহা হইতে যত্নের
আশঙ্কা আছে, সে ব্যাপারে শরীরের অনিষ্ঠ সম্ভব তাহা
ইহারা অনেকটা বুঝিতে পারে । কিন্তু ইহা শিক্ষা এবং
চিন্তা জন্মিত নহে ; সহজ এবং শরীরজ । ইংরাজীতে
বলে Instinctive, যে ক্রিয়া দ্বারা এই সহজ পশুজ্ঞান
সংস্কৃত হইয়া মনের বিকাশ হয়, এবং মনের বিকাশ
হইলে পেশী শক্তির দ্বাস হইয়া মস্তিষ্কের পুষ্টি এবং
মুণ্ডাবয়ব প্রস্ফুটিত ও স্ফূর্ত হয়, যে ক্রিয়া দ্বারা
শরীরের ও মস্তিষ্কের ও হৃদয়ে সকল বৃত্তি পরিমার্জিত
ও পরিপুষ্ট হইয়া বিকশিত হয় তাহাই সংস্কার ক্রিয়া ।
ইহার তত্ত্বই এখন আলোচ্য ।

ক্রমোন্নতিই সৃষ্টির নিয়ম । পাশ্চাত্যগণ ইহাই
বুঝিয়াছেন এবং জগতকে তাহাই বুঝাইতেছেন ।
স্পেন্সর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুবীক্ষণে দর্শনীয় কীটাদি হইতে
বিশ্ববিজয়ী মনস্বী মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলের মধ্যে একটা
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে । পরিমার্জিত, পরিবর্দ্ধিত এবং
সমৃদ্ধ হইয়া মনুষ্য উৎপন্ন হইয়াছে মাত্র, অনন্ত
শৃঙ্খলায় সব আবদ্ধ; অনন্ত শক্তির প্রেরণায় তাবৎ

পরিচালিত হয় । তাই মনে হয় অনন্তকাল হইতে সকল
পদার্থই সৃষ্ট হইয়া আছে । নূতনের প্রবেশ নাই,
নূতনের স্থানও অসম্ভব । কারণ, সৃষ্টি অনন্ত স্বীকার
করিলে, যাহা আছে তাহাই, নূতন নহে । নূতন যাহা
তাহা পুরাতনে ছিল না, স্ততরাং নূতনের আগমনে
পুরাতনের উৎপত্তি পূর্ণ হইল, অভাব মোচন হইল বুঝিতে
হইবে । পরন্তু অনন্ত আধারে আধেয় অনন্তই সম্ভব ।
সৃষ্টি ও স্রষ্টার যেখানে বিচ্ছেদ ও পার্থক্য নাই, সে
খানে অনন্ত স্রষ্টার সৃষ্টিও অনন্ত এবং পূর্ণাতিপূর্ণ ।
তুমি আমি বুঝি না, বুঝিতে পারিও না, তাঁহার অজ্ঞেয়
অনন্ত শক্তির দ্বারা ক্রমে ২ সকল গুণ কথাই প্রকাশিত
হয় । এই শক্তি ক্রিয়াই সকল দেশে পরিব্যাপ্ত এবং
স্বাভাবিকতার পরিচালিকা । ইহার অনন্ত নাম, অনন্ত
গুণ । জীব তত্ত্বে ইহাকে ক্রম উন্নতি প্রণালী বলে ।
মনুষ্যের মনুষ্যত্ব এই ক্রম বিকাশের দ্বারা পরিষ্কৃত
হইয়াছে । মীরে ২ প্রকৃতির শক্তি যোজনা দ্বারা,
জলবায়ুর ক্রিয়া দ্বারা দেহের উন্নতি হয়, শরীর স্পষ্ট,
উপযোগী এবং সহজ হয় । প্রবৃত্তি গুলি একে ২
ফুটিয়া উঠে, পরে মন সঞ্চার হইয়া শরীর উন্নতি আর
হয় না ; মন পুষ্ট হইতে থাকে, মস্তিষ্কের আয়তন বৃদ্ধি
হয়, সকল কক্ষ ও পেশী গুলি কার্যক্ষম ও সরল হয় ।
যাহা জন্তু শরীরে পেশী-শক্তি (muscular action) ও
প্রবৃত্তির প্রেরণায় সমাধা হয়, মানব দেহে তাহা মনঃ
শক্তি দ্বারা সুসম্পন্ন হইয়া থাকে । দেহ সম্বন্ধে মনুষ্য
অবনত জীব হইলেও মানসিক তেজের দ্বারা এই অবনতি
সামলাইয়া লয় । মনের এই ক্রমোন্নতির যুক্তি অনু-
যায়ী ইন্দ্রিয়ই সিদ্ধ হইয়াছে ; অন্য কোন গুণ শক্তির
প্রেরণায় যে মনের বিকাশ তাহা এখন স্বতঃসিদ্ধির
ন্যায় স্বীকৃত । আমাদের শাস্ত্র বলেন, মনের নাশে—
মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কারের বিলুপ্তিতে, আত্মার মুক্তি
হয় । পক্ষান্তরে ক্রমোন্নতি প্রণালী বুঝাইতেছে, যে
মনের বিকাশে—মন, বুদ্ধি, চিত্ত অহঙ্কারের প্রস্ফুটনে

মনুষ্য হইয়া । যাহা থাকিলে, আমরা মনুষ্য, যাহার উৎকর্ষে দেবত্ব প্রাপ্তি সম্ভব, তাহা নষ্ট করিলে মুক্তি পাইব, অনন্ত সাগরে মিশিব । অথবা অন্য কথায় বলি না কেন ; জন্তু হইলে, পশু হইলে মুক্তি হয় । কিন্তু কথা এই যাহার অনুপস্থিতিতে, ও অভাবে পশুত্ব, তাহার প্রকাশেও পরিপুষ্টি হইয়া, পরিণামেও কি পশুত্ব পুনঃ সংস্কার হয় ? পশুত্ব ছাড়িয়া মানুষ হইয়া মনুষ্যের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আবার তাহা পোড়াইয়া থাক করিলে কি হয় ? মানুষ মরিয়া কি হয় ? সংস্কার তত্ত্বের ইহাই কঠিন প্রশ্ন । আমরা যতদূর পারি এই প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইব । প্রথমে বুঝা যাউক সংস্কার কি ও তাহার ক্রিয়া কি রূপ ।

জীব জাতেরই বাঁচিবাবি চেফ্টা প্রবল । যাহাজে শরীর রক্ষা হওয়া সম্ভব তাহা সকল প্রাণীই পাইয়া থাকে । এবং দেহের জন্মবায়ুর উপযোগী করিয়া জীবগণের শরীরও নিশ্চিত হইয়া থাকে । যদি কোন প্রাণী প্রাধান্য দেশের জন্তুকে ধীরে ২ শীত-প্রধান দেশে লইয়া যাওয়া যায় তাহা হইলে সেই জন্তু যদি মরিয়া না যায়, উহা শরীর প্রকৃতি ক্রমে ২ শীত প্রাধান্য দেশের উপযোগী হইয়া উঠে । লোমশূন্য জীব হয়ত লোমশ হয় । পরন্তু যদি শরীর উন্নতি অথবা পরিবর্তন অসম্ভব হয়, তাহা হইলে হয়ত সেই জন্তুর মস্তিষ্কের এক নূতন ক্রিয়া ফুটিয়া উঠে, উহার চেফ্টা হয় কিসে প্রকৃতির প্রচণ্ডতার প্রতিরোধ করে । এই চেফ্টাই সংস্কার সৃষ্টির আদি কারণ । এবং সংস্কার সমষ্টিই মনের বিধাতা । বৈশাখের প্রচণ্ড রৌদ্রতাপ, গরু বাছুর যাহারা মাঠে চরিতেছিল সে তেজ সহ্য করিতে পারিল না, ছুটিয়া গিয়া এক বিশাল বট বৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় লইল, বটের শীতল ছায়ায় তাহাদের সকল কষ্ট দূরে গেল । পশুগণের সংস্কার রহিল যে বৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়াইলে রৌদ্রতেজ হইতে রক্ষা পাওয়া যায় । এমনি ধীরে ২ নানা বিষয়ের সংস্কার

হইতে থাকিলে, স্মৃতি শক্তির বিকাশ হয় । ইহা একজীবনে বা এক দেহে সম্পন্ন হয় না । নানা দেহ ধারণ করিয়া কোটি ২ বৎসর এই সংসারের দুঃখ ক্লেশ সহ্য করিয়া তবে মনুষী জীব হওয়া যায় । যখন জগতের নিত্য পরিবর্তনের মুখে পরিবর্তিত হইবার জন্য অনুকূল ও উপযোগী শারীর-শক্তি আর কুলাইয়া উঠে না, তখনই মস্তিষ্কের গুপ্ত ভাণ্ডারে গিয়া হাত পড়ে । স্মরণীয় মস্তিষ্কের উন্নতি হইলে শরীর উন্নতি হওয়া এক প্রকার বন্ধ থাকে । আত্ম রক্ষার চেফ্টা এবং গুণ ও অশ্রুণের অনুভূতি এই দুইটি বৃত্তি বেশ প্রকাশিত হইলে আপনা আপনিই, দেখিতে, শুনিতে, বুঝিতে, আশ্রয় করিতে, থাইতে, অনুভব করিতে ২ নানা বিষয়ের সংস্কার-বিন্দু হইতে ২ স্মৃতির উদ্ভেদ হয়, এবং মনের বিকাশ হয় । পৈতৃকত্বের নিয়মানুযায়ী এক জীবনের সংস্কৃত সংস্কার রাশি, পরবর্তিগণে সংস্কারিত হয় । ইহার উন্নতি করিয়া, মরিয়া, মাজিয়া বংশের পর বংশে বিস্তারিত করিয়া তবে মনুষ্যের পরিণত হয় । প্রাণীদের তিনটি অবস্থা আছে — অস্তিত্ব, ভাবিত্ব, জ্ঞানিত্ব । দেহী হইয়া কেবল অস্তিত্ব জ্ঞান — আছি এই মাত্র বোধ থাকে, অন্য ক্রিয়া নাই, অন্য চেফ্টা নাই, অন্য অনুভূতি নাই, ইহাই জীবনের প্রথম স্তর । তার পর “ভাবিত্ব” অর্থাৎ আমি আছি এবং অন্যও আছে, এবং আমার অস্তিত্ব তাহারা বুঝিতেছে ; আমি চলিতেছি, নড়িতেছি এই মাত্র জ্ঞান মগন হয়, তখন দ্বিতীয় স্তর । তৃতীয় “জ্ঞানিত্ব” অর্থাৎ অনুভূতি, স্মরণ, দুঃখ, বাধা বিরোধের অনুভূতি যখন হয় তখন এই অবস্থা প্রাপ্ত হয় । প্রথমে জীহ্বা, পুংস্ব ও তপ্তপ্রোতঃ ভাবে সন্মিলিত, পুরু-ভুজের দ্বায়া কাটিলে নূতনের উৎপত্তি । দ্বিতীয় অবস্থায় জী পুরুষ দুইটা দুই স্থানে থাকে তবে তৃতীয়ের সাহায্যে অন-নুভূত ভাবে জীবোৎপত্তি, যথা বৃক্ষাদি । তৃতীয় অবস্থা পূর্ণ সম্ভোগ জ্ঞানাবস্থা । কেনন করিয়া এই তিন স্তরের

মধ্য দিয়া সংস্কার সঞ্চিত হইতে ২ মন্দের চোলাইয়ের মত পরস্পরায় দেহী পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় তাহা এই এক্ষে বিচার্য্য নহে । ডারবিণের এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের পুস্তকে ইহার বিস্তারিত বিবরণ আছে । অতীত সংস্কারের ভিত্তি, প্রাকৃতিক পরিবর্তন ক্রিয়া উহার মলে মসলা, এবং শিল্প উহার মজুর মিস্ত্রি ।

• এতদ্ব্যতীত প্রাণীহের অন্য দুইটি ভিন্ন প্রকৃতির স্তর আছে । একটি আধ্যাত্মিক অপরিণত ভৌতিক, অথবা পঞ্চ ভূতাত্ত্বিক জড়দেহের স্তর । প্রথম সূক্ষ্ম, অশরীরী, দ্বিতীয় স্থূল ও জড় । একটি অনন্ত, অন্য সান্ত । এই যে ত্রিলোক ব্যাপী ক্রমোন্নতির প্রণালী, ইহা জীবদেহ পক্ষে, শরীর ও শরীর বস্তু ইহা দ্বারা পরিচালিত হয় । কিন্তু আত্মার প্রথা স্বতন্ত্র । উহা অনন্ত পথে, অনন্ত মাগিয়া অনন্তে পরিণ্যাপ্ত । সুতরাং ইহার কথা বিরাট, বিশাল, ও অনন্ত ব্যাপী । তুমি আমি অনন্ত সাগরে, অনন্তের মধ্যে, অনন্তের প্রসারণ মাত্র । অনন্তের অংশ অনন্ত, অনন্তও সান্ত নহে, তাই সেই ভূমা বিরাট পুরুষের অংশ হইলেও আমরাও সেই আমি— “সোহম” । শাস্ত্রে আছে পরমাত্মা শুটি পোকায় ন্যায় জড়াইয়া ২ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নিজের সত্ত্ব লইয়া, নিজের শক্তির দ্বারা নিজকে আবদ্ধ করিয়া জনন মরণ শীল স্তম্ভাংগাংশভাগী দেহী হয় । যখন আবার শুটিতে আবদ্ধ করিৎ সুন্দর প্রজাপতি হইয়া উঠে, তখন ভীতের চেষ্টায় তাহার নিজ উদ্দেশ্য, কোটী ২ ফের রেসমের বন্ধন ছিন্ন করিয়া, গোড়ার বঁধুনি এলাইয়া দিয়া অপরূপ শোভা ধারণ করিয়া, অনন্ত আকাশে উড়িয়া গিয়া অনন্ত নীল সাগরে ডুবিয়া যায় । তেমনি পরমাত্মাও সংস্কার সূত্রে আচ্ছাদিত হইয়া মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া, উন্নত হইতে ২ পাপ পুণ্যের—রজত ও কণক-ময় স্তম্ভায় জড়াইতে ২ যখন চরমোৎকর্ষ প্রাপ্তি হয়, চিদানন্দময়ের অপরূপ অনুপম মোহনমাধুরী প্রকাশিত হয়, সংস্কার শুটির মধ্যে

চৈতন্য-তনু-তেজে শ্যাম শোভা অগৌরবর্ণ প্রাপ্ত হয় ; তখন “এক প্রঘটকেন” সকল বাসনা-বিলাস নষ্ট হইয়া, সংস্কার অস্থি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার ভগ্নস্থূপে পরিণত হইয়া, অনন্তের পাখী সকল ছিঁড়িয়া, সকল ছাড়িয়া, অনন্ত আকাশে, অনন্ত নীল-সাগরে অনন্তের হাত ধরাধরি করিয়া, অনন্তের সঙ্গে মিলিয়া যায় । আমরা যতদিন দেহী থাকিব, ততদিন সংস্কার চাই, ভাল মন্দ চাই, দেখা শুনা চাই, বুঝা পড়া চাই, ত্রত নিয়ম চাই । সেগন স্তম্ভায় মুখে কোন ভারি দ্রব্য বাঁধিয়া লাটাইতে খুব শীঘ্র জড়াইতে থাকিলে, যখন স্তম্ভা শেষ হইয়া যাইবে, তখন গুরুভার বশতঃ নাটাইয়ের আবর্ত-বেগে স্তম্ভা উল্টা ফের খাইয়া আপনিই খুলিয়া যায় । তেমনি এই কর্ম-স্তম্ভের মুখে পরমাত্মার গুরুভার জড়াইয়া দিয়া অনন্তের উপর ভর করিয়া সর্বলোক ঘুরিতে থাকিলে, সর্বযোনি পারিভ্রমণ করিয়া, যখন জড়ের হ্রাস হয়, তখনই উল্টা ফের খাইয়া সকল বাঁধন খুলিয়া যায় । কারণ অনন্ত সৃষ্টি-চাতুরীর মধ্যে জড় সান্ত, কেননা উহা মায়া মোহ মলিনতা উপহিত । যদি বলত অনন্তের সৃষ্টি মনই অনন্ত ; তবে তুমি আমি দেখি, তোমার আমার দেখায় যেন ইহা আদ্যন্ত আছে, যেন ইহার উৎপত্তি পরিণতি আছে, মনে হয় যেন একটা প্রথম আছে, আর একটা অন্ত আছে । সুতরাং মায়ায় জগতের, মায়ায় ইন্দ্রজাল পরিণ্যাপ্ত জড়জগত সান্ত ও সাদি । কামেই তোমার আমার যতদিন জড় ততদিন আমরা দেহী ও সংস্কার যুক্ত । অনন্তের অংশ অনন্ত না বুঝিলে মুক্তি কোথায় ?

এখন বুঝিলাম যে দেহের উপর শক্তির ক্রিয়া যাহা তাহাই সংস্কার । অধিকন্তু দেহে যাহা হয়, যে ক্রিয়ার দাগ থাকে, তাহা চিরস্থায়ী, এবং যত দিন দেহ তত দিন ব্যাপী । কামে কামেই ক্রিয়াফলও অবশ্যস্বার্থী, এবং ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়াও অপরিহার্য্য । কত কোটী ২ জন্ম পরিভ্রমণ করিয়া, কত লক্ষ ২ যোনি ঘুরিয়া

আমিগা তবে আমার এই আমিগা । এই আমার উন-
দিশ শতাব্দীর আমিগে কোটা ২ জন্ম সঞ্চিত সকল
সংস্কার সকল ক্রিয়াফল; সকল প্রতিক্রিয়ার অভি-
ব্যক্তি স্ব স্ব স্থানে চিহ্নিত আছে । তাহা না হইলে
আমার এই আমিগা থাকিত না, আমি যাহা তাহা
হইতাম না । তবে বাহ্য ও নানা নিপরীত শক্তি দ্বারা
কেহ ২ বা ব্যাহত ও সম্মুত আছে মাত্র, কেহ বা
আকারান্তরিত হইয়াছে । তাই শাস্ত্রে আছে “ অবশ্য-
মেব ভোক্তব্যং কৃতং কৰ্ম শুভাশুভম্ ” । কবি ও
গাহিয়াছেন:—

“ The moving finger writes, and having writ,
Moves on ; nor all your piety nor wit
Can lure it back to cancel half a line,
Nor all your tears wipe out a word of it. ”

যাহা একবার লিখিত হইয়াছে, তাহা মুছবার
নহে, তাহার ফল অনিবার্য, সে লেখা ছুঁরপনয় ।
প্রত্যেক চিন্তার, প্রত্যেক বারের দেখা, শুনা, ও
অনুভবে যে অগণ্য সংস্কার রাশি সঞ্চিত হইতেছে
তাহারা শারীর, ও মানসিক পরিবর্তন করিয়া
তবে নিরুত্ত হয় । কোন কার্যই নিষ্ফল যায় না, কোন
ব্যাপারই শারীর ও মানসিক পরিবর্তনে পরাও মুখ
নহে । যে ক্রিয়ার যে ফল তাহা সর্বকালে, সর্ব-
বস্থায় হইবেই, তবে বাহ্যিক অন্য কোন শক্তির
দ্বারা সে ক্রিয়াফলের প্রতিরোধ হইতে পারে মাত্র ।
অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে বটে, তবে হাতে স্পিরীট
মাখাইয়া আঙুলে হাত দিলে হাত পুড়ে না । এত-
দ্রুত কার্য কারণ পরম্পরা অনন্তকাল ব্যাপী, অসীম
এবং অনন্তমুখানুগ । অর্থাৎ ক্রিয়ার উৎপত্তি, ফল
প্রাপ্তি ও নূতন অভিব্যক্তি, বিসর্গমাক্ষ । যাহার
উপর যে ক্রিয়ার কার্য হইতেছে তাহার যত দিন স্থিতি
ততদিন সে ক্রিয়ার পরম্পরা বাড়িয়া চলিবে । জীব
চিরকাল স্থায়ী, পরমাত্মায় না ডুবিলে, জীবের জীবনের

আদিও নাই অন্তও নাই, স্তবরাং জীবদেহে (লিঙ্গ-
শরীরে) যে ক্রিয়া হইয়া থাকে তাহার কার্য ‘ কারণ
পরম্পরা অনন্তকাল ব্যাপী । কাহেই আমাদের দেখা-
শুনা, বুঝার মধ্যে যাহা হয়, তাহার আদি ও অন্ত আমরা
ধরিয়া পাই না ।

অতঃপর বিচার্য যুক্তি, ও কাহার সম্বন্ধে যাহা
পরিবর্তন-শীল তাহাই যুক্তি সম্ভবে । গীতার উপদেশ
যে, আত্মার মৃত্যু নাই, বিনাশ নাই, পরিবর্তন নাই ।
যতদিন নির্লিঙ্গ মুক্তি না হয় ততদিন জীবাত্মা অর্থাৎ
কর্মোপহিত সংস্কার-সমম্বিত আত্মার ও বিনাশ নাই । এই
মেদ-মজ্জা বসা-কঙ্কালাদি পূর্ণ দেহের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী
এবং অপরিহার্য, কেবল ইহাই নহি, মৃত্যু সদাই
আময় এবং উহার ক্রিয়া শরীরের অন্যান্য ক্রিয়াব
সহযোগী । প্রথমে দেহই হইবার সময় ইহতে যে
প্রোটো প্লাজম (Protoplasm) সমষ্টি নিহিত আত্মা,
যাহার অংশ হইতে আত্মজ পুত্রের উদ্ভব, যাহাতে
সকল সংস্কার, সকল ক্রিয়া ফল সঞ্চিত থাকে, তাহার
মৃত্যু—নির্লিঙ্গ । স্তবরাং বুঝিতে হইবে যে দেহের
বিনাশে, জীবাত্মার অথবা লিঙ্গ শরীরের মৃত্যু নাই,
উহা চিরকাল বিচ্ছিন্নিত এবং সর্বাব্যাপী প্রসারিত ।
মোট দেহের বিনাশ বিবরণ অনাবশ্যক, তবে সূক্ষ্ম
লিঙ্গদেহের বিলয় ব্যাপার জানিবার ও বুঝিবার বিষয় ।
সকল ইন্দ্রিয় শক্তিসম্বৃত, প্রোটোপ্লাজম পরিপূর্ণ,
সংস্কার সমম্বিত যাহা, তাহাই লিঙ্গ শরীর । আত্মা-
ভূতি হইলে লিঙ্গ শরীরের মৃত্যু হয়—মুক্তি হয় । মনুষ্য—
তাও একটু বিশেষ মধ্য মনুষ্য ব্যতীত “ আত্মজ্ঞান ”
অর্থাৎ “ আমি আছি ” ইত্যাদি জ্ঞান হয় না । প্রথম,
মধ্যম, উত্তম পুরুষের বিভাগ করা মধ্যমের একটু
উচ্চ পদবীতে আরুঢ় না হইলে বড় সহজ নাই ।
স্তবরাং আমার “ আমিগা ” জ্ঞান টুকু মনুষ্যের
জীব লোকের ত নাই, তাও মনুষ্যের মধ্যে যেমন
তেমন মানুষ হইলে হইবে না, বিশেষ বুদ্ধি, বৃত্তির

সৃষ্টি না হইলে হয় না। আবার এই আমিহ জ্ঞানই মুক্তি, প্রধান উপাদান। কাষেই অগণত জীব্যোনি পরিভ্রমণ করিয়া সংস্কারের অষ্টগ্রন্থি দ্বারা সম্যক্ আবদ্ধ হইয়া মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইলে, নানা সাধ্য সাধনের পর পূর্ণাঙ্গজন প্রকাশিত হইলে, তবে মুক্তি। অথবা সংস্কারের উন্নতি ও বৃদ্ধিতে পশুত্বের নাশ এবং ব্রহ্ম জ্ঞানরূপী পূর্ণেন্দুর পূর্ণ প্রকাশের সূচনা হয়। অগাধ সাগর গর্ভস্থ বায়ুর সঞ্চালনে সাগরবক্ষে কোটা ২ বুদবুদ ফুটিয়া উঠে; কিন্তু মাথার উপরের অনন্ত আকাশের অনন্ত পবন রাশি যখন ছোট ২ জলের ফুট ঝলিতে গিয়া আঘাত করে, তখন ক্ষুদ্র প্রাণ অমনি আফ্লাদে ফাটিয়া অনন্তে মিশিয়া যায়। যেমনি জীব নিজ ধর্ম্মাধর্ম্মের পুঁটুলি লইয়া নানা দেহ ধারণ করিয়া, পরিমার্জিত ও সমুন্নত হইয়া যখন অনন্ত পরিব্যাপ্ত মহাপুরুষকে “সেই আমি যে আমি এই আলোক আঁধারে পড়িয়া মহাকুন্তিপাকে ঘুরিয়া বেড়াই লান সেই আমার আমি” বলিয়া চিনিতে পারে, তখন চন্দ্রকের আকর্ষণের ন্যায় মহামায়ার মহাশক্তি প্রয়োগ দ্বারা অনন্তের অংশ অনন্তকে পূর্ণ অনন্তে ঢালিয়া মিশাইয়া দেয়। সুতরাং জীব পশুদেহ না ছাড়িলে, মানুষী সংস্কার দ্বারা পরিকৃত না হইলে মুক্তি অথবা লিঙ্গশরীরের মুখ্য অসম্ভব। তবে “পশু” শব্দার্থে যিনি যাবৎ বস্তুতে সুগমি আশ্রয় প্রকাশ দেখেন “ইহাই সিক্ত হয়, তাহা হইলে মনুষ্যত্বের পরিণাম পশুত্ব আবশ্যক এবং অবশ্যস্বাবী।

জীব এক দেহান্তেই অন্য নূতন দেহে “জলো-ক্রাবৎ” গিয়া সংস্কারিত হয়। সংস্কার সহিত জীবাত্মা, (অথবা লিঙ্গ শরীর) দেহশূন্য থাকিতে পারে না। কারণ সংস্কার-ফল দেহে প্রকাশিত হয়, এবং দেহ ব্যাপী। শাস্ত্রেরও সিদ্ধান্ত এই। কাষেই বিজ্ঞান আবিস্কৃত জীবতত্ত্ব মানিলে এবং কর্ম্মবাদ স্বীকার করিলে জন্মান্তর বিশ্বাস করিতেই হইবে। বাস্তবিক

এতবড় বিশাল বিশ্বব্যাপী জীবজিয়া এমন শৃঙ্খলা ও ক্রমোন্নতি ইহা কেবল মনুষ্যত্বেরই পর্যাবসিত হইতে পারে না। তবে একটা প্রশ্ন এই উঠিতে পারে যে, যদি কর্ম্মবাদ মানিতে হয় তাহা হইল আশ্রয়-শক্তি—ইচ্ছা-শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করা কঠিন এবং অসম্ভব-যুক্ত। জীব কর্ম্ম সূত্রে বাঁধা, কর্ম্মের দ্বারা আশ্রয় সৃষ্টি, বাহ্যিক অলৌকিক ক্রিয়ার দ্বারা জীবের জীবন, চিন্তা, মেধা, প্রবৃত্তি আদি সকল ঝলিই ক্রিয়ার সংঘর্ষে উৎপন্ন। জীব তৃণবৎ কর্ম্ম সাগরের প্রবল স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। মুক্তি বিচারের দ্বারা ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া বোধ হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিত গণ theory of circumstance লইয়া আজকাল এত ব্যস্ত। আমাদের মধ্যে প্রারব্ধবাদ আছে বটে, তবে পুরুষার্থ বড় কম নহে। আজ কাল তোমার, আমার, ন্যায়, অপদার্থ, অপটু অসহিষ্ণু, ভীক জীবরাই কপালে আঘাত করিয়া অদৃষ্টের দোষ দিয়া থাকে। কিন্তু হিন্দুর পুরুষার্থ অলৌকিক অতীন্দ্রিয়। হিন্দু শিখাইয়াছে যে, পুরুষকার দ্বারা কীটও বিশাল হইতে পারে, পাথের রাতভিখারীও সার্বভৌম সম্রাট হয়। হিন্দুর শিক্ষা নৈরাশ্রের শিক্ষা নহে। আশা, উৎসাহ ও উদ্যম এই তিনটিই হিন্দুর মূল মন্ত্র। চিরদিন দুঃখ নাই, এক জীবনে না হয় শত জীবনে সাধ্য সাধিত হইবে, কিন্তু তাহা চুরাশা নহে, তাহা আয়তাদীন করামলকবৎ। এ বীরের, তেজস্বীর, বিশ্ববিজয়ীর ধর্ম্ম। আগরা তাঁহাদের সমক্ষে কুকুর হইলেও সেই বংশের বলিয়া ক্ষুদ্র রূপে স্পর্ধা করি। কাষেই ইহার বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া বসিয়া থাকিলে প্রত্যব্যয়-প্রাপ্ত হইতে হইবে। পরন্তু পুরুষকার বুঝিতে হইলে শক্তি তত্ত্ব আলোড়ন করিতে হইবে। ইহার বিচার ভবিষ্যতের জন্য রহিল।

দেব-লীলা ।

প্রয়াগ হইতে পাইওঁয়ার আকিসের খাতাজী শ্রীমুক্ত রামচরণ শ্রী মহাশয় শ্রীমৎস্বামীজীকে যে একটি দেবলীলা রহস্য লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, আমরা ধর্ম্মাচ্ছা পাঠকগণের গোচরার্থ তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম ।

পরম পূজনীয়

শ্রী শ্রীমহাশ্রী শ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামী শ্রী শ্রীচরণ পদ্মেশ্বর মহাশয় !

যে রূপা শ্রীর ভক্তির বিষয় আপনার সমীপে নিবেদন করিয়াছিলাম তাহা আপনার গোচরার্থ নিম্নলিখিতেছি—

রূপা গ্রাম নাম বাতাসিয়া খালানিয়া, জেলা কানপুরের অন্তর্গত খজুরা গ্রামে উহার নিবাস, এবং উহার পুত্রের নাম কালিকা প্রসাদ, জাতিতে ব্রাহ্মণ কান্যকূজ পাণ্ডে উপাধি, (লালী ভট্টাচার্য্য শ্রেণী) বড় বাজার নন্দাপুর মহল্লা, আমাদের গ্রামে অর্থাৎ নরওলে, উহার কেহ সম্পর্কিত নহে । কানপুরের অন্তর্গত তিলশারি গ্রামে ভরসা তেওয়ারির ভ্রাতা কালীতেওয়ারির পুত্র উক্ত কালিকা প্রসাদ পাণ্ডের ঘরে বিবাহিতা । যখন ভরসা তেওয়ারির প্রপৌত্রের শুভবিবাহ হয় তখন কালিকা প্রসাদ বিবাহে নিমজ্জিত হইয়া আসেন এবং আমার ভ্রাতাও সেখানে তহপলক্ষ যান, ক্রমে কথা বাতায় উনি সম্মত হইয়া বিবরণ বলিলেন, যে আমার মাতা ঠাকুরাণী প্রায় ২০২২ বৎসর অবধি পক্ষাঘাত পীড়ায় পদহীনা ছিলেন, এবং উহার তীর্থাটনে নিতান্ত ব্যগ্রতা থাকায় আমি উহাকে কাশী, অযোধ্যা, মথুরা, নৈমিষারণ্য, চিত্রকূট ইত্যাদি স্থানে গাড়ী করিয়া লইয়া যাইতাম এবং তথায় গিয়া তিনি নিজ হাতের উপর ভর দিয়া চলিয়া দর্শনাদি করিতেন । তাহার পর আজ প্রায় দুই তিন মাস হইল আমি একদিন গ্রামের বাহির যাইতেছি এমন সময়ে আমার মাগার ছেলে দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে

বলিল, তোমার মাতা ঠাকুরাণীর পুনঃপদ প্রাপ্তি হইয়াছে, অর্থাৎ উহার পা ছিল না, উনি পা পাইয়াছেন । আমি তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া আসিয়া দেখিলাম, উহার শুভ সংবাদ যথার্থই বটে, এবং দেখিলাম উনি স্বপক্ষে চলিয়া আসিতেছেন । দেখিলাম যে আমি পায়ে পড়িলাম এবং ১০ দশটাকার পয়সা আশীর্বাদ করিলাম, তৎক্ষণাৎ জিহ্বাসা করিলাম যে মা, ইহার সমস্ত ইতি হাস আমাকে বলুন । উনি বলিলেন যে, আমি আমার গ্রামস্থ শ্রী শ্রী শ্রীমহাদেবের মন্দিরে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম, কারণ আমি সেইখানে প্রত্যহই যাইতাম, অর্থাৎ যাইয়া দর্শন করিবার পর আমি কান্দিতে লাগিলাম এবং বলিলাম হে মহাদেব ! আমি বড় পাণ্ডিত্য, কেননা গ্রন্থাদিতে শুনিয়াছি যে আপনি এমন জানী যে অন্ধ দিগকে চক্ষু দিয়া থাকেন এবং পদহীন দিগকে পদ দিয়া থাকেন, আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে আমি পদহীনা হইয়াছি, এবং আমার, তোমার মন্দিরের ঘণ্টা বাজাইবার নিতান্ত ইচ্ছা তাহা করিতে পারিতেছি না এবং ফুল পত্রাদি লইয়া পূজা করিতে পারি না । ইহা বলিয়া আরও কান্দিতে লাগিলাম, যে মুহূর্ত্তেই জানিতে পারিলাম, যেন আমার কেহ বলিতেছে যে তোমায় কে বারণ করিতেছে ? তুমি কেন ঘণ্টা বাজাও না । তখন আমি মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে দণ্ডিত লাগিলাম । দেখিলাম সেখানে কেহই নাই, বিবেচনা করিলাম যে দয়ালু মহাদেবের বাক্য ব্যতীত আর কাহারই এবাক্য নহে । ইহা মনে করিয়া দণ্ডায়মান হইলাম এবং তখন দেখিলাম আমার পা হইয়াছে এবং পায়ের উপর ভর দিয়া ঘণ্টা বাজাইতে আরম্ভ করিলাম, এমন সময়ে তৎস্থানস্থ ছেলেরা, যাহারা খেলা করিতেছিল বলিতে লাগিল রূপা পা পাইয়াছে, উহার পর থানান্তর আসিয়া বলিলেন তুমি এখন বাড়ী যাও, আমি বলিলাম যদি পড়িয়া যাই, তখন তিনি বলিলেন যে মহাদেব তোমাকে পা দিয়াছেন তুমি পড়বেনা

তখন আমি বাড়ী আগিলাম, তার পর আর কিছুই জানি না। তখন, তাহার বাড়ী আগার পর আমি চরণ ধুইয়া চরণামৃত লইলাম । উনি বলিলেন আজ রাত্রি জাগরণ করিব । আমি তাহা করিতে সম্মত হইলাম । সে রাত্রিতেই তাহার পাড়ুটি হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া উঠিল। এনি এ প্রকার চলিতে পারেন যে আমি তাহার সঙ্গে চলিতে পারি না । অনেক লোক দর্শনের জন্য আসিতে লাগিলেন । এই বৃত্তান্ত হিন্দি শালের গুজাস্তা শালের কালু গুন চৈত্র মাসের ঘটনা—

মোহন লাল পণ্ডিত দর্শনের জন্য গিয়াছিলেন । উনিও আমার ভাতাকে এ ঘটনা বলিয়াছিলেন, আমার ভাতাও সেখানে গিয়াছিলেন, তখন সেই গ্রামের ধানিদার কায়স্থ ছিলেন, বর্তমান মুসলমান ধানদার, মন্দির কলিকাপ্রসাদের বাড়ীর সম্মুখ— আপনার নিকটে আসল চিঠিও পাঠাইতেছি দেখিবেন।

আপনার সেবকাদম সেবক

কীরাম চরণ শূর।

কারাগার।

মহাতে বহু ব্যক্তি স্বতঃস্বেচ্ছা এত আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে অগ্রসর, যাহাকে পরমপ্রিয় অবশ্যাবশ্যকীয় কার্য ও সংসারের সুখভিত্তি স্বরূপ বলিয়া মনুষ্য মাত্রই গ্রহণ করে, সেই পরিণয় সম্বন্ধকে লোকে বিবাহ—“বন্ধন,” “পরিণয়-পাশ” বলে কেন! আবার এই এক পরম শাস্ত্র যোগী মহাত্ম পুরুষ সেই আনন্দোৎসব দেখিয়া ঈর্ষ হাঁসিতে হাঁসিতেই বা—

“বেহা বেহা সবকই কহে, মেরা মনমে এই ভাগুঁয়ে, চড়ুখাটোলি ধো ধো লাগরা, জেহল্‌পর্ লেজাওয়ে” রহিয়া, বিবাহকে কারাগার স্বরূপ বলিলেন কেন? আমার মত সাধারণ জীবের প্রমাদোক্তি ব্যঙ্গোক্তি হইতে পারে, কিন্তু তুলসী দাসের ন্যায় প্রমাদ বর্জিত, নিবেদন বিম্ব, তত্ত্ব মহাত্মার মুখ হইতে ও রূপ হৃদ

নিদাগী বাণী নিঃসৃত হইল কেন, ইহাই মনে অনেক সময় ভাবি । এক অলীক স্থানের—আকাশ কুণ্ডলের ভাগ মাত্র রটাইয়া আমরা অবোধ বাল-দম্পতিকে কি কঠোর কষ্টকর কুহকে, দারুণ দানদাহ মধ্যে ফেলিয়া দিইবহু ক্লেশোপার্জিত বিপুল ধন ধান্যক্ষয়কর মহা বাদ্যাদ্যাদি সহ আপন হৃদয়নিধি নদীর পুতুল দিগকে সানন্দে হিরণ্যময় অলঙ্কার রূপে চুশ্ছেদ্য শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া, বিধিনির্দিষ্ট রক্তাস্বর পরিধান করাইয়া চিত্র দিনের জন্য নিস্করণ মস্তুরা ভোগ করাইতে কি কারাগারের সংরুদ্ধ অন্ধকূপ মধ্যে নিঃক্ষেপ করি ?

আবার সন্দেহ উঠিল—অহো! কি আশ্চর্য! পরিণয় ব্যাপার যদি কেবল ভব বন্ধন স্বরূপ হয়, কঠোর ক্রেশকর কারাগার মাত্র হয়, তবে তুমি হিরণ্য কশিপুরও বিক্রম যে জননী এফলাদের কাণে কাণে অম্মে বিস আছোবলিয়া দিয়াছিলেন, সে মা কেবল প্রাণে সত্যোদ্যোতন না করিয়া মতৃপামেশনা দিয়া, আপন পুত্রকে আনন্দে বর মাড়াইয়া পাঠাইয়া দেন? সাক্ষাৎ প্রকৃত্যংশ স্বরূপিণী, স্নেহময়ী, সৎমা হিন্দু মহিলা মণ্ডলী মধ্যে, এই কোমলা ললনা প্রাণেই বা এরূপ প্রসঙ্গনা, নিষ্ঠুরপনা, অকৃতাপরাদী নিরীহের প্রতি অতঃবিতাড়না, ক্রুরপে মস্তুর হয়?

পর্যায় ক্রমে তখন আমার মনে এই চুইটা সংশয় উদ্ভিত হইলে, প্রথমেই পূর্বোক্ত সমস্তা পূরণ বা প্রমাণ করিবার অগ্রে, পবিত্র নারী চরিত্রে এই আপাত বিচিত্র দোষের চিহ্ন মাত্র আছে কি না দেখিতে লাগিলাম । ভাবিলাম, বিবাহের সময় কন্যার ভবনোদ্যোগে মাত্রা পরিবার অব্যবহিত পূর্বক্ষেণেই, স্নেহময়ী জননী বাৎসল্য প্রেমডল ঢল সাত্ত্ব বদনে, কনকাজল লইবার ছলে, কাণে কাণে “কাহাকে আনিতে যাইতেছ” গীজ্ঞাসা করিয়া এই যে ত্রিসত্য করাইয়া লইলেন—সে “আপনার দাসীকে আনিতে যাইতেছি”; ইহার তাৎপর্য কি? এ কথার প্রকৃত মর্ম কি? এ একটি বহু কাল

প্রচলিত চিত্র প্রসিক্ত্রী আচার বা দেশাচার। আবার
স্মার্ত ভট্টাচার্য মহাশয় জ্ঞী আচার বা দেশাচারকে
সদাচার বা ধর্ম্মাচার বলিয়া গিয়াছেন। অতএব পাছে
নবোঢ়া বধু-প্রণয়-বিকার-গ্রস্ত পুত্র বিকারের খেয়ালে,
পুত্র বধু কর্তৃক পূজনীয়া জননীকে নির্যাতিতা, লাঞ্ছিতা
করেন, এই ভয়েই উক্ত জ্ঞী-আচার বা ত্রিসত্য করণ
সমাজে প্রচলিত আছে, এরূপ নির্দেশ করা নিতান্ত
স্বনিত; তাহা মোহমুগ্ধ ব্যক্তির অগল্ভতা মাত্র, সম্পূর্ণ
অগৌত্বিক ও অগ্রাহ্য। কারণ যে নরামণ পুত্রের
প্রকৃতি ঐ রূপ কলুষিত মা পূর্বেই বুঝিয়াছেন, সে
পুত্রের ত্রিসত্য যে হরিণাক্ষীর এক ফুৎকারেই উড়িয়া
যাইবে তা কি আর মা বা সন্মাজ বোঝেন না? বিশেষ
বোঝেন, তজ্জাচ সে ঐ প্রথা প্রচলিত, ইহার গুণ্ড মগ্ন—
“রহস্য কি, তাহাই তখন গন জিজ্ঞাস্য হইল। তদন্তরে
বা দ্বির সিক্কান্ত হইল, তাহাতেই “আমার গন প্রাণ
সম্বন্ধে, শাস্ত্র হইয়া গেল। বঝিলাম পূর্বকালে জ্ঞান-
ভক্তিমতী প্রসূতিগণ স্বাম্যায়নিত্ত ব্রহ্মচর্যাশ্রমী, জ্ঞানী
পুত্রের মর্যাদা, সাধারণের নিকট রক্ষা করিবার জন্য,
সংসারাত্মগোচিত মার উপদেশ, সংসারে প্রবিষ্ট হইতে
যাইবার পূর্বক্ষেণেই ঐ রূপ ইঙ্গিতে নির্দেশ করিতেন
বা স্মরণ করাইয়া দিতেন। সেই প্রথামুসারে মা
এখনও সঙ্কেতে বলিয়াছিলেন, সংসারে “আমার”
কাহাকেও ভাবিও না—আপন পরিণীতা জ্ঞীকে
নহে—“আমার” ভাবিলেই তাহাতে অভিমান
আহত হইলেই ক্রোধ জন্মায়, ক্রোধ হইতেই
কলহ পর্যন্ত ঘটিয়া সংসার ছার খার হইয়া যায়,
আজীবন কষ্ট পাইতে হয়। অতএব ভাবিও জ্ঞী
“আমার” নহে—“জননীর দাসী”। অহো! এ
জননী শব্দের মধ্যেও আবার আশ্চর্য্য প্রহেলিকা-
পূর্ণ ও গুপ্ত অর্থ রহিয়াছে। এই দেহ রূপ ক্ষুদ্র
ব্রহ্মাণ্ডোদরী প্রত্যক স্থূল শরীর ধারিণী মা, সেই

বিভূক্তি মাত্র। তাই কৌশলে ইঙ্গিতে বলা হইল,
তুমি সেই বিশ্ব প্রগবিনী জগজ্জননীর দাস, তোমার
সহধর্ম্মিণী তাঁহারই দাসী। জগদম্বার আদেশ মাত্র
পালন জন্য যাগ, যজ্ঞ, দান, প্রভৃতি যে কোন
সংসার কার্য দ্বারা সংসারে তাঁহার সেবা করিতে হইবে,
তাঁহারই সাহায্যার্থ প্রার্থনা শক্তি স্বরূপিণী তিনি,
যাঁহাকে আজ তুমি আনিতে যাইতেছ, তিনি তোমার
কাম-বিলাসিনী রমণী নহেন—ইহাই ইঙ্গিতে বলিয়া,
মাতা পুত্রকে সাবধান করিয়া দিলেন। অতএব কয়াদুর
ন্যায় উপদেশ দিবার মাতা আছেন কিন্তু প্রহ্লাদের
ন্যায় পুত্র কৈ, যে হরিকে এ কারাগারের মধ্যেও
আকর্ষণ করিবে! সেই অভাব, হেতুই আজ সোনার
ভারতের এই দুর্দশা। অতএব মাধবী স্ত্রী হিন্দু-
রমণীর ক্ষম্যে আবার প্রতীর্ণ কোথায়?

বর কন্যার গৃহে সভাস্থ হইলে, সভার মহামতো
পাধ্যায় পণ্ডিতগণ, মহামান্য গুরুজন বর্গ প্রভৃতি সকলে
উপস্থিত থাকিলেও, সর্ব্বাঙ্গে জ্ঞী সম্প্রদায়ের মন্দিটে
বরকে লইয়া যাওয়া হয়। এখানে প্রথমেই আবার জ্ঞী
আচার আদিল। অত্রস্থ কুল কামিনীগণও স্পষ্টাক্ষরে
বুঝাইয়া দেন, জ্ঞী তোমার বিলাস-রমণী নহেন—শক্তি-
স্বরূপিণী। তাই তোমার স্তন্যের বিদ্যা অনুচ্চা
সীমন্তিনী আজ শিব সীমন্তিনীর ন্যায়, তব স্তন্য কন্দরের
মহাবিদ্যা মোড়শী রূপে, ঐ পুরুষস্বপ্নের স্বপ্নে চড়িয়া
মুহু মধুর হাসিতে হাসিতে, তাঁহার এক ভাবে প্রমত্ত,
ভব ঘোর বিভোর, ভোলার প্রতি ইঙ্গিতে কহিলেন,
যে আমিই সৃষ্টি শক্তি স্বরূপিণী, আমার ইচ্ছামত সৃষ্টি
কার্য্যে আমারই ইঙ্গিতামুসারে ঐক্ষণে তুমি অনাশ্রিত,
নির্লিপ্ত ভাবে আমার সহায়তা করিলে-মাত্র, তাই আজ
সর্ব্বাস্র চাকিয়া সর্ব্বাঙ্গে কেবল ঐক্ষণ মাত্র করিলাম
সাবধান, আমাকে বিলাস-বিনীতা ভাবিও না!

শেষেও জ্ঞী আচার বাসর-শয্যা। এখানেও

বাসা গৃহে প্রবেশের পূর্বে কোনও স্থানে গিন্দুর চন্দ্রমা দি চচ্চিত্ত সার্থক্যে চলনগুরুত উপানং ও সম্মানদ্বনী সমাজত থাকে ; আর বরকে তাহা যতী ঠাকুরাণী বলিয়া প্রণাম করিতে বলা হয়। ইহাতে বা যদি তাহা উপেক্ষা করত পদানুষ্ঠ প্রহারে তুল্য করিয়া চলিয়া যায়, তবে ভাঙ্গিনী গণের আনন্দের আর গীর্ষা থাকে না। আর সত্যই তুচ্ছ মত প্রণাম করেন, তাঁহাকে নিতান্ত মৃত বোকা মনে করিয়া কানিনী কুল উপহাস করেন। ইহা দ্বারা বুঝা গেল, ঠাকুরাণী জানাইলেন ও প্রত্যক্ষ শিখাইলেন, স্ত্রী মাত্রেই যতী স্বরূপিণী ; কিন্তু স্ত্রীর এই অস্থি, মেদ, মজ্জা, রক্ত, মাংসময় দেহটাতে—উপরকার ছাউন-টাতে নিমুখ হইয়া যদি তুমি সেটাকে যতী ঠাকুরাণী বোধে সম্মান কর, শ্রদ্ধা কর, তবেই রমণীগণ মনে মনে হাসিবে এবং তোমাকে চিহ্নাবন স্ত্রী সম্প্রদায় মধ্যে নম্র প্রণয়ে ও ভালবাসায় বদ্ধ হইয়া সমাজে নানা ক্ষেত্রে গণনা রূপ উপানং সেনী হইয়া থাকিতে হইবে কিম্বা তুমি সমাজের আবর্জনা রাশির ন্যায় কেবল শতমুখীর মুখে নিষ্পত্ত, বিতাড়িত, ঘৃণিত হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইবে, শেষে বাসর-শয্যাতে ইহাও বুঝাইয়া দেওয়া হইল, যে এ পর্য্যন্ত যে সকল শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে, যদি সংসারে তদনুরূপ ঠিক চলিতে পার, তবে অচিরে ঐ রূপ নির্বোভ, নিঃসঙ্গ, নিশ্চেষ্ট ভাব পরিপাক হইয়া গেলে, তাহা প্রকৃতিনিষ্ঠ হইলে, এক দিন এমন দিন আসিবে যে দিন আবার কুলবালাগণ আজকের মত গুরুজনের আদেশের অপেক্ষা না করিয়া, নির্ভীক ভাবে স্ব স্ব পতি পুত্র ছাড়িয়া, সমাজ ও ধর্মের অবশিষ্ট বিধি পালন ছেঁদে, উদাসীন ও সরল ভাবে তোমায় ভাল বাসিবে, কত আদর করিবে, মোহাগ করিবে, স্নেহ বিকীর্ণ করিবে । আর তুমি তাহাদের সেই সকল ভাবেই অন্যান্য অভয় বাণী—যে মাখান-বাণীর মধ্য কর্ণাল শুনিতে থাকিবে, চিরদিনের জন্য তোমার জন্ম জীবন ধন্য হইয়া যাইবে।

অতএব যেখানে স্ত্রী আচার, সেইখানেই যখন এত রকমে যুগন্তীর তত্ত্বশিক্ষা, তখন স্ত্রী সম্প্রদায় মধ্যে আবার প্রবন্ধনা, নিষ্ঠুর পণ্যকোথায় ? স্ত্রী আচারের ঐ সকল অতি ওহা তত্ত্ব শিক্ষা, জ্ঞানোপদেশ ও বোদ্ধা-নিষ্পন্নিত বৈরাগ্য বিচার-প্রবাহ মানবের নানা কলুষ ভাব অতি সহজেই ভাসাইয়া দিবে, এই জন্যই বিবাহের আদি, অন্ত ও মধ্যে স্ত্রী সম্প্রদায়ের ভিতর অত উদার স্ত্রী আচার ব্যবস্থা । কিন্তু হায় ! আজ কাল ভারতের কপাল দোমে, তাহাও ঘৃণিত, অতি কুসংস্কার, প্রতীক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

যা হউক, স্ত্রী সম্প্রদায় বা স্ত্রী আচার মধ্যে আর কোন দোষ নাই বুঝিলাম । পরে পরিণয়কে তবে ভক্তপ্রবর তুলসিদাস স্বামী জেলখানা রূপে কেন বর্ণন করিলেন ? লোকে বিবাহ বন্ধন, পরিণয়-পাশ কেন বলে, তাহাই এক্ষণে বিবেচ্য।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দের মেলা ।

২২ এ হইতে ২৮ এ ফাল্গুন পর্য্যন্ত কয়েক দিন ধরিয়া বারভূম জেলায়-সাঁইতা মেষনের নিকট গয়রাকী নদীর তটে কুণ্ডলার জমীদার শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রূপাসিদ্ধ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় আদির বিশেষ উদ্যম, উৎসাহ ও আগ্রহে মহামেলা মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গেল । এই আদর্শ মেলায় লোকের অনেক দেখিবার, অনেক শুনিবার, অনেক বুঝিবার, কিনিবার বেচিবার ও অনেক স্মরণ করিবার ও মনে রাখিবার জিনিস ছিল । মেলার প্রথম উদ্যমে এত সমারোহ হইলে, ইহা আমরা আশা করি নাই।

২। মেলার প্রথম দিন, যাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এই মাধ্য মেলায় উদ্যোগ, সেই প্রজ্ঞানন্দ শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয় কাশী হইতে যাত্রা

করিয়া যখন সাইখা কেশনে পৌঁছিলেন, অমনি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য দলে ২ ভদ্র লোক-মণ্ডলী, পল্লী পতাকা, লেপা ছত্র মণ্ডাদি সহ হরিনাম সংকীৰ্তন করিতে ২ ভক্ত বৃন্দ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ঘন ২ বন্দুক ছুটিতে লাগিল, আনন্দের মহারোমে মেলাভূমি মাতিয়া উঠিল । সাময়িকীক অভ্যর্থনার্থ যথোপযুক্ত বিচক্ষণ ভক্ত জমীদার শ্রীযুক্ত শ্রীমন্ত ববুর নিরচিত যে কীর্তনটি গান হইয়াছিল, তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল —

(“ শুণ্ড আনন্দ ধামের মেলা ” — স্তর)

মাধ পুতাইতে মাধু মেলা দেখে স আয় ।

এ মেলায় পঞ্চ অর্থ কান মোক্ষ চতুর্দশ ফলদায়ক ॥

মেলায় বোলবো কিস্তীম, যথাস্থান কৃষ্ণ রান,

যোগী সহ যোগেশ্বরী করেন অধিষ্ঠান;—এ তো কেনা বেচার মেলা নয়, এতে মাধকের মাধ পূর্ণ হয় ॥ ১ ॥

হ'য়ে বিরাগী যে জন, করে আশা নিসর্জন, হরি-ভক্তি জীব মুক্তি করেন বিতরণ;—সেই চিরানন্দ কৃষ্ণানন্দ এ মেলায় হলেন উদয় ॥ ২ ॥

জীবের ধর্ম অভাবে, কলির কুটিল প্রভাবে, উঠলো হরিনামের খেলা যার আবির্ভাবে;—তাঁর গুণের গান গাইবো বলে এই মেলায় এই অভিনয় ॥ ৩ ॥

হবে মাধু দরশন, যাতে কলুষ খণ্ডন, মুক্তি শক্তি পরাভক্তি হইবে সাধন—(কাতর) হয়ে দীনবন্ধু বলে যেহ কৃষ্ণানন্দ হ'ন সদায় (মেলায়) ॥ ৪ ॥

৩। মেলায় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীঅমলপূর্ণা, শ্রীশ্রী গীতারামের সংগঠিত ও সুসজ্জিত দিব্য মূর্তির বিনিমো-পচারে পূজা হইয়াছিল, সম্মুখে প্রত্যহ চন্দ্রাতপের ছায়ায় শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা, মনোহর সাহী কীর্তন, রামক সংকীৰ্তন ও রামায়ণ গান হইত । মেলায় অধিনায়ক স্বামীজী চারি দিন জ্ঞান ও ভক্তি পূর্ণ উপদেশ ব্যাখ্যানে সহস্র ২ শ্রোতাকে কৃতার্প করিয়াছেন । কত যৌনরনারী বক্তৃতা শ্রবণে মনের সাধ মিটাইয়াছেন,

তাহার গীমা নাই । তাঁহাকে দেখিবার জন্য তাঁহার কথা শুনিবার জন্য দলে ২ লোক একত্র হইত ।

বৈষ্ণব, বাউল, দরবেশ আদিও প্রায় পাঁচ শতাধিক জুটিয়াছিল । ২ দিন তাহাদিগকে নগদ পয়সা ও ভোজন-সামগ্রী দেওয়া হইয়াছিল । মেলা দেখিবার বিজ্ঞাপন পত্র গুলিকে বাউল দরবেশ আদিগণ ভানিয়াছিল ভোজন করিবার নিমন্ত্রণ পত্র । তাই তাহারা দলে ২ প্রকৃতিসঙ্গে লইয়া আসিয়া সাইবার জন্য বড় দানী দাওয়া করিয়াছিল, কিন্তু যখন তাহারা দেখিল যে তাহাদের দলপতি গণ ৫০ জনের নাম করিয়া পোতাক লয়, ও ২০ জন মাত্রকেই খাওয়াইয়া অবশিষ্ট সামগ্রী আগসাৎ করিতে লাগিল, তখন এই, দলের মধ্যে একটা বিসম গণ্ডগোল উঠিল । বৈরাগী দলের অসদাচারে সকলেই দুঃখিত হইয়াছিলেন । বৈষ্ণবা-চার্য্য গণ বৈরাগী বণের ন্যবহার সংশোধন করিলে বঙ্গভূমি অনেক পরিমাণে নিরুপদ্রব হয় ।

৫। বাঙ্গালা দেশে অন্যান্য মেলা দেখিতে যেমন সাধারণ লোকেই সমাগম হয় মাত্র, এ মেলায় কেবল তাহাই নাহ; সাধারণ স্ত্রী পুরুষের সংখ্যাতো গণনাই করা যায় নাই, তদুপরন্ত হাকিম, উকিল, জমীদার, আদি অনেক সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত লোকের সমাবেশ হইয়াছিল । চট্টগ্রাম, ঢাকা, কলিকাতা, কান্দী কাশী, উত্তর পাড়া, বীরভূম, বর্ধমান, গুপ্তেশ্বরদাবাদ, আদি বহু দূর দূর দেশ হইতে মেলা দেখিতে ভদ্র লোক সকল আসিয়াছিলেন । বাসনের দোকান, কাপড়ের দোকান, মিক্কা, গণিহারী আদির দছতর দোকান, কলিকাতা, কাশী, বর্ধমান, পাঁচখুণী, কঁদী, বীরভূম, বৃন্দাবন, মেদিনীপুর, হইতে আসিয়াছিল । বাঘের খেলা, নাগর মেলা, আদির ও অভাব ছিল না । বেচা কেনাও অনেক টাকার হইয়াছিল ।

৬। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অম্বিকা চরণ বিদ্যারিভৈরী শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা হইয়াছিল এবং শ্রীযুক্ত ঐসম কবি

চক্রবর্তী শ্রীমান্ পাঁচকড়ী রায়, শ্রীমান্ দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায়, শ্রীমান্ কালী কান্ত হাজরা প্রভৃতি ধর্ম্মাঙ্গা গণ অনেক স্থললিত বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই মেলায় পুলিশের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু ধর্ম্মের মেলায় সহস্র ২ লোকের সমাগম হইলেও কোন প্রকার অশান্তি বা গোলযোগ হয় নাই। বাঙ্গালা দেশে এই মেলার আদর্শে অন্যান্য মেলাগুলি বিশেষ রূপ সাহসিক ভাবে পরিচালিত হইতে থাকিবে, এই রূপই আমাদের সম্পূর্ণ আশা।

ধর্ম্মোৎসব।

গত ২৯শে ফাল্গুন, লোকনাথপুরস্থ শ্রী শ্রী ৮ হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় শ্রীবৃদ্ধ শ্রীতানাথ শিরোরত্ন এবং শ্রীগুরু শ্রীনাথ শিরোমণি এবং শ্রীবৃদ্ধ অজিত নাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় গণ তিন দিবস শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমদ্ভক্তদীপ্তা প্রভৃতি পাঠ এবং বক্তৃতা দ্বারায় সভাস্থ সকলের ধর্ম্ম ভাব উদ্দীপন করিয়া ছিলেন।

বিগত ১৬ই ফাল্গুন হইতে ২রা চৈত্র পর্য্যন্ত সপ্তদশ দিন ব্যাপিয়া ৮ কাশীধামে ভারতধর্ম্ম মহাসম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল। বেদার্চন, স্বস্তিবাচন, বেদপাঠ, ধর্ম্ম শাস্ত্র ও পুরাণ পাঠ, শাস্ত্রপুজন, পণ্ডিতার্চন, সভাপতি অভিষেক, ভারতে ধর্ম্ম প্রচারার্থ যজ্ঞা, বক্তৃতা, ধর্ম্মসঙ্গীত সঙ্গীতন আদি নানাবিধ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শেষদিনে মহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল, শালগ্রাম শিলা ও চতুর্বেদ রৌপ্যময় সিংহাসনে বসাইয়া শঙ্খ ঘণ্টা ঘনিপূর্ব্বক ক্ষজপতাকাঙ্গি সহ মহাপুত্রাণের সহিত সভাস্থলে লইয়া যাওয়া হয়। পণ্ডিত গণের সিদ্ধান্ত ও বিদেশীয় রাজা মহারাজগণের সহানুভূতি সূচক টেলিগ্রাম উক্ত সভায় পাঠিত হয়। বিখ্যাত পণ্ডিত ও বক্তাগণের সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষা পরিভাষিত বক্তৃতা হইয়াছিল। প্রায় দশ সহস্র লোক

এই মহাসভায় সমবেত হইয়াছিল। বিদেশ হইতে অনেক প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন। রাজা শশি শেখর শরের ঐকান্তিক যত্নে ও কাশীর মহারাজার বিশেষ সাহায্যে এই বিরাট ব্যাপার নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইয় গেল। রাজা শশি শেখরেশ্বর হৃদয়বান্ পুরুষ। যথার্থ ধর্ম্মের হৃদয় তাঁহার আছে। ভগবানের কাছে প্রার্থা করি, এই রূপ ধর্ম্মান্দোলনে তাঁহার উৎসাহ চিরকাল অবচলিত থাকুক। নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি সভা উপলক্ষে গীত হইয়াছিল—

বাহার, মধ্যমান ঠেকা ॥ ১ ॥

জাতীয় সম্মান গিয়েছে অনেক দিন,
হে ভারত বাগীগণ, করিয়ে দেখ স্মরণ,
সেই স্মরণ, মনন, নির্দিধাসন,
ভজন সাধন যত, সে দিন হয়েছে গত,
সে দিন হয়েছে ভারত স্বধর্ম্ম হীন পাপাধীন।

আধুনিক পদ সম্মানে, আপনাকে ধনা মানে,
অভিমনে নাহি মানে মূর্খ সদৃশ প্রবীণ;
আপন ভেবে গেমন কাকে, পরদ্রিষ্ট পেলে থাকে,
তেমনি মানে মানীলোকে, এমনি ভাস্ত মলিন।
কোথাগেল সে স্বর্গ, কোথাগেল সে প্রভাব,
কালের প্রভাবে এবে ভারত খালি বিহীন;—
আজ কি প্রভা প্রকাশিবে, যজ্ঞাঙ্গি গিয়েছে নিভে,
ইন্দ্র যায় ইন্দ্র লভে, সে এক দিন আর এ এক দিন।

খাঁসাজ—একতাল। ॥ ২ ॥

ভারত ধর্ম্ম মহানগলে, মৌগ দান করি হিন্দু সকলে,
ময় প্রায় ধর্ম্ম, ধারণ করি বল, মুক্তি সাধন কর
স্বযুক্তি বিধান।

ঘটেছে এককালে ধর্ম্ম নিবন্ধন, জলদি মল্লন জলদি বন্ধন,
স্মরণ করি তাই হে আশ্রয় নন্দন, কার্য্য কর বিবেচন
সম্মিলনে।

বেদ প্রণিহিত ধর্ম্ম স্মরণ, ভারত মাতার ধর্ম্ম মাত্র প্রাণ
মাতৃ হত্যা আজ হইয়ে সম্মান, দেখিতেছ কোন্ প্রাণে;—
অধর্ম্মে নিধন যদি হতে হয়, সেও ভাল, পরধর্ম্মে বড় ভয়,
আর কোনো যথার্থ তথ্যের বিহিত পণ্ডিত পুরাণে ও মা

বৈদ্যবিদ্যালয়ের আয় ও ব্যয় মাহ মাঘ ও ফাল্গুন ১২৯৮
মুষ্টি ভিকার মূল্য।

	মাঘ	ফাল্গুন
শ্রীপ্রতাপচন্দ্র সেন কতেপুর দমকা	৪১.	
" গঙ্গাদিনাথ মুখোপাধ্যায় বংকিপুর	৫১	
" চৈতন্যচরণ দাস শ্রীহট্ট	২১	
" গুরুগোবিন্দ মজুমদার কাকিনিয়া	৩১	
" হরলাল দাস গুপ্ত ধুবড়ি	৮৬/০	
" ভুবন মোহন সেন আমিনপুর	১/০	
" হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বারাসত	১১/০	
" যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায় মিরিট	৪১	
" জ্ঞানচন্দ্র দাস আখালিয়া শ্রীহট্ট	১৬০.	
" বিশ্বেশ্বর সেন গুপ্ত পটুয়াখালী বাথরগঞ্জ	৬১	
" যোগীন্দ্রনাথ বিশ্বাস কলিকাতা	৮১০.	
" ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ব্যাতিড়া হাবড়া	১০	
" কেদার নাথ গোস্বামী বড়া শ্রীরামপুর	৫১	
" হরিনোহন সেন মিলচর কাছাড়	২১	
" কালীচন্দ্র ভট্টাচার্য বিলগাড়িয়া	৪০.	
" হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় দাইহাট	৮১	
" পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বর্ধমান	১০.	৬০
" শ্রীনাথ সরকার শম্ভা দিনহাটা	৩১০.	
" শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় শ্রীহট্ট	২১	
" দীননাথ পাত্র রামপুরহাট	৬১০/১.	
" শ্যামাচরণ চক্রবর্তী গোড়ুলখালী	১০১	
" সুপতি ভূষণ অমিকারী গুড়প	৮.	
" মধুসূদন দাস কলিতপাড়া গোয়ালপাড়া	৮১	
" জয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বরিশাল	৫১	
" শ্রীনাথ দাস ফারাসগঞ্জ নোয়াখালী	৪১	
" জ্ঞানচন্দ্র রায় মরহাট	৪১	
" কুরুনাথ সিংহরায় নাকামিগাড়া	২১/০	
" লোকনাথ শর্মা নগামচুক শ্রীহট্ট	১২১	
" শশীভূষণ দর মোগলহাট নসিপুর	৩১	
" কালীকুমার রায় শ্রীপুর ঢাকা	২১	
" কিশোরী মোহন দাস শুভাপুর কুনবাড়ি	১০১	

৬০৬/১০ ৬৮১/১০

এককালীন দান।

	মাঘ	ফাল্গুন
শ্রীশশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এংজেন্ট কান্দিয়াস	২১	
" অম্বালিকা ও স্বর্ণময়ী দেবী, ফরিনপুর	৫১০.	
" হরিনোহন সেন মিলচর কাছাড়	৫১	
" মহিমচন্দ্র বটক ৮ কান্দিয়াস	২১	
" দেনচিং আর্থ্য সম্মানেন দাইহাট	২১	
" জনৈক ব্রাহ্মণ কুমার ৮ কান্দিয়াস	২১	
শ্রীবিপিন বিহারী রায় চৌধা ডেশন	১.	
" পরচন্দ্র দাস মিত্র এ	১.	
" গণ্ডত লাল দাস মিত্র এ	১.	
" অরেন্দ্র কুমার মিত্র গয়া	১০.	
" দীননাথ পাত্র রামপুরহাট	১১০.	
" শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় ভবানীপুর	২১	
৮ কান্দিয়াস হইতে মাং পেরানী	৫	
শ্রীঅশ্বিনী কুমার ঘোষ পাণ্ডুয়া শ্রীহট্ট	১/০	
" গোবিন্দ চন্দ্র দাস বাবুচর পাণ্ডুয়া	১.	
" ছনাই সিংহ মনিপুরী এ	১.	
" মহারামআসামি বিন্দাকুল এ	১.	

১৬১০ ১০/১৫

মাসিক বৃত্তি।

শ্রীযুক্ত মহারাজ দ্বারভঙ্গা মাহ ডিসেম্বর	২০১
এ এ মাহ জানুয়ারি	২০১
শ্রীবিপিনবিহারী রায় চৌধা ডেশন	১. ১.
শ্রীমতী লবঙ্গহন্দরী দাসী কাকিনিয়া মাহ মাঘ	১০১
দেবেন্দ্র নাথ দত্ত দেওয়ান হাভুয়ারাজ মাহ পৌষ	৫১
বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় কালীঘাট পৌষ হইতে ফাল্গুন	১৫১

৪০৬. ৩০৬.

জমা	
মুষ্টি তিকা মাহ মাঘ	৬০৬৮/১০
ঐ ফাল্গুন	৬৮১/১০
এককালীন সাহায্য মাহ মাঘ	১৬১৮/০
ঐ মাহ ফাল্গুন	১৮/১৫
মাসিক বৃত্তি মাহ মাঘ	৪০৮/০
ঐ ফাল্গুন	৩০৮/০
	২১৭১/১৫
পূর্ব হিঃ উদ্ধৃত	৩২২৫/১০
	৫৪০৮/৫

খরচ

আচার্যগণের দক্ষিণা মাহ মাঘ	৫০৮
ঐ মাহ ফাল্গুন	৩৮৮
ছাত্র বৃত্তি মাহ মাঘ	১৪৮
ঐ ফাল্গুন	২০৮

ছাত্রাশ্রমের ব্যয় মাহ মাঘ ১৬৫১৮/১৫ আশাড়া হইতে
গৌন তক

ঐ ফাল্গুন	০
নিম্নশ্রেণী কর্মচারীর বেতন মাহ মাঘ	১২৮
ঐ ফাল্গুন	২৮
ছাপাই ব্যয় মাঘ	০
ঐ ফাল্গুন	০
মাশুল ব্যয় মাঘ	৮০
ঐ ফাল্গুন	০
ক্ষুদ্র ব্যয় মাঘ	৫০
ঐ ফাল্গুন	১৮/১০
বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ পরিচর্য হওন জন্য বায়না	২২৮

৫৪০৮/৫

ঐতিহাসিক মূখোপাধ্যায়

লেখাধ্যক্ষ।

